সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

ও সঙ্গীত সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

১৩০৯ সাল।

প্রথম ভাগের সূচী।

প্রবন্ধ।

প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য			পৃষ্ঠা।
রাগ-বিবোধ	...	...	২, ৯, ২১, ৩৩, ৪৫, ৫৭, ৬৯, ৮১ ৯৩, ১০৫, ১২১, ১৩৭
সম্পাদকের মন্তব্য	...	...	৬, ১৩, ২৩
রাগ ভৈরব	...	...	১৪
সঙ্গীত-কলা	...	...	১৬
স্বর-রহস্য	...	...	১৬, ৭৯
ধ্রুপদ কাহাকে বলে?	...	...	১৬
চৌতাল ও ধামার তাল	...	...	১৯
গ্রন্থ সমালোচনা	...	...	২০
রাগ-রাগিণীর পরিচয়	...	...	২৪, ৩৫, ৫৮
ভ্রমর ও প্রজাপতি	...	...	২৭
স্বর ও ছন্দ	...	...	২৭
রাগ-চেনা	...	...	২৯, ৩৭, ৫১
প্রথম শতাব্দিতে ভারতে সঙ্গীত	...	...	৩৬
প্রেরিত পত্র (মূর্চ্ছনা ও শ্রুতি)	...	...	৩৯, ৬৮, ১৫২
ভরতমুণি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত	...	...	৪০, ৫০, ৭১, ৮৪, ৯৬, ১০৮, ১২৪, ১৪০
স্বরলিপি চিহ্নের ব্যাখ্যা	..	...	৫১, ৭৩
পুরাতন গীত সংগ্রহ	...	...	৫৩, ৬৭, ৮০, ১২০
নৃত্য-কলা	...	...	৬১
বাদী সম্বাদী প্রভৃতির লক্ষণ	...	...	১০৮, ১২৫
ভৈরব রাগের ধ্যান ও ধারা	...	...	৫৬
ভৈরবী রাগিণীর ধ্যান ও ধারা	...	...	৬২
সংবাদ	...	...	১৫২

স্বর-লিপি।

(হিন্দী গান)

				পৃষ্ঠা।
"তুম তো গণপত"	...	ভৈরব-চৌতাল	...	৭
"তা পর তুম্"	...	ভৈরব-ধামার	...	১৭
"তুম সন ক্যায়সে"	...	বাঙ্গালী-ঢিমে তেতালা	...	২০
"ওদানা দিম্ তানুম্"	...	ইমন কল্যাণ-কাওয়ালি	...	২৬
"এ সারদা ভবানী"	...	তোড়ি-চৌতাল	...	২৮
"তোরহি তোরমে"	...	রামকেলী-কাওয়ালি	...	৩১
"ত্যোরহি আয়ে"	...	ভৈরব-ঢিমাতেতালা	...	৩২
"দৌ অনুরাগ ভরে"	...	শাহানা-চৌতাল	...	৪২
"আজু মন ভাওন"	...	যোগিয়া-কাওয়ালি	...	৪৩
"বনি ও রাত চাঁদনী"	...	কালাংড়া-তেওট্	...	৪৪
"ময় ক্যায়সে বাঙু"	...	ভাটিয়ারী-ধামার	...	৪৫

"আজু মন ভাওন"	...	ললিত-চৌতাল	...	৫৫
"তোম্ তাসুম তাদেরে দানি"	...	ভৈরবী-চিমাতেতালা	...	৬৫
"তিমির মণি দীপক"	...	থট্-সুরফাঁক্তা	...	৯০
"শুভ্র বাস পিঁধে"	...	ইমনকল্যাণ-চৌতাল	...	৯৭
"এজ রাজ মগ রোকতে	...	খাম্বাজ-ঝাঁপতাল	...	৯৯
"হসে রুবা সিতম্‌গরা	...	গজল-আদ্ধা	...	১০৩
"দেখো মর অদ্ভুত"	...	কাফি-তেওরা	...	১১৪
"সেবত পদ-পঙ্কজ"	...	ভৈরব-করালমঞ্চ	...	১১৬
"রঙ্গী দে হো"	...	লুম্ সারং-একতালা	...	১১৭
"ও দানা দেরে তোম্"	...	গৌড়সারং-ঝাঁপতাল	...	১২০
"মহিমা তুম্‌হারি ঈশ্বর"	...	কানেড়া-চৌতাল	...	১২৬
"নিশি দিন বরষণ লাগে"	...	মল্লার-কাওয়ালি	...	১২৮
"প্রথম নাদে মূলতে"	...	ইমন কল্যাণ-ঝাঁপতাল	...	১৩০
"ঝুঁটি ঝুঁটি বাতিয়া	...	খাম্বাজ-কাওয়ালি	...	১২৯
"হো দীন নাথ"	...	শুক্ল-বেলাওল-ষটতাল	...	১৪১
"ভরণয়ো গেয়ি"	...	তিলক কামোদ-চৌতাল	...	১৪৩
"জ্ঞান যো পাওয়ে"	...	আড়াণা-চৌতাল	...	১৪৩
"মেরি কর পকরত"	...	কাফি-কাওয়ালি	...	১৫০

(বাঙ্গলা গান)

				পৃষ্ঠা।
"ও নয়ন-বাণে বাণে"	...	সিন্দুড়া-কাওয়ালি	...	৭৩
"জানি জানি তোমার কালা চাঁদ"	...	কাফি-কাওয়ালি	...	৭৪
"আইল বসন্ত হিম ঋতু অন্ত"	...	বাহার-তেওরা	...	৬৯
"শ্যাম তব পায়ে ধরি"	...	কাফি-সিন্দুড়া-ঝাঁপতাল	...	৭৬
"আমি যাই যাই আর ফিরে ফিরে চাই"	...	সিন্ধু-একতালা	...	৭৮
"হে সখা মম হৃদয়ে রহ"	...	ছায়ানট্-একতালা	...	৭৯
"মহা বিশ্বে মহাকাশে"	...	ইমন কল্যাণ-তেওরা	...	৮৫
"মহানন্দে হের গো সবে"	...	তিলক কামোদ -তেওরা	...	৮৬
"তুমি বন্ধু তুমি নাথ"	...	জয়জয়ন্তী-একতালা	...	৮৭
"আজি কি প্রথম এল বসন্ত"	...	মিশ্রবাহার-কাওয়ালি	...	৮৯
"তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে"	...	খাম্বাজ-একতালা	...	১০০
"দেহি হৃদয়ে সদা"	...	নিসাসাগ-ঝাঁপতাল	...	১০২
"তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে"	...	ইমন কল্যাণ-তেওরা	...	১১২
"মধুর রূপে বিরাজো"	...	তিলক-কামোদ-ঝাঁপতাল	...	১১৩
"তোমারি সেবক কয়হে"	...	ছায়ানট্-চৌতাল	...	১.৮
"এ যে অবোধ কলি"	...	আনন্দ ভৈরবী-কাওয়ালি	...	১৩১
"জানি হে যবে প্রভাত হবে"	...	ভৈরবী-ঝাঁপতাল	...	১৩১
"অন্ধজনে দেহ আলো"	...	ধূন-কাওয়ালি	—	১৪৮

প্রথম ভাগ। আশ্বিন, ১৩০৮+৭ প্রথম সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সূচী।

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য।	... ...	১
২। রাগ-বিরোধ।	... ...	২
৩। সম্পাদকের মন্তব্য।	... ...	৬
৪। স্বরলিপি।	... ...	৭

সঙ্গীত-প্রকাশিকার নিয়মাবলী।

১। সঙ্গীত-প্রকাশিকার বার্ষিক মূল্য ভারত সঙ্গীত সমাজের স্থানীয় সভ্যগণের জন্য ১৲ টাকা, মফস্বলবাসী সভ্যগণের জন্য ১৶০ এবং অপর সাধারণ গ্রাহকের জন্য সহর ও মফস্বলে ২৷৹ টাকা। একবৎসরের অগ্রিম মূল্য না পাইলে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত করা হয় না। প্রতি সংখ্যার মূল্য।৹ আনা।

২। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্রদ্বারা আমোদের জানাইবেন নতুবা পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি।

৩। কোন মাসের পত্রিকা সেই মাসের মধ্যে না পাইলে মাস কাবারের পূর্ব্বে আমাদের জানাইতে হইবে বিলম্ব হইলে ঐ পত্রিকার জন্য পোষ্ট আপিসে অনুসন্ধান করা সম্পূর্ণ বিফল।

৪। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া যাইবেনা।

৫। পত্রের উত্তর চাহিলে একখানি ডাকটিকিট অথবা জবাবী পোষ্টকার্ড প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। ইনসফিসেণ্ট এবং বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবেনা।

৭। সঙ্গীত-প্রকাশিকা সংক্রান্ত চিটি পত্র, প্রবন্ধ, বিনিময় পত্রাদি টাকাকড়ি এবং মনিঅর্ডার নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে কুপনের সহি রসিদ বলিয়া গণ্য হইবে। পত্রিকাতেই ক্রমশঃ মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৮। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে না লইলে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত করা হইবেনা।

শ্রীহেমচন্দ্র মল্লিক।

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সম্পাদক।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ।

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। চুক্তি না করিয়া বিজ্ঞাপন দিলে প্রতি পৃষ্ঠা প্রতি মাসে ৪৲ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৲; সিকি পৃষ্ঠা ১।৹; প্রতি পংক্তি।৹ আনা।

২। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য চুক্তি হয় না। চুক্তি করিয়া বিজ্ঞাপন দিলে প্রতি মাসে প্রতি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১৷৹; সিকি পৃষ্ঠা ১৲।

৩। টাকা অগ্রিম না পাইলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে না।

৪। মলাটের পৃষ্ঠা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র নিয়ম।

৫। ইংরেজী বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র হার।

অবৈতনিক সঙ্গীত বিদ্যালয়।

সঙ্গীত চর্চ্চার বহুল বিস্তার করা ভারত-সঙ্গীত-সমাজের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই অভিপ্রায়ে সমাজে বিনা বেতনে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে শিক্ষার্থী গণের আবেদন-পত্র সমাজের দুইজন সভ্য কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। সমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী কণ্ঠ সঙ্গীত ও এস্‌রাজ এবং প্রসিদ্ধ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বনিক্ তবলা বাদন শিক্ষা দিয়া থাকেন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমাজে জানিতে পারিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র মল্লিক।

সম্পাদক।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—১ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ,
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥

আশ্বিন ১৩০৮

প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য।

আজ কাল, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ-সকল অনুবাদিত হইয়া জন-সাধারণের মধ্যে বহুল রূপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত সঙ্গীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদ-কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সঙ্গীত-নির্ণয়, সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দামোদর, রাগ-বিবোধ, রাগ-সর্ব্বস্ব-সার, রাগার্ণব, নারদ-সংহিতা, ধ্বনি-মঞ্জরী, প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে—দুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র। অনেকগুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এখন দুষ্প্রাপ্য এবং আরও কিছুকাল পরে একেবারে বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রমশ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব, এই-রূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহার দ্বারা, "গ্রহ", "অংশ", "ন্যাস", "গ্রাম" "মূর্চ্ছনা", "বাদী" "সম্বাদী" "খাড়ব", "ঔড়ব", প্রভৃতি আর্য্য-সঙ্গীত-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে এবং পূর্ব্বে রাগ-রাগিণীর কিরূপ মূর্ত্তি ছিল ও কালক্রমে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও অব-গত হওয়া যাইবে।

আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য,—তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদদিগের পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করা। স্বর-লিপির অভাবে, অনেকগুলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হই-য়াছে এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা উচিত নহে; যাহাতে পুরা-তন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ হয়, সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমরা যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি তাহা নিতান্ত সহজ নহে; সাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনুকূল্য না পাইলে সুসিদ্ধ হওয়া দুষ্কর। আপাততঃ এই পত্রিকা সংকীর্ণ আকারে প্রকাশ করা যাইতেছে। সাধা-রণের উৎসাহ পাইলে ইহার আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যাইবে।

আমাদের ভারতবর্ষই সঙ্গীত-কলার জন্মস্থান। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এইখানেই সপ্তস্বর প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়া পরে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়। আমাদের সঙ্গীত-পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ আমাদের রাগ-রাগিণীর স্বরবিন্যাসে ও মূর্ত্তি-কল্পনায় যেরূপ একটি কলা-নৈপুণ্য ও গুণপনা দেখা যায়, তাহা অন্য কোন সভ্য জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। এই সঙ্গীত-বিদ্যা আমরা কোন জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া পাই নাই—ইহা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি।

এই জন্য বলিতেছি, যাহাতে আমাদের পুরাতন সঙ্গীত-বিদ্যা ও সঙ্গীত-কলার বহুল প্রচার ও স্থায়িত্ব বিধান হয়, সে বিষয়ে—শুধু সঙ্গীতানুরাগী কেন—স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এবং এই ভর-সাতেই আমরা এই দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি।

সোমেশ্বর-কৃত রাগ-বিবোধ একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-গ্রন্থ। প্রথমে ইহারই অনুবাদ আরম্ভ করা গেল।

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

গ্রন্থকার, রাগবিবোধ নামক নিবন্ধ রচনা করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য রাগের মূলীভূত শ্রুতি স্বরাদির নিদান নাদ সঙ্ক্ষেপে সূচনা করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকে অনিষ্টনিবারক ইষ্টদায়ক স্বকীয় গুরুদেবতা নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

আর্য্যানন্দনিদানং গুরুং স্বরাধাররাগবিষয়মহং।
স্থানবিশেষখ্যাতং গণপতিমতিসিদ্ধয়ে বন্দে॥ ১

আমি সিদ্ধিলাভের জন্য আর্য্যা পার্ব্বতীর আনন্দকারণ গুরুদেবগণের অনুরাগপাত্র পুরাণপ্রসিদ্ধ গণপতিকে বন্দনা করি। ১

আমি গ্রন্থসমাপ্তির জন্য পার্ব্বতীর আনন্দনিদান, উৎকৃষ্ট, দেবগণের অনুরাগপাত্র, শ্রুতিপুরাণপ্রসিদ্ধ গণপতিকে বন্দনা করি। পক্ষান্তরে আমি নাদকে বন্দনা করি। নাদোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উপাসিত হইয়া থাকেন, কারণ ইহাঁরা তদাত্মক। শার্ঙ্গদেব নাদ সম্বন্ধে এইরূপই কহিয়াছেন। সুতরাং নাদবন্দনা, অভ্যুদয়—অর্থাৎ সিদ্ধির হেতু। এই নাদ আর্য্য পণ্ডিতগণের আনন্দ—ঐহিক ও পারত্রিক সুখের নিদান। আনন্দ স্বর-রাগাদি-সাধ্য, কিন্তু নাদমাত্রের আনন্দজনকতা কিরূপে ঘটিতে পারে? এই জন্য বলা হইয়াছে, স্বর-রাগাদি সমস্তই নাদমূলক। নাদই স্বরাদিরূপে নানারূপ হইয়া সুখের হেতু হইয়া থাকে। এই নাদ হৃদয় কণ্ঠ মস্তকরূপ স্থান বিশেষে খ্যাত অর্থাৎ মন্দ্র মধ্য ও তার নামে প্রসিদ্ধ। ১

হেতুর্জগদ্ব্যবহৃতের্বিরাজয়ন্তী স্বযোগতো বীণাম্।
জয়তি ব্যাপনশীলা শব্দাত্মব্রহ্মশক্তিঃ সা॥ ২

সেই শব্দাত্মক ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী জয়িনী হউন। তিনি জগদ্ব্যবহারের হেতু, আত্মসংস্পর্শে বীণাকে শোভিত করিতেছেন এবং ব্যাপিনী। ২

এক্ষণে অর্থশ্লেষ দ্বারা প্রকারান্তরে নাদকে সূচিত করিয়া শব্দার্থস্ফুরণকারণ সরস্বতীকে স্মরণ করা হইতেছে। সরস্বতী শব্দাত্ম, অর্থাৎ বর্ণ পদ ও বাক্য-স্বরূপ, অথবা শব্দেই যাঁহার আত্মবুদ্ধি—কিনা যিনি শব্দাভিমানিনী এবং ব্রহ্মার শক্তি, তিনি জয়িনী হউন। লোকব্যবহার অবশ্য শব্দমূলক, সুতরাং জগদ্ব্যবহারের ইনিই হেতু। ইনি ব্যাপকস্বভাব। ইনি স্বীয় অঙ্গসংসর্গে কচ্ছপী বীণাকে শোভিত করিতেছেন। অর্থাৎ বীণায় তাঁহার শোভা নয়, কিন্তু তাঁহার স্পর্শেই বীণার শোভা। নাদপক্ষে ব্যাখ্যা;—সেই প্রসিদ্ধ শব্দাত্মক নাদ-স্বরূপ ব্রহ্মশক্তি জয়যুক্ত হউন। নাদ যে উপাস্য, ইহাদ্বারাও তাহার সূচনা করা হইল। শার্ঙ্গদেবও কহিয়াছেন চিদানন্দ অদ্বিতীয় নাদব্রহ্মকে উপাসনা করি। সুতরাং নাদ উপাস্য। এই নাদ জগদ্ব্যবহারের হেতু, কারণ বর্ণ-পদ-বাক্যের নাদই ব্যঞ্জক, সুতরাং সমস্ত লোকব্যবহার নাদমূলক। এই বিষয়ে শার্ঙ্গদেব কহিয়াছেন, নাদ-দ্বারা বর্ণ ব্যঞ্জিত হয়; বর্ণ হইতে পদ, পদ হইতে বাক্য ব্যঞ্জিত হয়; বাক্য হইতে সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং এই জগৎ একমাত্র নাদের অধীন। ইহা ব্যাপক-স্বভাব। আর ইহা স্বযোগ-বশত অর্থাৎ স্বীয় আবির্ভাব-সূত্রে বীণাকে শোভিত করিতেছেন। এই বীণা শব্দনাদ-প্রকাশ-বিষয় দেহমাত্র ও বাদ্যমাত্রের উপলক্ষণ। কারণ, নাদ ব্যতীত তত্তৎ পদার্থ কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় নিতান্ত ব্যর্থ। এই নাদ যে পরমাত্মশক্তি তদ্বিষয়ে কল্লিনাথ কহিয়াছেন;—পরবাক্ নামক ব্রহ্মশক্তি নাদ ব্রহ্মের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, এই হেতু নাদোপাসনা করিলে ব্রহ্ম-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২

সকলকলোপাখ্যকুলঃ সংখ্যাবন্নাথমেঙ্গনাথজনেঃ।
মুদ্গলসূরেস্তনুজস্তনুধীরপি সোমনামাহং ॥
রাগবিবোধং বিদধে বিরোধরোধায় লক্ষ্যলক্ষণ-
য়োঃ।
প্রাচাং বাচাং কিঞ্চিৎ সারং সারং সমুদ্ধৃত্য ॥৩।৪

সকল-কলা যাহার উপনাম, সেই কুলে আমার জন্ম, আমি পণ্ডিতগণের পতি মেঙ্গনাথের পুত্র মুদ্গলসূরির আত্মজ, আমার নাম সোম। আমি স্বল্পবুদ্ধি হইলেও লক্ষণের সহিত গীতের বিরোধ ভঞ্জনের নিমিত্ত প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বাক্যের সারোদ্ধার পূর্ব্বক রাগ-বিবোধ রচনা করিতেছি। ৩। ৪

এই শ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তা কুলপিতামহ, পিতা ও স্বনাম খ্যাপন পূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্য ব্যক্ত করিতেছেন। আমি রাগবিবোধ নামক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সকল-কলা এই যাহার উপনাম, আমি সেই কুলে জন্মিয়াছি। সংখ্যাবং অর্থাৎ পণ্ডিতগণের নাথ "মেঙ্গনাথ" আমার পিতামহ এবং আমি মুদ্গল নামক পণ্ডিতের পুত্র। আমার নাম সোম। আমি অল্পবুদ্ধি। যদি বল, অল্পবুদ্ধি হইয়া নূতন গ্রন্থ কিরূপে রচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, হনুমান মতঙ্গ নিঃশঙ্ক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণের রচিত গ্রন্থের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া যখন ইহা রচনা করিতেছি, তখন কোন নূতন গ্রন্থ নির্ম্মাণে যে আমার প্রয়াস, ইহা বলিতে পারি না। এখন বলিতে পার হনুমানাদির গ্রন্থ থাকিতে তোমার এ গ্রন্থে প্রয়োজন কি? ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। লক্ষ্য ও লক্ষণ অর্থাৎ লোকপ্রচলিত গীতি ও রাগাদিপ্রকাশক শাস্ত্র—এই উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্নিবারণেই আমার বিশেষ প্রয়াস। অর্থাৎ, লোকপ্রচলিত গীতির সহিত শাস্ত্রের যে একতা আছে, তাহাই দেখান আমার অভিপ্রায়। ৩।৪

পথ্যাখ্যার্য্যৈবাস্যাং মম বাণ্যাং জয়তি বিপুলা-
খ্যাস্পৃক্।
যদনুগ্রহাদভীষ্টাঃ সর্ব্বেঽর্থা অত্র সিদ্ধেয়ুঃ ॥ ৫

বিপুলাখ্যাস্পর্শী পথ্যাখ্যা আর্য্যা ছন্দই আমার এই গ্রন্থে জয়যুক্ত হউক—যাহার অনুগ্রহে সমস্ত অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধ হইবে। ৫

এক্ষণে গ্রন্থকার শ্লেষে পার্ব্বতীকীর্ত্তন করিয়া গ্রন্থ-নিবন্ধন ছন্দের কথা কহিতেছেন। পথ্যা নামে প্রসিদ্ধ আর্য্যা নামক মাত্রাছন্দই আমার এই গ্রন্থে জয়যুক্ত হউক। ইহা বিপুলাখ্যাস্পর্শী। এই গ্রন্থে কেবল পথ্যারই বাহুল্য, অন্য আর্য্যারও ইহাতে সমাবেশ আছে—যে ছন্দের অনুগ্রহে এই গ্রন্থে আমার অভীষ্ট সমস্ত অর্থ, অর্থাৎ বক্তব্য প্রসিদ্ধ হইবে। ফলিতার্থ এই;—সরিগম প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত অক্ষর রাগ ছন্দোনিবদ্ধ বক্ষ্যমান রাগরূপে প্রসিদ্ধ, তাহা পথ্যা ব্যতীত অন্য ছন্দে সমাবেশিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা:— আর্য্যা পার্ব্বতীর নাম কীর্ত্তন করি। তাঁহার নাম পথ্যা অর্থাৎ হিতাবহা। তিনি বহুনামধারিণী। তাঁহার অনুগ্রহে ভক্তের অভীষ্ট অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৫

গীতং দ্বেধা মার্গো দেশীমার্গঃ স যো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ।
অন্বিষ্টো ভরতাদ্যৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তোঽর্চ্যঃ। ৬

গীত দ্বিবিধ মার্গ ও দেশী। যাহা বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বিষ্ট এবং ভরতাদি কর্ত্তৃক শম্ভুর সম্মুখে প্রযুক্ত আর অর্চনীয় তাহা মার্গ। ৬

রাগবিবোধ-গ্রন্থ রচনা আমার প্রতিজ্ঞাত। এক্ষণে সেই রাগ প্রতিপাদন আবশ্যক হইতেছে। রাগ গীতস্বরূপ, ইহা মার্গ ও দেশীভেদে দ্বিবিধ। এই শ্লোকে মার্গের কথা বলা হইতেছে। ইহা বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ-কর্ত্তৃক অন্বিষ্ট বা গবেষিত, সামবেদ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ মন্দ্রাদি স্বার্থাখ্য সপ্ত স্বর সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত, এই জন্য ইহার নাম মার্গ। এই বিষয়ে নিঃশঙ্কের প্রমাণ;—পিতামহ ব্রহ্মা সামবেদ হইতে গীত সংগ্রহ করিয়াছেন। আর ভরত প্রভৃতি ঋষিগণ শম্ভুর সম্মুখে তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং ইহা অভ্যুদয়ের নিদান বলিয়া অর্চনীয়। যদিও প্রাচীন পণ্ডিতেরা গীত বাদ্য নৃত্য এই তিনেরই—মার্গ ও দেশী এই দ্বিবিধ ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে উপযোগী বলিয়া কেবল গীতেরই তাহা নির্দ্দেশ করা হইল। ৬

দেশে দেশে রুচ্যা যজ্জনহৃদ্রঞ্জনং তু সা দেশী।
স তু লোকরুচিবিকলিতঃ প্রায়োলক্ষ্যাত্র দেশী তৎ। ৭

দেশে দেশে রুচি অনুসারে যাহা হৃদয়রঞ্জক তাহা দেশী। কিন্তু মার্গ যেহেতু লোকরুচিবিকলিত, এই জন্য এই গ্রন্থে প্রায় দেশী লক্ষিত হইতেছে। ৭

দেশে দেশে গীত যে গান, রুচি অর্থাৎ অভ্যাস ও অনুরাগ বশাৎ লোকের হৃদয়াহ্লাদক, তাহাই দেশী। এই বিষয়ে কল্লিনাথের প্রমাণঃ—দেশ শব্দে তত্রত্য অধিবাসী, তাহাদিগের যথেচ্ছ-প্রবর্ত্তিত গীতাদি ক্রিয়ার আচার্য্যকৃত-নাম দেশী। এইরূপে গীতের ভেদদ্বয় দেখাইয়া হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশী গীতই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য তাহা গ্রন্থকার কহিতেছেন। মার্গ লোকরুচিবিকলিত অর্থাৎ লোকেরা অনুরাগ-সহকারে তাহার আলাপাদি করে না, এই জন্য এই গ্রন্থে দেশীই প্রায় লক্ষিত হইতেছে। 'প্রায়'-শব্দ নির্দ্দেশে মার্গ যে এককালে পরিত্যক্ত তাহাও নহে—এইরূপ বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থলে মার্গও গৃহীত হইয়াছে। বৃহদ্দেশী গ্রন্থে মতঙ্গ কহিয়াছেন, অবলা বালক গোপালক ও ক্ষিতিপাল প্রভৃতি সকলেই স্বদেশে স্বেচ্ছাক্রমে অনুরাগের সহিত যাহা গান করে, তাহাকে দেশী বলা যায়। এই মার্গ দুই প্রকার, নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ। যাহা আলাপাদি-নিবদ্ধ তাহা মার্গ, আর যাহা আলাপাদি-বিহীন, তাহাই দেশী বলিয়া খ্যাত। কল্লিনাথও রাগবিবোধের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কহিয়াছেন, তত্তৎদেশ-বাসীগণের মনোরঞ্জনই একমাত্র ফল বলিয়া যাহা স্বেচ্ছানুরূপ প্রবর্ত্তিত, তাহাই দেশী। আর যে সমস্ত গীত স্বেচ্ছানুরূপ প্রবর্ত্তিত নয়, কিন্তু নিয়মনিবদ্ধ তাহা মার্গ।* ৭

অত্র শ্রুতিস্বরাদ্যা বীণাভেদাঃ স্বসংখ্যয়া মেলাঃ।
রাগাস্তদ্রূপাণি চ পঞ্চবিবেক্যা ক্রমাৎজ্ঞেয়ং। ৮

এই গ্রন্থে পঞ্চ বিবেক দ্বারা শ্রুতি ও স্বরাদি, বীণাভেদ, স্বসংখ্যার সহিত মেল, রাগ ও তাহার রূপ-সকল ক্রমে জানা যাইবে। ৮

এই গ্রন্থে বক্ষ্যমাণ পদার্থ-সকল উল্লিখিত হইতেছে। প্রাকরণিক পদার্থ-সমূহ যাহাতে বিবেচিত হয়, তাহাই বিবেক। এস্থলে ইহা অধ্যায়-সর্গাদির ন্যায় একটা অবচ্ছেদক মাত্র। এই গ্রন্থে পাঁচটী বিবেক দ্বারা পদার্থ নির্ণীত হইবে। তন্মধ্যে প্রথম বিবেকে শ্রুতি ও স্বরাদি প্রদর্শিত হইতেছে। 'আদি'পদে শ্রুতিজ্ঞানোপায় স্বর-সমূহের শুদ্ধত্ব বিকৃতত্ব মন্দ্রত্বাদি বাদি বিবাদিত্বাদি গ্রাম, লক্ষণ, মূর্চ্ছনা, ক্রম, খাড়ব ঔড়বিত শুদ্ধতান, কূটতান, প্রস্তারাদি বর্ণভেদ, চতুস্ত্রিংশৎ অলঙ্কার ও গ্রহাংশন্যাস ইত্যাদির সংগ্রহ থাকিবে। দ্বিতীয় বিবেকে বীণা ও শুদ্ধ ও মেলা প্রভৃতি বীণাভেদ কথিত হইবে। তৃতীয় বিবেকে স্বীয় সংখ্যার সহিত মেল—যাহাতে রাগ সকল মিলিত অর্থাৎ রাগের আশ্রয়ীভূত স্বরসংস্থানবিশেষ—যাহাকে ঠাট বলে—সেই মেল সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে সংখ্যা শব্দের উল্লেখ করায়, প্রস্তার নষ্টোদ্দিষ্ট সকলও উপলক্ষিত হইতেছে। তাহা হইলে, প্রস্তার নষ্টোদ্দিষ্ট ইত্যাদিই মেল। চতুর্থ বিবেকে তত্তৎকাল-গের গ্রহাদি খাড়বত্বাদি রাগ-সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চম বিবেকে রাগ সমূহের লক্ষ্য-প্রসিদ্ধ নাদময় যে সমস্ত স্বরূপ আছে, তাহার উল্লেখ থাকিবে। ৮

পুরুষার্থসার্থসিদ্ধ্যৈ সিষেবায়িষুরপি বিরিঞ্চি হরি-গিরিশান্।
নাদমুপাসীত সুধীর্যদিমে গদিতাস্তদাত্মানঃ। ৯

সুধী ব্যক্তি বিরিঞ্চি হরি গিরিশকে সেবা করিতে ইচ্ছুক হইলেও পুরুষার্থ-সমূহ-সিদ্ধির জন্য নাদকে উপাসনা করিবে, যেহেতু ঐ সমস্ত দেবতা নাদাত্মক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৯

ভাল, রাগবিবোধের নিমিত্ত আরব্ধ গ্রন্থে এইরূপই বস্তু সংগ্রহ হউক, কিন্তু রাগবিবোধনের কি প্রয়োজন এই আশঙ্কায় আদি-পদ্যদ্বয়ে সূচিত—প্রতিপাদ্য রাগরূপ নাদ উপাস্য বলিয়া গ্রন্থকার এই শ্লোকে বিধান করিতেছেন।

---

* এখানে মার্গ ও দেশী গীতের যেরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্র-সম্মত রাগাদি-যুক্ত গীতই "মার্গ" এবং অংলি ও রাগালাপ-বিবর্জ্জিত লৌকিক গীতই 'দেশী' নামে খ্যাত। পুরাকালের কালোয়াতি গান—যাহা এখন লুপ্তপ্রায়—তাহাই প্রকৃত "মার্গ"।—সং

পুরুষার্থ-সমূহের সিদ্ধির জন্য সুধী ব্যক্তি নাদ উপাসনা করিবেন। ভাল, লোকে ধর্ম্মাদি সিদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাদি দেবতার তো উপাসনা করিয়া থাকেন, তবে এস্থলে নাদের কথা কেন হইতেছে? ইহার উত্তর এই, যে ব্যক্তি ব্রহ্মাদি দেবগণকে সেবা করিতে ইচ্ছুক, তিনিও নাদেরই উপাসনা করিবেন। যেহেতু, ব্রহ্মাদি দেবগণ এই নাদ হইতে অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন*। ইহার ভাবার্থ এই, ভক্তেরা যুগপৎ ব্রহ্মাদি দেবতা-ত্রয়ের উপাসনা করিতে সমর্থ নহে, এই জন্য একমাত্র নাদ উপাসিত হইলে, ঐ তিনই উপাসিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে শার্ঙ্গ-দেব কহিয়াছেনঃ—নাদোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে যেহেতু ইঁহারা তদাত্মক*। ৯

আত্মেরয়তি বিবক্ষুশ্চিত্তং তন্দেহবহ্নিমাহন্তি।
স প্রেরয়তে দীপ্ত্যা ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং মরুতং। ১০
ঊর্দ্ধং বিচরন্ ক্রমতো নাভিহৃদয়কণ্ঠমূর্দ্ধবক্ত্রে সঃ
অতি সূক্ষ্মাদিকসজ্ঞান্ নাদাংস্তন্নুতেঽত্র
গানার্হাঃ। ১১

বাক্প্রয়োগেচ্ছু আত্মা মনকে প্রেরণ করে, মন দেহবহ্নিকে আঘাত করে, ঐ বহ্নি ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত বায়ুকে দীপ্তি-দ্বারা প্রেরণ করে, ঐ বায়ু ক্রমে ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়া নাভি হৃদয় কণ্ঠ মূর্দ্ধা ও বক্ত্র মধ্যে অতি সূক্ষ্মাদি নামক নাদ বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে হৃৎ, কণ্ঠ, মূর্দ্ধনাদ এই তিনটি গান-যোগ্য। ১০। ১১

এক্ষণে নাদের অভিব্যক্তিক্রম কথিত হইতেছে। আত্মা অর্থাৎ জীব কথা কহিবার জন্ত মনকে প্রেরণ করেন। ঐ মন আবার ঔদর্য্য বহ্নি জঠরাগ্নিকে আঘাত করে। ঐ অগ্নি আবার ব্রহ্মগ্রন্থিস্থ—(আধার-চক্র হইতে ঊর্দ্ধ দুই অঙ্গুলি ব্যবধানে দেহ-মধ্য নামক চক্র, তাহা হইতে ঊর্দ্ধে নয় অঙ্গুলি ব্যবধানে অভিকন্দ—উহাই ব্রহ্মগ্রন্থি) বায়ুকে উষ্মা দ্বারা অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধে চালনা করে। "নিঃশঙ্ক" ব্রহ্মগ্রন্থির পূর্ব্বোক্তরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রমে ঐ বায়ু ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়া নাভি হৃদয় কণ্ঠ মস্তক ও মুখে—নাভি প্রভৃতি পাঁচটা স্থানে ক্রমশঃ অতিসূক্ষ্মাদি নামক—অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্টাপুষ্ট ও কৃত্রিম নামক—নাদ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। নিঃশঙ্কের মতে, নাভিতে অতিসূক্ষ্ম ইত্যাদি ক্রম। কিন্তু মতঙ্গের মতে, হৃদয়ে অতিসূক্ষ্ম কথিত হইয়াছে। এইস্থলে নাভি প্রভৃতি পাঁচটীরই সামান্যত গীতোপযোগিতা থাকিলেও, হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তকেই বক্ষ্যমান শ্রুতি-স্থান নাড়ী-সমূহ অবস্থিত বলিয়া এই তিনেরই গীতোপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১১

হৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধনাদাঃ ক্রমাদমী মন্দ্রমধ্যতারাখ্যাঃ।
দ্বিগুণা যথোত্তরং চ শ্রুতিতাং স্বরতাং চ বচ্মি
চৈতেষাং। ১২

এই হৃৎ কণ্ঠ ও মূর্দ্ধনাদ-সকল ক্রমে মন্দ্র মধ্য ও তার নামে অভিহিত এবং এই সমস্ত নাদ উত্তরোত্তর-দ্বিগুণ। ইহাদের শ্রুতিস্বরূপতা ও স্বর-রূপতা কহিতেছি। ১২

এই হৃৎ, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধনাদ সকলই ক্রমে মন্দ্র মধ্য ও তার নামে কথিত হয়, এবং ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। হৃৎনাদ মন্দ্র, কণ্ঠনাদ মধ্য ও মূর্দ্ধনাদ তার। এই সমস্ত নাদ উচ্চারণ-প্রযত্নে পরপর দ্বিগুণ। অর্থাৎ মন্দ্র নামক হৃৎনাদের পরবর্ত্তী যে কণ্ঠনাদ, উহা দ্বিগুণপ্রযত্নসাধ্য বলিয়া দ্বিগুণ। আর তদুত্তর তার-নামক যে মূর্দ্ধনাদ, উহা তাহা হইতে ঐরূপে দ্বিগুণ। এইরূপে পাঁচের মধ্যে তিনের গীতোপযোগিতা, নামান্তর, ও স্বরূপ-ভেদ কহিয়া নাদ-সমূহের শ্রুতিভাব ও স্বরভাব ব্যক্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। স্থানত্রয়-ভেদে বিভিন্ন নাদসমূহের শ্রুতিস্বরূপতা ও স্বররূপতা কহিতেছি। ১২

হৃদূর্দ্ধনাড়িকাস্থদ্বাবিংশত্যাণুতিরোশ্চনাড়ীষু।
তাবন্তঃ শ্রুতিসংজ্ঞাঃ স্যুর্নাদাঃ পরপরোচ্চোচ্চাঃ।

হৃদয়ে ঊর্দ্ধ যে নাড়ী তৎসংস্থিত দ্বাবিংশতি সংখ্যক সূক্ষ্ম তিরশ্চীন যে সকল নাড়ী তৎসমূহে তাবৎ নাদই শ্রুতি নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সমস্ত নাদ পরপর উচ্চ হইতে উচ্চ। ১৩

হৃদয়ের ঊর্দ্ধ যে নাড়ী সুষুম্না বা হৃদয়ের ঊর্দ্ধ যে দুই নাড়ী ইড়া ও পিঙ্গলা, তৎসংলগ্ন তির্য্যকভাবে ন্যস্ত আর যে দ্বাবিংশতি সংখ্যক সূক্ষ্ম নাড়ী অর্থাৎ সচ্ছিদ্র নলি আছে, তৎসমূহে

দ্বাবিংশতি নাদ—যাহা বায়ুর আঘাতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে—তাহাই শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই নাদ-সকল পরপর উচ্চোচ্চ অর্থাৎ পর-পর উচ্চ হইতে উচ্চ। অর্থাৎ প্রথম হইতে পরবর্ত্তী দ্বিতীয়টি উচ্চ, তাহা হইতে পরবর্ত্তী তৃতীয়টি আরও উচ্চ। ঐ দ্বাবিংশতিটি এইরূপই জানিবে। ইহার ভাব এই, সোপানপরম্পরার ন্যায় বায়ু দ্বাবিংশতি সচ্ছিদ্র নলিতে আরোহণ করায় উচ্চতার পরম্পরা-ক্রমে পৃথক দ্বাবিংশতি শ্রুতি বিস্তার করিয়া থাকে। ১১

সম্পাদকের মন্তব্য।

নাদ অর্থাৎ কণ্ঠধ্বনি উৎপাদনের প্রকরণ-ক্রম এই গ্রন্থে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে:—প্রথমে আত্মা অর্থাৎ জীব কথা কহিবার জন্য মনকে প্রেরণ করে; মন আবার দেহ-অগ্নি অর্থাৎ জঠরাগ্নিকে আঘাত করে। ঐ অগ্নি আবার ব্রহ্মগ্রন্থি নামক দেহের কোন গ্রন্থি-বিশেষে-স্থিত বায়ুকে দীপ্তির দ্বারা ঊর্দ্ধে চালনা করে। ক্রমে ঐ বায়ু ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়া নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, ও মুখে—অতি-সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্টাপুষ্ট ও কৃত্রিম নাদ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এই গ্রন্থে কেবল হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তকের শ্রুতিস্থান ও গীতোপযোগিতাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই হৃদয়-নাদ, কণ্ঠ-নাদ ও মূর্দ্ধ-নাদ ক্রমান্বয়ে মন্দ্র, মধ্য, ও তার নামে কথিত হয়। এবং ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণতর উচ্চ।

আধুনিক য়ুরোপীয় শব্দ-বিজ্ঞানের সহিত ইহার মিল নাই। এখনকার শারীর-বিজ্ঞান-অনুসারে ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু নির্গত হইয়া কণ্ঠস্থিত বাক্-তন্তুকে আঘাত করে। এবং ইহা হইতেই কণ্ঠস্বর উৎপন্ন হয়। নাভি হইতে বায়ু ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধায় নাদ উৎপাদন করে—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। আধুনিক মতে, কণ্ঠস্থিত বাক্-তন্তুর আপেক্ষিক সঙ্কোচ ও শিথিলতা হইতেই মন্দ্র, মধ্য, তারধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেই প্রাচীনকালে দেহ-যন্ত্র-তত্ত্বের তেমন অনুশীলন না থাকায়, পুরাতন পণ্ডিতেরা নিজের মানসিক অনুভব হইতেই এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যখন আমরা মন্দ্র অর্থাৎ খাদ-সুর কণ্ঠ হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করি, তখন বুক ফুলাইয়া প্রয়াস-সহকারে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি; তখন মনে হয় যেন বক্ষঃস্থল হইতে স্বর নির্গত হইতেছে; এবং তার স্বর—অর্থাৎ উচ্চ সপ্তকের সুর বাহির করিবার সময় যখন আমরা মুখ শিট্‌কাইয়া, দুই হাতে দুই কান চাপিয়া, সেই সুর অতি কষ্টে বাহির করি, তখন মনে হয়,—যে সুর বাহির করিতে মাথা যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, সে সুর অবশ্য মস্তক হইতেই উৎপন্ন হইবে। এ সম্বন্ধে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত কি, তাহা "গীত সূত্র-সার" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—"গল দেশে দুইটি নালা; একটি অন্ন-নালী, যদ্দ্বারা খাদ্য উদরস্থ হয়, সেটি ভিতর দিকে; অপরটি শ্বাসনালী, যদ্দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয়, এটি সম্মুখের দিকে। এই শ্বাসনালী দিয়াই কথা ও গান উচ্চারণ হয়। * * * * শ্বাস-নালীর উপর-প্রান্তে দুইখানি পাত্‌লা ক্ষুদ্র ত্বক্ থাকে, তাহারা বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া ধ্বনি উৎপাদন করে। ঐ ত্বক্ দুই খানিকে "বাক-তন্তু" (ভোকাল্‌ কার্ডস্) নামে কহা যায়। উহারা নলের মুখে সাম্‌না-সাম্‌নি পড়িয়া থাকে। শব্দ কথার ইচ্ছা হইলে, কণ্ঠস্থ পেশী দ্বারা বাক্-তন্তুদ্বয় উত্থিত হয়; তখন ফুস্‌ফুস্ নামক হৃদয়স্থ বায়ুকোষ হইতে বায়ু আসিয়া উহাদিগকে কম্পিত করিলে, ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অতএব ফুস্‌ফুস্ ও বাক্-তন্তু, এই দুই সামগ্রী, কণ্ঠস্বরের মূল উপাদান। * * * * শ্বাসনালীর মুখ-দেশের নাম "লারিংস"; তাহা বৃত্তের ন্যায় গোল। সেই বৃত্তের দুই দিকে, ভিন্ন স্থানে, বাক্‌তন্তু-দ্বয় একটির সম্মুখে অপরটি অবস্থিতি করে। ইহারা বায়ুর প্রতিঘাতে সমস্বরে ধ্বনিত হয়; এবং ইহারা পেশী দ্বারা সঙ্ঘর্ষিত হইলে ধ্বনি উচ্চ হয়; ও ঢিল পড়িয়া স্থূলীকৃত হইলে, ধ্বনি গম্ভীর হয়। সেই সকল ধ্বনি মুখ-গহ্বরের স্থানে স্থানে, যথা—তালুতে, গণ্ডে, দন্তে, প্রতিধ্বনিত হইয়া, প্রবলতা ধারণ করত নির্গত হয়"।

স্বরলিপি।

চিহ্নের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন—এই সাতটি শুদ্ধ স্বর। এই সাতটি মিলিয়া এক সপ্তক।

২। ঋ=কোমল র; জ্ঞ=কোমল গ; হ্ম=কড়ি ম; দ=কোমল ধ; ণ=কোমল ন।

৩। উচ্চ সপ্তকের অন্তর্গত স্বরের মাথায় "রেফ্"-চিহ্ন; যথা, র্স, র্র, র্গ ইত্যাদি। এবং খাদ সপ্তকের অন্তর্গত স্বরের নীচে হসন্ত চিহ্ন থাকে; যথা, প্, ধ্, ন্, ইত্যাদি।

৪। স্বরাক্ষরের গায়ে আকার বসালেই একমাত্রা সূচিত হয়; যথা সা, একমাত্রা সা-া, দুই মাত্রা; সা-া-া তিনমাত্রা; ইত্যাদি। দুইটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, সেই ২টি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা সরা, গমা, পধা, ইত্যাদি; এইরূপ স্থলে প্রত্যেক স্বরটি অর্দ্ধমাত্রা। চারিটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে ঐ চারিটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, সরগমা: এই স্থলে প্রত্যেক স্বরটি সিকিমাত্রা। এইরূপ, একমাত্রার মধ্যে যত স্বরই উচ্চারিত হোক না কেন, তাহাদের স্বরাক্ষরগুলি যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে। যথা সরগমপধা, মপধনর্সা ইত্যাদি।

৫। আস্থায়ীর আরম্ভ ভাগে—যেখান হইতে রীতিমত তাল সুরু হয়, সেইখানে পার্শ্বদেশে এইরূপ॥ যুগল-ছেদ বসে। এবং প্রত্যেক কলির শেষে যেখানে থামিয়া আস্থায়ীতে আবার ফিরিতে হয়, সেইখানেও এইরূপ॥ যুগল ছেদ বসে। কোন কলির শেষে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে, তৎক্ষণাৎ সেইখানে থামিয়া আস্থায়ীর যুগল ছেদ হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

৬। আস্থায়ীর যেখানে থামিয়া অন্য কলি ধরিতে হইবে তাহার শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে; যথা, সা রা গা ॥ মা

৭। যে স্বরের নীচে গানের কোন অক্ষর থাকে না, পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের টানে-টানে চলে, সেই স্বরগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র-কসি চিহ্ন থাকে এবং তাহার নীচে, গানের কথার স্থানে, শূন্য অঙ্ক থাকে; যথা সা-রা গা।
তু ০ মি

৮। তালের এক আওর্দ্দা শেষ হইলেই এইরূপ I চিহ্ন বসে।

৯। তাল সূচক যে সংখ্যার উপর রেফ্ চিহ্ন থাকে তাহাই সম; যথা ২´, ৩´ ইত্যাদি।

আবশ্যক মত অন্য চিহ্ন পরে ব্যাখ্যা করা যাইবে।

গানের স্বরলিপি।

(সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী হইতে প্রাপ্ত)

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

৩ ৪ ॥ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মগা ॥ -মগা মা। -পা -া I ণা -দা। -পা দা। পা -মা। পা মগা। ঋা ঋা। -মগা -পনা I
তু০ ॥ ০ ম। ০ ০ I হো ০। ০ গ। ণ ০। প ত০। ০ দে। ০ ০ব I

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
I গা -া। -ঋা গা। -ঋা -া। সা -ণ্া। -সা ণ্দ্া। -া -া I সা -া। সা সা।
I বু ০। ০ ধ। ০ ০। দা ০। ০ তা০। ০ ০ I শী ০। শ, ধ।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
মগা - মগা। মা পা। -মা -পা। মা -গমা I পা -দপা। -দা -পা। -মা -পা। -মগা মগা ॥
। রে ০ ০। গ ক্ল। ০ ০। গু ০ I ণ্ড ০। ০ ০। ০ ০। ০ "তু" ০ ॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
॥ পা -া। মা ণা। -দা র্সা। র্সা -না। র্সা -নর্সা। -না -র্সা I র্সা র্সা।
॥ জে ০। ই, জে। ০ ই। ধা ০। বৈ ০। ০ ০ I তেঁ ই।

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। -া র্গা। -ঋ্বা র্সা। র্সা র্সা। -া র্সণা। -দা পা I দা পা। -া মগা।
। ০ তেঁ। ০ ই। ফ ল। ০ পা ০। ০ বৈ I চ ন্দ। ০ ন ০।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -মগা মা। মা ণা। -দা ণা। -দা -র্সা I র্সা ণদা। -া ণা। -দা -পা।
। ০ লে। প, কি। ০ যে। ০ ০ I ভু জ ০। ০ দ। ০ ণ্ড।

০ ০
। ঋা - মা ॥
। "তু" ০ ॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
॥ মা -গা। মা -পা। পা পা। দা -া। দা ণা। দা -পা I পা মা।
॥ সি ০। দ্ধে ০। শ্ব র। না ০। ম, তু। ম ০ I ক হি।

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। ণা দা। ণা র্সা। র্সনা -ঋ্বা। র্সা -ণদা। দা পা I পা মগা। -মা ণা। -দা পা।
। র ত। যে ত। বি ০ ০। জ্ঞা ০। ধ র I তি ন ০। ০ গো। ০ ক।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
। পা মগা। -মা ঋা। -া সা I সা -া। সা মগা। -মা গা। দা -া। -া -ণা।
। ম ধ ০। ০ স। ০ গু I ধী ০। প, ন ০। ০ ব। থ ০। ০ ০।

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
। দা -পা I পা -া। পা ণা। -দা ণা। র্সা র্সা। র্সনা -র্সা। র্সা র্সা I র্সা র্সা।
। গু ০ I তা ০। ন, সে। ০ ন। তু ম। কো ০ ০। নি ত I সু ম।

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -া র্গা। -ঋ্বা র্সা। র্সা না। -ঋ্বা র্সা। ণা -দা I দা পা। -া পা। মগা -মা।
। ০ র। ০ ত। সু র। ০ ন। র ০ I মু নি। ০ গু। ণী ০ ০।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। মা -পা। -দা ণা। -র্সা র্সা I র্সা -ণা। -দা ণা। দা -পা। মা -া ॥ ॥
। গ ০। ০ ন্ধ। ০ র্ব I প ০। ০ ভি। ণ্ড ০। "তু" ০ ॥ ॥

প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

কার্ত্তিক, ১৩০৮।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—২ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥

কার্ত্তিক ১৩০৮

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত।)

এবং গলে চ শীর্ষে তাভ্যঃ সপ্ত স্বরাঃ শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ।
স্বরতা তেষু নিরুক্তা মনঃ স্বতোরঞ্জয়তীতি। ১৪

এইরূপ গলে ও শীর্ষস্থানেও শ্রুতি উৎপন্ন হয়। ঐ দ্বাবিংশতিসংখ্য শ্রুতি হইতে সাতটী স্বর উদ্ভূত হইয়া থাকে। স্বতঃ অর্থাৎ আপনা হইতে মনকে রঞ্জিত করে, এই জন্য ঐ সপ্ত নাদবিশেষে স্বরত্ব কথিত হইয়াছে। ১৪

যেমন হৃৎপ্রদেশ সেইরূপ কণ্ঠ ও মস্তকও শ্রুতির উৎপত্তির স্থান, এই শ্লোকে তাহা কথিত হইতেছে। যেমন হৃদয়ে নাড়ী থাকা হেতু দ্বাবিংশতি শ্রুতির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কণ্ঠ ও মস্তকেও উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে নাদ সমূহের প্রথমোদ্দিষ্ট শ্রুতিত্ব কহিয়া পশ্চাৎ-উদ্দিষ্ট স্বরত্ব কথিত হইতেছে। ঐ দ্বাবিংশতি সংখ্য শ্রুতি হইতে সাতটী স্বরের উৎপত্তি হয়। শ্রুত হয় এই হেতু শ্রুতি, সুতরাং শ্রুতি-সমূহ শ্রবণযোগ্য।, যদি চ অনুরণনাত্মক স্বর-নামে কথিত দীর্ঘধ্বনিরও শ্রবণযোগ্যতা আছে, তথাচ বায়ু ও নখাদির আঘাতের পর কেবল প্রথম-ক্ষণবর্ত্তী ধ্বনিরই শ্রবণ-যোগ্যতা এস্থলে গৃহীত হইতেছে। এখন স্বরশব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ঐ সাতটী নাদ বিশেষে স্বরত্ব কথিত হইয়াছে। যেহেতু স্বতঃ অর্থাৎ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া শ্রোতার চিত্তকে অনুরক্ত করে, এই জন্য ইহা স্বর, অথবা আপনিই অনুরক্ত করে এই হেতু ইহা স্বর। নিঃশঙ্ক কহিয়াছেন,শ্রবণ-হেতু শ্রুতি এবং শ্রুতির অনন্তরভাবী অনুরণনাত্মক যে শব্দ—যাহা আপনা হইতে শ্রোতৃচিত্তকে অনুরক্ত করিয়া থাকে—তাহা স্বর বলিয়া কথিত হয়। ১৪

ষড়জর্ষভগান্ধারা মধ্যমপঞ্চমকধৈবতনিষাদাঃ।
ইত্যভিধাস্তেষাং সরিগমপধনীতি সংজ্ঞান্যা। ১৫

ঐ সাতটী স্বর ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ নামে অভিহিত। এই ষড়্জাদির স, রি, গ, ম, প, ধ, নি এই অন্য নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৫

সামান্যত ঐ সাতটীর 'স্বর' এই অর্থ-সঙ্গত নাম কহিয়া, পার্থক্যে সাতটী নামও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ঐ সাতটী স্বর-নামে প্রসিদ্ধ। যথা ষড়জ ঋষভ [illegible]র মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ। গ্রন্থান্তরে স্বরসমূহের ষড়্জাদি নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্যবহারার্থ উহাদের সংক্ষেপে সাতটী নাম কথিত হইয়াছে। এই ষড়্জাদির 'স-রি-গ-ম-প-ধ-নী এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে। ষড়জই স, ঋষভই রি ইত্যাদি। ১৫

তেষাং শ্রুতয়ঃ ক্রমতো বেদা রামা দৃশৌতথা-
স্বুধয়ঃ।
নিগমা দহনাঃ পক্ষাবেবং দ্বাবিংশতিঃ সর্ব্বাঃ। ১৬

ঐ স রি গ মাদির শ্রুতি সকল ক্রমে বেদ, রাম, দৃক্, নিগম, দহন, পক্ষ এইরূপে সাকল্যে দ্বাবিংশতি হইয়া থাকে। ১৬

বলা হইয়াছে শ্রুতি হইতে সপ্ত স্বর হয়, সুতরাং দ্বাবিংশতি শ্রুতিই সামান্যত স্বরাভিব্যঞ্জক। এক্ষণে তাহা ব্যবস্থাপিত হইতেছে। ঐ স রি গ ইত্যাদির শ্রুতি সকল ক্রমে অর্থাৎ ষড়জাদিক্রমে বেদ অর্থাৎ চার, রাম—তিন, দৃশ্—দুই ইত্যাদি। এস্থলে চতুঃসংখ্যক নিগমরূপ অর্থবাচক বেদ শব্দের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই, সুতরাং ঐ শব্দ দ্বারা চার সংখ্যামাত্র বুঝিতে হইবে। রাম ইত্যাদি শব্দেও ঐরূপ। অতএব 'স'এর শ্রুতি চার, ম'এর দুই, অম্বুধি অর্থে চারই। ধ'এর তিন, নি'এর পক্ষ অর্থাৎ দুই। এক্ষণে কোহল মতঙ্গ প্রভৃতি-প্রদর্শিত নবধা শ্রুতিভেদে তত্তৎ দোষ দর্শন হেতু দ্বাবিংশতি পক্ষই সমীচীন, নিঃশঙ্ক-মতানুসারে তাহাই সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে, এই শ্রুতি সকল দ্বাবিংশতি। বেণু-বীণাদিতে মন্দ্রাদি-ভেদ থাকিলেও শ্রুতি সকল দ্বাবিংশতিই জানিবে। ইহার ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। কোহল কহিয়াছেন, শ্রুতিজ্ঞেরা কেহ কেহ শ্রুতিকে দ্বাবিংশতি, কেহ কেহ ষট্‌ষষ্টি, কেহ কেহ অনন্ত বলিয়া থাকে। মতঙ্গ-মতে শ্রুতি এক হইলেও দ্বিধা, কিন্তু সাকল্যে নবটি মাত্র। ১৬

তুর্য্যায়াং সপ্তম্যাং তাসু নবম্যাং শ্রুতৌ ত্রয়োদশ্যাং।
সপ্তদশীবিংশীদ্বাবিংশীষু চ তে স্ফুটাঃ ক্রমতঃ
॥ ১৭

এই সরিগমাদি ঐ শ্রুতি সমূহে চতুর্থ সপ্তম নবম ত্রয়োদশ সপ্তদশ বিংশ ও দ্বাবিংশে ক্রমে স্ফুট হইয়া থাকে। ১৭

স্বরসমূহের এইরূপ শ্রুতিসংখ্যা ঐরূপে নিয়মিত হইলেও স্ব স্ব অন্তিম শ্রুতিতে উহাদের স্ফুটতা কথিত হইতেছে। ঐ সরিগমাদি ঐ দ্বাবিংশতি শ্রুতি সমূহের মধ্যে ক্রমে অর্থাৎ ষড়্‌জাদিক্রমে প্রকট হইয়া থাকে। স চতুঃশ্রুতি হইলেও চতুর্থ শ্রুতিতে স্পষ্ট হয়, রি ত্রিশ্রুতি হইলেও সপ্তমীতে নিজের তৃতীয়াতে, দ্বিশ্রুতি গ নবমীতে নিজের দ্বিতীয়াতে, চতুঃশ্রুতি ম ত্রয়োদশীতে নিজের চতুর্থীতে, চতুঃশ্রুতি প সপ্তদশীতে নিজের চতুর্থীতে, ত্রিশ্রুতি ধ বিংশীতে নিজের তৃতীয়াতে এবং দ্বিশ্রুতি নি দ্বাবিংশীতে নিজের দ্বিতীয়াতে স্পষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রুতি হইতে স্বর হয় এই কথা বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে পাঁচটা পক্ষ দাঁড়াইতেছে। জাতি ও ব্যক্তির ন্যায় স্বর ও শ্রুতির তাদাত্ম্য আছে ইহা প্রথম। দর্পণে যেমন মুখ বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ শ্রুতিতে স্বর বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ইহা দ্বিতীয়। ঘটের সম্বন্ধে যেমন মৃৎপিণ্ড ও দণ্ডের কার্য্যতা আছে সেইরূপ স্বরের সম্বন্ধে শ্রুতির কার্য্যতা আছে এই তৃতীয়। দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ শ্রুতি সকল স্বররূপে পরিণত হইয়া থাকে ইহা চতুর্থ। দীপ থাকিলে অন্ধকারস্থ ঘটাদির যেমন অভিব্যক্তি হয় সেইরূপ শ্রুতি থাকিতে স্বর সমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, ইহা পঞ্চম। ১৭

পৃথুবক্ষ্যমাণবীণামেরৌ স্থাপ্যাশ্চতস্র ইতি
তন্ত্র্যঃ।
মন্দ্রতমধ্বনিরাদ্যা ত্রয়ং ক্রমৌচ্চস্বনং কিঞ্চিৎ॥১৮

পৃথু বক্ষ্যমাণ রুদ্রবীণার মেরুতে চারিটী তন্ত্রী এই প্রকারে স্থাপন করিবে। আদ্য তন্ত্রী মন্দ্রতমধ্বনি আর তিনটী কিঞ্চিৎ উচ্চস্বন করিবে। ১৮

এই শরীরে প্রতিস্থানে দ্বাবিংশতি-নাড়ী-সন্নিবেশ আছে; কিন্তু তত্রত্য শ্রুত্যুৎপত্তি পরোক্ষ বলিয়া তৎসত্তায় লোকের সন্দেহ হইতে পারে। সেই সন্দেহ নিরাস ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত বীণাতে শ্রুতি ও স্বরজ্ঞানের উপায় গ্রন্থকার স্ববুদ্ধি দ্বারাই কহিতেছেন। দ্বিতীয় বিবেকে বক্ষ্যমাণ রুদ্রবীণার পৃথু অর্থাৎ তির্য্যক্-বিস্তীর্ণ যে মেরুমেঢ়ক অর্থাৎ বীণার উর্দ্ধভাগে

অবষ্টম্ভিত কিনা লাগান যে তন্ত্রীর আধার (ইহা সারী বিশেষ বলিয়া খ্যাত) তাহাতে নিম্নোক্ত প্রকারে চারিটী লৌহ তন্ত্রী স্থাপন করিবে। তন্মধ্যে প্রথম তন্ত্রী বাদকের বামস্থ থাকিয়া মন্দ্রতমধ্বনি অর্থাৎ অতিশিথিল করিয়া অতি নীচস্বনা করিবে। আর তিনটী অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ তন্ত্রী কিঞ্চিৎ উচ্চস্বনা,—দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় উচ্চস্বন এবং তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ উচ্চস্বন করিবে। ১৮

ন্যস্যাঃ সূক্ষ্মাঃ সার্য্যোহথ দ্বাবিংশতিরধশ্চরম-
তন্ত্র্যাঃ।
তন্ত্রী যথেয়মুচ্চোচ্চতররবা কিমপি তাসু স্যাৎ
॥ ১৯

পরে চরম তন্ত্রীর নিম্নে সূক্ষ্ম দ্বাবিংশতি সারী সকল এরূপ ভাবে স্থাপন করিবে যাহাতে এই তন্ত্রীর ঐ সমস্ত সারীতে অল্প উচ্চোচ্চতর রব হইতে পারে। ১৯

পরে চরম তন্ত্রীর নিম্নে অর্থাৎ বীণাদণ্ডের পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম দ্বাবিংশতি সারী অর্থাৎ কাষ্ঠাদিময়ী উর্দ্ধপট্টিকা স্থাপন করিবে। স্থাপন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যে প্রকারে এই চতুর্থ তন্ত্রী ঐ দ্বাবিংশতি সারীতে অল্পরূপ উচ্চ ও উচ্চতর ধ্বনি-সম্পন্ন হয় এই প্রকারে স্থাপন করিবে। এস্থলে মেরুস্থ চতুর্থ তন্ত্রীধ্বনির প্রথম সারী কিঞ্চিৎ উচ্চধ্বনি, দ্বিতীয় সারী তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর ধ্বনি হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় সারী অপেক্ষা তৃতীয় ও চতুর্থ সারীর উচ্চোচ্চতর ধ্বনি হইবে। আবার এইরূপই তৃতীয় সার্য্যাদি অপেক্ষা চতুর্থ ও পঞ্চম প্রভৃতিতে পর-পর উচ্চোচ্চতরতা জানিবে। ১৯

দ্বান্তর্নেষ্টোন্যরবঃ শ্রুতয়ঃ ইতি রবা ইহান্ত্য-
তন্ত্র্যাং সঃ।
ঋষভস্তৃতীয়সার্য্যাং গঃ পঞ্চম্যাং নবম্যাং মঃ। ২০

দুই দুইএর মধ্যে অন্য রব ইষ্ট নয়, এইরূপ যে সমস্ত রব তৎসমুদয়ই শ্রুতি। এই সারী সমূহে অন্ত্যতন্ত্রীতে ষড়্জ, তৃতীয় সারীতে ঋষভ, গ পঞ্চমীতে, ম নবমীতে - অভিব্যক্ত হইবে। ২০

উচ্চোচ্চতরত্বেরও প্রকার কথিত হইতেছে। দুইএর দুইএর মধ্যে অন্য রব অভিপ্রেত নহে অর্থাৎ নাদান্তর করিবে না। তন্ত্রীধ্বনিদ্বয়ের এবং সারী ধ্বনিদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ব-ধ্বনি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং পরধ্বনি হইতে কিঞ্চিৎ নীচ নাদান্তর যাহাতে উৎপন্ন না হয় সেইরূপ ধ্বনি দ্বয়ের উচ্চোচ্চতরতা করিবে। এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা হইতেছে। রব অর্থাৎ তন্ত্রী-মেরু-সারী-সংযোগ-সমুত্থিত যে সমস্ত ধ্বনি তৎসমুদায় শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে শ্রুতি সকল প্রতিপাদন করিয়া ষড়্জাদির অভিব্যক্তি কথিত হইতেছে। এই সারি সমূহ অর্থাৎ রবসমূহ মধ্যে অন্ত্য-তন্ত্রী অর্থাৎ মেরু-শ্লিষ্ট-চতুর্থ-তন্ত্রী-রবে স অর্থাৎ ষড়্জ অভিব্যক্ত হয়। এখানে তন্ত্রী শব্দে তদুদ্ভব রব লক্ষিত হইয়াছে। ঋষভ তৃতীয় সারী অর্থাৎ তৃতীয় সারীরবে ব্যক্ত হয়। সারী সমূহের তৃতীয় পঞ্চম ও নবমত্বাদি সারী লক্ষ্য করিয়া, কিন্তু মেরু লক্ষ্য করিয়া নহে ইহা বুঝিতে হইবে। গ পঞ্চমীতে এবং ম নবমী সারীতে। ২০

পস্ত্রয়োদশীস্থঃ ষোড়শ্যষ্টাদশীস্থিতৌ চ ধনী।
দ্বাবিংশীস্থঃ ষড়্জো দ্বিগুণসমঃ পূর্ব্বষড়্জেন। ২১

প ত্রয়োদশীস্থ; ধ, নি ষোড়শী ও অষ্টাদশীস্থ; ষড়্জ দ্বাবিংশিস্থ ইহা পূর্ব্ব ষড়্জের সহিত দ্বিগুণসম। ২১

প অর্থাৎ পঞ্চম ত্রয়োদশীস্থ অর্থাৎ ত্রয়োদশীতে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ধ ষোড়শীতে ও নি অষ্টাদশীতে স্থিত। ষড়্জ দ্বাবিংশীস্থ। এস্থলে ষড়্জকে মধ্যমস্থানস্থ ষড়্জ বুঝিতে হইবে। কিরূপ? পূর্ব্ব ষড়্জের সহিত অর্থাৎ মেরুতন্ত্রীস্থ মন্দ্র ষড়্জের সহিত দ্বিগুণ ও সম অর্থাৎ দ্বিগুণ-প্রযত্নসাধ্য হইলেও সমধ্বনি হইবে। যেমন দেবদত্ত নিম্নস্থল হইতে উচ্চ-স্থল গত হইলেও সেই দেবদত্ত এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় এস্থলে সেইরূপ বুঝিও। ২১

ধ্বনিশুদ্ধিনিশ্চয়ার্থং বিকৃতন্যর্থং চ সশ্চতু-
শ্রুতিকঃ।
পুনরুক্ত ইতি মতং মে শ্রুতিস্বরাবগমনায়
লঘু। ২২

ধ্বনি-শুদ্ধি নিশ্চয়-জন্য এবং বিকৃত নিষাদের জন্য চতুঃশ্রুতি ষড়্জ পুনরুক্ত। শ্রুতিস্বরের অবগমনের নিমিত্ত আমার এই সংক্ষিপ্ত মত। ২২

দেহস্থ শ্রুতি স্বরের সহিত মিল হইবার জন্য, বীণাতে দ্বাবিংশতিসংখ্য শ্রুতিপদ দ্বারা স্বরাভিব্যক্তি হয় এই বলাই সঙ্গত, ষড়্বিংশতিসংখ্য ঠিক নয়; এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, সেই চতুঃশ্রুতি ষড়্জ পুনরুক্ত। কি জন্য? ধ্বনি অর্থাৎ তন্ত্রী-মেরু-সারী-সংযোগ-জনিত—যাহা শ্রুতি নামে নির্দ্দিষ্ট—সেই সমস্ত ধ্বনির শুদ্ধি-নিশ্চয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ স্থাপন শুদ্ধ হইল কি না এই প্রত্যয়ের নিমিত্ত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থাপনা দ্বারা মধ্যষড়্জের সহিত মেরুস্থ মন্দ্র ষড়্জের যে মিল তাহা শুদ্ধ হইয়াছে এই নিশ্চয়-জ্ঞান চতুঃশ্রুতি ষড়্জ ব্যতীত সম্ভব হয় না। আরও বিকৃত অর্থাৎ শুদ্ধ হইতে অন্য বক্ষ্যমাণ যে নিষাদ তজ্জন্যও বটে। অর্থাৎ ষড়্জের পুনর্ব্বার শ্রুতি-কথন ব্যতীত, ষড়্জাদির একশ্রুতি অবলম্বন দ্বারা বক্ষ্যমাণ নিষাদের কৈশিকীত্ব, ও উহার শ্রুতিদ্বয় অবলম্বন দ্বারা কাকলীত্ব সংবাদের জন্য অর্থাৎ মিলের জন্য উপপন্ন হইবে না, এই ইহার ভাব। শ্রুতি স্বরের যে অবগমন অর্থাৎ মিল হইল কি না এই প্রত্যয় তদ্বিষয়ে আমার এই মত। কিন্তু ইহা লঘু অর্থাৎ বিস্তারভয়ে সংক্ষিপ্ত। এস্থলে আমি বিস্তারভয়ে বীণাদ্বয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সারণা দ্বারা স্বরসমূহে স্বরান্তর প্রবেশ কহিলাম না, কিন্তু স্ববুদ্ধি-বলে উপায়মাত্র নির্দ্দেশ করিলাম। ২২

ইতিসপ্তোক্তাঃ শুদ্ধা বিকৃতান্ সপ্তৈব বচ্মি সহ নাম্না।
সাধারণোন্তরশ্চ শ্রুতিং শ্রুতী চৈত্য গো মস্য। ২৩

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সাতটী স্বর কথিত হইয়াছে তাহা শুদ্ধ। বিকৃত সাতটীও নামের সহিত কহিতেছি। ম-এর শ্রুতি ও শ্রুতিদ্বয়কে পাইয়া গ সাধারণ ও অন্তর হয়।

এখন পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-ব্যবস্থাপক স্বর সপ্তক উল্লেখ করিয়া তৎসমূহের শুদ্ধতা বিধান করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কথিত যে সাতটী তৎসমুদায় শুদ্ধ জানিও। পরে বিকৃত সাতটীও নামের সহিত নিরূপিত হইতেছে। সাতটীই নামের সহিত কহিতেছি। গান্ধার ও নিষাদের দুই প্রকারে বিকৃততা দেখাইয়া শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ ও পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা দুই দুই নাম কহিতেছেন। ম-এর একটী শ্রুতি ও দুইটী শ্রুতি পাইয়া গ ক্রমে সাধারণ ও অন্তর হয়। গান্ধার মধ্যমের প্রথম শ্রুতিতে অর্থাৎ আদি হইতে দশম শ্রুতিতে—থাকিয়া সাধারণ নাম হয়। আর গান্ধারই মধ্যমের ম-এর দ্বিতীয় শ্রুতিতে—আদি হইতে একাদশ শ্রুতিতে থাকিয়া—অন্তর-নাম হয়। ২৩

নিঃ কৈশিকী চ কাকল্যথ সস্যৈকাং ভজংশ্চ তাং তে দ্বে।
নিগমা মৃদুপরসমপাঃ সমপতৃতীয়শ্রুতিস্থিত্যা। ২৪

স-এর সেই এক, সেই দুই শ্রুতিকে ভজনা করিয়া নি কৈশিকী ও কাকলী হয়। নি-গ-ম স-ম-প-এর তৃতীয় শ্রুতিতে অবস্থিতি দ্বারা মৃদুপর স-ম-প হইয়া থাকে। ২৪

ষড়জের সেই এক, সেই দুই শ্রুতি অবলম্বনে ক্রমে নি কৈশিকী ও কাকলী হয়। নিষাদ ষড়্জের প্রথম শ্রুতিতে থাকিয়া কৈশিকী হয়। আর নিষাদই ষড়্জের দ্বিতীয় শ্রুতিতে থাকিয়া কাকলী হইয়াথাকে। এক্ষণে নিষাদ ও গান্ধারের তৃতীয়, আর মধ্যমের প্রথম বিকৃতত্ব লক্ষ্য করিয়া এক এক নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন। নিষাদ গান্ধার ও মধ্যম, ইহারা ষড়্জ মধ্যম ও পঞ্চমের যে সকল তৃতীয় শ্রুতি, তৎসমূহে যে স্থিতি অর্থাৎ স্ফুটতা তদ্দ্বারা মৃদু স-ম-প তাহা হইয়া থাকে। নিষাদ নিজের দ্বিতীয় শ্রুতি ত্যাগ করিয়া যখন ষড়্জের তৃতীয় শ্রুতিতে থাকে তখন তাহা মৃদু স-নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ গান্ধার নিজের দ্বিতীয় শ্রুতি ত্যাগ করিয়া যখন মধ্যমের তৃতীয় কিন্তু আদি হইতে দ্বাদশীতে থাকে তখন তাহা মৃদু ম-নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। আর মধ্যম নিজের চতুর্থী ত্যাগ করিয়া যখন পঞ্চমের

তৃতীয় কিন্তু আদি হইতে ষোড়শীতে থাকে তখন মৃদু প-নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। যদ্যপি প্রাচীনেরা স্বস্ব চতুর্থ শ্রুতি ত্যাগে স্বস্ব তৃতীয় শ্রুতিস্থ ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চমেরই বিকৃতত্ব কহিয়াছেন, তথাপি দেশী গীতে ষড়্‌জ ও পঞ্চমের স্বস্ব চতুর্থ শ্রুতিত্যাগের অদর্শন হেতু, এবং স্বস্ব তৃতীয় শ্রুতিস্থ যে ষড়্‌জ মধ্যম ও পঞ্চম, দেশী-গীতে তাহাদেরই নিষাদ গান্ধার ও মধ্যমরূপে ব্যবহার দর্শন হেতু নি গ ও ম-এরই বিকৃতত্ব এস্থলে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন মতের ইত্যাদি প্রকার যে বিরোধ আছে, গ্রন্থকার স্বমন্তব্যের সহিত অগ্রে তাহা পরিহার করিবেন। ২৪

সম্পাদকের মন্তব্য।

১। ন-অক্ষর প্রাণ-বোধক এবং দ-অক্ষর অগ্নি-বোধক। যেহেতু, দেহস্থ প্রাণ-বায়ু (শ্বাস-প্রশ্বাস-উৎপাদক স্নায়ু-শক্তি) ও দেহস্থ বহ্নি (তাপ কিম্বা তাড়িৎ) এই উভয়ের সংঘর্ষে নাদ অভিব্যক্ত হয়, এইজন্য ইহার নাম "নাদ" হইয়াছে;— "সঙ্গীত-রত্নাকর" নাদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না,—প্রভৃতি বায়ু-বহা নাড়িই স্নায়ু (nerve); এবং "বায়ু"—কিনা (nerve-current); এইরূপ অর্থ করিয়া এখনকার শারীরবিজ্ঞানের সহিত কোন প্রকারে মিলান যাইতে পারে। বৈদ্যশাস্ত্রে "বায়ু-প্রকৃতি"র যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত nervous temperament—এর অনেকটা মিল দেখা যায়। তাই মনে হয়, এই সকল "বায়ুর" অর্থ সাধারণ বায়ু না হইলেও হইতে পারে। তবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।

২। নাদ-ব্রহ্ম কেন বলা হয়? ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ ও জগৎ-প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় কারণ; নাদও গীতাদি-জনিত আনন্দের মূল ও সমুদয় বাক্-প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় কারণ। সঙ্গীত-রত্নাকর-প্রণেতা সার্ঙ্গদেবের মতে, নাদ ব্রহ্ম না হইলেও ব্রহ্মশক্তি বটে। রাগ-বিবোধে এই ব্রহ্মশক্তিকেই সরস্বতী বলা হইয়াছে।

৩। শ্রুতি কাহাকে বলে?—এই বিষয়ে "ঐতিহাসিক রহস্যে" যে একটি বিশদ ব্যাখ্যা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"যত নিম্ন হইতে পারে, তত নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া যত উচ্চ হইতে পারে, তত উচ্চ একটি ধ্বনি-রেখা কল্পনা কর। রেখা পদার্থ কি?—তাহা সকলেই জানেন। রেখা কতকগুলি পর-পর-সংযুক্ত বা সংলগ্ন বিন্দুর সমষ্টি; সুতরাং ধ্বনি-রেখাটিও কতকগুলি উত্তরোত্তর সংলগ্ন ধ্বনি-বিন্দুর সমষ্টি। ইচ্ছানুসারে, এই ধ্বনি-রেখার কোন একটি স্থানকে বা কোন এক বিন্দুকে ভিত্তি বা মূল-সীমা করিয়া তাহার উর্দ্ধভাগের কোন এক বিন্দুকে শেষ সীমা কল্পনা কর। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী স্বর-রেখাকে ক্রমোচ্চরূপে অগ্রে এইরূপ উচ্চারণ কর—যেরূপ উচ্চারণ করিলে সা হইতে নি পর্য্যন্ত স্বরটি অবিভাগে উচ্চারিত হয়। মনে কর, যেন প্রথম বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া, স, রি, গ, ম ইতাদি বর্ণোচ্চারণ না করিয়া, কেবল অবিভাগে ও ক্রমোচ্চরূপে সা-আ-আ-আ-আ-আ-আ—এইরূপ উচ্চারণ করিলে। এই ধ্বনি-রেখাটিকে যদি ভাগ করিতে হয়, তবে যুক্তি ইহাকে অনেক ভাগ করিতে বলিবে। কিন্তু অত্যন্ত অনেক ভাগ করিলে তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে। এই জন্য, সঙ্গীতাচার্য্যেরা উহাকে স্থূলতঃ বা মোটামুটি সাত ভাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই সাত ভাগ সাত স্বর বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু দেখিবে যে, সেই সাত ভাগ সমান সাত ভাগ নহে। যেহেতু, ভাগ-লব্ধ স্বরগুলি পরস্পর সমান্তরাল বা উত্তরোত্তর সম-পরিমাণে উচ্চ নহে। সুতরাং তাহা ঠিক্ সমান সাত ভাগ নহে। সমান সাত ভাগ না হইবার হেতু এই যে, স্বরগুলিকে ছোট বড় নানা আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে গান-ক্রিয়া উত্তম হয় না। অতএব সেই ন্যূনাধিক সাত ভাগকে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগত রাখিবার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় এই:—পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড-দণ্ডায়মান ধ্বনি-রেখাকে সাত ভাগ না করিয়া, ২২

ভাগ করিয়া তাহার ২।৩।৪ অংশ একত্র করিয়া এক একটি স্বরকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট নাম দিয়া গ্রহণ কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সপ্তধা বিভক্ত স্বরের মধ্যে কোনটিতে ২। কোনটিতে ৩। কোনটিতে ৪ বিন্দু আছে। এই বিন্দুগুলিই শ্রুতি।"

৪। আধুনিক ও প্রাচীন মতে যেরূপ শ্রুতি-বিভাগ অবলম্বন করিয়া সপ্তস্বর নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা বিন্দুর দ্বারা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। উভয়েতেই ২২ শ্রুতি, কিন্তু সংস্থান বিভিন্ন।

আধুনিক শ্রুতি-বিভাগ।

২২

ঋ জ্ঞ হ্ম দ ণ

স র গ ম প ধ ন র্স

রাগ-বিবোধে শ্রুতি-বিভাগ।

সা-গ = সাধারণ গ; অ-গ = অন্তর গ; মৃ-ম = মৃদু ম; মৃ-প = মৃদু প; কৈ-ন = কৈশিকী ন; কা-ন = কাকলী-ন; মৃ-স = মৃদু স। ন্-হইতে শ্রুতি গণনা করিলে ম ত্রয়োদশীতে পড়ে (১৭ শ্লোক দেখ); এবং স-হইতে শ্রুতি গণনা করিলে প ত্রয়োদশীতে পড়ে (২১ শ্লোক দেখ); উপরি লিখিত আদর্শে স-হইতে গণনা করিয়া র্স-পর্য্যন্ত শ্রুতি স্থাপন করা হইয়াছে।

রাগ-বিবোধের মতে ৭টি বিকৃত স্বর। যথাঃ—গ, সা-গ, অ-গ, ম, ন, কৈ-ন, কা-ন।

রাগ ভৈরব।

ছয় রাগের মধ্যে এইটি প্রথম রাগ। ইহা সম্পূর্ণ-জাতীয়; অর্থাৎ ইহাতে কোন স্বর বর্জ্জিত নহে। ইহা দিবা প্রথম প্রহরে গেয়।

ইহার ঠাট্ঃ—কোমল রি (ঋ); কোমল ধ (দ); শুদ্ধ ও কোমল দুই নি (ণ, ন)।

বাস্তবিকপক্ষে ভৈরব-রাগে অতিকোমল-র (ঋ॰) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজ-কাল হার্ম্মোনিয়ম-যন্ত্রের ব্যবহারে অতি-কোমলের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কোমল ও অতিকোমলের সূক্ষ্ম প্রভেদ উপলব্ধি করার জন্য বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক।

ভৈরব-রাগের ভার্য্যা—ছয়টি রাগিণী যথাঃ—ভৈরবী, বাঙ্গালী, সিন্ধু, রামকেলী, গুণকেলী ও গুর্জ্জরী। ইহার সম-প্রকৃতিক রাগিণী এইগুলি:—রামকেলি, বাঙ্গালী, কালাংড়া, যোগিয়া, ভাটিয়ারী,—অর্থাৎ ইহারা ভৈরবেরই ছাঁচে গঠিত।

সঙ্গীত-কলা।

অন্যের নিকট হইতে সহানুভূতি পাওয়া এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা—উভয়েতেই মনুষ্য মাত্রেরই সুখানুভব হয়। মনুষ্য পরস্পরের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না; এই নির্ভরের ভাব হইতেই সহানুভূতির উৎপত্তি। কিন্তু মনুষ্য-বিশেষে ও সমাজ-বিশেষে এই সহানুভূতির প্রকৃতি ও আবেগ-সম্বন্ধে অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ সমাজে, বিশেষ বিশেষ রুচি-অনুসারে, বিশেষ বিশেষ আকারে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। রাজনীতি, সাহিত্য, কলা-বিদ্যা, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ইহার কার্য্য-প্রবণতা দৃষ্ট হয়। যত প্রকার আদর্শের মনুষ্য আছে, তন্মধ্যে যাহাদের কলা-প্রবণ প্রকৃতি, তাহাদেরই সহানুভূতির তৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারাই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে সমধিক আকৃষ্ট হয়। বাহিরের ও অন্তরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের মনে যে সকল ভাব, চিন্তা ও

আবেগের উদয় হয়, সে সমস্ত তাহারা সুন্দর, সরস ও স্থায়ী আকারে বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; এবং যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহারা নিজে উপভোগ করে, তাহার কিয়দংশ অন্যকে বিতরণ করিতেও সমুৎসুক হয়। এইরূপ সহানুভূতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেই, চিত্র, স্থপতি, সঙ্গীত সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ ললিত-কলার উৎপত্তি হইয়াছে। কলা-কবির আনন্দ এত তীব্র যে তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এবং তিনি তাহা এরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া তাঁহার নিজের ভাব কিয়ৎপরিমাণে অন্যের মনে সংক্রামিত হইতে পারে। এই সহানুভূতিই কলানুরাগী ব্যক্তির রচনা-চেষ্টার প্রথম প্রবর্ত্তক।

কলা-বিশেষে এই রচনা-চেষ্টা বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করে। রচনার অর্থ—উপকরণগুলি এমন ভাবে যথাযোগ্যরূপে বিন্যস্ত করা যাহার দ্বারা কলা-কবির মনের ভাব অন্যের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে।

সঙ্গীতে, স্বর-সমূহের মধ্যে পরস্পর একটা বিশেষ সম্বন্ধ থাকা চাই; ছন্দের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা চাই; তবেই অন্যের মনে তাহা স্থায়ী আকারে প্রতিভাত হইতে পারে; এবং তখনই অন্য ললিত-কলার ন্যায় তাহারও রচনা সম্ভব হয়।

প্রত্যেক ললিত-কলার বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্য্য এক একটি বিশেষ বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই আকার-রচনা—এই রূপ-কল্পনা প্রত্যেক কলার মধ্যে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। যখন কোন কলা-কবি স্বকীয় কোন সুন্দর মানস-প্রতিমাকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করেন, তখনই তাহা ললিত কলার অন্তর্গত হয়।

চিত্রকলা, মূর্ত্তিকলা, কিম্বা স্থপতি-কলার রূপ-কল্পনা ও গঠন-প্রণালী কিরূপ, তাহা সচরাচর লোকে সহজে বুঝিতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতের উপকরণ-সামগ্রী অপেক্ষাকৃত আরো সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহার রচনা-প্রণালী বুঝিয়া ওঠা তত সহজ নহে। কেননা, চিত্রকলা প্রভৃতির উপকরণ প্রধানতঃ বহির্জগৎ হইতে, এবং সঙ্গীতের উপকরণ প্রধানতঃ অন্তর্জ্জগৎ হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। সঙ্গীতের উৎপত্তির খুব গোড়া ধরিলে দেখা যায়, হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়া যে অস্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাই সঙ্গীতের মূল-উপকরণ। এই মূল-উপকরণগুলি হইতেই, এখনকার সুমার্জ্জিত সঙ্গীত ক্রমশ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আদিম অসভ্যগণ যেরূপ গোড়ায় কেবল "গোঁগানি, কাঁদুনি" প্রভৃতি কতকগুলি অস্পষ্ট স্বরের উচ্চারণেই আপনার মনোভাব প্রকাশ করিত, এবং সেই সকল অস্পষ্ট স্বর হইতেই ক্রমশ যেমন এখনকার এই সভ্য-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে; সঙ্গীত-সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে, মনের আবেগ প্রকাশের নানাপ্রকার অস্পষ্ট চীৎকার, ক্রমশ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সুস্পষ্ট স্বরে পরিণত হইয়া সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। অসভ্যদিগের সঙ্গীত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহারা এমন কোন সুর রচনা করিতে পারে না যাহাতে স্বর-বিন্যাসের একটা সুশৃঙ্খলা বা সৌসামঞ্জস্য আছে। তাহাদের গানের সুর এক প্রকার অস্পষ্ট একঘেয়ে কাঁদুনী সুরের মত। ইহা সঙ্গীত-কলার মধ্যে ধর্ত্তব্যই নহে। কখন কখন তাহাদের মধ্যে আর একটু এই উন্নতি দেখা যায়, দুই তিনটি বিভিন্ন সুর যোজনা করিয়া তাহারা ক্রমাগত তাহাই আবৃত্তি করিতে থাকে। ইহার সহিত আমাদের রাগ-রাগিণীর তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের সঙ্গীত-কলার কতটা উন্নতি হইয়াছে।

আমাদের এক একটি রাগে এক একটি বিশেষ মূর্ত্তি যেন ফুটিয়া উঠে। এই রাগের মূর্ত্তি পূর্ণাবয়ব ধ্রুপদে বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, আমাদের মধ্যে ধ্রুপদের এতটা সম্মান; এবং এইজন্যই ধ্রুপদগায়কদিগকে কালোয়াৎ অর্থাৎ "কলাবন্ত" বলা হইয়া থাকে।

ধ্রুপদ কাহাকে বলে?

যেখানে দেবতাদিগের লীলা, রাজাদিগের যশ ও প্রসিদ্ধ যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত থাকে, যাহা বীর করুণাদি রসাশ্রিত এবং যাহা বিলম্বিত লয়ে গীত হয়, তাহাকেই প্রধানতঃ ধ্রুপদ বলে। আদি-রসের ধ্রুপদও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। বিশেষত ধামারাদি তালে "হোলি" প্রভৃতি আদি-রসের অনেক ধ্রুপদও রচিত দেখা যায়। অধিকাংশ ধ্রুপ-দেরই প্রায় আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটি করিয়া পাদ বা তুক্ থাকে।

ধ্রুপদ নানা প্রকার যথা :—গীত, সঙ্গীত, ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগল-বন্ধ ও ধারু।

যে ধ্রুপদের মধ্যে মধ্যে "ছন্দ" এই শব্দটি উল্লেখ থাকে, তাহার নাম ছন্দ। যে ধ্রুপদে নানাপ্রকার তাল পরিবর্ত্তন হয় তাহার নাম প্রবন্ধ। যে ধ্রুপদ দুই ব্যক্তি একতায় গান করে, তন্মধ্যে একজন গানটি গাহিয়া যায়, আর একজন গানের কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সার্গম তাল-লয়-যোগে বলিয়া যায়, তাহারই নাম যুগল-বন্ধ। যে ধ্রুপদে "ধারু" এই শব্দটি মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত হয়, তাহার নাম ধারু। ধারুর সৃষ্টিকর্ত্তা নায়ক গোপাল।

চৌতাল, ধামার, সুরফাক্তা, ঝাঁপতাল, তেওট্, আড়া-চৌতাল, রূপক, ত্রিমাতেতালা, সওয়ারী এই সকল তালেই প্রায় ধ্রুপদ গীত হইয়া থাকে।

ধ্রুপদের চারিটি বাণী অর্থাৎ রীতি, যথা :—গওরহাড় বাণী, নওরহাড় বাণী, ডাগর বাণী ও খাণ্ডার বাণী। এই চারি বাণীর বিভিন্ন প্রকার ধ্রুপদ আর বড় শুনা যায় না। এক্ষণে কেবল গওরহাড় বাণীর ধ্রুপদই প্রচলিত।

স্বর-রহস্য।

স্বরগ্রামের একটা সুরের সহিত অন্য সুরের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাদের মধ্যে কিরূপ অন্তর, কোন সুরের সহিত কোন্ সুরের অধিক মিল, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। য়ুরোপীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহাই আমরা এই প্রস্তাবে অনুসরণ করিব।

১। শিক্ষার্থী হার্মোনিয়ম-যন্ত্র বাজাইলে দেখিতে পাইবেন, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্দ্দা—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি কালো রঙের পর্দ্দা আছে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থের মধ্যে ওরূপ কোন মধ্যবর্ত্তী কালো পর্দ্দা নাই। ইহার কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্দ্দা অর্থাৎ র-সুর ও গ-সুরের মধ্যে যেরূপ একটি মধ্যবর্ত্তী সুর আছে, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্দ্দা অর্থাৎ গ-সুর ও ম-সুরের মধ্যে সেরূপ মধ্যবর্ত্তী কোন সুর নাই।

স-সুর ও র-সুর এই উভয়ের মধ্যে যে অন্তর এবং র-সুর ও গ-সুর উভয়ের মধ্যে যে অন্তর (উচ্চতার পরিমাণ) তাহাকে পূর্ণান্তর বলে। অর্থাৎ যে স্বরদ্বয়ের মধ্যে ৪ শ্রুতি কিম্বা তিন শ্রুতির ব্যবধান তাহাকেই পূর্ণান্তর বলে। এবং গ-সুর ও ম-সুরের মধ্যে যে অন্তর—অর্থাৎ দুই শ্রুতির ব্যবধান—তাহাকে অর্দ্ধান্তর বলে। এখানে বলা আবশ্যক, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে সপ্ত স্বরের মধ্যবর্ত্তী শ্রুতি স্থাপনের ভিন্ন নিয়ম ছিল। "রাগ-বিবোধে" এই বিষয় পাঠক ক্রমশ জানিতে পারিবেন।

২। স, র, গ, ম—এই চারিটি স্বর-পুঞ্জকে চতুস্তন্ত্রী কহে। ইহার মধ্যে স হইতে র, ও র হইতে গ—এই দুইটি পূর্ণান্তর; এবং গ হইতে ম একটি অর্দ্ধান্তর। এই চতুস্তন্ত্রীতে একটি অর্দ্ধান্তরের পূর্ব্বে দুইটি পূর্ণান্তর বর্ত্তমান। কিন্তু সকল চতুস্তন্ত্রীতেই যে এইরূপ ঘটে তাহা নহে।

৩। স, র, গ, ম, এই চতুস্তন্ত্রীর পরবর্ত্তী চতুস্তন্ত্রী প, ধ, ন, র্স। এই স্বরগুলি বাজাইয়া দেখিলে একই ফল উপলব্ধি হয়—কেবল উচ্চোচ্চতর এইমাত্র প্রভেদ। ইহাতে পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তরের বিন্যাস-পদ্ধতি পূর্ব্ব-চতুস্তন্ত্রীরই ন্যায়

একই প্রকার। এই দুই চতুস্তন্ত্রীর মধ্যে স্বরের ধাপে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু সম্বন্ধ একই প্রকার। আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রের ভাষায় প্রথম চতুস্তন্ত্রীটিকে পূর্ব্বাঙ্গ ও দ্বিতীয় চতুস্তন্ত্রীকে উত্তরাঙ্গ বলে।

৪। উপরি-উক্ত দুইটি চতুস্তন্ত্রী মিলিয়া একটি স্বরগ্রাম হয়। এইরূপ স্বরগ্রামকে অবিকৃত বা শুদ্ধ স্বরগ্রাম বলে।

৫। শুদ্ধ-স্বরগ্রামের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, এইরূপ বলা যাইতে পারে:- কোন একটি সুর হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অষ্টম পর্য্যন্ত একাদিক্রমে পর-পর স্বর-বিন্যাস হইলে, তাহাতে যদি পাঁচটি পূর্ণান্তর ও দুইটি অর্দ্ধান্তর থাকে, তবে তাহাকে শুদ্ধ-স্বরগ্রাম বলা যায়। শুদ্ধ গ্রামের স্বরান্তরগুলি সংখ্যা-দ্বারা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে যথা :—

(১)

। স ১ র ১ গ ½ ম ১ প ১ ধ ১ ন ½ র্স।

৬। কোন গ্রামের আরম্ভিক স্বরকে ঐ গ্রামের সূচী স্বর বা খরজ বলে। স্বরগ্রামবর্ত্তী এই অষ্টকের আদ্য ও অন্ত্য স্বর একই প্রকৃতির।

৭। যে স্থলে (১) অঙ্কিত দৃষ্টান্ত-অনুসারে পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তর পর-পর যথাক্রমে আইসে সেই স্থলের স্বর বিন্যাসকে জ্যেষ্ঠ পদ্ধতি বা জ্যেষ্ঠ গ্রাম কহে।

৮। অতএব সেই অবিকৃত গ্রামকে জ্যেষ্ঠগ্রাম কহে যাহাতে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্দ্দার মধ্যে এবং সপ্তম ও অষ্টম পর্দ্দার মধ্যে অর্দ্ধান্তর উপস্থিত হয়।

যে কোন সুর স্বরগ্রামের খরজ-রূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু যদি কেবল শুদ্ধ-স্বর (হারমোনিয়মের সাদা রঙের পর্দ্দা) লইয়া কোন স্বরগ্রাম রচিত হয় এবং ঐ গ্রামের খরজ যদি র-সুর হয়, তবে পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তরের যেরূপ অনুক্রম পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। এরূপ স্থলে যে স্বরগ্রাম রচিত হয় তাহাকে আর জ্যেষ্ঠ গ্রাম বলা যায় না।

এই গ্রামের খরজ যদি র-সুর হয়, তবে পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তরের ক্রমবিন্যাস নিম্ন-লিখিত-রূপে হইবে। যথা :—

(২)

(ক) র ১ গ ½ ম ১ প ১ ধ ১ ন ½ র্স ১ র্র। গ-সুর খরজ হইলে এইরূপ হইবে যথা :—

(খ) গ ½ ম ১ প ১ ধ ১ ন ½ র্স ১ র্র ১ র্গ। ম-সুর খরজ হইলে এইরূপ হইবে যথা :—

(গ) ম ১ প ১ ধ ১ ন ½ র্স ১ র্র ১ র্গ ½ র্ম। ইত্যাদি।

এইরূপ গ্রামের পদ্ধতি প্রাচীন গ্রিশীয় সঙ্গীতে ও আমাদের সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপীয় সঙ্গীতে এগুলি এখন অপ্রচলিত। আমাদের সঙ্গীতে শুদ্ধ-গ্রামের খরজ পরিবর্ত্তন করিয়া এক একটি গ্রাম রচনা করিলে এক একটি বিশেষ রাগের ঠাট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

—:o:—

স্বরলিপি।

স র গ ম প ধ ন = এক সপ্তক।

কোমল র = ঋ; কোমল গ = জ্ঞ; কড়ি ম = হ্ম; কোমল ধ = দ; কোমল ন = ণ।

মাত্রা চিহ্ন = । ; এক মাত্রা স = সা ; দুই মাত্রা স = সা -া ; তিন মাত্রা স = সা -া -া ইত্যাদি।

এক মাত্রার মধ্যে দুই স্বর উচ্চারিত, যথা—সরা ; তিন স্বর উচ্চারিত, যথা সরগা ; চার স্বর উচ্চারিত যথা সরগমা ইত্যাদি। উচ্চ স্বরের চিহ্ন রেফ্; খাদ স্বরের চিহ্ন হসন্ত। (অন্য চিহ্ন-সম্বন্ধে পত্রিকার পূর্ব্ব-সংখ্যা দেখ।)

ভৈরব—ধামার।

১´ ০ ২ ০ ৩ ০ ॥ ১´ ০
॥ মা -গা -দা। -া -া। দা পা। পা -মা -পা। মা -গা। -মা -গা I মা -গা -ঋা। মা -গা।
॥ তা ০ ০। ০ ০। প র। তু ০ ০। ম ০। ০ ০ I সাঁ ০ ০। চ ০।

২ ০ ৩ ০ ১´ ০ ২ ০
।-পা -া। মা -গা -ঋা। ঋা সা। -া -া I সা -ন্‌া ঋা। সা -া। ন্‌া -সা। -া -া -া।
। ০ ০। বো ০ ০। ল ত। ০ ০ I হো ০ মো। হ ০। ন ০। ০ ০ ০।

৩ ০ ১´ ০ ২ ০ ৩ ০
।-ন্‌া -সা। -ন্‌া -সা I সা -া -া। মা -গা। মা -পা। মা -পা -া। মা -গা। মা -া I
। ০ ০। ০ ০ I রা ০ ০। ত ০। কাঁ ০। হা ০ ০। সা ০। রি ০ I

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
I মা -ণা -দা। দা -া। মা -পা। পা -মা -গা। মা -গা। মা -পা॥
I রৈ ০ ০। ন ০। জ ০। গা ০ ০। আ ০। য়ে ০॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ০ ১´ ০
॥ মা -পা -া। ণা -দা। -া -া। ণা র্সা র্সা। র্সা -না। র্সা -া I র্সা র্সা -া। র্গা -র্ঋা।
॥ সাঁ ০ ০। ঝে ০। ০ ০। ব চ ন। সাঁ ০। চৈ ০ I ক র ০। ণ ০।

২ ০ ৩ ০ ১´ ০ ২ ০
।-া -া। র্সা -না -া। -র্ঋা -র্সা। -ণা -দা I দা -র্সা -না। -র্সা -না। র্ঋা র্সা। র্সা ণা -দা।
। ০ ০। কো ০ ০। ০ ০। ০ ০ I ভো ০ ০। ০ ০। র হি। মু খ ০।

৩ ০ ১´ ০ ২ ০ ৩ ০
। দা -র্সা। -না র্সা I র্সা -ণা -দা। -ণা -দা। মা -গা। -মা -গা। -মা -গা -া। -মা -পা॥ ॥
। দে ০। ০ খ I লা ০ ০। ০ ০। য়ে ০। ০ ০। ০ ০ ০। ০ ০॥ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

চৌতাল ও ধামার তাল।

১। চৌতালের মাত্রা-সমষ্টি বার, এবং ইহা দুই দুই মাত্রা-বিশিষ্ট ছয়টি পদে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ফাঁক্, এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ, এই চারিটি পদে চারিটি তালি; এই জন্যই ইহার নাম চৌতাল। যথা :—

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
॥ ১ ১। ১ ১। ১ ১। ১ ১। ১ ১। ১ ১॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঠেকার বোল্ যথা :— ॥ ধা ধা। ধিন্ তা। ক ত্তেকে। ধিন্ তা। তেটে কেতে। গেদা ঘিনি॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
কথার বোল যথা :— ॥ রজ নী। গ ন্ধা। প্র ত্যেক। স ন্ধ্যা। ফুটে কত। রাশি রাশি॥

মনে কর, "রজনীগন্ধা প্রত্যেক সন্ধ্যা ফুটে কত রাশি রাশি"—এই গুলি গানের কথা। ইহাতে সুর বসাইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে ভাগ করিলে, এইরূপ লেখা যায়, যথা:—

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
॥ সরা সা। রা গা। মা গমা। পা মা। নধা পমা। মগা রসা॥
॥ রজ নী। গ ন্ধা। প্র ত্যেক। স ন্ধ্যা। ফুটে কত। রাশি রাশি॥

২। ধামারের মাত্রা-সমষ্টি চৌদ্দ; ইহা চৌতালের ন্যায় সমান সংখ্যক মাত্রায় বিভক্ত নহে; ইহা বিষম-পদী জাতীয় তাল। ইহার পদ-বিভাগ এইরূপ, যথা :—

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
॥ ১ ১ ১। ১ ১। ১ ১। ১ ১ ১। ১ ১। ১ ১॥
ঠেকার বোল্ :— ॥ ক ধে টে। ধে টে। ধা -আ। গ দি -ই। দি -ইন্। তা -আ॥

কথার বোল্ :— ॥ ব ল তো। ক ত। আ র্। স হি ব। এ ই। ভা র্॥

এই কথাগুলি সুরে বসাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ভাগ করিলে এইরূপ হয় :—

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
॥ সা রা গা। মা গা। পা -মা। গা রা সা। রা গা। পা -মা॥
॥ ব ল তো। ক ত। আ র্। স হি ব। এ ই। ভা র্॥

ইহার মাত্রার-হিসাব যৎ-তালেরই অনুরূপ; কেবল, ফাঁক তালির ব্যবস্থা ভিন্নরূপ হওয়ায়, ইহার একটু রূপান্তর হইয়াছে।

বাঙ্গালী—ঢিমা-তেতালা।

০ ॥ ১ ২´ ৩ ০
॥ ঋা মা পা পা। দা -পা দা -মা। মা -পা গা মা। গা -ঋা সা -া। ন্‌া দ্‌া সা ঋা।
॥ তু ম স ন। ক্যা য় সে ০। প্রী ০ ত, ক। রো ০ রি ০। নি শ দি ন।

১ ২´ ৩ ০
। গা গা মা মা। গা -া -ঋা -া। -া -া সা -া॥
। ক র ত হিঁ। বা ০ ০ ০। ০ ০ র ০॥

১ ২´ ৩ ০ ১
॥ মা দা দা দা। না -া র্সা র্সা। ঋ্ঁা -া ঋ্ঁা র্সা I না -া র্সা র্সা। দা -া র্সা -না।
॥ ক হ গে ই। আ ০ ও ন। কে ০ বা তি I এ্যা, ০ ছু ম। বী ০ তি ০।

২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্সা র্সা -র্গা। র্গা -ঋ্ঁা -র্সা -া I র্সা -ঋ্ঁনা -দা -পা। পা নদা দপা পমা।
। স গৃ রী ০। রা ০ ০ ০ I ত ০ ০ ০। নি প০ ট০ ক০।

২´ ৩ ০ ১ ২´
। মা মা গা গা। মা -দা দা দা I না -া র্সা র্সা। র্সা -না ঋ্ঁা র্সা। না -দা পা -মা।
। প ট শ ঠ। ল ০ ম্প ট I না ০ গ র। ঝু ০ টি, তু। মা ০ রে ০।

৩
। গা -ঋা সা -া॥ ॥
। বা ০ ত ০॥ ॥

গ্রন্থ-সমালোচনা।

তবলা-তরঙ্গিণী।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজের সঙ্গৎ-অধ্যাপক শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহা বণিক্য-কর্ত্তৃক প্রণীত। এ পর্য্যন্ত, বাঁয়া-তবলা শিক্ষার যতগুলি পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তন্মধ্যে এই পুস্তকটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে সুর-বন্ধনের নিয়মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, তবলার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের নাম, বাণী, লয়, বোল, মাত্রা, তাল, ফাঁকি, ঠেকার বোল প্রভৃতি শিক্ষার সমস্ত বিষয়ই সুপ্রণালীক্রমে বিবৃত হইয়াছে। শিক্ষকের বিনা সাহায্যে যদি কেহ বাঁয়া-তবলা শিখিতে ইচ্ছা করেন, এই পুস্তকটি তাঁহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে।

ভ্রম-শুদ্ধি।

পত্রিকার পূর্ব্ব-সংখ্যায়, ৫ পৃষ্ঠা, ২৬ পংক্তিতে "অভিকন্দ" আছে, সেই স্থানে "নাভি-কন্দ" হইবে।

প্রথম ভাগ। তৃতীয় সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৮।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

// সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—৩ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" ॥

অগ্রহায়ণ ১৩০৮

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

দ্বাদশ বিকৃতান্ পূর্ব্বে বদন্তি তত্রতু পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনিতঃ।
সপ্তৈব স্যুর্ভিন্না ন পঞ্চ যদিমে সমধ্বনয়ঃ। ২৫

প্রাচীনেরা দ্বাদশ বিকৃত বলিয়া থাকেন। এই বিকৃত দ্বাদশের মধ্যে সাতটী পৃথক পৃথক ধ্বনি-অনুসারে ভিন্ন, কিন্তু পাঁচটী ভিন্ন নহে, যে হেতু ইহারা সমধ্বনি। ২৫

বলি, প্রাচীনেরা দ্বাদশ বিকৃত বলিয়াছেন; কিন্তু এস্থলে সাতটীই গৃহীত হইতেছে, সুতরাং বিরোধ দাঁড়াইল। এই আশঙ্কায় প্রাচ্য-মত-সংখ্যা উল্লেখপূর্ব্বক সাতটীই বিকৃত এই মত যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু প্রাচীনেরা দ্বাদশ বিকৃত বলিয়াছেন। তাহা এইরূপ। নিষাদ ও ঋষভ দ্বারা ক্রমে-গৃহীত স্বীয় আদিম ও অন্তিম শ্রুতির মধ্যে ষড়্‌জ স্বীয় অন্তিম শ্রুতিতে অবস্থিতি দ্বারা চ্যুত হয়, এই এক বিকৃত। আর ষড়্‌জই নিষাদ-গৃহীত স্বীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রুতির মধ্যে স্বীয় অন্তিম শ্রুতিতে অবস্থিতি দ্বারা অচ্যুত হয়, ইহা দ্বিতীয়। আর ঋষভ ষড়্‌জের অন্ত্য শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি ষড়্‌জ হইয়া বিকৃত হয়, এই তৃতীয়। আর গান্ধার মধ্যমের আদ্য শ্রুতি গ্রহণ করিয়া ত্রিশ্রুতি হইয়া বিকৃত হয়, এই চতুর্থ। আর গান্ধারই মধ্যমের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি হইয়া বিকৃত হয়, এই পঞ্চম। আর গান্ধারও মধ্যম পঞ্চম দ্বারা গৃহীত স্বীয় আদিম ও অন্ত্যশ্রুতির মধ্যে স্বীয় অন্ত্য শ্রুতিতে অবস্থিতি দ্বারা চ্যুত হয়, এই বিকৃত ষষ্ঠ। আর ঐ মধ্যমই গান্ধার-গৃহীত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রুতির মধ্যে স্বীয় অন্তিম শ্রুতিতে অবস্থিতি দ্বারা অচ্যুত হয়, এই বিকৃত সপ্তম। আর পঞ্চম মধ্যম গ্রামে স্বীয় অন্তিম শ্রুতি ধৈবত দ্বারা গৃহীত হইলে স্বীয় উপান্ত শ্রুতিতে অবস্থিতি দ্বারা ত্রিশ্রুতি হইয়া বিকৃত হয়, এই অষ্টম। আর ঐ পঞ্চমই মধ্যম গ্রামে মধ্যমের অন্ত্যশ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি হইয়াও স্বীয় উপান্ত শ্রুতিতে অবস্থিতি দ্বারা বিকৃত হয়, এই নবম। আর ধৈবত মধ্যমগ্রামে পঞ্চমের অন্ত্য শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি হইয়া বিকৃত হয়, এই দশম। আর নিষাদ ষড়্‌জের আদ্য শ্রুতি গ্রহণ করিয়া ত্রিশ্রুতি হইয়া বিকৃত হয়, এই একাদশ। আর ঐ নিষাদই ষড়্‌জের প্রথম ও দ্বিতীয় দুই শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি হইয়া বিকৃত হয়, এই দ্বাদশ। নিঃশঙ্ক কহিয়াছেন ষড়্‌জ চ্যুত ও অচ্যুত এই দুই প্রকার। উহা দ্বিশ্রুতি হইলে বিকৃত হয় ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া কহিতেছেন, উহা বিকৃত ও অবিকৃত এই দুই ভেদ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এইরূপে দ্বাদশ। এইরূপ প্রাচীনেরা যে দ্বা-

দশটী কহিয়াছেন সেই দ্বাদশের মধ্যে সাতটীই ভিন্ন, আর সাতটীই বিলক্ষণতা অর্থাৎ ভিন্নতা হেতু বিকৃত, এইরূপ সম্ভাবনা করি। সেই সমস্ত প্রাচীন মত এইরূপ। চ্যুত ষড়জ এক, ত্রিশ্রুতি গান্ধার দ্বিতীয়, চতুঃশ্রুতি গান্ধার তৃতীয়, চ্যুত মধ্যম চতুর্থ, ত্রিশ্রুতি পঞ্চম পঞ্চম, ত্রিশ্রুতি নিষাদ সপ্তম। কিন্তু এই মতে ইহারাই ক্রমে মৃদু-স, সাধারণ ও অন্তর গ, মৃদু ম, মৃদু প, কৈশিকী ও কাকলী নি নাম ধারণ করিয়া থাকে। এই সাতটীরই ভিন্নত্বের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহা পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনিত, অর্থাৎ শুদ্ধ ষড়জাদি হইতে ভিন্নভিন্নরূপে ধ্বনির প্রতীতি হয় এই জন্য। কণ্ঠোক্তি দ্বারা এই দ্বাদশের মধ্যে অবশিষ্ট পাঁচের ভিন্নতা প্রতিষেধ করিতেছেন; কিন্তু পাঁচটা ভিন্ন নহে। তৎসম্প্রদায় তাঁহার মতে এইরূপ। অচ্যুত ষড়জ, চতুঃশ্রুতি ঋষভ, অচ্যুত মধ্যম, মধ্যমগ্রামে মধ্যম ও অন্ত্যশ্রুতি-গৃহীত চতুঃশ্রুতি পঞ্চম, আর মধ্যম গ্রামেই চতুঃশ্রুতি ধৈবত। ইহাদের অভিন্নত্বের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, এই সমস্ত সম অর্থাৎ শুদ্ধ ষড়জাদির সহিত তুল্যধ্বনি। ২৬

ন পৃথক্ শুদ্ধসমাভ্যাংচ্যুতসমকৌ চতুঃশ্রুতী চ রিধৌ।
শুদ্ধরিধাভ্যাং বিকৃতস্ত্রিশ্রুতিপাদপি চতুঃ-শ্রুতিপঃ॥ ২৭

অচ্যুত স, ম শুদ্ধ স, ম-র সহিত পৃথক্ নহে, আর চতুঃশ্রুতি রি, ধ, শুদ্ধ রি, ধ-র সহিত, আরও বিকৃত চতুঃ-শ্রুতি প ত্রিশ্রুতি প-র সহিত পৃথক্ নহে॥ ২৭

অভিন্নতা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। শুদ্ধ স, ম, ষড়জ ও মধ্যম এই উভয়ের সহিত অচ্যুত যে স, ম, ষড়জ ও মধ্যম এই দুই পৃথক্ নহে। তন্মতের তাৎপর্য্য এই যে অচ্যুত বিকৃত ষড়জ, ইহা শুদ্ধ ষড়্জের সহিত স্বীয় অন্ত্যশ্রুতিতে অবস্থান হেতু তুল্য-ধ্বনিই শ্রুত হইয়া থাকে। আর অচ্যুত বিকৃত মধ্যম স্বীয় অন্ত্যশ্রুতিতে অবস্থান হেতু শুদ্ধমধ্যমের সহিত তুল্যধ্বনিই শ্রুত হইয়া থাকে। চতুঃশ্রুতি রি, ধ, শুদ্ধ রি, ধ-র সহিত পৃথক্ নহে। চতুঃশ্রুতি ঋষভ ত্রিশ্রুতি ঋষভ হইতে, চতুঃশ্রুতি ধৈবত ত্রিশ্রুতি ধৈবত হইতে—স্বীয় অন্ত্যশ্রুতিতে অবস্থানতা হেতুই—ভিন্নধ্বনি হইতে পারে না। আরও বিকৃত চতুঃশ্রুতি পঞ্চম বিকৃত হেতুই ত্রিশ্রুতি-পঞ্চম হইতে পৃথক নহে। কিন্তু মধ্যম-গ্রামে শুদ্ধ পঞ্চম অপেক্ষা চতুঃ-শ্রুতি-পঞ্চম বিকৃত হইলেও ত্রিশ্রুতি-বিকৃত পঞ্চম হইতেও ভিন্ন নহে; ইহার হেতু উভয়েরই স্বীয় উপান্ত-শ্রুতিতে অবস্থিতি। এইরূপ আধারভূত শ্রুতি হইতে অপর পূর্ব্বশ্রুতি-সকল ন্যূনাধিক ভাবে ভেদসত্বেও অকিঞ্চিৎকর জানিবে। ২৬

ভিন্নো ন চতুঃশ্রুতিধো নিঃশঙ্কমতেঽপি কূটপুনরুক্তৌ।
তল্লক্ষণতো ভেদেঽপ্যমীষু পঞ্চসু ন লক্ষ্যে ভিৎ॥ ২৭

নিঃশঙ্ক মতেও কূট পুনরুক্তিতে চতুঃশ্রুতি ধ ভিন্ন নহে। এই পাঁচটীতে প্রাচীন লক্ষণে ভেদ থাকিলেও লক্ষ্যে ভেদ নাই॥ ২৭

এই ভাবার্থে শার্ঙ্গদেবেরও সম্মতি প্রদর্শিত হইতেছে। নিঃশঙ্ক-মতে এবং শার্ঙ্গদেব-মতেও কূটতান সমূহের যে পুন-রুক্তি অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ, তাহাতে চতুঃশ্রুতি যে ধ মধ্যমগ্রামস্থ ধৈবত, তাহা ত্রিশ্রুতি ষড়জ গ্রামস্থ ধৈবত হইতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র নহে, ইহা তাঁহারই মত। তাহা এইরূপ। যখন ষড়জ গ্রামে পঞ্চম স্বীয় অন্তিম শ্রুতিতে থাকে— কিন্তু মধ্যম গ্রামে স্বীয় অন্তিম শ্রুতিতে—তখন মধ্যম গ্রামে ধৈবত চতুঃশ্রুতি হয়, কিন্তু ষড়জ গ্রামে ত্রিশ্রুতিই থাকে, এইজন্য ভেদ কথিত হয় নাই। মধ্যম গ্রামে পৌরবী নামে ধৈব-তাদি ষষ্ঠ মূর্চ্ছনাতে শুদ্ধ সান্তরাদি ভেদ-ভিন্ন চতুর্বিধ ধ নি স রি গ ম এই ষট্ স্বরাত্মক ক্রমপরম্পরায় ১৮৮০ অশীতি সহ অষ্টাবিংশতি শত কূটতান হয়। আর ষড়জ গ্রামে উত্তরায়তাখ্য ধৈবতাদি তৃতীয় মূর্চ্ছনাতেও পূর্ব্ববৎ চতুর্বিধ ধ নি স রি গ ম-এই খাড়ব ক্রম-পরম্পরায় পূর্ব্বোক্তই ঐ ১৮৮০ কূটতান হয়। ঐ সমস্ত কূটতান গ্রামদ্বয়ভেদক পঞ্চম ব্যতীত সদৃশাকার, এইজন্য পুনরুক্ত। এইরূপ পঞ্চ স্বরাদি ক্রম-পরম্পরায় অন্যান্যও ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা ৪৮০। ৪৮। ১২। ৪। ১। সর্ব্বসমেত ৩৪২৫ চৌত্রিশ

শত পঁচিশ সংখ্যা পুনরুক্ত, ইহা তাঁহার মত। ইহার তাৎপর্য্য এই, এস্থলে যদি মধ্যম গ্রামে চতুশ্রুতি ধৈবত ভিন্ন, ষড়্জ গ্রামে ত্রিশ্রুতি ধৈবত ভিন্ন এইরূপ বিবেচনা কর, তাহা হইলে বৈসাদৃশ্য হেতু পৌনরুক্ত ঘটে না। নিঃশঙ্ক ভেদক পঞ্চম ব্যতীত' এইরূপ উপক্রম করিয়া ধৈবতাদির পৌরবী চার, তাহার তান ২৮৮০ এইরূপ কহিয়াছেন। আর ঔড়বের পূর্ব্বে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা চৌত্রিশ শত পঁচিশ। এই সমস্ত তানের উত্তরায়ত তান সমূহের সহিত সদৃশাকার হয়। সুতরাং আদ্য শ্রুতির নূন্যাধিক ভাবে স্বরান্তর নাই ইহাই সিদ্ধান্ত। এক্ষণে বহু সম্মতিক্রমে ভেদ স্বীকার করিয়া নিজের কথায় লক্ষ্যকে প্রমাণ করিতেছেন। এই পাঁচটীতে অচ্যুত ষড়জ চতুঃশ্রুতি ঋষভাদিতে প্রাচীন মতে ভেদ স্বীকার করিলেও লক্ষ্য অর্থাৎ লোকপ্রযুজ্য গানে ভেদ কিছুমাত্র নাই। যদিও শাস্ত্রে ভেদ থাকে কিন্তু প্রয়োগে নাই। ২৭

নৈকশ্রুতয়োঽপ্যেতে শ্রবণার্হাঃ স্বচরম-
শ্রুতাবেব।
ন ত্বাদ্যাসু শ্রুতিষু স্পষ্টমিতি বিচিত্রবীণাতঃ। ২৮

এই সমস্ত গান্ধারাদি অনেক শ্রুতি হইলেও স্বীয় চরম শ্রুতিতেই শ্রবণার্হ হয়। কিন্তু আদ্য শ্রুতিতে নহে, তাহা বিচিত্র বীণা হইতে স্পষ্ট হয়। ২৮

ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। এই গান্ধারাদি স্বর সকল দ্বি ত্রি চতুঃশ্রুতি হইলেও নিজের যাহা অন্ত্যশ্রুতি তাহাতেই শ্রবণযোগ্য হয়, শ্রোতৃগণ শুনিতে পায়। আদ্যাশ্রুতিতে নয় কিন্তু অন্ত্যশ্রুতির পূর্ব্বশ্রুতিতেই শ্রবণার্হ। গান্ধার দ্বিশ্রুতি হইলেও নিজের দ্বিতীয় শ্রুতিতেই শ্রুত হয়, প্রথমে নহে। এইরূপ ঋষভাদিরও জানিবে। অন্ত্যশ্রুতিতেই যে স্বরাবগতি, তাহা বিচিত্র বিবিধ বীণা হইতে স্পষ্ট হয়। বৈণিকেরাই অনুমান দ্বারা তন্ত্রী বা সারীতে অন্ত্যশ্রুতিতেই স্বর স্থাপন করে এবং শ্রবণ করাইয়া থাকে। কিন্তু তথায় পূর্ব্ব শ্রুতিসমূহও ব্যক্ত করিবার সুবিধা নাই, গায়নকণ্ঠে তাহা প্রকাশ হয়। ২৮

সম্পাদকের মন্তব্য।

১। পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত "ধ্রুপদ কাহাকে বলে"— এই প্রস্তাবে ভ্রমক্রমে ধ্রুপদের তালের মধ্যে তেওট্‌ ও সোয়ারীকেও ধরা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তেওট্‌ ও সোয়ারী ধ্রুপদের তাল নহে, উহা খেয়ালের তাল।

২। কণ্ঠ যদিও সর্ব্বপ্রকার স্বরোৎপত্তির মুখ্য স্থান, তথাপি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এ [illegible] স্বীকার করেন যে, বক্ষ ও মস্তকে কণ্ঠ-নাদের বিস্তার হয়; এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মতের সহিত, তাঁহাদের মতের কতকটা মিল দেখা যায়। কিন্তু নাভির সহিত স্বরোৎপত্তির যে কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা তাঁহারা কিছুমাত্র উল্লেখ করেন না। কোন য়ুরোপীয় সঙ্গীত-বেত্তা এইরূপ মর্ম্মে লিখিয়াছেনঃ—"মানব-কণ্ঠস্বরের বলাবল ও গুণাগুণ কেবল মাত্র "কণ্ঠতন্তুর (vocal chords) উপর নির্ভর করে না। এই কণ্ঠ-তন্তুর কম্পনে অনুকম্পিত হইয়া মস্তক ও বক্ষেও অনুরণন উপস্থিত হয়। শব্দ-সমূহের তীব্রতা ও গুণ-বিশেষ বর্দ্ধিত করিয়া, বক্ষ ও মস্তক এস্থলে (Resonator) শব্দ-বিস্তারকের কাজ করে। কোন খাদ-সুর গাহিবার সময় বক্ষের উপর অঙ্গুলী স্থাপন করিলে বক্ষস্থিত অনুরণন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্রে যাহাকে (sound board) অর্থাৎ শব্দ-ফলক কহে, উহার নির্ম্মাণে প্রকৃতি-দেবীর নিকট হইতেই আভাস পাওয়া গিয়াছে। এই পাৎলা সুশুষ্ক বিস্তৃত কাষ্ঠ-ফলক পিয়ানোর তারের নীচে কিম্বা (যন্ত্রের আকার-বিশেষে) পশ্চাতে স্থাপিত হয়। পিয়ানোর বাদিত প্রত্যেক স্বরের সহিত সমবেদনা-সূত্রে যেন এই কাষ্ঠ-ফলকখানি অনুরণিত হইতে থাকে। এই কাষ্ঠ-ফলকের যোগে বায়ু আরও বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া সঞ্চরণ করিতে পায়; এই

হেতু, স্বরের বলাবল ও গুণ আরও বর্দ্ধিত হয়।"—"গাইড্ টু মিউজিক" (৭ পৃষ্ঠা)

৩। এখন যেমন আমরা কড়ি কোমল সুরকেই বিকৃত বলি, তখন তাহা বলিত না। গ্রামস্থ যে স্বরের যতগুলি শ্রুতি সাধারণত নির্দ্দিষ্ট, তাহার কম বেশি করিয়া কোন স্বর কোন ঠাট-বিশেষে স্থাপিত হইলে তাহাই বিকৃত বলিয়া ধরা হইত। সেই জন্য কতিপয় স্বর, অবস্থাভেদে কখন শুদ্ধ, কখন বিকৃত। রাগ-বিবোধের মতে ৭টি, সঙ্গীত রত্নাকরের মতে ১২টি, এবং সঙ্গীত-পারিজাতের মতে ২২টি বিকৃত স্বর।

৪। প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রে যেরূপ প্রতি বিভাগের দ্বারা ষড়জ গ্রামের সপ্তস্বর নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা যদি তৎকালে প্রচলিত থাকা সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে এখনকার শুদ্ধ-ষড়্জ গ্রাম তখনকার শুদ্ধ-ষড়জ গ্রাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। কিন্তু অধুনা, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই ওরূপ ষড়জ গ্রামের কার্য্যিক ব্যবহার দেখা যায় না। এমন হইতে পারে, প্রাচীনেরা তাহাদের শুদ্ধ গ-কে দুই শ্রুতি চড়াইয়া অন্তর-গ-রূপে বিকৃত করিয়া, এবং তাহাদের শুদ্ধ ন-কে দুই শ্রুতি চড়াইয়া কাকলী-ন-রূপে বিকৃত করিয়া, এবং সেই সঙ্গে আবশ্যক মত অন্যান্য স্বরের শ্রুতি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া এখনকার ষড়জ গ্রামের অনুরূপ গ্রাম রচনা করিত।

৫। কৃষ্ণধন বাবু তাঁহার গীতসূত্রসারে এইরূপ বলেন :—"ষড়্জ-গ্রামে আর এক আশ্চর্য্য এই দেখা যায় যে, যে স্থানে সা—তথায় রি, যে স্থানে রি—তথায় গ, এই প্রকার এক সুর নামাইয়া, শেষে যে স্থানে নি—তথায় সা স্থাপন করিলে, আধুনিক সঙ্গীতের স্বাভাবিক পূর্ণ স্বারিক গ্রামের বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র, এই তিন প্রকার অন্তর বিশিষ্ট সাত সুরের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়, এইজন্য অনেক সময়ে মনে হয় যে, শ্রুতি-সংখ্যানুসারে ষড়জ-গ্রামে সাত সুরের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে গ্রন্থকারদিগের ভ্রম হইয়া থাকিবে, কারণ ভরত, হনুমান প্রভৃতি আদি-শাস্ত্রকারদিগের লিখিত গ্রন্থ বহুকাল লোপ পাইয়াছে। মধ্যকালের গ্রন্থকারগণ কেবল আবহমানকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, যে সা, ম ও প চতুঃ-শ্রুতিক, রি ও ধ ত্রি-শ্রুতিক এবং গ ও নি দ্বি-শ্রুতিক। "চতস্র পঞ্চমে ষড়জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ। ঋষভে ধৈবতে তিস্রঃ দ্বে গান্ধারে নিষাদকে।" কিন্তু আদি-শাস্ত্রালোকাভাবে কোন এক গ্রন্থকার হয় তো নিজে কল্পনা করিয়া, উহার উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং তাহার পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণও সেই মত অবলম্বন করাতে, সকলেরই এই ভুল হইয়া থাকিবে;—কারণ শ্রুতিগুলি প্রত্যেক সুরের উপরে না ধরিয়া, নীচে যে কেন ধরা হইয়াছে তাহার কোন তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না।"

রাগ-রাগিণীর পরিচয়।

সামান্যতঃ গীতের জাতিকে রাগ ও রাগিণী কহে। বক্ষ্যমাণ লক্ষণ-ভেদে গীতের রাগরাগিণীর ভেদ হয়। রসাভিব্যঞ্জক ও রঞ্জক ধ্বনি-সন্দর্ভের নাম গীত। ইহা গান, বস্তু, প্রবন্ধ, রূপক, প্রয়োগ ইত্যাদি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। তালাদি দ্বারা নিয়মিত গীতকে নিবদ্ধ-গীত কহে, এবং যাহা তালাদিবিহীন তাহার নাম অনিবদ্ধ গীত বা আলাপ। এই নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গীত আবার দুই প্রকার :—গাত্র ও যান্ত্র। কণ্ঠোত্থিত গীত গাত্র, এবং বেণু বীণাদি বাদ্য-সমুত্থিত গীত—যান্ত্র। যান্ত্রগীতকে বাদ্যও কহিয়া থাকে।

সুদ্রুত অনুরণনের শ্রেণীকেই ধ্বনি কহে। ধ্বনির অনুরণনগুলি এতাধিক দ্রুত যে পরস্পর পৃথক হইলেও তাহারা যেন গায়ে গায়ে মিলিত। ঠিক পর-পর সমুদ্ভূত দুটি অনুরণনের মধ্যে বিরাম-কাল এত সূক্ষ্ম যে উহা লুক্কায়িত ভাবে থাকে,—অনুরণন-সকলের মধ্যে উহার একটিও লক্ষ্য হয় না। সুতরাং অনুরণনগুলির শ্রেণী একটি মাত্র অখণ্ড

রেখা, ধারা, বা প্রবাহরূপে প্রকাশমান হয়। প্রত্যেক অনুরণনের পর এক একটি বিরামকাল থাকা হেতু ধ্বনি বিরাম-গর্ভ; অতএব ধ্বনিতে নিরন্তরতার ভাব প্রকৃত ভাব নহে, উহা ভাবের আভাস অধ্যাস বা ভাণমাত্র।

অনুরণন-বেগের সমতা ও বিষমতা ভেদে ধ্বনি দ্বিবিধঃ—সরল ও বক্র। যাহাতে অনুরণনগুলি পরস্পর সমান বেগ-বিশিষ্ট,—অর্থাৎ একটি অনুরণন যেমন দ্রুত, অপর গুলিও সেই রূপ—সেই ধ্বনিই সরল। সরল ধ্বনিই স্বতঃমধুর। গীতে সরল ধ্বনির নাম স্বর। আর, যাহার কোন বা কতকগুলি অনুরণন অপেক্ষাকৃত অধিকতর দ্রুত, এবং অপর কোন বা কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পতর দ্রুত, উহা বক্র। এই বক্রধ্বনি নিয়মিত ও অনিয়মিত বেগভেদে দুই প্রকার। অনুরণনগুলি নিয়মানুসারে অধিকতর বা অল্পতর দ্রুত হইলে, অথবা কখন বা অধিকতর এবং কখন বা অল্পতর দ্রুত হইলে, ধ্বনি শ্রুতিমধুর হয় বলিয়া উহাকে মধুর-বক্রধ্বনি কহে; উহা গীতোপযোগী। বক্রস্বর ও গমক উহারই অবান্তর-ভেদ। যে বক্রধ্বনির অনুরণন-বেগের তারতম্য কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন নহে, উহা কর্কশধ্বনি নামে অভিহিত; উহা গীতে ব্যবহৃত হয় না।

স্বরের অনুরণনগুলির ঠিক ঠিক পূর্ব্বে, বায়ু বা নখাদির আঘাত-জনিত যে রণনটি শ্রুত হয়, শাস্ত্রে তাহাকে শ্রুতি বলে। উহা শ্রুত না হইলেও উহার সত্তা বা অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লওয়া হয়। অথবা, অনুরণন সকলের মধ্যে যে-কোনটি প্রথমেই শ্রুত হয় তাহাকেও শ্রুতি কহা যায়। প্রত্যেক স্বরের মূলে শ্রুতি। শ্রুতি হইতে স্বরের প্রথম অনুরণনটি যতটুকু কালান্তরে, অন্য অনুরণনগুলি প্রত্যেকে পরপর সেই পরিমিত কালান্তরে হইয়া থাকে। এই হেতু শ্রুতির পরিণতিকেই স্বর কহে। শ্রুতির আদর্শেই স্বর। স্বর শ্রুতির পুনঃপুনরাবৃত্তি মাত্র। অথবা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সমান-ভাগে-ভগ্ন কোন দর্পণের প্রতিবিম্ব-কদম্বের ন্যায় শ্রুতির প্রতিধ্বনি-শ্রেণীই স্বর। অননুরণনশীল অস্থিতিস্থাপক বস্তুতে সমান সুদ্রুত ঘনঘন আঘাত-সমুৎপন্ন প্রত্যেক রণন বা নাদ-বিন্দুই শ্রুতি, এবং তাহার সমষ্টিই স্বর অর্থাৎ শ্রুতি ব্যষ্টি—স্বর সমষ্টি; শ্রুতি অবয়ব—স্বর অবয়বী; শ্রুতি উপাদান-কারণ—স্বর কার্য্য।

রণন ও অনুরণন মাত্রকে নাদ-বিন্দু বলে। কাল-বিশেষের কলা-পরিমাণ ব্যবধানে অবস্থিত যে নাদ-বিন্দু তাহারই সমষ্টির নাম স্বর; ইহা অন্য কথায় উপরে কথিত হইয়াছে। শ্রুতি ও তাহার ঠিক্ পরবর্ত্তী অনুরণন বা নাদবিন্দুর মধ্যগত বিরামকাল বা ব্যবধানের যে পরিমাণ,—তৎপরবর্ত্তী প্রতি নাদ-বিন্দুদ্বয়ের মধ্যগত বিরাম-স্থানেরও সেই পরিমাণ; ইহা সকল স্বরেরই সাধারণ লক্ষণ। পরন্তু সকল স্বর তুল্যরূপ নহে। কোন একটি স্বরের অনুরণন হইতে স্বরান্তরের অনুরণন দ্রুততর হইলে, পূর্ব্বস্বরটি হইতে পরস্বরটি উচ্চ শুনায়। কোন স্বরের উচ্চতা নিম্নতা বা তুল্যতা স্বরান্তর-সাপেক্ষ। কোন দুইটি স্বরের অনুরণন ঠিক্ সমান বেগে হইলে ঐ দুইটী স্বর সমানরূপ শুনায়। অতএব ঐ উভয় স্বরের প্রত্যেককে পরস্পরের সমস্বর কহে। অনুরণন-বেগের বিবিধ তারতম্যে, একটি স্বর হইতে অন্যতম স্বর কেহ উচ্চ, কেহ উচ্চতর, কেহ নিম্ন, কেহ নিম্নতর ইত্যাদি নানারূপ হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ।

স্বরলিপি-চিহ্ন।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন—এই সাতটি শুদ্ধ স্বর।

২। ঋ=কোমল র; জ্ঞ=কোমল গ; হ্ম=কড়ি ম; দ=কোমল ধ; ণ=কোমল ন।

৩। মন্দ্র গ্রামস্থ স্বরের নীচে "হসন্ত" চিহ্ন; তার-গ্রামের স্বরের মাথায় "রেফ্"-চিহ্ন; মধ্য-গ্রামস্থ স্বরের কোন চিহ্ন নাই।

৪। স্বরাক্ষরের গায়ে একটি আকার বসাইলে এক মাত্রা, দুইটি আকারে দুই মাত্রা, তিনটি আকারে তিন মাত্রা—এইরূপ সূচিত হয়।

৫। একমাত্রার মধ্যে দুইটি কিম্বা ততোধিক স্বর ধ্বনিত হইলে, সেই স্বরাক্ষর গুলি যুক্ত করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে একটি আকার বসান হয়।

৬। মীড়ের এইরূপ ⌣ অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন।

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি।

০ ৩ ১´ ২ ০
॥ পা না ধা পা। -া -া হ্মা গা I পা -া -া পা। -রা রা গা মা। গা -া -া গা।
॥ ও দা না দি। ০ ম্ দিম্ তা I হু ০ ম্ তা। ০ রা দে রে। না ০ ০ তা।

৩ ১´ ২ ০ ৩
। -া রা সা রা I সা -া গা মা। গা রা সা সা। সা ন্া ধ্া রা। সা ন্া সা সা I
। ০ রা দে রে I না ০ তা দি। য়া না দের্ দের্। তা না না তা। না ন্া না না I

১´ ২
I না ধা -া পা। হ্মা গা হ্মা পা ॥
I দিম্ তু ম্ দ্রের্। দের্ দের্ দা নি ॥

১´ ২ ০ ৩ ১´
॥ পা ধা পা র্সা। -া র্সা র্রা র্রা। র্সা -া র্গা র্গা। র্রা র্গা র্গা র্রা I না র্রা র্সা -া।

২ ০ ৩ ১´ ২
। না র্ধা র্সা -া। ধা না ধা পা। হ্মা গা হ্মা পা I ধা ধা না না। র্সা -া র্গা -া।

০ ৩ ১´ ২ ০
। গা -া হ্মা পা। ধা না ধা পা I হ্মা গা হ্মা পা। না ধা পা হ্মা। গা রা সা -া।

৩ ১´ ২
। র্গা -া র্রা র্সা I ন্া ধা র্সা -া। ধা না ধা পা ॥ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

ভ্রমর ও প্রজাপতি।

যখন ভ্রমর উড়িতে থাকে, সেই সময় একটা গুন্‌গুন্‌-ধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু প্রজাপতির উড়িবার সময়, কোন শব্দই শোনা যায় না। ইহার কারণ অতি সহজ। ভ্রমরের অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারি শরীর, ছোট পাখা; প্রজাপতির ক্ষুদ্র লঘু শরীর, বড় পাখা। বৃহৎ শরীর শূন্যে উঠাইবার জন্য, ও শূন্যে স্থির রাখিবার জন্য, ভ্রমরকে খুব দ্রুত বেগে পাখা নাড়িতে হয়; পক্ষান্তরে, প্রজাপতির লঘু শরীর বহন করিবার জন্য, অতি ধীরে ধীরে পাখা নাড়িলেই চলে। ভ্রমর-পক্ষের দ্রুত সঞ্চালন হইতেই গুন্ গুন্ শব্দ বাহির হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, কোন কিছুর দ্বারা বায়ু দ্রুত ভাবে ও নিয়মিত অন্তরে আহত হইলেই সাঙ্গীতিক ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই আঘাত গুলির বেগের ভিন্নতা হইতেই স্বরের "ওজনে" (pitch) ভিন্নতা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, এই আঘাতগুলি দ্রুত হইলেই চড়া সুর বাহির হয়; (এইরূপ সুরকে উচ্চ না বলিয়া "চড়া" বলাই সঙ্গত) এবং শ্লথ হইলেই সুর নাবিয়া যায়—নীচু সুর বাহির হয়।

কখন্ ভ্রমর উপরে উঠিতেছে, কখন্ নাবিতেছে, তাহা বলা অতি সহজ; এমন কি, চোখ্ বুজিয়াও বলা যায়। উঠিবার সময় ভ্রমর দ্রুতবেগে পাখা নাড়িয়া বায়ুতে আঘাত করে, তাই চড়া সুরে গুন্‌গুন্ ধ্বনি হইতে থাকে; নাবিবার সময় ধীরে ধীরে আঘাত করে, তাই সুরও নাবিয়া যায়। সচরাচর, এক সেকেণ্ডে ৪০০, বার ভ্রমরের পাখার আঘাত হয়—ভ্রমর যখন নীচে নাবিয়া আসে, তখন প্রায় ৩০০ বার আঘাত হয়।

সুর ও ছন্দ।

কোন আকার চিত্র করিতে গেলে চিত্র-কলায় যেমন দুই প্রকার রেখার আবশ্যক হয়—একটি ঊর্দ্ধ-রেখা, আর একটি ভূশায়ী রেখা; সেইরূপ সঙ্গীতেরও দুইটি দিক আছে। একটি ছন্দের দিক, আর একটি সুরের দিক। সঙ্গীতকে নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত করিতে হইলে এই দুই দিকের আবশ্যক হয়। মনের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়া আমাদের কথার স্বরে যেরূপ তারতম্য উপস্থিত হয় তাহা হইতেই সুরের সৃষ্টি এবং নৃত্য-গতি হইতেই ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দৈহিক গঠন-বিধানে এমনি একটি স্বাভাবিক গতি-সামঞ্জস্যের নিয়ম আছে যে, কোন ক্রিয়া বারম্বার করিলেই, তাহা একটি বিশেষ নিয়মিত গতি-অনুসারে সম্পাদিত হয়।

আমরা যখন চলি, তখন আমরা এক পায়ের পর আর এক পা নিয়মিত রূপে ফেলিয়া থাকি; এবং চলিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাত দুটিও পর্য্যায়ক্রমে নিয়মিত রূপে দুলিতে থাকে।

আমাদের আনন্দ যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন আমরা অঙ্গভঙ্গী ও গতি-ভঙ্গীর দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া থাকি। আনন্দ হইলেই বালকেরা লম্ফঝম্প করিতে থাকে। এই লম্ফঝম্প গুলি নিয়মিত গতিতে হইলেই নৃত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই নৃত্যের নিয়মিত গতি হইতেই গানে ক্রমে ছন্দের ভাব আসিয়াছে।

সঙ্গীতের আদিম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, সুর ও ছন্দের বিকাশ এক সঙ্গে সমান ভাবে হয় না। কোন কোন অসভ্যদিগের মধ্যে দেখা যায়, তাহারা, সুর-ধাপের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া একটি মাত্র স্বর অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়মিত ঝোঁকে ঝোঁকে গান করে; আবার কোন অসভ্য জাতির মধ্যে ইহাও দেখা যায়, তাহারা স্বর-ধাপের পরিবর্ত্তন করে বটে, কিন্তু তাহাদের গানে ঝোঁকের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। এইরূপ সুর-প্রধান সঙ্গীত অপেক্ষা, ছন্দ-প্রধান সঙ্গীতই অধিকাংশ অসভ্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

তোড়ি—চৌতাল।

০ ৩ ৪ ॥ ১´ ০ ২ ০ ৩
॥ সঋা -ণ্া। -দ্া সণ্া। -া সা I জ্ঞা -জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা। -ঋা সা। সা -ণ্া। ঋা -া।
॥ এ ০ ০। ০ সা০। ০ র I দা ০। ভ বা। ০ নী। ভা ০। র ০।

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ১´
। ণ্দা -া I সা -ণ্া। সা -ঋা। ঋা সা। সা -া। সা -া। জ্ঞঋা জ্ঞা I পা -ক্ষা।
। তি০ ০ I বি ০। ত্থা ০। দা নী। ম ০। হা ০। বা০ ক I বা ০।

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। ণদা র্সা। -ণা র্সা। দা -পা। -ক্ষজ্ঞা ‿ পক্ষা। ‿দা -পা I -ক্ষা‿-জ্ঞা। -জ্ঞা -জ্ঞা।
। নী০ তো। ০ হি। ধ্যা ০। ০ ০। ০ ০ I ০ ০। ০ ০।

২
। -ঋা সা ॥
। ০ বৈ ॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
॥ পা পা। -া ণদা। -া র্সা। র্সা র্সা। -া র্সা। -ণর্সা র্সা I দা দা।
॥ সু র। ০ ন০। ০ র। মু নি। ০ মা। ০ নী I তো হি।

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। দা ণা। -র্সা র্সা। জ্ঞ´া -ঋ´া। ঋর্সা র্সা। -ণর্সা ণদা I দা পা। -া পক্ষা।
। কো,ত্রি। ০ ভু। ব ০। ন০ জা। ০ নি০ I জো জা। ০ নি০।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। -দা পা। ক্ষা‿-জ্ঞা। জ্ঞা -া। ঋা সা I সা -সা। সা -া। জ্ঞা জ্ঞা। পক্ষা‿-দা।
। ০ জো। জা ০। কি ০। ম ন I ই ০। ত্থা ০। সো ই। সে০ ০।

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। পা র্সা। -ণর্সা -ণদা I দা -দা। -পক্ষা‿-জ্ঞা। -জ্ঞা ঋা। সা সা। সা -জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা I
। ই, পু। ০ ০ I জা ০। ০ ০। ০ বৈ। ম ঙ্গ। লা ০। বু ধ I

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
I পক্ষা‿-দা। -া পা। -ক্ষা -পা। পা -া। ক্ষজ্ঞা জ্ঞা। ‿ -পক্ষা‿দপা I ক্ষা‿-জ্ঞা।
I দা ০। ০ নী। ০ ০। জা ০। ন০ কি। ০ ০নি I ধা ০।

```
  •         ২          •          ৩       ৪          ১´         •        ২
। -জ্ঞা -জ্ঞা।  -ঋা সা।  সা -ণ্া। সা জ্ঞা। ঋা সা I  ণ্া -সা।  -ঋা ণ্া। -দ্া পা্।
। •   • ।    • নী।   বী  • ।  ণা, পু । স্ত ক I  ধা  • ।   • র ।  • ণী।

  •        ৩          ৪          ১´          •        ২
। দ্া সা।  সা জ্ঞা।  -জ্ঞা -জ্ঞা I  পক্ষা‿-দা।  ·পা পক্ষা। -পা -া॥
। প্র থ ।  ম তো।  •  • I  গা॰ • ।  • বৈ॰। •  •॥

  ১´       •        ২ •       •        ৩        ৪        ১´       •
॥ পা -া।  পা ণদা।  ·র্সা র্সা।  র্ঋা র্সা।  -র্সা র্সা।  র্সা র্সা I  র্সা র্সা।  -া র্জ্ঞা।
॥ তা  •।  ন সে॰৭  •  ন ।  তে রি ।  • অ ।  স্থ ত I  ক হা।  •  লো।

  ২        ০        ৩        ৪         ১´       •         ২        ৩
। -র্ঋা র্সা।  র্সণা র্সা।  -র্ঋা ণদা।  -দদা -পা I  পা -া।  পক্ষা ক্ষজ্ঞা।‿·দা পা।  পক্ষা জ্ঞা।
। ০  বা।  থা॰ •।  •  নে॰।  ০  ০ I  স  •।  শু  সু॰।  •  র।  তি॰  না।

  ৩       ৪        ১´     •  •        ২         •        ৩   •  ৪
। -া জ্ঞা।  -ঋা সা I  সা -া।  সা ·জ্ঞা।  পা পা।  দা -দা।  ·া র্সা।  ণা র্সা I
। • গ্রা।  ০ ম I  রা  •।  গ  ০ ।  র জ ।  ন  •।  য়্‌ অ।  চ্ছ র I

  ১´       •        ২
I পা -ক্ষজ্ঞা।  -জ্ঞা -জ্ঞা।  -ঋা সা॥॥
I আ  •।  •  •।  •  বৈ ॥॥
```

শ্রীরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী।

রাগ-চেনা।

যেমন কোন ব্যক্তির মুখশ্রী দেখিয়া বুঝা যায়, সে কোন্ জাতীয় কিম্বা কোন্ প্রকৃতির লোক, সেইরূপ কোনও রাগের বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেটি কোন্ রাগ অথবা কোন্ জাতীয় রাগ। কোনও রাগ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক :—

১। যে রাগের গান হইতেছে, তাহার উত্থান কোন্ স্বর হইতে ?—অর্থাৎ, তাহার গ্রহ-স্বর কোন্‌টি ?

২। তাহার "অংশ"-স্বর কোন্ গুলি ?—অর্থাৎ কোন্ ঠাটের রাগ—এবং সেই ঠাটের উপাদান স্বরগুলি কি ?

৩। ঐ স্বরগুলির মধ্যে কোন্ স্বর ঐ রাগের স্বাভাবিক ক্ষণিক বিশ্রাম-স্থান ; এবং কোন্ স্বরে গিয়া রাগটি স্বাভাবিক ভাবে অবসান হয় ? অর্থাৎ কোন্ স্বরটি উহার "ন্যাস" ?

৪। আরোহণে কিম্বা অবরোহণে কোনও স্বর বর্জ্জিত হয় কি না ?

৫। মূর্চ্ছনা-যুক্ত কোন স্বর আছে কি না ?—অর্থাৎ উহা "খাড়া" থাকে, না একটু মীড় যোগে উচ্চারিত হয় ?

যে সকল রাগের ঠাট্ একেবারে বিভিন্ন, তাহাদের চেনা অপেক্ষাকৃত সহজ ; কিন্তু যে গুলি সমপ্রকৃতিক, অর্থাৎ যাহাদের একই ঠাট্, অথচ অল্প-স্বল্প প্রভেদে যাহাদের নাম ভিন্ন হইয়াছে, তাহাদের চেনা একটু কষ্টকর।

এই সকল রাগাদির নির্ণয়ে সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাইবার আশা করা যায় না। কেন না, এখনকার প্রচলিত রাগ গুলির সহিত, সেই নামের প্রাচীন রাগাদির বড় একটা সাদৃশ্য দেখা যায় না; এমন কি, কোন কোনটায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তবে, কোন কোন রাগে প্রাচীনের সহিত আধুনিকের কতকটা মিলও দেখা যায়।

এখন কথা হইতেছে, কোন্ আদর্শ-অনুসারে রাগাদির বিশুদ্ধতা নির্দ্ধারণ করা যাইবে?—এ একটা কঠিন সমস্যা বটে। যদি বল, বড় বড় ওস্তাদেরা যেরূপ প্রণালীতে রাগাদি গাহিয়া থাকেন, তাহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত; সে বিষয়ে এই বক্তব্য,—ওস্তাদ বড় হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রণালী বিশুদ্ধ কি না, তাহা কে বিচার করিবে? আবার, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ওস্তাদদিগের রাগাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। সে যাহাই হউক, আমাদের বঙ্গদেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই আদর্শ সঙ্গীত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আমরাও রাগাদির বিচারে প্রচলিত হিন্দুস্থানী পদ্ধতিরই অনুসরণ করিব। এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা যাঁহাদিগকে ওস্তাদ্ বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের গান গুলিই আলোচনা করিয়া আমরা রাগাদির পার্থক্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের রাগাদির বিচার-সম্বন্ধে যদি কাহারও মতান্তর উপস্থিত হয় এবং তিনি যদি নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে পত্র লেখেন, তাহা হইলে আমরা তাহা সাদরে এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব। কেন না, এ সম্বন্ধে আলোচনা অবতারণা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাগাদির পার্থক্য নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, প্রথমেই স্বর-গ্রাম-তত্ত্বের একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

১। স, ঋ গ ম প ধ ন র্স—ইহা শুদ্ধ স্বর-গ্রাম বা অষ্টক।

২। স ঋ(ঋ) র(জ্ঞ) গ ম(ক্ষ) প(দ) ধ(ণ) ন র্স:—ইহা বিকৃত স্বর-গ্রাম বা বিকৃত অষ্টক।

৩। যদি উল্লিখিত অষ্টককে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে এইরূপ হয়:—

স র গ ম।—(ক্ষ)।প ধ ন র্স।

এই প্রত্যেক ভাগকে এক একটি চতুষ্ক বলা যাইতে পারে। দুই চতুষ্ক লইয়া এক অষ্টক। এই দুই চতুষ্কের মধ্যে একটি পূর্ণান্তর ব্যবধান বর্ত্তমান। কড়ি মধ্যম এই দুই চতুষ্কের ঠিক্ মধ্যস্থলে যেন সেতুরূপে অবস্থিত। এক চতুষ্ক হইতে অপর চতুষ্কে যাইতে হইলে, হয় ডিঙাইয়া নয় কড়ি মধ্যমটি মাড়াইয়া যাইতে হয়।

স-হইতে র, র-হইতে গ; এবং প-হইতে ধ, ও ধ-হইতে ন, ইহাদের মধ্যে পূর্ণ-অন্তর ব্যবধান; এবং গ-হইতে ম ও ন-হইতে র্স, ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধান্তর ব্যবধান; তবেই দেখা যাইতেছে,—প্রথম চতুষ্কের স্বরগুলির সহিত, দ্বিতীয় চতুষ্কের স্বর গুলির সম্বন্ধ পরস্পর সমান। অর্থাৎ স-এর সহিত প-এর, র-এর সহিত ধ-এর, গ-এর সহিত ন-এর এবং ম-এর সহিত র্স-এর সমান সম্বন্ধ। তাই স-প, র-ধ, গ-ন ও ম-র্স পরস্পর বাদী-সম্বাদী। অর্থাৎ স যদি বাদী হয়, তাহা হইলে প উহার সম্বাদী; এবং প যদি বাদী হয়, স উহার সম্বাদী ইত্যাদি। বীণা-যন্ত্রে স্বর স্থাপন করিবার সময় এইরূপ স্বরে স্বরে মিলাইয়া স্বর স্থাপন করিবার সুবিধা হয়। রাগাদিতেও কোন্ স্বরের সহিত কোন্ স্বরের মিল আছে তাহাও এইরূপে দৃষ্ট হয়।

স্বর-মিলের আর একটি তত্ত্ব আমাদের জানা আবশ্যক। স্বর-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-অনুসারে স, গ, প এই তিনটি ঐকতানিক স্বর। অর্থাৎ এই তিনটি স্বর একসঙ্গে এক-সময়ে ধ্বনিত হইলে উহা হইতে একটি পরিপূর্ণ ঐকতান-ধ্বনি সমুত্থিত হয়। এই তিন স্বরের মধ্যে, স-এর সহিত প-এর পূর্ণ মিল; এবং স-এর সহিত গ-এর তদপেক্ষা কিছু কম মিল। ফলতঃ এই তিন স্বরের মধ্যে পরস্পর যথেষ্ট মিল আছে। এই হিসাবে, স-কে যদি বাদী মনে করা যায়, তাহা হইলে প উহার সম্বাদী এবং গ উহার অনুবাদী। অর্থাৎ বাদী স্বর হইতে পঞ্চমটি সম্বাদী এবং তৃতীয়টি অনুবাদী। এই অনুসারে, স-হইতে পর-পর প্রত্যেক স্বরের বাদী সম্বাদী ও অনুবাদীর একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

বাদী			সম্বাদী			অনুবাদী
স	...	...	প	...	...	গ
ঋ	...	...	দ	...	...	ম

ষ্ম	...	...	ধ	...	...	ঙ্কা
জ্ঞ	...	...	ণ	...	...	প
গ	...	...	ন	...	...	দ
ম	...	...	র্স	...	...	ধ
ঙ্কা	...	...	ঋ́	...	...	ণ
প	...	...	র্র	...	...	ন
দ	...	...	জ্ঞ́	...	...	র্স
ধ	...	...	র্গ	...	...	ঋ́
ণ	...	...	র্ম	...	...	র
ন	...	...	ঙ্কা́	...	...	জ্ঞ́
র্স	...	...	র্প	...	...	র্গ

এইরূপ বাদী-সম্বাদী অনুবাদীর স্বাভাবিক ক্রম। কিন্তু রাগাদিতে ইহার কিরূপ প্রয়োগ হয়, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

আমাদের রাগাদির প্রকৃতি এই, উহারা মিলের স্থান দেখিয়া একএকটু বিশ্রাম করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। এক এক রাগের এইরূপ ক্ষণিক বিশ্রামের অথবা অবসানের এক একটি মুখ্য স্থান আছে। এই স্থানকেই ন্যাস বলে।

কোন রাগের আরোহণ গতিতে সর্ব্ব প্রথমে যে স্বরটি একটু বিশেষ রূপে স্থায়ী হয়, তাহাই সেই রাগের বাদী; এবং বাদী সম্বাদী প্রভৃতি মিলের স্থানই প্রায় ন্যাস-স্থান হইয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থায়ী স্বরই যে ন্যাস-স্বর, এরূপ বলা যায় না।

রাগ চিনিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে রাগের ঠাট্টি কি—সেই ঠাট্টিতে যে সকল স্বর থাকে তাহাই সেই রাগের অংশ। এই অংশ-স্বর গুলির মধ্যে কোনও কোনও স্বর, কোনও কোনও রাগে আরোহণে কিম্বা অবরোহণে লঙ্ঘিত হয়। এবং এই কারণে, এক ঠাট্ হইলেও রাগের অবান্তর ভেদ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য, আরোহণ অবরোহণের প্রতি রাগ-পরীক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, গ্রহ-স্বরটিও সহজে ধরা পড়ে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, রাগ চিনিবার পক্ষে, গ্রহ, অংশ, ন্যাসই প্রধান সাধন। ইহার পর আমরা রাগাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

—::—

রামকেলি—কাওয়ালি।

১ ২́ ৩ ০ ॥ ১ ২́ ৩ ০
দদা ॥ -া পা। মা -গা। -মা পা। -া দদা I -া পমা। গা -ঋা। -া সা। সসা দসা I
ভো ॥ ০ রহি। ভো ০। ০ রে। ০ মে I ০ রহি। আ ০। ০ এ। সগ রির I

১ ২́ ৩ ০ ১ ২́ ৩
I সসা সা। গঋা ঋা। সা সা। সমা মমা I পপা পা। দদা দা। পপদা -দপমা।
I য়ন কে। জা০ গে। পা গে। সুঘ র,সু I জন ওয়া। তুম বা। লামুঙা ০।

০
। -গমা দা ॥
। ০ "ভো" ॥

১ ২́ ৩ ০ ১ ২́ ৩ ০
॥ পপা পপা। মা নদা। -া ননা। র্সা র্সা I ননা র্সা। দা না। র্সা র্সর্সা। র্গঋ্া ঋর্সা I
॥ হসে ওর। ব সে০। ০ কর। লী নি I বাতি ক্রা। বার্ ভ। ই ওর। বো০ ০লে I

১ ২́ ৩ ০ ১ ২́ ৩ ০
I নর্সা নদা। দা দা। -া পমা। দদা দা I পপা পদা। -মা -গা। -ঋা -সা। পপা পপা I
I চিরি এ০। বার্ বা। র্ কো০। আও ত I মাই কোও। ০ ০। ০ ০। অরে ভলা I

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩

I মদনা -দনা। ননা র্সনা। র্সর্সা র্গঋা। ঋর্ঋা র্সনা I নদা -দপা। পপা দা। -দদা -পমা।

I কয়ে ০ণ। গন ওয়া। বিভ বী০। অল খে০ I লা০ ০গে। গয় ওয়া। ০ ০।

। -গমা দদা ॥ ॥

। ০ "তো" ॥ ॥

———০‡০———

ভৈরব—ঢিমা তেতালা।

১´ ২ । ০ ৩

। ণ্া -ণ্দা সা গা॥ গা ঋা -া -া। -া সা -া -া। -া -া -া সা। -া সা -া ণ্া I

। তো ০ র হি॥ আ ০ ০ ০। - এ ০ ০। ০ ০ ০ পি। ০ য়া ০ হা I

১´ ২ ০ ৩ ১´

I ণ্ণ্া -া দ্া -া। -ণ্া -া দ্া -া। মা -া মা পা। মা -পা -গা মা I মা -পা -দা -া।

I মা ০ রে ০। ০ ০ ০ ০। সো ০ ভি নি। এ্যা ০ ০ ০ I কে ০ ০ ০।

২ ০ ৩ ১´ ২

। -পা -দদা -পা -মা। মা পমা পা -গা। -া -া ঋা -া I সঋা -গমা -পপা -মমা। গা -া ঋা -া।

। ০ ০ ০ ০। ঘ র০ যা ০। ০ ০ ০ ০ I ০ ০ ০ ০। গে ০ ০ ০।

০ ৩

। -া -া -সা -া। ণ্া -দ্া -দসা গা॥

। ০ ০ ০ ০। "তো ০ ০র হি"॥

৩ ০ ১´ ২ ০

॥ া া া পপা। মা পদা -দদা -র্সা I -া র্সর্সা র্সা -া। া র্সর্সা ঋা -া। -র্সঋা -র্গা -ঋর্সা র্সর্সা।

॥ ০ ০ ০ লট। প ট০ ০ ০ I ০ পগি এ্যা ০। ০ পর ও ০। ০ ০ ০ আঁখি।

৩ ১´ ২ ০

। র্সা -ঋণা -দা -পা I দা দর্ঋা র্সা -র্ঋা। -পদা -পা পদমা -া। মগমা -পা -দা। -দদা -া -পা -মা I

। এ্যা ০ ০ ০ I অ ন০ স ০। ০ ০ ক্রি ০। মুখ০ ০ ০। ০ ০ ০ ০ I

১´ ২ ০ ৩

I পপা মা -পপা -মমা। সঋা -গমা -পা -মমা। গা -ঋা -া সা। ণ্া -দ্া -দসা গা ॥ ॥

I পর শো ০ ০। সি০ ০ ০ ০। দূ ০ ০ র। "তো ০ ০র হি"॥ ॥

———॰॰———

ভ্রম-শুদ্ধি।

১। কার্ত্তিক ২য় সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১৪-১৩-পংক্তি, "গ"-র স্থানে "মৃদু-স" হইবে।

০ ০ ৩ ০

" " " ১৮-শেষ পংক্তি—। মা -গা। মা -গা -া। -মা -পা।

০ ৩ ০

২। ছাপা হইয়াছে; ইহার স্থলে । মা -গা -মা। গা -া। মা -পা।—হইবে।

৩। রাগবিবোধের পঞ্চম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে 'জয়তি' র পরে 'তু' শব্দ হইবে। ১৪ শ্লোকের শেষার্দ্ধে 'রঞ্জভরতি' র স্থলে 'রঞ্জয়ন্তি' হইবে।

———(০)———

প্রথম ভাগ। চতুর্থ সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

পৌষ, ১৩০৮।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

তিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।
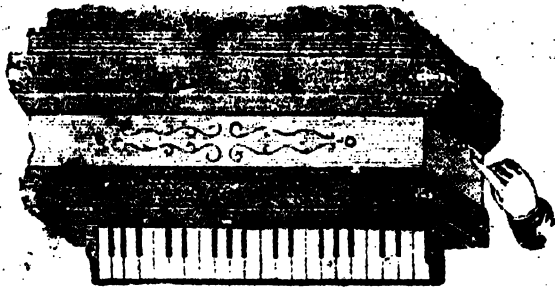
ঐক্যতান বাদনের উপযোগী যন্ত্র ও তৎসম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্য বিক্রয় হয়।

সম্প্রতি হ্যারল্ড কোম্পানি দেশীয় গৎ বাজাইবার যে নূতন যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিয়াছেন তাহাতে সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এরূপ মূল্যে ইহার ন্যায় সুস্বরযুক্ত, চিত্তবিনোদক এবং ভারতবর্ষের জলবায়ুর উপযোগী যন্ত্র ইতিপূর্ব্বে কখন আমদানি হয় নাই।

সাধারণের সুবিধার জন্য অতি কম খরচায় বিশেষ সতর্কতার সহিত বিলাতী দ্রব্য দ্বারা বাজনা মেরামত হয়। পত্র লিখিলে মূল্যের তালিকা কোম্পানি ডাকমাশুল দিয়া পাঠাইয়া থাকেন।

হ্যারল্ড কো

বাদ্য যন্ত্র আমদানী

৩নং লাল

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—৪ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" ॥

পৌষ ১৩০৮

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

রিধয়োঃ পরশ্রুতিপ্রাপ্তেশ্চতস্র ইহ পঞ্চ ষট্
তথা শ্রুতয়ঃ।
দেশী রাগেষ্বভিবীক্ষ্যন্তে ষড়্ভিস্তথা গময়োঃ॥
২৯

দেশী রাগে অন্য শ্রুতির প্রাপ্তি হেতু রি, ও ধ-এর চতস্র পঞ্চ ষট্ শ্রুতি সকল দৃষ্ট হয়, আর গ, ও ম'এর তাবৎসংখ্য শ্রুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২৯

এক্ষণে প্রাচীনোক্ত বিকৃত ছাড়া অন্য বিকৃত সকলও কথিত হইতেছে। প্রসিদ্ধ এই সমস্তের মধ্যে দেশী—অর্থাৎ রুচি-অনুসারে প্রবর্ত্তিত লোকহৃদয়রঞ্জক গানে—যে সকল রাগ আছে তৎসমূহে ঋষভ ও ধৈবতের চতস্র পঞ্চ ও ষট্ শ্রুতি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেন? পর অর্থাৎ অন্য শ্রুতির যে প্রাপ্তি—অর্থাৎ গ, ম-এর আর নি, স-এর যে প্রাপ্তি—তজ্জন্য, ঋষভ গান্ধারের আদিম শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতি, উহারই শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করিয়া পঞ্চশ্রুতি এবং মধ্যমের আদিম শ্রুতি গ্রহণ করিয়া ষট্শ্রুতি হয়। এইরূপ ধৈবত নিষাদের আদিম শ্রুতি, আর দুইটি শ্রুতি এবং ষড়জের আদিম শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃ পঞ্চ ও ষট্ শ্রুতি হয়। আর গান্ধার মধ্যমের এই পরশ্রুতি-প্রাপ্তি হেতু চতুঃ পঞ্চাদি শ্রুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। গান্ধার মধ্যমের শ্রুতিচতুষ্টয় গ্রহণ করিয়া ষট্শ্রুতি আর মধ্যমও পঞ্চমের আদিম শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করিয়া ষট্শ্রুতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীরাগাদিতে রি ধ চতুঃশ্রুতি, মল্লারি প্রভৃতিতে উহা পঞ্চশ্রুতি, শুদ্ধ নাট্যাদিতে উহা ষট্শ্রুতি, সারঙ্গাদিতে গ ষট্শ্রুতি, শুদ্ধ বরাটী প্রভৃতিতে ম ষট্শ্রুতি হইয়া থাকে জানিবে। ২৯

ইতি তেষু সম্ভবন্তি ত্রয়োঽন্য এভ্যো বিলক্ষণা
বিকৃতাঃ।
পঞ্চশ্রুতিঃ শুদ্ধগাৎ সাধারণতশ্চ ষট্শ্রুতিকঃ॥
৩০
রির্ন পৃথক তাদৃক্ধো নেঃ কৈশিকিনশ্চ ষট্-
শ্রুতি র্গোমাৎ।
কিন্তু রিধগমানাং ব্যবহৃতয়ে পৃথগিমাঃ
সংজ্ঞাঃ॥ ৩১

এই হেতু সেই সমস্ত স্বরের মধ্যে এই সকল বিকৃত হইতে বিলক্ষণ অন্য তিনটী বিকৃত হইয়া থাকে। পঞ্চশ্রুতি রি শুদ্ধ গান্ধার হইতে, ষট্শ্রুতি রি সাধারণ গান্ধার হইতে পৃথক নহে। আর তাদৃক ধ শুদ্ধ নিষাদ হইতে এবং কৈশিকী নামক নিষাদ হইতে, ষট্শ্রুতি ধ

শুদ্ধ ম হইতে পৃথক নহে। কিন্তু উক্ত রি, ধ, গ, ম-এর ব্যবহারের জন্য পৃথক এই সমস্ত সংজ্ঞা হয়। ৩০। ৩১

এই হেতু সেই সমস্ত স্বরের মধ্যে এই সকল বিকৃত হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বিসদৃশ আর তিনটী বিকৃত হইয়া থাকে। যদি বল, উক্ত রীতিক্রমে আটটীই বিকৃত বলা সঙ্গত—তিনটী নহে, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন। পঞ্চশ্রুতি ঋষভ শুদ্ধ গান্ধার হইতে, ষট্‌শ্রুতি ঋষভ সাধারণাখ্য বিকৃত গান্ধার হইতে পৃথক বা ভিন্ন নহে অর্থাৎ একই সে। ঐরূপ পঞ্চশ্রুতি ও ষট্‌শ্রুতি ধৈবত শুদ্ধ নিষাদ হইতে ও কৈশিকী অর্থাৎ তদাখ্য বিকৃত নিষাদ সকল হইতে, এবং ষট্‌শ্রুতি গান্ধার শুদ্ধ মধ্যম হইতে ক্রম-অনুসারে পৃথক নহে। পঞ্চশ্রুতি ঋষভ গান্ধারই, ষট্‌ শ্রুতি ঋষভ সাধারণই। আর পঞ্চশ্রুতি ধৈবত নিষাদই, ষট্‌শ্রুতি ধৈবত কৈশিকীই, এবং ষট্‌শ্রুতি গান্ধার মধ্যমই, স্বরান্তর নহে। সুতরাং আটের মধ্যে তিনই ভিন্ন অবশিষ্ট থাকে। বলি, তবে পঞ্চশ্রুতি ষট্‌শ্রুতি ঋষভ ও ধৈবতের, আর ষট্‌শ্রুতি গান্ধারের কি জন্য এস্থলে একত্র গ্রহণ হইল? উত্তরে কহিতেছেন, চতুরাদি শ্রুতিক্রমে তাহাদেরও বক্ষ্যমাণ নামকরণের জন্য, এবং চতুঃ শ্রুত্যাদি লক্ষণ যে রি, ধ, গ, ম তাহাদিগের ব্যবহারের জন্য—অর্থাৎ লাঘবের সহিত শাস্ত্রব্যবহারের জন্য—প্রত্যেকে এই সমস্ত বক্ষ্যমাণ সংজ্ঞা হয়। ৩০। ৩১

তীব্রশ্চতুঃশ্রুতিত্বে পঞ্চশ্রুতিকত্ব এব তীব্রতরঃ।
ষট্‌শ্রুতিকত্বে তীব্রতম ইতি পরং তা যথাযোগ্যম্‌॥ ৩২

রিধাদির চতুঃশ্রুতিত্বেই তীব্র এই সংজ্ঞা হয়। এইরূপ পঞ্চশ্রুতিত্ব ও ষট্‌শ্রুতিত্বেরও তীব্রতর ও তীব্রতম এই সংজ্ঞা হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত সংজ্ঞা যোগ্যতাক্রমে হইয়া থাকে। ৩২

ঐ সমস্ত সংজ্ঞা শ্রুতি-বিশেষতায় কথিত হইতেছে। রি ধ প্রভৃতির চতুঃশ্রুতিত্বে তীব্র এই সংজ্ঞা হয়। এইরূপ পঞ্চশ্রুতিত্ব ও ষট্‌শ্রুতিত্বেরও তীব্রতর তীব্রতম এই সংজ্ঞা হয়। এইরূপ হইলে গ, ম-এরও এই তিন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় তদ্বিষয়ে কহিতেছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত সংজ্ঞা যোগ্যতাক্রমে হইয়া থাকে। গ-এর এবং ম-এর ষট্‌শ্রুতিত্বে তীব্রতম এই একই সংজ্ঞা কিন্তু তীব্র ও তীব্রতর সংজ্ঞা হয় না। গ-এর অন্তর ও মৃদু ম সজ্ঞক চতুঃশ্রুতিত্ব ও পঞ্চশ্রুতিত্বের সম্ভাব হেতু এবং ম-এর চতুঃশ্রুতিত্বের অব্যভিচার হেতু এবং পঞ্চশ্রুতিত্বের অসম্ভব হেতু ঐরূপই হয়। ৩২

তদিতি চ শাস্ত্রবিরোধি ন বাদ্যাধ্যায়ে হি শার্ঙ্গদেবেন।
লক্ষ্যস্থিতৈ প্রোক্তং শাস্ত্রার্থস্যান্যথাত্বমপি॥ ৩৩

পূর্ব্বোক্তটী শাস্ত্র-বিরোধি নহে। যেহেতু শার্ঙ্গদেব বাদ্যাধ্যায়ে লক্ষ্যস্থিতির জন্য শাস্ত্রার্থেরও অন্যথাভাবও কহিয়াছেন। ৩৩

বলি, পূর্ব্বোক্ত নি, গ, ম-এর স, ম, প-এর শ্রুতিস্থতা আর রি, ধ, গ, ম'এর চতুরাদি শ্রুতিমত্তা প্রাচীনদিগের কর্ত্তৃক অকথিত বলিয়া শাস্ত্রান্তর-বিরুদ্ধ। প্রত্যুত্তরে কহিতেছেন। ঐ পূর্ব্বোক্ত নি, গ, ম'এর স, ম, প'এর তৃতীয় শ্রুতিতে স্থিতি এবং রি, ধ, গ,ম-এর চতুরাদি শ্রুতিতে স্থিতিটা শাস্ত্রবিরোধি করা হয় নাই। যেহেতু শার্ঙ্গদেব বাদ্যাধ্যায়ে স্বোক্ত ও পরোক্ত শাস্ত্র সমূহের যে অর্থ তাহার অন্যথাভাব, লক্ষ্যস্থিতি অর্থাৎ লক্ষ্যস্থাপনের জন্য কহিয়াছেন। লক্ষ্যের প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিতে শাস্ত্র হইয়াছে, সুতরাং যেখানে উভয়ের বিরোধ হয়, সেখানে শাস্ত্র-নিয়মিত হইলেও অর্থের উপলক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা অন্যথাভাব করিতে হইবে কিন্তু লক্ষ্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং যথোক্ত শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর সমূহের শ্রুত্যন্তর দ্বারা আক্রমণ দোষের নিমিত্ত হয় না ইহা শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে। নিঃশঙ্ক ষষ্ঠাধ্যায়ে কিন্নরী-প্রকরণে কহিয়াছেন—এই সমস্ত শাস্ত্র লক্ষ্যপ্রধান, সুতরাং লক্ষ্য-বিরুদ্ধ যে শাস্ত্র তাহার প্রামাণিকতা নাই। ৩৩

ষট্‌শ্রুতিকং মং পঞ্চশ্রুতিকৌ চ চতুঃশ্রুতী রিধাবগদৎ।
রাগবিবেকাধ্যায়ব্যাখ্যানে কল্লিনাথসূরিরপি।

কল্লিনাথ সূরিও রাগবিবেকাধ্যায় ব্যাখ্যানে ম, ষট্‌শ্রুতি এবং রি, ধ, পঞ্চশ্রুতি ও চতুঃশ্রুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৪

এখন রি, ধ, ম'এর যথাযথ চতুরাদি শ্রুতিমত্তার সাক্ষাৎ অন্য সম্মতি দেখান হইতেছে। কল্লিনাথ যিনি সঙ্গীত-রত্নাকরের ব্যাখ্যাতা তিনিও রাগবিবেকাধ্যায়ের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে উহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবরণে ম'ষট্‌শ্রুতি এবং রি, ধ, পঞ্চশ্রুতি ও চতুঃশ্রুতি কেবল উপলক্ষণ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও তিনি দেশী গীতে যে সকল লক্ষণবিরোধ ঘটে তৎপরিহারপ্রসঙ্গে কহিয়াছেন ক্রিয়াঙ্গ-রাগক্রিয়াতে মধ্যমের পঞ্চমের শ্রুতিদ্বয় আক্রমণ দ্বারা এবং নট দেবকা প্রভৃতিতে ঋষভ ও ধৈবতের অন্তর ও কাকলীর আদিম শ্রুতিদ্বয় আক্রমণ দ্বারা প্রত্যেকে পঞ্চশ্রুতি হয় ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রীরাগে গান্ধার ও নিষাদের মধ্যম ও ষড়্‌জের আদিম এক এক শ্রুতি আশ্রয় দ্বারা ত্রিশ্রুতিতা শাস্ত্রবিহিত হইলেও ষড়্‌জ ও মধ্যমের ত্রিশ্রুতিত্ব সম্পাদন শাস্ত্রবিহিত না হওয়ায় কৈশিকীদ্বয়কে আধমারা করা হয়। আর ঐ রাগে ঋষভ ও ধৈবত গান্ধার ও নিষাদের আদিম শ্রুতিস্পর্শে প্রত্যেকে চতুঃশ্রুতি হয়, ইহাও অশাস্ত্রীয়, এইরূপ ও অন্যান্য রূপ প্রচলিত গীতের সহিত শাস্ত্র বিরোধ উদ্ভাবন পূর্ব্বক তৎপরিহারার্থ কহিয়াছেন, দেশীত্ব হেতু ইহাদের এইরূপ অনিয়ম দোষের নহে। কারণ তত্তৎ দেশের মনোরঞ্জনই একমাত্র ফল বলিয়া দেশী গীতে একটা-স্বইচ্ছা-কৃত গতি অপরিহার্য্য। ৩৪

রাগ-রাগিণীর পরিচয়।

গায়ক ও বাদক আপন আপন আয়ত্ত ও ইচ্ছা-অনুসারে যে কোন একটি স্বরকে গীতের মূলস্বর-রূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, এবং সেই মূল-স্বরকে লক্ষ্য করিয়া সেই গীতোপযোগী অন্য কয়েকটি স্বরের সংস্থাপন ও প্রয়োগে সমর্থ হয়েন। এই মূল স্বরের নাম ষড়্‌জ। ইহাকে ভিত্তি করিয়া, ইহার সহিত এবং পরস্পরের সহিত গীতে যে যে স্বরের বিশেষ সম্বন্ধ, তাহাদিগেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন গীতেই ইহার অভাব সম্ভবপর নহে। গায়ক বাদক ও শ্রোতা সকলেই গানকালে ইহাকে নিয়ত "চখে-চখে" রাখে। ইহারই নিরন্তর ধারণায় অপর স্বরগুলির সত্তা, সম্বন্ধ ও গীতোপযোগিতার উপলব্ধি হয়। ইহার ধারণা-অভাবে গীতের গীতত্ব নষ্ট হয়। এই কারণে ইদানীন্তন চলিত প্রণালীর গীতে এই মূল-স্বরকে অনেকে "স্থায়ী" স্বর কহে।

কোন স্বরের অনুরণন হইতে স্বরান্তরের অনুরণন দ্বিগুণ দ্রুত হইলে শেষ স্বরটিকে পূর্ব্ব স্বরের "দ্বিগুণ" কহে। এবং ইহাদের একটি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অপরটিও সেই নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। এই হেতু ষড়্‌জের "দ্বিগুণ"কে ষড়্‌জই কহে। এবং প্রথমোক্ত ষড়্‌জ যাহার "দ্বিগুণ" তাহাকেও ষড়্‌জ কহে। এইরূপে বক্ষ্যমাণ ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ নামে ভিন্ন ভিন্ন স্বর গুলির কি দ্বিগুণ কি অর্দ্ধ—সেই সেই নামে পরিচিত।

এ স্বরটি নিম্ন বা ও স্বরটি উচ্চ—বলিলে প্রত্যেক স্বরেরই আধার-রূপ এক একটি স্থান আছে বুঝায়। স্বর অমূর্ত্ত হইলেও তাহার স্থান স্বাভাবিক। গীতের মূল-স্বর ষড়্‌জ হইতে "দ্বিগুণ" ষড়্‌জ—উচ্চ স্থানীয়; অন্য কথায় মূল-ষড়্‌জ নিম্ন স্থানীয়, "দ্বিগুণ" ষড়্‌জ উচ্চস্থানীয়। ইহাদিগের মধ্যে যে দূরতা—ব্যবধান—অন্তরাল বা অন্তর, তাহাকেও "স্থান" কহে। গীতের মূল-স্বর যে ষড়্‌জ তাহার স্থান, ও এই "অন্তর"-স্থান—সমগ্রতঃ মধ্যস্থান বলিয়া কথিত হয়। এই হেতু ঐ ষড়্‌জ-স্বরের বিশেষ নাম "মধ্য"-ষড়্‌জ। মধ্য-ষড়্‌জ যে ষড়্‌জের দ্বিগুণ তাহার বিশেষ নাম মন্দ্র-ষড়্‌জ, এবং এই "মন্দ্র"-ষড়্‌জের স্থান সমেত উভয় ষড়্‌জ-মধ্যগত অন্তরের নাম "মন্দ্র"-স্থান। এইরূপে মধ্য-ষড়্‌জের দ্বিগুণ যে ষড়্‌জ-তাহার নাম "তার"-ষড়্‌জ এবং এই "তার"-ষড়্‌জের দ্বিগুণ স্বরের নিম্নে এবং "মধ্য" স্থানের ঊর্দ্ধে যাবৎ স্থান,

তাহার নাম "তার"-স্থান। মন্দ্রাদি প্রত্যেক স্থান উপরোক্ত ষড়জাদি সাতটি স্বরের সন্নিবেশ-স্থান বলিয়া, "মন্দ্রস্থানকে," মন্দ্র সপ্তক,—মধ্য-স্থানকে মধ্য-সপ্তক—তার-স্থানকে তার-সপ্তক—কহে। কণ্ঠোত্থিত গীতের প্রত্যেক স্বরের স্থান প্রায় এই তিন সপ্তকেরই অন্তর্গত। কিন্তু যান্ত্র্য গীতে এই তিন সপ্তকান্তর্গত স্বরের অতিরিক্ত স্বরের প্রয়োগ হয় বলিয়া, মন্দ্রতর, ও মন্দ্রতম এবং তারতর ও তারতম—এই চারিটি অতিরিক্ত সপ্তকের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সপ্ত সপ্তকের উচ্চতার ক্রমানুসারে প্রথমটি—মন্দ্রতম সপ্তক, দ্বিতীয়টি—মন্দ্রতর সপ্তক, তৃতীয়টি—মন্দ্র সপ্তক, চতুর্থটি—মধ্য সপ্তক, পঞ্চমটি—তার সপ্তক, ষষ্ঠটি—তারতর সপ্তক, এবং সপ্তমটি—তারতম সপ্তক।

মধ্যস্থানাদি যে কোন স্থান একটি দণ্ডায়মান রেখা স্বরূপ; ইহার নিম্ন প্রান্তের প্রথম বিন্দুটি ষড়্‌জ-স্থান, এবং তাহার ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে যে অসংখ্য নিরন্তর বিন্দুবৃন্দ—উহার প্রত্যেকটি এক একটি শ্রুতির স্থান। এক একটি শ্রুতির স্থানই এক একটি স্বরের স্থান। কারণ পূর্ব্বেই প্রকারান্তরে কহিয়াছি, শ্রুতি ও তাহার পরভাবী বিরামকালের অনুকৃতিই স্বর। শ্রুতি ও স্বরের, স্থান-পার্থক্য নাই। যেখানে শ্রুতি, সেই খানেই স্বর। শ্রুতিকে ভিত্তি করিয়া স্বরের পত্তন। শ্রুতি প্রসরবিহীন, উহার প্রলম্বনেই স্বর। একটি মাত্র রণনে শ্রুতি, বহুল সমান্তর অনুরণনে স্বর। তুল্য কালান্তরিত অনুরণন-শ্রেণীই স্বর-রূপ রেখা। অনুরণনগুলি তুল্য কালান্তরিত বলিয়া, একই স্বর কখন উচ্চ, কখন নিম্ন, অথবা ক্রমশঃ উচ্চ বা নিম্ন, এরূপ কখনই হয় না; সুতরাং স্বর-রেখা মাত্রেই সমতল-রেখা। কিন্তু উপরোক্ত স্থান-রেখা তির্য্যক্, দণ্ডরূপী, উচ্চোচ্চ সমগ্র-স্থান-ব্যাপী। এই স্থান-দণ্ডই বিশিষ্টরূপে বিভক্ত হইয়া শ্রুতি ও স্বরের মান-দণ্ড কিরূপে হয় উহা পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ।

প্রথম শতাব্দিতে ভারতে সঙ্গীত

মৃচ্ছকটিক-নাটক প্রথম শতাব্দিতে রচিত হয়। সেই নাটকে "চারুদত্ত" ও বিদূষকের মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কথা-বার্ত্তা চলিতেছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই কথোপকথন হইতে বেশ বুঝা যায়, সেই সময়ে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের কতটা উন্নতি হইয়াছিল।

চারুদত্ত।—ওহো ওহো! "রেভিল" কি চমৎকার গেয়েছিল! আর, তার বীণা-যন্ত্রটি অসমুদ্রোৎপন্ন রত্ন-বিশেষ!

উৎকণ্ঠিত-জন-সখী
বীণা হৃদি-বেদনা জুড়ায়;
বিলম্বিলে প্রণয়িনা
—উৎকৃষ্ট বিনোদ-উপায়;
প্রেয়সী-বিরহাতুর
প্রণয়ীর সান্ত্বনা-কারণ;
প্রেমিকের প্রেমানল
বীণা করে আরো উদ্দীপন॥

বিদূ।—ওহে! এসো গৃহে যাওয়া যাক্।

চারু।—আহা! সঙ্গীতাচার্য্য রেভিল কি সুন্দর গেয়েছিল!

বিদূ।—কিন্তু দেখ সখা, আমার এই দুয়েতেই হাসি পায়—স্ত্রীলোককে সংস্কৃত পাঠ করতে দেখ্‌লে, আর পুরুষকে মিহি সুরে গাইতে দেখ্‌লে। স্ত্রীলোক যখন সংস্কৃত পাঠ করে, নূতন-নাকে-দড়ি-দেওয়া গরুর মত ক্রমাগত "সুসু" শব্দ করতে থাকে; আর পুরুষে যখন মিহি সুরে গান গায়, তখন শুক্‌নো-মালা-পরা বৃদ্ধ পুরোহিতের মন্ত্র জপের মত মনে হয়—আদপে ভাল লাগে না।

চারু।—সখা! সঙ্গীত-পণ্ডিত রেভিল কিন্তু আজ অতি চমৎকার গেয়েছিল। তোমার কি ভাল লাগে নি?—তাঁর সঙ্গীত:—

মধুর সুরাগ-যুক্ত,
পরিস্ফুট, পূর্ব্ব-পর সম,

সুললিত, ভাবান্বিত,
তাঁর গান অতি মনোরম
বহু প্রশংসায় মোর কিবা প্রয়োজন
—মনে হয়, নর-বেশে নারী কোন জন ॥
তা ছাড়াঃ—
থামিয়াছে গীত তাঁর, তবু যেন যাইতেছি
শুনিতে শুনিতে ;
সেই তাঁর স্বরক্রম, মৃদু বাণি, যুক্ত-স্বর,
বীণাতন্ত্রীটিতে ;
মূর্চ্ছনায় উঠে উচ্চে গীত ধ্বনি—সমাপনে
হয় মৃদুতর ;
হেলায় সংযম করি' পুনর্ব্বার ধরে গান
—দ্বিরুক্তি সুন্দর ॥

রাগ-চেনা।

১। পূর্ব্ব সংখ্যার প্রবন্ধে, গ্রামস্থ স্বরের মধ্যে পরস্পর বাদী-সম্বাদী প্রভৃতি মিল দেখাইয়া যে তালিকাটি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ;—স অর্থাৎ খরজ-স্বরের সহিত যেরূপ তাহার পঞ্চমস্বর প-এর সম্পূর্ণ মিল, ম-এর সহিত সেইরূপ তাহার পঞ্চম স্বর র্স-এর সম্পূর্ণ মিল ; সুতরাং ম-এর সাহত যে খরজেরও একটা বিশেষ মিলের সম্বন্ধ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; কেননা তার-গ্রামের র্স খরজেরই (স) পুনরুক্তি মাত্র। দেখা যায়, খরজ হইতে প পঞ্চম, এবং ম চতুর্থ স্বর। ইহার মধ্যে, পঞ্চমের মিলটিই উৎকৃষ্ট, মধ্যমের মিলটি তদপেক্ষা একটু নিকৃষ্ট। তাই, স-এর জ্যেষ্ঠ সম্বাদী—প ; এবং কনিষ্ঠ-সম্বাদী – ম। রাগবিশেষে জ্যেষ্ঠ-সম্বাদী ও রাগ-বিশেষে কনিষ্ঠ সম্বাদী আমাদের সঙ্গীতে গৃহীত হইয়া থাকে। যথা, বেহাগ রাগে নিখাদ বাদী, গান্ধার সম্বাদী ; অর্থাৎ বাদী হইতে পঞ্চম স্বরটি সম্বাদী ; আবার ছায়ানটে "প" বাদী ও "র" সম্বাদী ; এস্থলে বাদী হইতে চতুর্থ স্বরটি সম্বাদী। আমাদের কোন কোন রাগে এই কনিষ্ঠ সম্বাদীরই প্রাধান্য দেখা যায়। অতএব গ্রামস্থ প্রত্যেক স্বর হইতে চতুর্থ স্বরের কিরূপ মিল তাহারও একটি তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বাদী			সম্বাদী
স	...	...	ম
ঋ	...	...	হ্ম
র	...	...	প
জ্ঞ	...	...	দ
গ	...	...	ধ
ম	...	...	ণ
হ্ম	...	...	ন
প	...	...	র্স ইত্যাদি।

২। খরজ (স) সকল রাগেরই সাধারণ বাদী স্বর ; কারণ, এক হিসাবে খরজই সকল রাগের অপরিহার্য্য মুখ্য স্বর ; এবং এই হিসাবে প-ই সকল রাগের সাধারণ সম্বাদী, গ-ই সকল রাগের সাধারণ অনুবাদী। তবে, এই সকল স্বরের মধ্যে কোনও স্বর কোনও রাগে বর্জ্জিত হইলে, বাদী সম্বাদীরও স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। প-বর্জ্জিত রাগে ম-ই সাধারণতঃ সম্বাদী হইয়া থাকে। এই সাধারণ বাদী সম্বাদীর স্থানগুলিই রাগের স্বাভাবিক ন্যাস-স্থান। এই ন্যাস গুলির আরোহণে যেরূপ ক্রম, অবরোহণে ঠিক্ তার বিপরীত। অর্থাৎ আরোহণে :—স—গ—প—র্স ; অবরোহণে :—র্স—প—গ—স। এই চারিটি ন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যথা :—ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস ও বিন্যাস।

৩। প্রত্যেক রাগে, খরজ বাদে এক একটি বিশেষ বাদী স্বর আছে ; সেই স্বরটিতে সেই রাগের বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। ইহাই রাগের প্রকৃত বাদী স্বর। এবং ইহারই সহিত মিল করিয়া সেই রাগের সম্বাদী প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হয়। প্রথমে দেখিতে হইবে, কোনও রাগের বিশেষত্ব-সূচক স্বর কোন্‌টি ;—সেইটিই বাদী ; যে স্বরটি বাদী হইবে, তাহা হইতে পঞ্চম কিম্বা চতুর্থ স্বর তাহার সম্বাদী ;—তাহার পর, সেই স্বরগ্রামে অবশিষ্ট আর যত মিলের স্থান আছে, সে

তৎসমস্তই অনুবাদী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাদী সম্বাদী স্বরগুলি প্রায় একটু দীর্ঘমাত্রা বিশিষ্ট কিম্বা গমক বা-মূর্চ্ছনা-যুক্ত হইয়া থাকে।

৪। বিবাদী স্বর দুই হিসাবে ধরা যাইতে পারে;—এক স্বরগ্রামের হিসাবে, আর এক রাগের হিসাবে। স্বরগ্রামের হিসাবে ধরিতে গেলে, প্রত্যেক স্বরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্বরটি বিবাদী; যথা:—স-এর বিবাদী স্বর র; র-এর বিবাদী স্বর গ, ইত্যাদি। ইহার পরীক্ষা এই যে, বাদী সম্বাদী প্রভৃতি স্বরগুলি এক সঙ্গে এক সময়ে ধ্বনিত হইলে মিষ্ট শুনায়, এবং বিবাদী স্বরগুলি এক সঙ্গে এক সময়ে ধ্বনিত হইলে কর্কশ শুনায়। রাগে এই বিবাদী অর্থাৎ অমিল স্বরেরও আবশ্যকতা আছে; যেমন ছায়া না থাকিলে আলোক, কিম্বা দুঃখ না থাকিলে সুখ পরিস্ফুট হয় না, সেইরূপ অমিল না থাকিলেও মিল পরিস্ফুট হয় না।

রাগের হিসাবে ধরিতে গেলে, যে রাগে যে স্বর বর্জ্জিত তাহাই তাহার বিবাদী স্বর; সেই স্বর ধ্বনিত হইলেই রাগ ভ্রষ্ট হয়। স্বরের হিসাবে যে গুলি বিবাদী তাহা প্রায় দীর্ঘমাত্রায় ধ্বনিত হয় না এই মাত্র; কিন্তু রাগের বিবাদী স্বরগুলি একেবারেই বর্জিত হয়; যেমন বসন্ত রাগে প বর্জিত। আবার কোন কোন রাগে কোন স্বর আরোহণে লঙ্ঘিত কিন্তু অবরোহণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে;—যেমন বেহাগে। বেহাগে, আরোহণে রিখাব লঙ্ঘিত হয়, কিন্তু অবরোহণে উহা ধ্বনিত হয়।

৫। কোন রাগের বাদী সম্বাদী অনুবাদীই তাহার "অংশ"।

৬। কোন রাগে, আরোহণের সময় খরজের পর, যে স্বরটি হইতে প্রথম উত্থান হয়, তাহাই তাহার গ্রহ-স্বর। মনে কর, কোন রাগে আরোহণ-গতিতে খরজের পর যদি 'র' বর্জ্জিত অথবা লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে গ-কেই তাহার গ্রহ-স্বর বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু গানে ঐ 'র' বাদে যে-কোন স্বর হইতেই উত্থান হইতে পারে। অতএব কোন গানের উত্থান স্বরের সহিত রাগের উত্থান স্বরের সকল সময়েই যে ঐক্য হইবে এরূপ নহে। গানের উত্থান-স্বরকে এই কারণে গ্রহস্বর বলা যাইতে পারে না।

৭। প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রে স্বরগ্রামে স্বরের আরোহণ অবরোহণকে মূর্চ্ছনা বলে। কিন্তু অধুনা, দুইটি স্বরের মধ্যবর্ত্তী কোন শ্রুতি যাহা মীড় যোগে স্পর্শ করা যায় তাহাকেই মূর্চ্ছনা বলে; কোন রাগের সম্বন্ধে মূর্চ্ছনা শব্দটি আমরা এই চলিত অর্থেই ব্যবহার করিব। প্রত্যেক রাগেই একএকটি বিশেষ বিশেষ মূর্চ্ছনা আছে—যে রাগে মূর্চ্ছনা নাই, তাহাকে "ধুন" বলে; যথা কালাংড়া,—রামকেলীর "ধুন"। মীড়-মূর্চ্ছনা কেবল সেতার বীণাদি যন্ত্রেই বাহির করা যায়—হার্মোনিয়ামে বাহির করিবার উপায় নাই। সেই জন্য, হার্মোনিয়ামে রাগের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পায় না। আমরা হার্মোনিয়ামে যে রাগ বাজাই তাহা রাগের "ধুন"—রাগ নহে। আর এক কথায়, অতি-কোমল, অতি-তীব্র শ্রুতিগুলিই মূর্চ্ছনা; উহাদিগকে মীড়-যোগেই প্রকাশ করা যায়। তাই সঙ্গীতের চলিত ভাষায়, "মীড়-মূর্চ্ছনা" এই দুটি যুক্তশব্দ প্রায়ই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।* রাগাদিতে মূর্চ্ছনা এইরূপ ভাবে অবস্থিত, যথা:—

প্রথম মূর্চ্ছনা:—	স	ও	ঋ	এই দুই স্বরের মধ্যে
দ্বিতীয় মূর্চ্ছনা:—	ঋ	„	র	„
তৃতীয় মূর্চ্ছনা:—	র	„	জ্ঞ	„
চতুর্থ মূর্চ্ছনা:—	জ্ঞ	„	গ	„
ইত্যাদি		„	„	„
দ্বাদশ মূর্চ্ছনা	ন	„	র্স	„

সেতারাদি যন্ত্রে মূর্চ্ছনা বাহির করিবার প্রণালী এইরূপ যথা:—যে স্বরের উপর মূর্চ্ছনাটি নির্ভর করে—অর্থাৎ যে স্বরের মূর্চ্ছনা—প্রথমে সেই স্বরটিকে স্পর্শ করিতে হয়। মনে কর, প্রথম মূর্চ্ছনাটি (স—ঋ) বাহির করিতে হইবে; ইহা দুই প্রকারে বাহির করা যাইতে পারে। হয়:—

প্রথমে স-কে ছুঁইয়া তাহার পর, স ও ঋ-র মধ্যবর্ত্তী মূর্চ্ছনাটি ছুঁইতে হয়। নয়:—স-হইতে ঋ-এ গিয়া, তাহার পর, স ও ঋ-এর মধ্যবর্ত্তী মূর্চ্ছনাটি স্পর্শ

* রাজকোটের মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীতবেত্তা ভবনরাও-এ-পিঙ্গলে 'A discussion on Indian music'. গ্রন্থে মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই সারমর্ম্ম এই প্রবন্ধে লিখিত হইল।

করিতে হয়। স-কে মীড়-যোগে স্পর্শ করিতে হইলে, প্রথমে ন্ কিম্বা ণ্ কিম্বা ধ্ কিম্বা দ্-এ যাইতে হয়। কেননা, কোন কোন রাগে ন, কিম্বা ণ, কিম্বা ধ বর্জ্জিত।

প্রথম মূর্চ্ছনাটি স্পর্শ করিতে হইলে, প্রথমে ন্ কিম্বা অন্য কোন স্বর হইতে স-এ আসিয়া, তাহার পর মূর্চ্ছনাটি এবং তাহার পর ঋ স্পর্শ করিয়া আবার স-এ ফিরিতে হয়। অথবা :—

প্রথমেই স-হইতে ঋ, তাহার পর মূর্চ্ছনাটি এবং তাহার পর মূর্চ্ছনাটি ছুঁইয়া আবার স-এ ফিরিতে হয়।

দ্বিতীয় মূর্চ্ছনাটি (র—ঋ) (যথা ভৈরব ও রামকেলীতে) বাহির করিতে হইলে, প্রথমেই মূর্চ্ছনাটি ছুঁইয়া ঋ-এ যাইতে হয়; অথবা প্রথমে ঋ ছুঁইয়া তাহার পর মূর্চ্ছনাটি ছুঁইতে হয়। এইরূপ প্রণালী অনুসারে অন্যান্য মূর্চ্ছনাও বাহির করিতে হয়।

যে মীড়ে মূর্চ্ছনা প্রদর্শিত না হয় তাহাকে "থাড়ি" মূর্চ্ছনা বলে, এবং যে মীড়ে মূর্চ্ছনা প্রদর্শিত হয় তাহাকে "শুদ্ধ" মূর্চ্ছনা বলে।

কল্যাণ রাগের মূর্চ্ছনা, গ—ম ও ন—র্স এই দুই দুই স্বরের মধ্যে অবস্থিত। মূর্চ্ছনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কল্যাণের আদর্শরূপ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে যথা :—

কল্যাণ।

॥ সা রা গা। রা গা রা গা হ্মা পা। পা ধা।
। ধা না ধা না র্সা র্সা। না ধা ধা পা। হ্মা গা।
গা রা সা॥

উপরে যে গ দেখিতেছ উহা গ-হইতে ম-ঘেঁসিয়া মূর্চ্ছনা ছুঁইয়া আবার গ-এ মীড়-যোগে ফিরিয়া আইসে। এবং যে ন দেখিতেছ, উহা ন হইতে র্স-ঘেঁসিয়া মূর্চ্ছনা ছুঁইয়া মীড় যোগে আবার ন-এ ফিরিয়া আইসে।

৮। রাগাদি সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা :— খাড়ব, ওড়ব, সম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ।

যে রাগে সপ্ত স্বরের মধ্যে একটি স্বর বর্জিত তাহাকে খাড়ব বলে; যাহাতে দুটি স্বর বর্জিত তাহাকে ওড়ব বলে; এবং যাহাতে সপ্ত স্বরের কোন স্বরই বর্জিত নহে তাহাকে সম্পূর্ণ বলে। কোন কোন রাগে কোন কোন স্বর আরোহণের সময় প্রয়োগ হয় না, কিন্তু অবরোহণের সময় প্রয়োগ হইয়া থাকে; এরূপ স্থলেও উহাকে "সম্পূর্ণ" বলা যায়। যে সব রাগে আরোহণ অবরোহণ উভয়েতেই একটি কিম্বা দুইটি স্বর বর্জ্জিত, তাহাই খাড়ব-ওড়বের সামিল। এমন হইতে পারে, কোন রাগে কোন শুদ্ধ স্বর বর্জিত, কিন্তু তাহার কোমল স্বরটি প্রয়োগ হয়, সে স্থলে সে স্বর বর্জিত বলিয়া গণ্য হয় না। যথা ভৈরবে র বর্জিত কিন্তু ঋ প্রযুক্ত, এস্থলে ভৈরবে রিখাব বর্জিত বলিয়া গণ্য নহে। যে সকল রাগের আরোহণ ও অবরোহণে স্বর সমান নহে, তাহাকে সালঙ্ক ও সঙ্কীর্ণ বলে। এই রাগ গুলি প্রায়ই মিশ্র হইয়া থাকে।

৯। আমাদের সঙ্গীতে কতকগুলি স্বর-বিন্যাসকে রাগ এবং কতকগুলিকে রাগিণী বলে। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না সন্দেহ। যাহা হউক, আমরা এই আলোচনায় রাগ রাগিণী উভয় স্থলেই রাগ এই শব্দটি সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিব।

——(০)——

* "মূর্চ্ছনা"—সম্বন্ধে পত্র।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়,

"সঙ্গীত-প্রকাশিকা"র তৃতীয় সংখ্যায় "রাগ-চেনা" শীর্ষক প্রবন্ধে "মীড়"কে যে "মূর্চ্ছনা" বলা হইয়াছে, উহা

* সঙ্গীত-সারে সঙ্গীতাচার্য্য ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মূর্চ্ছনা-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে শাস্ত্রোক্ত ক্রমানুসারে সপ্ত স্বরের আরোহণ ও অবরোহণই মূর্চ্ছনা-পদবাচ্য. কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতজ্ঞেরা ঠিক্ তাঁহাদিগের মতের অনুগামী না হইয়া স্বেচ্ছামত যে-কোন সুর হইতে অবিচ্ছেদ গতিতে সুরান্তর প্রকাশ করাকেই মূর্চ্ছনা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা যখন এ গ্রন্থে ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ উভয়বিধ সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন সুতরাং আমাদিগকে প্রচলিত মত অবলম্বনে বাধ্য হইতে হইল।"—সঙ্গীত-সার (১৪ পৃষ্ঠা)

আমরাও যে "রাগ-চেনা" প্রবন্ধে মূর্চ্ছনা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি তাহাও উক্ত প্রচলিত অর্থে।

সম্পাদক।

ঠিক নহে। মীড় ও মূর্চ্ছনা পরস্পর বড়ই বিভিন্ন। স্বর "খাড়া" না হইয়া বক্র হইলে, অর্থাৎ কোন স্বর-স্থানে ধ্বনি আরম্ভ করিয়া উহা উত্তরোত্তর নিম্ন বা উর্দ্ধস্থানে নিরন্তর ভাবে আনীত হইলে, উহাকে "মীড়" কহে। "মীড়" মিণ্ড্ বা মিণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। ধনুপ্রান্তে তন্ত্র-প্রান্ত সংযোজন-কালে সরল ধনুর্দণ্ডকে বক্র করার নাম "মিণ্ডণ" ক্রিয়া। এই হেতু সরল স্বরকে সেইরূপ বক্র করাকে "মিণ্ডণ", এবং বক্রভাবকে "মিণ্ড" কহে। প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার নামান্তর-ত্রয় "সংযোগ," "সঙ্গতি" ও "মেলন"। পরন্তু মূর্চ্ছনা শব্দে রাগের "থাট" বা "ঠাট্" বুঝায়। তাবৎ প্রসিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল "যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকা" ও "সঙ্গীতসার" ইত্যাদি দুই তিনখানি আধুনিক বাঙ্গলা গ্রন্থে মূর্চ্ছনাকে মীড় বলা হইয়াছে দেখা যায়। রাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় "যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা"র প্রণেতা বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার পুস্তকে এবম্বিধ অনেক ভুল থাকায়, কতকগুলির প্রচলন প্রতিরোধের জন্য, আমি মূর্চ্ছনাদি শব্দের পরিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং তাহার বহুল শাস্ত্রাদি প্রমাণ দিয়া "music of Hindustan" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখি। উহা ইংরাজী ১৮৭৯ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের "Calcutta Review" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎপাঠে সঙ্গীত-তত্ত্বান্বেষী পাঠক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। মূর্চ্ছনাদি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত "গীতসূত্রসার" গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়াছেন। এখানে কেবল মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ এই মাত্র বলাই যথেষ্ট, যে ক্রমানুসারে পর পর সপ্ত স্বরের মধ্যগত অন্তর গুলির ব্যবস্থাবিশেষ হেতু স্বর সপ্তকের মূর্ত্তিবিশেষই মূর্চ্ছনা। প্রাচীন কালে যে প্রণালীতে মূর্চ্ছনা গঠিত হইত, উহা এখন হইতে স্বতন্ত্র। ইদানীন্তন প্রণালীকৃত মূর্চ্ছনাকে সাধারণ্যে "মেল" কহিয়া থাকে। এবং পূর্ব্বকার মূর্চ্ছনা হইতে এখনকার "মেলে"র সংখ্যা অধিক। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে দেওয়া যাইবে।

বশম্বদ

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ।

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত

একদা অনধ্যায়কালে আত্রেয় প্রভৃতি ঋষিগণ নাট্য-কোবিদ ভরতকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্, আপনি যে নাট্য-বেদের কথা কহিয়াছিলেন উহা কাহার জন্য এবং কিরূপে উৎপন্ন হয়, উহার অঙ্গ কত প্রকার, মূল কি, প্রয়োগই বা কিরূপ।

ভরত কহিলেন, তোমরা অবহিত হইয়া এই ব্রহ্মনির্ম্মিত নাট্যবেদের কথা সংক্ষেপে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে কাম-লোভাদিকৃত গ্রাম্য ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইলে লোক সকল ঈর্ষা দ্বেষাদির বশীভূত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছিল। ঐ সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন ভগবন, যাহা দৃশ্য ও শ্রব্য এইরূপ কোন এক ক্রীড়নক আমাদের আবশ্যক। বেদচতুষ্টয় শূদ্র জাতির শ্রবণযোগ্য নয় অতএব আপনি এই সূত্রে সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করুন।

তখন ব্রহ্মা তাঁহাদের অনুরোধে ভাবী লোকের সর্ব্বকর্ম্ম-প্রদর্শক সর্ব্বশাস্ত্রার্থযুক্ত সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তক ইতিহাস-সহ নাট্যাখ্য পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়া যোগবলে বেদচতুষ্টয়কে স্মরণ করিলেন এবং ঋক্ হইতে পাঠ্য, সাম হইতে গীত, যজু হইতে অভিনয় এবং অথর্ব্ব হইতে রস আহরণ করিয়া নাট্যবেদ প্রণয়ন করিলেন। ঐ নাট্যবেদ প্রণীত হইয়াছে দেখিয়া উহার প্রয়োগের জন্য আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, ভগবন্, আমি নাট্যবেদ শিক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে কি করিব আদেশ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, সম্প্রতি ইন্দ্রধ্বজোৎসব উপস্থিত, এই অবসরে তুমি এই নাট্যাখ্য বেদ প্রদর্শন কর। তখন আমি অসুর-পরাজয় অভিনয় আরম্ভ করিলাম। উহার প্রথমে আশীর্ব্বাদ-সংযুক্তা অষ্টপদা নান্দী রচনা করি। ঐ অভিনয়ে দৈত্যেরা যেরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল তাহার একটী

অনুকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ফলতঃ এই নাট্যপ্রয়োগ দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে নানারূপ উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এক উৎকৃষ্ট ধ্বজ, ব্রহ্মা কুটিলক, বরুণ ভৃঙ্গার, সূর্য্য ছত্র, বায়ু চামর, বিষ্ণু সিংহাসন, ও কুবের মুকুট প্রদান করিয়াছিলেন। যক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানা জাতীয় ব্যক্তিরা ঐ সভাস্থলে প্রয়োগদর্শনে প্রীত হইয়া আমার পুত্রগণকে নানা প্রকার অলঙ্কার দেন। কিন্তু তৎকালে সভাস্থলে অসুরেরা অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং কহিল আমরা এইরূপ নাট্য দর্শন করিতে কিছুতেই ইচ্ছুক নহি, চল সকলে প্রস্থান করি। এই বলিয়া উহারা তৎক্ষণাৎ মায়াবলে আমাদের বাক্য দেহ চেষ্টা স্মৃতি ও নৃত্য স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। ইন্দ্র সূত্রধারের সমস্ত প্রয়াস বিধ্বস্ত দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, দেখিলেন সমস্ত সভাস্থল বিঘ্নব্যাপ্ত, এবং সূত্রধার ও অন্যান্য পাত্রগণ সংজ্ঞাহীন ও স্তব্ধ। পরে তিনি ক্রোধাবেগে শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া ধ্বজ গ্রহণ করিলেন এবং রঙ্গপীঠগত বিঘ্ন ও অসুরগণকে দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দৈত্যেরা কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। উহারা প্রায়ই নাট্যের বিঘ্নাচরণ করিতে লাগিল। তখন আমি পুত্রগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিলাম ভগবন্, নাট্যে নানা রূপ বিঘ্ন উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে ইহার রক্ষা হয় আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

অনন্তর ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ধীমন্, তুমি যত্নসহকারে একটী নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহার আদেশে শীঘ্র এক বিশাল নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব, আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে সমস্তই প্রস্তুত করিয়াছি। আপনি আসিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত নাট্য-মণ্ডপ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং যমকে উহার দ্বারদেশে রাখিয়া অপরাপর দেবতাকে উহার নানা স্থান রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তখন দেবতারা কহিলেন, ভগবন্, আপনি সাম দ্বারা নাট্যের বিঘ্ন সকল উপশমিত করুন। নীতিবিদেরা কহিয়াছেন অগ্রে সাম পরে দান তৎপরে ভেদ পরিশেষে দণ্ড প্রয়োগ আবশ্যক। তখন ব্রহ্মা অসুরদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য নাট্যে বিঘ্নাচরণ করিতেছ। অসুরেরা কহিল, আপনি দেবগণের ইচ্ছাক্রমে যে নাট্যবেদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের তুষ্টির জন্য উহাতে আমাদের অবমাননা করা হইয়াছে। দেবগণের ন্যায় আমাদের প্রতিও আপনার সমদৃষ্টি থাকে এক্ষণে আমরা এইটুকু প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, অসুরগণ, তোমরা রুষ্ট হইও না, বিষাদ পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের ও দেবতাদের কর্ম্ম ভাব ও বংশ পর্য্যালোচনা করিয়া এই নাট্যবেদ রচনা করিয়াছি। ইহাতে কেবল যে তোমাদের ভাবানুবন্ধ আছে তাহা নহে ত্রিলোকের সমস্ত লোকের ভাবানুকীর্ত্তনহ এই নাট্য। ইহার কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও হাস্য ও কোথাও বা যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তের ধর্ম্ম, কামীর কাম, দুর্ব্বিনীতের নিগ্রহ, ধনাভিমানীর উৎসাহ, অবোধের বিবোধ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, রাজার বিলাস, ও দুঃখার্ত্তের স্থৈর্য্য নানাবস্থার নানা ভাব এই নাট্যে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা লোকচরিত্রের অনুকরণ। উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোকেরই কর্ম্ম ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হিতোপদেশ পূর্ণ। ইহা দুঃখার্ত্তের ধৈর্য্য সম্পাদক ও শোকার্ত্তের সুখজনক। বলিতে কি, ইহা সকলেরই চিত্তবিনোদন করিবে। এই নাট্যে যাহা না দৃষ্ট হইবে এমন বিদ্যা এমন কলা এমন যোগ এবং এমন কর্ম্মই এই জগতে অপ্রসিদ্ধ। অতএব তোমরা অমরগণের প্রতি রুষ্ট হইও না, ইহাতে কেবল তোমাদের কেন ব্রহ্মর্ষিগণেরও বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। অধিক আর কি, লোকের যে সুখদুঃখময় স্বভাব তাহার অভিনয়ই নাট্য বলিয়া জানিও।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

স্বরলিপি চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। যে সুরটি মূল-সুরকে ঈষৎ ছুঁইয়া যায় মাত্র, উহা ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হয়। যথা প না।

২। কোন কলি শেষ করিয়া আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া আস্থায়ীর কোন অংশের সুর যদি পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে সেই অংশ এইরূপ [ ] ব্র্যাকেটের মধ্যে স্থাপিত হয়। ইহা যেন স্মরণ থাকে, কোন কলি শেষ হইলেই আস্থায়ীর গোড়ার যুগল ॥ ছেদ হইতে আবার আরম্ভ করিতে হয়; এবং সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া পরে যেখানে শিরোদেশে যুগল ছেদ দেখিবে সেইখানে থামিয়া আবার অন্ত কলি ধরিবে।

শাহানা—চৌতাল।

[ধা] ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
‖ রা -পা। -া পা। পা -া। ধা -মা। পা পা। -মপা পা I ণধা ণধা। -পা পা।
‖ দৌ ০। ০ অ। দু ০। রা ০। গ, ভ। ০ রে I আ০ য়ে০। ০ র।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। -া পা। মা পা। -ধা মজ্ঞা। -মা -জ্ঞা I জ্ঞা -মা। রা সা। -া রা। -ণ্‌া সা।
। ০ জ। ভ ব। ০ ন০। ০ ০ I ভা ০। গ ধ। ০ ন। ০ ০।

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। -া সা। সা সা I সা মজ্ঞা। মা -পা। -া পা। পা র্সা। ণ র্সা। ণধা ণপা ‖
। ০ বি। জু লি I থি ল০। গ ০। ০ ত। স হ। ০ ল। হৈ০ ০০ ‖

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
‖ মা -পা। পা ণা। -ধা ণা। র্সা -র্সা। র্সা র্সা। -র্সা -র্সা I র্রা -র্জ্ঞা। র্রা র্সা।
‖ বৈ ০। ঠে, এ। ০ ক। ০ আ ০। স ন। পৈ ০ I এ ০। ক, স।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। -র্সা র্সা। ণা র্সা। -র্রা ণধা। -ণা পা I পা -া। মজ্ঞা মা। -া মা। পা -ণা।
। ০ ঙ্গে। এ ক। ০ র০। ০ ঙ্গে I উ ০। ঠো ন। ০ পা। র ০।

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। -ধা ণর্সা। -র্সা র্সা I র্রা -া। র্সা ণধা। -ণা পা। মা পা। র্সা -ণধা। -ণা -পা ‖
। ০ অ০। ০ ঙ্গে I কো ০। ম ল০। ০ ক। হ ল। হৈ ০। ০ ০ ‖

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
‖ মা -পা। পা মজ্ঞা। -মা মা। পা পা। ণধা ণধা। ণা পা I মা -পা। পা র্সা।
‖ এ ০। ক ন০। ০ লে। আ ত। র০ ল০। গা য় I দি ০। ন দ।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। -ণা র্সা। র্রা -ণা। র্সা র্সা। ণা -ধা I ণা পা। পা -া। মা পা। ণা -ধা।
। ০ উ। ন ০। পৈ ছি। র ০ I ক ত। শু ০। লা ব। কি ০।

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। ণা -পপা। ম্না -পা I ণা -ধা। ণা পা। -ম্না -পা। ণা পা। মপা -ধা। পা -মজ্ঞা I
। রে ০প। ঝে ০ I জো ০। ব হ। ০ ০। হ ল। কে০ ০। হৈ ০ I

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
I মা -পা। পা ণধা। -ণা র্সা। র্রা -া। র্সা র্সা। ণা র্সা I র্সা র্রা। র্সা র্সা।
I উ ০। র লি০। ০ নে। বি ০। প, স। খি দে I আ লা। প কি।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। -া র্সা। ণা -র্সা। -র্রা র্সা। -ণা -ধা I ধা -া। পা পা। পা -া। ণধা -া।
। ০ নী। রা ০। ০ প। ০ ০ I র ০। জ মু। র ০। পু০ ০।

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। পা পা। পা -মপা I পা -ধা। পা র্সা। -া র্সা। ণা র্সা। -র্রা র্সা। -পা -ধা॥॥
। জ ন। তে ০ I ও ০। জ ত। ০ ম। হ ন। ০ হৈ। ০ ০॥॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

যোগিয়া—কাওয়ালি।

০ ৩
১ ২´ ০ [গঋসা]॥ ১ ২´ ০
ঋমা॥ -া পপা। দপধ -দনা। দা পমা। -গঋা সা I -ঋা গঋা। গা -ঋা। -া সা।
আজু॥ ০ মন। ভা০ ০। ও ন০। ০ যো I ০ গি০। আ ০। ০ এ।

৩ ১ ২´ ০ ৩ ১ ২´
। -া পা I পমা পা। দর্সা. র্সা। -না -দা। -পা পা I পা পপা। দপা -দনা।
। ০ ক I র,লি য়ে। বী০ ণা। ০ ০। ০ ০ হ I র গুণ। গা০ ০।

০ ৩
। -দপা -মগা। ঋসা ঋমা॥
। এ ০ ০। ০ "আজু"॥

১ ২´ ০ ৩ ১ ২´ ০
॥ পা I -া মপা। দা -র্সা। -া র্সা। -া র্সা I -া র্সর্সা। ঋর্সা -ঋর্গা। র্গর্গা -ঋর্সা
॥ অ I ০ ঙ্গ,ব। ভূ ০। ০ ত। ০ কা I ০ নন। কু০ ০। গুঞ্জ ০।

৩ ০ ১ ২´ ০ ৩ ১ ২´
। -নদা -পদা I -ঋর্সা র্সর্সা। র্সনা -দা। -া দদা। -পমা মা I গা মপা। দপা -দনা।
। ০ ০ পী I ০ ব,ভ। টা০ ০। ০ পর। ০ ফ I নি গণ। শো০ ০।

০ ৩
। দপা -মগা। -ঋসা ঋমা॥॥
। হে০ ০। ০ "আজু"॥॥

কালাংড়া—তেওট।

৩ ১´ ২

ধপা মা -গা ॥ মা -া -পা পা I পনা -ধদা দা। পা -া মা পা। মা -গা -া।
বনি ও • ॥ রা • • ত I চাঁ • দ। নি • • ব। নি • •।

৩ ১´ ২ • ৩

। গা -মা -পা -দা I -মা -পা -া। মা -া -গা -া। -ঋা • -া -সা। -ন্‌া -ঋা -া -া I
। ও • • • I • • •। রা • • •। • • •। • • • • I

১´ ২ • ৩ ১´ ২

I -সা -া সা। সা সা গা গা। মা দা -া। না -া -র্সা র্সা I না দা -া। দা -না -দা -া।
I • • ত। চাঁ দ নি কে। দে খে •। মে • • রো I প্যা রা •। ইয়া • • দ্‌।

৩ •

। পা মা -গা ॥
। আ এ • ॥

• ৩ ১´ ২ •

॥ র্সনা র্সনা। ঋ্‌ র্সা -া। -া না না -া I -র্সা -া -া। ধনা -ঋা র্সর্সা। -ঋা না না।
॥ ফুল নকি। বা জু •। • ব ন্দ • I • • •। ফুল • নকী। • গ জ।

৩ ১´ ২ • ৩

। দা -া -না -া I -দা -া -া। গা গা পা গা। মা -দা দা। না -া -র্সা র্সা I
। রা • • • I • • •। ফু ল ন কী। শে • জ। প • • র I

১´ ২ •

I র্সঋা না -দা। দা -না -দা পা। পা মা -গা ॥ ॥
I ফু লি •। ন • • শো। হা য়ে • ॥ ॥

ভ্রম-শুদ্ধি।

তৃতীয় সংখ্যায় পত্রিকার ২৫ পৃষ্ঠা শেষ প্যারাগ্রাফ :—"কাল-বিশেষের কলা-পরিমাণ ব্যবধানে"—ইহার পরিবর্ত্তে "তুল্য কাল কলা বিশেষ ব্যবধানে" হইবে।

প্রথম ভাগ। পঞ্চম সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

মাঘ, ১৩০৮।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—৫ সংখ্যা | মাঘ ১৩০৮

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

গ্রামশ্রুতিস্বরাদেরনিয়ম উক্তো হনূমতাদ্যেন।
দেশীরাগে যেষাং শ্রুতিস্বরেত্যাদিপদ্যেন॥৩৫

সকলের আদি হনুমান দেশী রাগে 'যাহাদের শ্রুতি স্বর ইত্যাদি' পদ্য দ্বারা গ্রাম, শ্রুতি ও স্বরাদির নিয়ম নাই এইরূপ কহিয়াছেন। ৩৫

এখন প্রসঙ্গত উক্ত ও বক্ষ্যমাণ নানাবিধ গীতের সহিত শাস্ত্রবিরোধ পরিহারের জন্য মতঙ্গ ও নিঃশঙ্ক প্রভৃতির মাননীয় শ্রীমান হনুমানের সম্মতি কহিতেছেন। আদ্য অর্থাৎ সকলের মূলীভূত হনুমান দেশীরাগ সমূহে গ্রাম, শ্রুতি ও স্বরাদির অনিয়ম কহিয়াছেন। গ্রাম অর্থাৎ ষড়্‌জ ও মধ্যম এই দুই গ্রাম; শ্রুতি অর্থাৎ ষড়্‌জাদিতে প্রসিদ্ধ চতুরাদি শ্রুতি; স্বর অর্থাৎ শুদ্ধ ও বিকৃতরূপ। এই গ্রাম, শ্রুতি ও স্বর যাহার আদি সেই সমস্ত বিষয়ের। আদি শব্দ দ্বারা খাড়ব ও ঔড়ব, সম্পূর্ণত্ব, গ্রহাংশাদি জাতি বুঝিতে হইবে। ইহাদের যথেষ্টতা অর্থাৎ স্বইচ্ছার অধীনতা আছে। হনুমান শ্রুতি স্বর ইত্যাদি পদ্য দ্বারা এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন দেশী রাগ কি? না, নানাদেশ-প্রচলিত বলিয়া যাহার শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ও জাতি প্রভৃতির কিছুমাত্র নিয়ম নাই। ৩৫

তে মন্দ্রমধ্যতারস্থানস্থিত্যা ত্রিধা পুনস্তেষাং।
বাদী সংবাদী চ বিবাদ্যনুবাদীতি ভেদাঃ স্যুঃ।৩৬

ঐ সমস্ত স্বর মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থানে স্থিতি দ্বারা ত্রিধা হয়। প্রকারান্তরে উহাদের বাদী, সংবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী এই সমস্ত ভেদ হইয়া থাকে। ৩৬

এইরূপ যথোক্ত শ্রুতি কল্পনা দ্বারা স্বরসমূহের শুদ্ধ ও বিকৃত এই দুই ভেদ বলিয়া এখন কহিতেছেন ইহারা দ্বিবিধ হইলেও স্থাপন-ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্বর দ্বিবিধ হইলেও মন্দ্র, মধ্য ও তার নাদের যে সমস্ত স্থান অর্থাৎ হৃৎ, কণ্ঠ ও মস্তক তাহাতে স্থিতি হেতু ত্রিবিধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম স্থান-স্থিত পুরুষের ন্যায় উহাদের স্থান-কৃতই ভেদ কিন্তু স্বরূপ-কৃত নহে। আবার ঐরূপ স্বরের রাগে প্রয়োগের জন্য প্রকারান্তরে চতুর্ব্বিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পুনঃ অর্থাৎ প্রকারান্তরেও বাদী, সংবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী এই কয়টী ভেদ হয়। ৩৬

বাদী স যঃ প্রয়োগে বহুলো রাজা যয়োস্তু
মধ্যে স্যুঃ।

দ্বাদশ বাষ্টৌ শ্রুতয়োঽমাত্যৌ সংবাদিনৌ স্তঃ। ৩৭

যাহা প্রয়োগে বহুল তাহা বাদী। ইহা রাজা। কিন্তু যে দুইটীর মধ্যে দ্বাদশ অথবা আট শ্রুতি থাকে তাহারা অমাত্য ও সংবাদী হয়। ৩৭

তন্মধ্যে বাদীর লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে। যাহা প্রয়োগে অর্থাৎ রাগাদিতে বহুল কি না গ্রহাংশাদি সহিত পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয় বলিয়া মুখ্য। উহা বদন অর্থাৎ রাগ-প্রতিপাদক এই জন্য বাদী। উহা রাজা অর্থাৎ রাজার ন্যায় মুখ্য। সংবাদীর লক্ষণ বলা হইতেছে। যে দুইটীর মধ্যে দ্বাদশ অথবা আট শ্রুতি থাকিবে সেই দুইটী পরস্পর সংবাদন অর্থাৎ বাদী স্বর কর্ত্তৃক জনিত যে স্বরাগরঞ্জন তাহার নির্ব্বাহক বলিয়া সংবাদী। ইহারা অমাত্য অর্থাৎ মন্ত্রীর ন্যায় রাজার আরব্ধ কার্য্যের নির্ব্বাহক। দ্বাদশ ও আট শ্রুতি মধ্যে থাকিলেও তুল্যশ্রুতি হইলেই সংবাদী হয় ইহা বুঝিতে হইবে। মতঙ্গ কহিয়াছেন ত্রয়োদশ ও নয় শ্রুতি ব্যবধান থাকিলেও তুল্যশ্রুতি হইলেই সংবাদী হয়। ইঁহার মতে স্বরাধার শ্রুতি লইয়া এই সংখ্যার আধিক্য সুতরাং বিরোধ কিছুমাত্র নাই। সংবাদী প্রদর্শিত হইতেছে। ষড়্জের মধ্যম ও পঞ্চম; ঋষভের ধৈবত; গান্ধারের নিষাদ; মধ্যমের ষড়্জ; পঞ্চমেরও ষড়্জ; ধৈবতের ঋষভ; নিষাদের গান্ধার। যে রাগে ষড়্জ অংশ তথায় মধ্যম ও পঞ্চমকে অংশ বলিয়া ধরিলে রাগহানি হয় না, সর্ব্বত্রই এইরূপ বুঝিবে। ৩৭

একশ্রুত্যন্তরিতৌ বিবাদিনৌ বৈরিণৌ মিথো ভবতঃ।
অনুবাদিনস্তু শেষা ভৃত্যা ইত্থং যথার্থাস্তে॥ ৩৮

যে দুইটী একমাত্র শ্রুতি দ্বারা অন্তরিত, পরস্পর বিবদন হেতু তাহারাই বিবাদী ও বৈরী হয়। কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত অনুবাদী ও ভৃত্য। এইরূপে উহারা সার্থক। ৩৮

বিবাদীর লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে দুইটী এক শ্রুতি দ্বারা অন্তরিত অর্থাৎ ব্যবহিত, পরস্পর বিবদন হেতু অর্থাৎ সংবাদি-অনুবাদি-জনিত রাগ-রঞ্জকতার বিনাশক বলিয়া বিবাদী হয়। ইহারা বৈরী অর্থাৎ শত্রুর ন্যায় আরব্ধ কার্য্যের ব্যাঘাতক। বিবাদিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষভের গান্ধার; গান্ধারের ঋষভ; ধৈবতের নিষাদ; নিষাদের ধৈবত; সুতরাং ঋষভস্থানে গান্ধার প্রয়োগ করিলে উহা রাগ-হানিকর হয়। পরত্রও এইরূপ জানিবে। অনুবাদীর লক্ষণ কথিত হইতেছে। অবশিষ্টগুলি—যাহা সংবাদী ও বিবাদীও নয়, পরস্পর অনুবদন হেতু অর্থাৎ বাদি-সংবাদি-কৃত রাগরঞ্জকতার অনুকূল বলিয়া অনুবাদী হয়। তাহারা কিরূপ? না ভৃত্য অর্থাৎ সেবকবৎ রাজবিচারে আরব্ধ কার্য্যের অনুকূল। অনুবাদিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। ষড়্জের রি, গ, ধ, নি। ঋষভের স, ম, প, নি। গান্ধারের স, ম, প, ধ। মধ্যমের রি, গ, প, ধ, নি। পঞ্চমের রি, গ, ম, ধ, নি। ধৈবতের স, গ, ম, প। নিষাদের স, রি, ম, প। সুতরাং ষড়্জ স্থানে রি, গ, ধ ও নিও প্রযুক্ত হইলে কিঞ্চিৎ রাগরঞ্জন হইয়াই থাকে। এইরূপে এই সমস্ত বাদী, সংবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী নৃপাদি দৃষ্টান্তে যথার্থ অর্থাৎ সার্থক হইতেছে। এস্থলে শুদ্ধ বাদী প্রভৃতির পরিজ্ঞানের জন্য বীণাতে শ্রুতি-প্রস্তার এইরূপ। বাইশটী তির্য্যক্ রেখা লিখিবে। ঐ সমস্ত রেখাতে দক্ষিণ ও বামে বাইশটী রেখাগ্র টানিবে। উহাতে ষড়্জাদি স্ব স্ব শ্রুতি সংখ্যার সহিত লিখিয়া অন্তর শ্রুতি সকল বুঝিতে হইবে। বিকৃতগুলিতেও এইরূপ। ৩৮

স্বরনিকরো গ্রামঃ স্যাদাধারো মূর্চ্ছনাক্রমাদীনাং।
ষাড়্জো মাধ্যম ইতি চ দ্বেধা স তয়োঃ প্রধানত্বাৎ। ৩৯

ধত্তে রিমযোরন্ত্যাদিমে শ্রুতী গো নিরপাম্ ধসয়োঃ।
ধঃ পাস্তাচেৎ গান্ধারগ্রামঃ স্বর্গলোকেঽন্যঃ। ৪০*

---

* এই শ্লোকটী অনেক পুস্তকে নাই এবং ইহা টীকাকারদিগেরও পরিগৃহীত নয়। সুতরাং ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

স্বর সমূহই গ্রাম, উহা মূর্চ্ছনা ও ক্রমাদির আধার। উহা ষাড়্জ ও মাধ্যম এই দুই প্রকার। এই দুইএর প্রাধান্য আছে এই হেতু। ৪১

এইরূপে স্বর সমূহ নিরূপণ করিয়া উহার স্বর-সন্নিবেশ-রূপ মূর্চ্ছনাদি নিরূপণ করিবার ইচ্ছায় অগ্রে গ্রামের সাধারণ লক্ষণ কথিত হইতেছে। স্বর সমূহই গ্রাম। যেমন লোকে জনসমূহকে গ্রাম বলে ইহাও সেইরূপ। ইহা কিরূপ? না আধার, অর্থাৎ মূর্চ্ছনা ও ক্রমাদির আশ্রয়। আদিপদে বর্ণ ও অলঙ্কার গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ গ্রামের সাধারণ লক্ষণ নিরূপণ করিয়া কহিতেছেন উহা দুই প্রকার। সেই গ্রাম ষাড়্জ অর্থাৎ ষড়্জ সম্বন্ধী, ষাড়্জ গ্রাম। অপরটী মাধ্যম অর্থাৎ মধ্যম সম্বন্ধী, মাধ্যম গ্রাম। এই দুই প্রকার দ্বিবিধ কেন হইল তাহারও হেতু নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ষড়্জ ও মধ্যমই প্রধান বলিয়া উহা দ্বিবিধ। ষড়্জ সপ্ত স্বরেই মুখ্য, যেহেতু উহা সকলের আদি ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংবাদী এই জন্য। মধ্যমও মুখ্য, কারণ শুদ্ধতানে উহার বিলোপ নাই।

স্বান্ত্যশ্রুতাবুপান্ত্যশ্রুতৌ চ সতি পঞ্চমে ক্রমাৎ স স্যাৎ।
কিন্তু বিকারোদেশ্যাং ন পঞ্চমে তদিহ সঃ প্রথমঃ। ৪১

পঞ্চমে স্বীয় অন্ত্য শ্রুতি ও উপান্ত্য শ্রুতি সত্তে ক্রমে সেই গ্রাম হয়। কিন্তু সেই হেতু দেশী গীতে উহা প্রথম হয়। দেশীতে পঞ্চমে বিকার নাই। ৪১

ঐ দ্বিবিধ গ্রাম ক্রমে লক্ষিত হইতেছে। পঞ্চমে আপনার অন্ত্য শ্রুতি অর্থাৎ চতুর্থী শ্রুতি সত্তে আর আপনার উপান্ত্য অর্থাৎ তৃতীয়া শ্রুতি সত্তে সেই গ্রাম ক্রমে ষাড়্জ ও মাধ্যম এই দুইই হয়। ইহার অর্থ এই, স্বরসমূহের মধ্যগত পঞ্চম স্বীয় চতুর্থ শ্রুতিতে কিম্বা আদি হইতে সপ্তদশ শ্রুতিতে থাকিলে ষড়্জ গ্রাম। আর পঞ্চমই আপনার তৃতীয় শ্রুতিতে কিম্বা আদি হইতে ষোড়শ শ্রুতিতে থাকিলে মধ্যমগ্রাম। এই-রূপে গ্রামদ্বয় নিরূপণ করিয়া এই উভয়ের মধ্যেও দেশী গীতে ষড়্জ গ্রামের প্রচারকেই সহেতুক নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু সেই হেতু এই দেশীতে ষড়্জগ্রাম প্রথম থাকে। দেশীতে পঞ্চমে বিকার অর্থাৎ স্বীয় চতুর্থ শ্রুতি হইতে চ্যুতি গ্রন্থান্তরে কথিত হয় নাই, ঐ গ্রামের রাগ সমূহ, এবং অন্যান্য রাগেও পঞ্চমের একরূপতা থাকে এই হেতু। হনুমান দেশীতে গ্রামদ্বয়ের অনিয়মই কহিয়াছেন। আর কল্লিনাথও লক্ষ্য-লক্ষণের বিরোধ-পরিহার-প্রসঙ্গে কহিয়াছেন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রুতিস্থতা হেতু গ্রাম-দ্বয় ভেদক হইলেও এবং সুস্পষ্ট প্রযুজ্যমান হইলেও সমস্ত রাগেই পঞ্চমের একরূপতা আছে। ৪১

স্বরসপ্তকস্য সক্রমমারোহশ্চাবরোহণং যদিহ।
সা মূর্চ্ছনা ভিদোঽস্যা উত্তরমন্দ্রাদিকাঃ সপ্ত। ৪২

এই গ্রামে স্বরসপ্তকের যে সক্রম আরোহ ও অবরোহণ তাহা মূর্চ্ছনা। উত্তরমন্দ্র প্রভৃতি সাতটী ইহার ভেদ। ৪২

এইরূপে গ্রাম নিরূপণ করিয়া উহার আধেয়-সমূহ মধ্যে সামান্যত মূর্চ্ছনা নিরূপণ করিতেছেন। গ্রামে স্বরসপ্তকের সক্রম অর্থাৎ অনুক্রমে যে আরোহ ও অবরোহণ তাহা মূর্চ্ছনা। যদ্দ্বারা শ্রোতা মূর্চ্ছিত হয় এইজন্য উহা মূর্চ্ছনা জানিবে। সক্রম বলাতে কূটতানে উহার সদ্ভাব এবং সপ্তক বলাতে শুদ্ধতানে উহার অসদ্ভাব হয়। এক্ষণে সংখ্যা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নামানুসারে উহার বিশেষ কথিত হইতেছে। এই মূর্চ্ছনার ভেদ উত্তরমন্দ্র প্রভৃতি সাতটী হইয়া থাকে। ৪২

সম্পাদকের মন্তব্য।

এইবারকার রাগ-বিবোধের অনুবাদটি পাঠকগণ যেন একটু বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পাঠ করেন। বাদী, সম্বাদী অনুবাদী, বিবাদী, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

রাগ-রাগিণীর পরিচয়।

স্থান দণ্ডে উচ্চতার পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য স্থান, সুতরাং স্বর অসংখ্য প্রকার। কিন্তু গীতে কেবলমাত্র কতকগুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে। ষড়জের সহিত ও পরস্পরের সহিত যে যে স্বরের সুসম্বন্ধ, সেই সেই স্বর কয়েকটি ভিন্ন, গীতে অন্য স্বরের আদৌ প্রয়োজন হয় না; বরং অন্য স্বরের কদাচিৎ প্রয়োগ হইলে গীত শ্রুতিকটু হয়। মধ্য সপ্তকের ষড়্জই গীতের মূল স্বর বলিয়া পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; ইহাকে ভিত্তি করিয়া ঐ সপ্তকে, উচ্চতা-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ সামান্যতঃ আর ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগের নাম, উচ্চতার ক্রমানুসারে, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। সেই সেই স্বরের অনুরূপ মন্দ্র-স্থানে ও তার-স্থানে সেই সেই নামের আর সাতটি সাতটি স্বর, অথবা তার স্থানীয় ষড়্জ বা তদুত্তরোত্তর এক বা অধিক স্বর, এবং মন্দ্রস্থানীয় নিষাদ বা তদুত্তরোত্তর এক বা অধিক স্বর, কাঠ্য গীতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ষড়জ ও পঞ্চম ভিন্ন, অন্য পাঁচটি স্বর বিশেষ বিশেষ গীতে বিশেষ বিশেষরূপ উচ্চ বলিয়া প্রতীত হয় সুতরাং ঋষভাদি পঞ্চ নামের যে কোন একটি নাম, স্বরসপ্তকের মধ্যে দ্বিতীয়াদি ছয়টীস্বরের ব্যবস্থিতি অনুসারে, কোন্‌টী এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়; সেইটীর ঠিক্ স্থান বা স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। হয় ত একটি গীতের ঋষভ, গীতান্তরের ঋষভ হইতে উচ্চ বা নিম্ন। গান্ধারাদি আর চারিটি স্বরও প্রত্যেকে ঐরূপ। সুতরাং ঋষভাদি পঞ্চ স্বরের প্রত্যেকের উপনাম বা বিশেষণ-বিশিষ্ট নামের প্রয়োজন ও সৃষ্টি। সেই সেই বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় বিশেষ বিশেষ স্বরের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশিষ্ট সংজ্ঞান্বিত স্বরগুলি একত্রিত করিয়া একটি তালিকা করিলে এক সপ্তক স্থান-মধ্যে উচ্চতা-ভেদে দ্বাবিংশতি প্রকার স্বর পাওয়া যায়। তাবৎ প্রচলিত গীতে যে যে স্বর ব্যবহৃত হয়, উহা সমগ্রতঃ এই দ্বাবিংশতি স্বরেরই অন্তর্গত। এই দ্বাবিংশতি স্বরের বিশেষ বিশেষ নাম এবং ষড়জের অনুরণনের সহিত প্রত্যেক স্বরান্তরের অনুরণনের অনুপাত, সুবোধার্থে এই স্থানে একখানি তালিকায় দেওয়া হইল। মধ্য ষড়জ্ হইতে তার-ষড়জ যেরূপে তাহার দ্বিগুণ, সেইরূপে কোন ষড়জ হইতে তদুচ্চোচ্চ স্বর সকল প্রত্যেকে কত গুণ এবং প্রত্যেক স্বর হইতে ঠিক্ তদুপরবর্ত্তী স্বর কত গুণ এবং স্বর সকলের সাঙ্কেতিক সংক্ষিপ্ত নামগুলি কি, তৎ সমস্ত এই তালিকায় অঙ্কগত করা হইল। ইহাতে নিম্ন স্বর নিম্নে ও উচ্চ স্বর উচ্চে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রুতিস্বরগ্রাম-তালিকা।

১ সপ্তকান্তর্গত শ্রুতি স্বর ও স্থানের ক্রমানুসারে সংখ্যা।	২ স্থান দণ্ডে স্বর বা শ্রুতির স্থান।	৩ স্বরের নাম।	৪ স্বরের সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক নাম।	৫ প্রত্যেক স্বর ষড়্জ হইতে কত গুণ বা ষড়্জের সহিত তাহাদিগের অনুরণনানুপাত।	৬ প্রত্যেক স্বর তন্নিম্ন স্বর হইতে কত গুণ।
দ্বাবিংশ—	•	তীব্রতম নিষাদ বা মৃদু ষড়্জ	তীব্রতম নি	৪৮/২৫	১২৮/১২৫
একবিংশ—		তীব্রতর নিষাদ বা কাকলী নিষাদ	কাকলী নি, বা স্বাভাবিক নি	১৫/৮	২৫/২৪
বিংশ—	•	সাধারণ নিষাদ	সাধারণ নি	৯/৫	৮১/৮০
উনবিংশ—	•	শুদ্ধ নিষাদ	শুদ্ধ নি	১৬/৯	২৫৬/২৪৩
অষ্টাদশ—	•	চতুঃশ্রুতিক ধৈবত	চতুঃশ্রুতি ধ	২৭/১৬	৮১/৮০
সপ্তদশ—	•	শুদ্ধ ধৈবত	শুদ্ধ ধ বা স্বাভাবিক ধ	৫/৩	২৫/২৪
ষোড়শ—	•	কোমল ধৈবত	কোমল ধ	৮/৫	১২৮/১২৫
পঞ্চদশ—	•	অতিকোমল ধৈবত	অতিকোমল ধ	২৫/১৬	২৫/২৪
চতুর্দ্দশ—	•	শুদ্ধ পঞ্চম	শুদ্ধ বা স্বাভাবিক প	৩/২	২৫/২৪
ত্রয়োদশ—	•	তীব্রতম মধ্যম বা মৃদু পঞ্চম	তীব্রতম ম	৩৬/২৫	১২৮/১২৫
দ্বাদশ—	•	তীব্রতর মধ্যম	প্রকৃত ম	৪৫/৩২	২৫/২৪
একাদশ—	•	তীব্র মধ্যম	তীব্র ম	২৭/২০	৮১/৮০
দশম—	•	শুদ্ধ মধ্যম	শুদ্ধ বা স্বাভাবিক ম	৪/৩	২৫/২৪
নবম—	•	তীব্রতম গান্ধার বা মৃদু মধ্যম	তীব্রতম গ	৩২/২৫	১২৮/১২৫
অষ্টম—	•	তীব্রতর গান্ধার বা অন্তর গান্ধার	অন্তর বা স্বাভাবিক গ	৫/৪	২৫/২৪
সপ্তম—	•	সাধারণ গান্ধার	সাধারণ গ	৬/৫	৮১/৮০
ষষ্ঠ—	•	শুদ্ধ গান্ধার	শুদ্ধ গ	৩২/২৭	২৫৬/২৪৩
পঞ্চম—	•	চতুঃশ্রুতি ঋষভ	চতুঃশ্রুতি বা স্বাভাবিক রি	৯/৮	৮১/৮০
চতুর্থ—	•	শুদ্ধ ঋষভ	শুদ্ধ রি	১০/৯	২৫/২৪
তৃতীয়—	•	কোমল ঋষভ	কোমল রি	১৬/১৫	১২৮/১২৫
দ্বিতীয়—	•	অতি কোমল ঋষভ	অতিকোমল রি	২৫/২৪	২৫/২৪
প্রথম—	•	শুদ্ধ ষড়্জ	শুদ্ধ বা স্বাভাবিক স	১	০

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ।

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।

ভরত কহিলেন, যেরূপে নাট্যমণ্ডপ ও তাহার বাস্তু-কর্ম্ম করিতে হইবে কহিতেছি, শুন। শ্রীমান্ বিশ্বকর্ম্মা প্রেক্ষা-গৃহ দেখিয়া শাস্ত্রানুসারে উহার বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র এই ত্রিবিধ সন্নিবেশ, আর জ্যেষ্ঠ মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার পরিমাপও কহিয়াছেন। হস্ত ও দণ্ড দ্বারা এই পরিমাপ বুঝা যায়। সচরাচর প্রেক্ষাগৃহের অষ্টাধিক শত, চতুঃষষ্টি ও দ্বাত্রিংশ হস্ত এই ত্রিবিধ পরিমাপ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অষ্টাধিক শত হস্ত জ্যেষ্ঠ, চতুঃষষ্টি মধ্যম এবং দ্বাত্রিংশ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। কিন্তু দেবগণের জন্য জ্যেষ্ঠ, রাজগণের জন্য মধ্যম এবং অবশিষ্ট লোকের জন্য কনিষ্ঠ-প্রমাণ এই প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ সন্নিবেশের কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে এই কনিষ্ঠপ্রমাণ গৃহকে ত্রিকোণ, মধ্যমকে চতুষ্কোণ ও জ্যেষ্ঠকে বিকৃষ্ট করিবে। বিশ্বকর্ম্মা এই প্রেক্ষাগৃহের পরিমাণের কথা যাহা কহিয়াছেন তাহাও অবহিত হইয়া শুন। অণু, রজ, বাল, লিক্ষা, যূকা, যব, অঙ্গুল, হস্ত, ও দণ্ড বিশ্বকর্ম্মা এই কয় প্রকার পরিমাপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আট অণুতে এক রজঃ, আট রজঃ এক বাল, আট বাল এক লিক্ষা, আট লিক্ষা এক যূকা, আট যূকা এক যব, আট যব এক অঙ্গুল, চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল এক হস্ত এবং চার হস্তে এক দণ্ড হয়। মণ্ডপ-নির্ম্মাণ এই প্রমাণে হইবে। কিন্তু সচরাচর মনুষ্যের জন্য দৈর্ঘ্যে চতুঃষষ্টি হস্ত এবং বিস্তারে দ্বাত্রিংশৎ হস্তের অনধিক নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। দীর্ঘ প্রস্থে এতদপেক্ষা অধিক করিলে নাট্য অস্ফুট হইয়া উঠিবে। যদি মণ্ডপ অধিক দূরবর্ত্তী হয় তাহা হইলে অভিনেতৃগণের উচ্চারিত স্বর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না এবং হইলেও অত্যন্ত বিস্বর বোধ হয়। আর নাট্যগত ভাব যাহা দর্শকগণের দৃষ্টিগোচর হওয়া আবশ্যক তাহাও এই দূরবর্ত্তিতা হেতু সম্পূর্ণ অব্যক্ত হইয়া উঠে। অতএব প্রেক্ষাগৃহ মধ্যম পরিমাণ হওয়া চাই। ইহাতে পাঠ্য ও গান দুই-ই বেশ শুনা যাইতে পারে। প্রেক্ষাগৃহের ভূমিবিভাগ অগ্রে পরীক্ষা করিবে; পরে, বাস্তুপ্রমাণে গৃহা-রম্ভ করা আবশ্যক। যে ভূমি সম, স্থির, কঠিন, কৃষ্ণ ও শ্বেত, নাট্যমণ্ডপ তথায় প্রস্তুত করিবে। সর্ব্বপ্রথমে ভূমি-শোধন অর্থাৎ ভূমিতে যে অস্থি কীলক ও তৃণগুল্মাদি আছে তাহা উন্মূলিত করিয়া লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিবে। পরে ভূমির পরিমাপ। পুষ্যা-নক্ষত্র-যোগে এই পরিমাপের জন্য শুক্ল সূত্র প্রসারিত করিতে হইবে। এই সূত্র কার্পাস, বাবজ, মৌঞ্জ ও বাল্কল এই চার প্রকার হইতে পারে। কিন্তু সূত্রের মধ্যে ছেদ কোনও মতে রাখিবে না। কারণ রজ্জু অর্দ্ধ ছিন্ন হইলেই স্বামীর মৃত্যু, ত্রিভাগ ছিন্ন হইলে রাষ্ট্র-কোপ এবং চতুর্ভাগ ছিন্ন হইলে প্রযোক্তার বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং অক্ষত সূত্রই আবশ্যক। আরও একটা কথা আছে, যদি রজ্জু কোন গতিকে পরিমাপকের করভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে কোনও না কোন অপচয় হওয়া সম্ভব, এইজন্য অতি প্রযত্নের সহিত রজ্জু গ্রহণ করিবে। পরে ভূমির পরি-মাপ। এই কার্য্যে শুভ মুহূর্ত্ত ও তিথি নিতান্ত আবশ্যক। পরিমাপক ভাল তিথি ও মুহূর্ত্ত-যোগে অগ্রে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পরে সূত্র প্রসারিত করিবেন।

মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টি হস্ত পরিমাণ করিবে। ইহাও আবার দুই ভাগ হইবে। এই দ্বিধাভূত ভাগের পশ্চাতে যে ভাগ থাকে তাহার আর্দ্ধার্দ্ধ ভাগে রঙ্গশীর্ষ প্রস্তুত করিবে। পশ্চিম ভাগে নেপথ্য-গৃহ বা সাজঘর। শঙ্খাদির ধ্বনি-সহকারে এই গৃহ-সন্নিবেশ কার্য্য করিতে হইবে। পরে ভিত্তিকর্ম্ম। ভিত্তি-কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে স্তম্ভ স্থাপন করিবে। এই কার্য্য শুভ সূর্য্যোদয় কালে করিতে হয়। প্রথম ব্রাহ্মণ-স্তম্ভ। ইহার উপকরণ শ্বেতবর্ণ হইবে। দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়-স্তম্ভ। ইহার উপকরণ রক্তবর্ণ। পশ্চিমোত্তর দিকে বৈশ্য-স্তম্ভ। ইহার উপকরণ পীতবর্ণ। এবং পূর্ব্বোত্তর দিকে শূদ্র-স্তম্ভ। ইহার উপকরণ নীলবর্ণ হইবে। ব্রাহ্মণস্তম্ভের নিম্নে স্বর্ণ, ক্ষত্রিয়স্তম্ভের নিম্নে তাম্র, বৈশ্যস্তম্ভের নিম্নে রজত এবং শূদ্রস্তম্ভের নিম্নে লৌহ দিবে। কিন্তু সকল স্তম্ভের মূলে লৌহ ও তাম্র নিক্ষেপ করা আবশ্যক। পরে যথা-বিধি রঙ্গপীঠও প্রস্তুত করিবে। নেপথ্য-গৃহের দুইটী দ্বার হওয়া চাই। রঙ্গপীঠের গর্ত্তপূরণের জন্য লোষ্ট্র তৃণ ও কর্ক্কর-শূন্য কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দিবে। ইহা কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার বা মৎস্যপৃষ্ঠাকার হইবে না, আদর্শতলবৎ হইবে। ইহার

পূর্ব্বদিকে হীরক, দক্ষিণে বৈদূর্য্য, পশ্চিমে স্ফটিক, উত্তরে প্রবাল ও মধ্যে স্বর্ণ দিবে। এইরূপে রঙ্গপীঠ প্রস্তুত হইলে পরে দারুকর্ম্ম। কাষ্ঠে নানারূপ শিল্প রচনা করিবে। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু, অট্টালিকা, নানা প্রকার পুত্তলী, বেদী, যন্ত্রজাল-গবাক্ষ, ও কুট্টিমোপরি বিন্যস্ত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপে দারুকর্ম্ম করিবে। নাট্যমণ্ডপ শৈলগুহাকার ও দ্বিভূমি বা দ্বিতল হওয়া আবশ্যক। ইহা এইরূপে প্রস্তুত করিবে যেন বায়ুসঞ্চারণের পথ ভালরূপ না থাকে। কারণ নির্ব্বাত হইলে অভিনেতাদিগের কণ্ঠস্বর গভীরতর শ্রুত হইতে থাকিবে। এইরূপে সমস্ত প্রস্তুত হইলে পরে ভিত্তি-লেপ ও সুধাকর্ম্মবিধি। ভিত্তি সকল সম-উপলিপ্ত ও মার্জ্জিত হইলে তাহাতে চিত্রকর্ম্ম করিবে এবং লতাবন্ধ ও স্ত্রী পুরুষ সকল রচনা করিয়া দিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

রাগ-চেনা

পত্রিকার পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় রাগাদির মূল নিয়ম যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, রাগ-বিশেষে তাহার কিরূপ প্রয়োগ হয়, দৃষ্টান্তের দ্বারা ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

ভৈরব রাগ হইতেই আরম্ভ করা যাক্; কেননা ইহাই আদি রাগ বলিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রে সাধারণতঃ উক্ত হইয়াছে। রাগ ভৈরবের সহিত তাহার সমপ্রকৃতিক রাগগুলির ভেদা-ভেদ কিরূপ, তাহা নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত আদর্শ-রূপগুলি হইতেই সহজে উপলব্ধি হইবে।

ভৈরব।

॥ গঋা-া সা। মা-া-া। ণদা-া পা-া। দা র্সা-া -া।

। ণা দা পা-া। মা গা—ঋা-া সা॥

রামকেলী।

॥ সা গা মা পা। দা-া পা-া -া। দা না র্সা-া।

ণা দা পা-া। মা গা ঋা সা॥

কালাংড়া।

॥ সা গা মা পা। দা না দা পা। মা া গা-া।

। না-া র্সা া। না দা না-া। দা পা মা পা। মা-া গা া॥

যোগিয়া।

॥ সা ঋা মা পা। দা-া পা-া-া। মা পা দা র্সা।

। ণা দা পা-া। মা গা ঋা সা॥

বাঙ্গালী।

॥ সা ঋা মা পা। দা-া পা -া। দা-া মা-া। দা না র্সা া।

।-না দা পা মা। গা ঋা সা-া॥

ভাটিয়ারি।

॥ মা গা মা-া। পা-া-া-া। দা পা মা -া। ঋা-াগা পা।

। গা ঋা সা-া। পা দা র্সা-া। না দা পা -া। গা-া সা-া॥

পূর্ব্ব-সংখ্যায় দেখান হইয়াছে, কোন অষ্টকের প্রথম চতুষ্কের স্বর গুলির সহিত দ্বিতীয় চতুষ্কের স্বরগুলির সম্বন্ধ সমান এবং উহা হইতেই বাদী সম্বাদীর স্থান সহজে উপলব্ধি হয়। এই হেতু, রাগাদির আলোচনার সময়, চতুষ্ক-দ্বয় চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া উহাদের অঙ্গীভূত স্বরগুলি মিলাইয়া দেখা মন্দ নহে। যথাঃ—

পূর্ব্ব-চতুষ্ক।	উত্তর-চতুষ্ক।
॥ স ঋ র জ্ঞ গ ম।	। প দ ধ ণ ন র্স॥

ভৈরব।—ভৈরবের আদর্শ রূপটি দেখিলে উপলব্ধি হইবে, আরোহণ গতিতে খরজের অব্যবহিত পরেই কোমল রিখাব (ঋ) আইসে না; পরন্তু, গ-হইতে মীড় যোগে ঋ-হইয়া খরজে নাবিয়া আইসে। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বা-মীর মতে ভৈরবে অতি কোমল রিখাব লাগে। মীড়-যোগে নাবিয়া আইসে বলিয়া অতিকোমল ছুঁইয়া আসাই স্বাভা-বিক। কিন্তু তাই বলিয়া অতি কোমলে কখনই স্থায়ী হইতে পারে না।

খরজের অব্যবহিত পরেই রিখাব না আসিয়া গান্ধার আসায়, গান্ধারকেই ভৈরবের গ্রহ-স্বর বলিয়া ধরিতে হয়। (খরজ সকল রাগেরই সাধারণ উত্থান-স্বর; সুতরাং উহাকে গ্রহস্বর বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে)

ভৈরব-রাগে, পূর্ব্ব-চতুষ্কে যেরূপ গ—ঋ, উত্তর-চতুষ্কে সেইরূপ ন—দ; অর্থাৎ ন হইতে মীড় সহযোগে দ; ঋ ও দ এই দুইটিই মুখ্য স্বর; গ ও ন উহাদের আনুষঙ্গিক বা অনুবাদী মাত্র। ভৈরবে গ-সংযোগে ঋ-কে প্রথমেই ভাল করিয়া দেখান আবশ্যক। এইহেতু, ঋ ইহার বাদী ও দ ইহার সম্বাদী। এবং ম ইহার স্বাভাবিক বিশ্রাম-স্থান; অর্থাৎ ম ইহার ন্যাস-স্বর।

এখানে একটি তর্কের বিষয় আছে। কেহ কেহ বলেন, ভৈরব-রাগে পূর্ব্ব-চতুষ্কে যেরূপ গ—ঋ, সেইরূপ উত্তর-চতুষ্কে ন—দ না হইয়া ণ—দ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাই সাধারণতঃ প্রচলিত। কিন্তু আমার মনে হয়, যে সব যন্ত্রে মীড় ভাল চলে না, তাহাতেই কোমল নিখাদের (ণ) পর্দ্দা স্পর্শ করা আবশ্যক হয়। যে সব যন্ত্রে মীড় চলে, সেই সব যন্ত্রে শুদ্ধ নিখাদ (ন) হইতে মীড়-যোগে কোমল (দ) ধৈবতে নাবাই উচিত। তাহা হইলে আপনা হইতেই সেই সঙ্গে কোমল নিখাদও (ণ) স্পৃষ্ট হয়। বোধ হয়, শুদ্ধ ন-ই ভৈরবের প্রকৃত স্বর; কেন না, পূর্ব্ব-চতুষ্কে যখন শুদ্ধ গ লাগে, তখন উত্তর-চতুষ্কেও শুদ্ধ ন লাগাই উচিত; যেহেতু ন গ-য়ের সম্বাদী। এবং ণ, কোমল গান্ধারের (জ্ঞ) সম্বাদী; এই হেতু জ্ঞ ও ণ ভৈরবীতে উচিত মতই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীতবেত্তা পিঙ্গলে মহাশয় ভৈরব-রাগের যে ঠাট্ দিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ নিখাদই আছে,—কোমল নিখাদ নাই। সঙ্গীত-পারিজাতেও ভৈরবের গান্ধার ও নিখাদ তীব্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা:—

"তত্রোক্তৌ তু গ-নী তীব্রৌ কোমলা ধৈবতঃ স্মৃতঃ।"

কিন্তু অধুনা (অন্ততঃ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে) দুই নিখাদই ভৈরবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য আমরা ভৈরবের আদর্শ-রূপে দুই নিখাদই রাখিয়াছি।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ভৈরব রাগ কাহারও মতে সম্পূর্ণ এবং কাহারও মতে ঔড়ব। সঙ্গীত-পারিজাতের মতে ভৈরবে রিখাব ও পঞ্চম বর্জ্জিত। এবং ইহার বাদী সম্বাদী সম্বন্ধেও মতান্তর দৃষ্ট হয়।

রামকেলী।—ভৈরবের সহিত রামকেলীর প্রভেদ এই,—ভৈরবের ন্যায় ঋ ও দ, গ ও ন-এর সহিত মীড়-যোগে উচ্চারিত হয় না। এবং ঋ অপেক্ষা ইহাতে দ-এরই প্রাধান্য। ভৈরবে যেরূপ ঋ বাদী ও দ সম্বাদী; ইহাতে সেইরূপ দ বাদী ও ঋ সম্বাদী। ভৈরবের ন্যায় ঋ-কে ততটা মীড়যোগে স্থায়ীভাবে দেখান আবশ্যক হয় না। গ্রহ-স্বর হইতে উহা একেবারেই দ-এ উত্থান করে। ইহারও গ্রহ-স্বর গ। আর একটি প্রভেদ এই, ভৈরবের ন্যাস-স্বর ম; ইহার ন্যাস-স্বর প।

ভৈরবের মুখ্য ক্রিয়া-ক্ষেত্র, পূর্ব্ব-চতুষ্ক এবং রামকেলীর মুখ্য ক্রিয়া-ক্ষেত্র উত্তর-চতুষ্ক।

যোগিয়া।—যোগিয়ার গ্রহ-স্বর ঋ; এবং আরোহণে গ লঙ্ঘিত হয়। ইহাই ইহার বিশেষত্ব। রামকেলীর ন্যায় ইহারও ন্যাস স্বর প। ইহাতেও নিখাদ লইয়া একটু মতান্তর আছে; কেহ বলেন, ইহাতে একমাত্র শুদ্ধ নিখাদ লাগে; কেহ বলেন ভৈরবের ন্যায় দুই নিখাদই লাগে।

কালাংড়া।—কালাংড়া অনেকটা রামকেলীর ন্যায়। ইহার এইটুকু বিশেষত্ব:—ইহাতে, দ ও ঋ-র মধ্যে যেরূপ বাদী-সম্বাদী ভাব আছে; গ ও ন-এর মধ্যেও সেইরূপ বাদী-সম্বাদী ভাব দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ গ ও ন-কেও ইহাতে স্থায়ীভাবে দেখান আবশ্যক হয়। ইহার নিখাদ শুদ্ধ ও ইহার গ্রহ ও ন্যাসস্বর গ।

বাঙ্গালী।—বাঙ্গালী প্রায় যোগিয়ারই মত। ইহারও গ্রহ-স্বর ঋ। ইহার ন্যাস-স্বর প ও ম উভয়ই। যোগিয়ার সহিত ইহাতেই যাহা কিছু প্রভেদ। এবং ইহার নিখাদ শুদ্ধ।

ভাটিয়ারী।—ইহারও ন্যাস-স্বর প ও ম উভয়ই। আরোহণে কখন বা ম লঙ্ঘিত হয়, কখন বা হয় না। অবরোহণে কখন বা ঋ লঙ্ঘিত হয়, কখন বা হয় না। ইহার এই অনিয়মিত ভাবই ইহার বিশেষত্ব।

পুরাতন গীত-সংগ্রহ

(কালী মির্জা-রচিত)

ভৈরব—মধ্যমান।

বিপিনে বাজে বাঁশরি ;
অবশ হইয়ে অঙ্গ শ্যামেরে ভাবে কিশোরী।
মোহন বেণুর স্বর, হৃদয়ে বিঁধিল শর;
চিন্তিয়ে ব্রজকিশোর, পড়ে আপনা পাসরি॥

ঐ — ঐ

উঠ হিম গিরিবর-নন্দিনী, মা! সুরা-সুর-নর-মুনিবর-বন্দিনি!
কৃপাদৃষ্টি কর নিদ্রা পরিহরি অভয় বরদে ভয় ভঞ্জিনি!
মণিময় মন্দির বাসিনি! মধ্য-সরোজ-বিলাসিনি!
কালীদাস-অন্তরে, সদত বাস করে চিন্তা চিন্ময়রূপিনী॥

ঐ — ঐ

কে ও বিহরে হর-হৃদি-পরে, হর-মন হরে মোহিনী।
চরণে অরুণ, রবি শশি যেন নখরে প্রখরে আপনি।
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষ-পদ আপদে সম্পদ-দায়িনী।
চরণে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুর-বাসিনী।
রজত-শিখরে, করে' অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী।
যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়-বারিণী॥

ললিত—আড়াঠেকা।

জেগেছ রজনী সজনি কার আসা-আশাতে।
প্রভাত অরুণ হয়েছে অরুণ তব নয়ান প্রভাতে।
অলসে অবশ অঙ্গ, হইতেছে অঙ্গভঙ্গ মদন-মদেতে।
বেশভূষা যেমনি, সকলি আছে অমনি, তিলক নাসাতে॥

ঐ — ঐ

এত যে চঞ্চল হলে ওহে গুণমণি,
বুঝি মনে পড়িয়াছে আর কোন ধনী।
আশয়ে না গেল আশা, কেমন তব আসা;
আসিয়ে শেষ নিশিতে যেতে চাও এখনি॥

ঐ — ঐ

আলো শুনলো সজনি, আমার রোদনে পোহায় রজনী।
না বুঝিয়ে তার মন, এমন হবে কি জানি।
আমি থাকি আশা-আশে, সে থাকে কাহার বাসে
ভাল বাসে আর কোন ধনী॥

ললিত - মধ্যমান।

কে আলো গো সখি দেখ দেখি
শ্যাম অঙ্গে অরুণ আভরণ।
চরণে অরুণ, নয়নে অরুণ, চূড়ায় অরুণ কিরণ।
সিন্দুর-চিহ্ন অরুণ, করতল অরুণ বরণ।
এত অরুণ প্রকাশি তাহে নাহি লাজ বাসি'
বলে নিশি আছে এখন॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

যেন হে আপন বশ কি সাধ প্রেম সাধনে।
চলিতে আঁখিতে দেখে, হরিষে বিষাদ মনে।
অন্তরে অন্তর নয়, তথাচ অন্তরে রয়,
সদাই উভয় ভয় পরশনে॥

ভৈরব—তিওট্‌।

আমার কালা-আলয়-আলো এলোকেশী।
উমা ওমা যত ডাকি তত দেখি পূর্ণমাসি।
যেমন উদয় হয়, কহিতে লাগয়ে ভয়,
যত ভাবি তত হয় আর তেজোরাশি।

ললিত—মধ্যমান।

এ কেমন মান রাধে হায়।
নাগর নিকটে বসি, সাধিয়ে পোহায় নিশি
ঠেলেছ তাহারে পায়।
আসিয়ে তোমার বাসে, গলে দিয়ে পীতবাসে
তবু না হেরিলে তায়।
সে রসিক-শিরোমণি, ফিরে যায় যে অমনি
কালি হয়ে নীলকায়॥

ঐ—ঐ।

সখি গো বল কি হল আমার এ।
নীর বহে নিরন্তর দু নয়ানে বারে বারে।
আঙিনা বাহিরে গিয়ে ধীরে ধীরে
তারা গুণি বারে বারে।
প্রকাশিল শুক, যেন আশা-মুখ,
দুখেতে বুক বিদারে॥

ভাটিয়ারি—ধামার।

ময়্ ক্যায়সে যাঙ্ যমুনা,
বাট মাঝ বাট পার কাণ।
বাহিঞা পকর পিচকারি
নাব তুঁহে দেতহিরি
গোলাল আবীর
বাট মাঝ বাট পার কাণ॥

০ ৩ ০ ১´ ০ ২ ০॥ ৩
॥মা -গা -মগা। মা -া। পা -া I পা -া -া। -া -া। -া -া।॰ পা -া -দা। পা -া।
॥ম ॰ ॰য়্। ক্যা য়্। সে ॰ I যা ॰ ॰। ॰ ॰। ॰ ॰। ঙ্ ॰ ॰। য ॰।

০ ১´ ০ ২ ০ ৩ ০ ১´
।মা -া I মা -া -া। -গা -া। -া -া। গা -মা -পমা। গা -া। সা -া I -ন্া -া ন্া
।মু ॰ I না ॰ ॰। ॰ ॰। ॰ ॰। বা ॰ ॰। ট ॰। মা ॰ I ॰ ॰ ঝ

০ ২ ০ ৩ ০ ১´ ০ ২
।সা -া। ঋা -া। গা -া -পা। গা -া। -ঋা -া I গা -া -ঋা। -া -া। সা -া॥
।বা ॰। ট ॰। পা ॰ ॰। র ॰। ॰ ॰ I কা ॰ ॰। ॰ ॰। ণ ॰॥

৩ ০ ১´ ০ ২ ০ ৩
॥পা দা। র্সা -া। র্সা -া I র্সা -া র্সা। র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া র্ঋা। র্সা -া।
॥বা হি। ঞা ॰। প ॰ I ক ॰ র। পি ॰। চ ॰। কা ॰ রি। না ॰।

০ ১´ ০ ২ ০ ৩ ০ ১´
।-র্গা -া I র্গা -া র্ঋা। র্সা -া। -া -া। র্সা -না -র্সা। না -দা। দা -পা I -পা -গা -মপগা।
।॰ ॰ I ব ॰ তু। হেঁ ॰। ॰ ॰। দে ॰ ॰। ত ॰। হি ॰ I ॰ ॰ ॰।

০ ২ ০ ৩ ০ ১´ ০ ২
।মা -া। পা -া। পা -া -দা। পা -া। মা -া I মা -া -গা। গা -া। গা -মা
।রি ॰। গো ॰। লা ॰ ॰। ল ॰। আ ॰ I বী ॰ ॰। র ॰। বা ॰।

০ ৩ ০ ১´ ০ ২ ০ ৩
।-পা -া -মা। গা -া। সা -া I -ন্া -া ন্া। দা -া। ঋা -া। গা -া -পা। গা -া।
।॰ ॰ ॰। ট ॰। মা ॰ I ॰ ॰ ঝ। বা ॰। ট ॰। পা ॰ ॰। র ॰।

০ ১´ ০ ২
।-ঋা -া I গা -া -ঋা। সা -া। -া -া॥
।॰ ॰ I কা ॰ ॰। ণ ॰। ॰ ॰॥

ললিত—চৌতাল।

আজু মন ভাওন কি ছবনিকে লাগত তেরে আওন।
বিনগুণ মালা বিরাজত ঔর অধরণ অঞ্জন শোহায়ন।
নয়না তাম্বুল ললাট মহোবর কোট মগন
তেরে আঁজুকে আওন কিন্নরকে প্রভু তুম বহু নায়ক
রওরিদ রস পার গৃহ পাওন ॥

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা ॥ মা গা। -ধন্ ধা I মা -া। -া মা। -া মা। -া মা। -া পা। মা -গা I
আ ॥ জু, ম। ০ ন I ভা ০। ০ ও। ০ ন। ০ কি। ০ ছ। ব ০ I

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
I -া গা। -া মা। -ধপা ধা। -া র্সা। র্সা র্সা। -নধা পা I পা -ধা। -মা মা।
I ০ নি। ০ কে। ০ লা। ০০ গ। ত তে। ০ রে I আ ০। ০ ও।

২ ০
। -ধা পমা। -গমা পা ॥
। ০ ন০। ০ "আ" ॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
॥ পা গা। -া পধা। -ধা র্সা। র্সা -া। -া র্সা। -া র্সা I -া ধন্। -ধা র্সা। -া র্সা।
॥ বি ন। —গু০। ০ ণ। মা ০। ০ লা। ০ বি I ০ রা০। ০ জ। ০ ত।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
। র্গা র্সনা। -ধা নধা। ধা -পা I -া মা। গা মা। -ধপা ধা। -া র্সা। র্সা র্সনা।
। ঔ র০। ০ প০। র ০ I ০ অ। ধ র। ০ ন। ০ অ। ঞ্জ ন০।

৪ ১´ ০ ২ ০
। -ধপা পা I পা -ধা। -মা মা। -ধা পমা। -গমা পা ॥
। ০ শো I হা ০। ০ ও। ০ ন০। ০ "আ" ॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
॥ র্সা -া। -া ননা। -ধপা পা। পা -ধা। -মা মা। -পধা পা I মা -গা। -মা মগা।
॥ নয় ০। ০ না০। ০ তা। মু ০। ০ ল। ০ ল I লা ০। ০ ট০।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। -পমা গা। গা -মা। -া মা। মা -া I মা -া। ন্ -মা। গা গমা। -মা -া।
। ০ ম। হো ০। ০ ব। র ০ I কো০। ট ০। ম গন। ০ ০।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। র্সা ঋা। সা -া I -া সা। -ঋা মা। -া মা। মা -পা। -মা মগা। -মগা মা I
। ০ তে। এ ০ I ০ আ। ০ ছু। ০ কে। আ ০। ০ ও ০। ০ ন I

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I ধা -ঋধা। -া র্সা। -া র্সা। র্সা -া। -না র্ঋা। র্সা -া I -া ধমা। ধা সা। -া র্সা।
I কি ০। ০ র। ০ র। কে ০। ০ প্র। ভু ০ I ০ তুং। ম, ব। ০ হ।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
। র্সা -র্ঋনা। ধনা না। -ধা -পা I -মা ধপা। ধপা পা। -মা গা। -া মা। ধা না।
। না ০। রং ক। ০ ০ I ০ রং। ও রি। ০ দ। ০ র। স পা।

৪ ১´ ০ ২ ০
। -র্সনা নধা I ধপা পা। মপা -ধপা। পধপা পমা। -গমা পা । ॥
। ০ রং I গৃং হ। পং ০। ওং নং। ০ "আ" ॥ ॥

ভৈরব রাগের ধ্যান ও ধারা।

ভৈরব আদি রাগ শিবের বেশ
শিব-অবয়ব, গুণে বিশেষ।
ভুজঙ্গ-নিন্দিত শিরেতে জটা
জটায় বেড়িয়া ভুজঙ্গ-ঘটা।
হিল্লোল কল্লোল তরঙ্গ-বায়
ঝর ঝর গঙ্গা ঝরিছে তায়।
তাল-শোভা হরিতাল-তিলকে
সুধাংশু-কলা কপাল-ফলকে।
আসন বসন বাঘের ছালা
দলমল দোলে মুণ্ডের মালা।
কোটি শশধর জিনিয়া কায়;
তাহাতে বিভূতি কলঙ্ক পায়।
বৃষভ বাহন, করে ত্রিশূল,
অক্ষির ভাব ঢুলু ঢুলু ঢুল!
সংপূরণ ভাবে বেক্তান ফিরি
ধৈবত গান্ধার হয়েতে ঘিরি।
রিখব সম্বাদি গান্ধার বাদী।
খরজ তাহাতে হবে অম্বাদি।
ছয় দণ্ড নিশি থাকিতে গাবে
অরুণ উদয়ে সকধা পাবে।
—"সঙ্গীত-তরঙ্গিনী"।

প্রথম ভাগ। ষষ্ঠ সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

ফাল্গুন, ১৩০৮।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—৬ সংখ্যা	"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" ॥	ফাল্গুন ১৩০৮

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

মধ্যস্থসাদিরাদ্যাধঃস্থন্যাদ্যাদিকং পরাঃ ষট্ চ।
ক্রম আরোহণমেষাং খাড়বমিহ ষট্স্বরাং
কিমপি। ৪৩

মধ্যস্থ ষড়্জ যাহার আদি স্বর,—এইরূপ একটী, আর অধঃস্থ নি প্রভৃতি যাহাদের আদি স্বর এইরূপ অন্য ছয়টী, ইহাদের আরোহণই ক্রম। যাহাতে ষট্ স্বর আছে এইরূপ কোন কিছুই খাড়ব। ৪৩

ঐ সাতটী বিশেষ কথিত হইতেছে। মধ্যস্থ অর্থাৎ মধ্য স্থানস্থ ষড়্জ যাহার আদি স্বর—এইরূপ একটী, আর অধঃস্থ অর্থাৎ ষড়্জ হইতে নিম্নস্থ অর্থাৎ মন্দ্রস্থ যে নিষাদাদি যাহাদের আদি এইরূপ অন্য ছয়টী অর্থাৎ রঞ্জনী প্রভৃতি—এইসমস্ত স্বরের আরোহণকে ক্রম বলিয়া জানিবে। সুতরাং স, রি, গ, ম, প, ধ, নি; নি, ধ, প, ম, গ, রি, স;—উত্তর মন্দ্র। নি, স, রি, গ, ম, প, ধ; ধ, প, ম, গ, রি, স, নি;—এই রঞ্জনী। ধ, নি, স, রি, গ, ম, প; প, গ, রি, স, নি, ধ;—এই উত্তরায়তা। প, ধ, নি, স, রি, গ, ম; ম, গ, রি, স, নি, ধ, প;—এই শুদ্ধ ষড়্জ। ম, প, ধ, নি, স, রি, গ; গ, রি, স, নি, ধ, প, ম;—এই মৎসরীকৃতা। গ, ম, প, ধ, নি, স, রি; রি, স, নি, ধ, প, ম, গ;—এই অশ্বক্রান্তা। রি, গ, ম, প, ধ, নি, স; স, নি, ধ, প, ম, গ, রি;—এই অভিরুদ্গতা। সর্ব্বসমেত সাতটী। পরে গ্রামের আধেয়ান্তর ক্রম বিবৃত হইতেছে। এই সমস্ত স্বরের আরোহণই ক্রম বলিয়া নির্দিষ্ট। কিন্তু অবরোহণটী ক্রম নহে ইহা বুঝিতে হইবে। ক্রম এইরূপ স, রি, গ, ম, প, ধ, নি। এই ক্রমভেদ শাস্ত্রান্তর হইতে জানিয়া লইবে। এখন আধেয়ান্তর অর্থাৎ শুদ্ধ তান বিবৃত করিবার জন্য উপযোগী বলিয়া খাড়ব ও ঔড়ব বলা হইতেছে। যাহাতে ষট্ স্বর আছে সেই মূর্চ্ছনাদি খাড়ব। ৪৩

পঞ্চস্বরং তথৌড়বমথ শুদ্ধাএব মূর্চ্ছনা যর্হি।
খাড়বতাশ্চৌড়বিতাঃ শুদ্ধাস্তানা নবাম্বুধয়ঃ ॥৪৪

পঞ্চস্বরই ঔড়ব। শুদ্ধ মূর্চ্ছনা যদি খাড়বিত ও ঔড়বিত করা হয় তাহা শুদ্ধতান। ইহা সর্ব্বসমেত ঊনপঞ্চাশ। ৪৪

যাহা পঞ্চস্বর তাহাই ঔড়ব। খাড়ব ও ঔড়ব এই দুইটী পূর্ব্বাচার্য্যাকৃত নাম। শুদ্ধতান বলা হইতেছে;—শুদ্ধ অর্থাৎ স্বর-বিকার-রহিত যে মূর্চ্ছনা তাহাই যদি খাড়বিত

অর্থাৎ ষট্‌স্বরাত্মক করা হয়,আর ঔড়বিত অর্থাৎ পঞ্চস্বরাত্মক করা হয়, তবে তাহা শুদ্ধতান হইয়া থাকে। শুদ্ধ মূর্চ্ছনা বলাতে শাস্ত্রান্তরে কথিত শুদ্ধ, সান্তর, সকাকলীক ও সান্তর-কাকলীক এই চার প্রকার মূর্চ্ছনার সূচনা করা হইয়াছে। যদ্যপি মূর্চ্ছনাই শুদ্ধতান এই কথা বলিলে আরোহ ও অবরোহ বুঝাইয়া দেয়, তথাপি মতঙ্গ বলেন আরোহই তান। মূর্চ্ছনা ও তানের কিরূপ ভেদ?—এই প্রশ্নে মতঙ্গ কহিতেছেন, আরোহ-অবরোহ-ক্রমযুক্ত যে স্বর-সমূহ তাহাই মূর্চ্ছনা, কিন্তু তান কেবল আরোহণ। - এই উভয়ের ভেদ। ইহাদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইহারা সর্ব্বসমেত উনপঞ্চাশ। ষড়জগ্রামে ক্রমে ষড়জ ঋষভ পঞ্চম ও নিষাদ-বিহীন রি, গ, ম, প, ধ, নি ইত্যাদি আটাইশ খাড়ব শুদ্ধতান, আর ষড়জ ও পঞ্চম দ্বারা, গান্ধার ও নিষাদ দ্বারা, ঋষভ ও পঞ্চম দ্বারা ক্রমে বিহীন রি, গ, ম, ধ, নি ইত্যাদি একবিংশতি ঔড়ব। সমুদায়ে মিলিয়া উনপঞ্চাশ। এইটি প্রাচীন মত। ৪৪

পূর্ণাশ্চাপূর্ণাশ্চ ব্যুৎক্রমণোচ্চারিতস্বরা বিবিধাঃ।
চেন্মূর্চ্ছনাস্তু কূটাস্তানাঃ সংখ্যাথ পূর্ণানাং ॥৪৫
খনিগমথশরা একৈকস্বরবিমুচাং ক্রমাচ্চ নখ-
গিরয়ঃ।
খার্কাব্জিনা রনা দ্বৌ ভূরিতি তত্তৎক্রমৈর্যুক্তাঃ।
৪৬

পূর্ণ ও অপূর্ণ মূর্চ্ছনা যদি ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ এক একটী অন্ত্য স্বরত্যাগে উচ্চারিত-স্বর হয় তাহাই কূটতান। ইহা বিবিধ। এক্ষণে পূর্ণাদি ক্রমে উহাদের সংখ্যা বলা হইতেছে। উহাদের সংখ্যা পঞ্চসহস্র চত্বারিংশ। যাহারা এক এক স্বরত্যাগ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা সপ্তশত বিংশতি, ষট্, দ্বি, ও এক। যাহারা সেই সেই ক্রমযুক্ত তাহাদের এই সংখ্যা। ৪৫।৪৬

শুদ্ধতান কহিয়া তৎসমুদায় হইতে ভিন্ন কূটতান কহিতেছেন। পূর্ণ অর্থাৎ সপ্তস্বর এবং অপূর্ণ অর্থাৎ এক একটী অন্ত্য স্বর ত্যাগ হইলে ষট্‌স্বরাদি একস্বরান্ত মূর্চ্ছনাই যদি ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ একাদি স্বর ত্যাগে উচ্চারিত-স্বর হয় তাহা হইলেই কূটতান হইয়া থাকে। ইহা কি শুদ্ধই?—না তাহা নহে। বিবিধ অর্থাৎ গ্রন্থান্তরে উক্ত চতুর্বিধ। এক্ষণে সপ্তস্বরাদি সাতপ্রকার কূটতানের সংখ্যা নিরূপিত হইতেছে। পূর্ণাদিক্রমে ঐ সংখ্যা বলিতেছেন। যাহারা এক এক স্বর ত্যাগ করিতেছে তাহাদিগের সংখ্যা পাঁচ হাজার চল্লিশ হইয়া থাকে। ষট্ স্বরের সংখ্যা সাত শ কুড়ি। পঞ্চ স্বরের এক শ কুড়ি। চতুঃ স্বরের চব্বিশ। ত্রিস্বরের ছয়। দ্বিস্বরের দুই। এক স্বরের এক। প্রতি মূর্চ্ছনাতেই এই সংখ্যা হইবে। ষড়্‌জগ্রামে সর্ব্বসমেত সাত প্রকার সাত শুদ্ধ মূর্চ্ছনা। কূটতান সংখ্যা চার হাজার তের শ নিরনব্বই। বলি, যাহারা ক্রমে এক এক স্বর ত্যাগ করিতেছে—তাহাদের কি এই পূর্ণাদি কূটতানের সংখ্যা?—না তাহা নহে। সপ্ত স্বরাদি এক স্বরান্ত যাহাদের ক্রম তাহাদেরই এই সংখ্যা। ক্রম না ধরিলে প্রত্যেকে এক একটীও হয় না। ফলত ক্রমের কূটতানতা সত্ত্বেও বক্ষ্যমাণ প্রস্তারাদি সিদ্ধির জন্য এস্থলে গ্রহণ হইল। ৪৫।৪৬।

একাদিকসপ্তান্তেষূর্দ্ধোর্দ্ধাঙ্কেষু পূর্ব্বপূর্ব্বহতে।
পরপরএকাদিকসংখ্যা স্যাৎ প্রস্তারমথ
কথয়ে ॥ ৪৭

যাহাদের আদি এক ও অন্তে সাত সেই গুলি ঊর্দ্ধোর্দ্ধ ভাবে স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে পর পর অঙ্ক পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বারা গুণিত হইলে একাদিক সংখ্যা হয়। এক্ষণে প্রস্তার কহিতেছি। ৪৭

এই কূটতান সংখ্যায় বহু, সেই হেতু উহাদের প্রত্যেকটীর উচ্চারণ দ্বারা স্বরূপ বুঝান কষ্টকর, এই জন্য সহজে জানিবার উপায় বলিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের মধ্যে সপ্তস্বরাদি একস্বরান্ত সংখ্যার জ্ঞানোপায় বৈপরীত্যে কহিতেছেন। যাহাদের এক আদি ও অন্তে সাত সেই সমস্ত ঊর্দ্ধোর্দ্ধভাবে অর্থাৎ উপরি উপরি ভাবে স্থাপিত

করিয়া তাহাদের মধ্যে পর পর অঙ্ক অর্থাৎ অগ্রিম অঙ্ক পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বারা হত অর্থাৎ আদ্য আদ্য দ্বারা গুণিত হইলে একাদিক সংখ্যা হয়। ইহা এইরূপ। ১।২।৩।৪।৫।৬।৭ এই একাদি সংখ্যা উপরি উপরি ভাবে রাখ। একটী ন্যায় আছে, আদ্য এক দ্বারা পরবর্ত্তী অঙ্ক গুণ করিলে, অথবা দুইটীই একের দ্বারা গুণ করিলে, তাহাই হয়। এই ন্যায় অনুসারে ঐ আদ্য দুই অঙ্ক দ্বারা পরবর্ত্তী তিন অঙ্ক গুণিত হইলে ছয় হইতেছে। এইরূপ ছয় অঙ্ক দ্বারা চার অঙ্ক গুণ করিলে চব্বিশ হয়। উহা দ্বারা পাঁচ অঙ্ক গুণ করিলে একশ কুড়ি হয়। আবার উহা দ্বারা ছয় অঙ্ক গুণ করিলে সাত শ কুড়ি হয়। ঐ আদ্য অঙ্ক গুলি দ্বারা পরের সাত অঙ্ক গুণিত হইলে পাঁচ হাজার চল্লিশ হইবে। এইটীই পূর্ব্বোক্ত একস্বরাদি সংখ্যা। এক্ষণে প্রস্তার কি তাহা কহিতেছেন। প্রস্তার এই যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়াদি ভেদের সেই সেই সংখ্যা যে পর্য্যন্ত না সমাপ্তি হয় সেই পর্য্যন্ত তৎসমুদায় ক্রমে স্থাপন। ৪৭

ন্যস্য ক্রমং যথেষ্টং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ পরাদধঃ
স্থাপ্যঃ।
পূর্ব্বো যদ্যুপরি স্যাৎ তত্তৎপূর্ব্বঃ পুর উপ-
রিগাঃ। ৪৮

যথা ইচ্ছা একটী ক্রম রাখিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্বকে পরের অধোতে রাখিবে। পূর্ব্বও যদি উপরি হয় তাহা হইলে তাহারও পূর্ব্বকে লিখিবে। এইরূপে যে সকল উপরি গত তাহাদিগকে লিখিত স্বরের অগ্রে রাখিবে। ৪৮

যথেষ্ট অর্থাৎ এক স্বরাদি সপ্ত স্বরান্ত ক্রমের মধ্যে যা ইচ্ছা একটা ক্রম রাখ। ইহা এইরূপ। স, রি, গ, এই আরোহটী প্রথম পংক্তি রূপে লিখিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্বটী পরবর্ত্তীর নিচে রাখিতে হইবে। এস্থলে ক্রমাপেক্ষায় এই পরটীর পূর্ব্ববর্ত্তিতা হইবে। যে পর্য্যন্ত না প্রস্তার সমাপ্তি হয় সেই পর্য্যন্ত প্রতিস্থানে একবার মাত্র লিখিবে। সুতরাং একবারই দ্বিতীয়াদি পংক্তিতে পূর্ব্বস্বর পরবর্ত্তীর নিচে লিখিবে। এই বিষয়ে বিশেষ বলা হইতেছে। পূর্ব্বটী যদি উপরে হয় তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বকে লিখিবে। অর্থাৎ লিখিতে আরব্ধ পূর্ব্ব স্বর যদি উর্দ্ধ পংক্তিতে অগ্রে দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব হইতে যে পূর্ব্ব তাহা পরবর্ত্তীর অধোতে লিখিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্বও যদি অগ্রে হয় তাহা হইলে তা হতেও পূর্ব্বকে লইবে। এইরূপে ষড়্জ পর্য্যন্ত বিচার করিতে হইবে। ষড়্জ পর্য্যন্তও যদি অগ্রে থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় স্বর হইতে নিম্ন বিচার্য্য হইবে। এস্থলেও ষড়্জ পর্য্যন্তও যদি অগ্রে থাকে তাহা হইলে তাহার অগ্রিম স্বর হইতে নিম্নে লিখিতে হইবে। এইরূপ লিখিত স্বরের যে উর্দ্ধ তদপেক্ষা যে স্বর অগ্রে তাহা পূর্ব্ব লিখিত স্বরের অগ্রে রাখিবে। ৪৮

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত

চতুরস্র মণ্ডপের প্রধান লক্ষণ বত্রিশ হস্ত। চতুর্দ্দিকেই এই পরিমাণ। এতদ্ব্যতীত বিকৃষ্ট মণ্ডপে যে সমস্ত বিধি ও লক্ষণ ইহাতে তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হইবে না। অগ্রে ভূমিবিভাগ। সূত্র দ্বারা পরিমাপ করিয়া মণ্ডপকে সমান ও চতুরস্র অর্থাৎ চারকোণা করিবে। বাহিরের সর্ব্বত্র ইষ্টকা দ্বারা ভিত্তি রচনা করিয়া অভ্যন্তরে রঙ্গপীঠ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার চারিদিকে দশটী মাত্র স্তম্ভ থাকা চাই। এই স্তম্ভের বাহিরে দর্শকদিগের উপবেশনের জন্য ইষ্টক ও কাষ্ঠ দিয়া সোপানাকার পীঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। কিন্তু ভূমি-ভাগ হইতে ইহা একহস্ত প্রমাণ করা আবশ্যক। আর রঙ্গপীঠ হইতে বেশ্ দেখা যায় এইরূপ ভাবে এই আসন সন্নিবেশিত করিতে হইবে। ঐ দশটী স্তম্ভ ব্যতীত মণ্ডপের অভ্যন্তরে, অন্যান্য দিকে আর ছয়টী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে। এই গুলিকে বলা যায় মণ্ডপ-ধারণ স্তম্ভ। ইহার উপর আট-

হাত পরিমাণ পীঠ বিন্যস্ত করিয়া দিবে। এবং ঐ স্তম্ভগুলিকে শালকাষ্ঠে নির্ম্মিত স্ত্রী দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। এই সমস্ত স্তম্ভের নাম ধারণীধারণ। পরে নেপথ্য গৃহ। ইহার দ্বার একটী মাত্র রাখিবে। আর রঙ্গের অভিমুখে অন্য একটী জনপ্রবেশন দ্বার চাই। এই রঙ্গপীঠ সর্ব্বসমেত আট হাত পরিমাণ। ইহাকে চতুরস্র সমতল ও বেদিসুশোভিত করিয়া দিবে। বিকৃষ্ট মণ্ডপে যেরূপ এই চতুরস্রেও সেইরূপে বেদির পার্শ্ব হইতে মত্তবারণী অর্থাৎ চিত্রিত বারাণ্ডা বাহির করিবে এবং ইহা ধারণ করিবার জন্য চারটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। পরে রঙ্গশীর্ষ। ইহাও বিকৃষ্ট মণ্ডপের ন্যায় উন্নত সম ও ছয়খানা-কাষ্ঠযুক্ত হইবে। চতুরস্র গৃহের এইরূপ ব্যবস্থা।

অতঃপর ত্র্যস্রের লক্ষণ কহিতেছি শুন এই ত্র্যস্র নাট্যশালা ত্রিকোণ করিবে। ইহার মধ্যস্থলে রঙ্গপীঠ ঐ ত্রিকোণই হইবে। দ্বারও ত্রিকোণ। রঙ্গপীঠের পৃষ্ঠে দ্বিতীয় দ্বার আবশ্যক। সম্মুখে ভিত্তির উপর স্তম্ভ থাকিবে। এতদ্ব্যতীত বিকৃষ্টাদিতে যাহা কিছু আবশ্যক ইহাতেও তাহা করিতে হইবে।

অতঃপর নাট্যগৃহ পূজা। ঐ গৃহে সর্ব্বাগ্রে সপ্তাহকাল গোরক্ষা করিবে। পরে শুভ দিনে শুভ নক্ষত্রে সরস্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি,মেধা,ধৃতি,মতি,স্বর, বর্ণ,নাট্যমাতৃ ও নাট্যকুমারীদিগকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই বলিয়া আবাহন করিবে "তোমরা রাত্রিকালে এই নাট্য-ব্যাপারে আমাদিগকে যথোচিত সাহায্য কর।" এই পূজায় রক্তপুষ্প রক্তগন্ধ রক্তফল ও রক্তসূত্রাদি সর্ব্বাংশে প্রশস্ত। ঐ সময় নাট্যের বিঘ্নকর রাক্ষস ও পিশাচাদিকে পক্বান্ন ও মাংস দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। মত্তবারণীতে যে সমস্ত বাস্তুদেবতা অঙ্কিত থাকে তাঁহাদিগকে অগ্রে পুষ্পোপহার দিয়া পরে ব্রাহ্মী প্রভৃতি নাট্যমাতৃগণকে প্রণাম করিবে। রঙ্গমধ্যে নানাবর্ণচিত্রিত মাল্যশোভিত সলিলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন আবশ্যক এবং তাহাতে সুবর্ণ দিবে। সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বস্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিবে এবং তৎসমুদায় গন্ধমাল্য দ্বারা পূজা করিবে। পরে হোম। ঐ সময় হোমাগ্নির প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা নর্ত্তকীদিগের কান্তিবৰ্দ্ধন করিবে এবং তাহাদিগকে কহিবে "তোমরা মহাকুলোৎপন্ন ও নানারূপ গুণ-সম্পন্ন। এই নাট্যে তোমাদের সেই সমস্ত গুণ স্ফুরিত হউক। সরস্বতী, ধৃতি, মেধা, হ্রী, শ্রী ও মতি তোমাদিগকে সিদ্ধিদান ও রক্ষা করুন।" ঐ সময় বেণু বীণা প্রভৃতি নানারূপ বাদ্য-ভাণ্ড বাজাইয়া নর্ত্তকীদিগের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া দিবে। এইরূপে হোমাদি সুসম্পন্ন হইলে নাট্যাচার্য্য রঙ্গমধ্যস্থ কুম্ভে লগুড়াঘাত করিবেন। যদি উহা ভগ্ন না হয় তাহা হইলে বুঝিবে রঙ্গস্বামীর শত্রুভয় উপস্থিত। আর যদি ভগ্ন হইয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে তাঁহার শত্রুনিপাত অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে কুম্ভভেদ হইলে নাট্যাচার্য্য প্রদীপ্ত দীপিকা দ্বারা সমস্ত রঙ্গস্থল দীপিত করিবেন। পরে রঙ্গযুদ্ধ। শঙ্খ দুন্দুভি মৃদঙ্গ পণব ইত্যাদি বাদ্যের সহিত এই রঙ্গযুদ্ধ প্রদর্শিত হইবে। যিনি এই সমস্ত বিধি অতিক্রম পূর্ব্বক নাট্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হন তাঁহার নিশ্চয় অশুভ। অতএব নূতন নাট্যগৃহে রঙ্গদেবতাদি পূজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

ভরত কহিলেন, আমি এইরূপে রঙ্গপূজা করিয়া পিতামহকে কহিলাম, "বিভো, আপনি আজ্ঞা করুন আজ এখানে কোন্ নাটক অভিনীত হইবে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "আমি যে ধর্ম্মকামার্থসাধন "অমৃতমন্থন" রচনা করিয়াছি, উহা সকলের প্রীতিকর ও উৎসাহোদ্দীপক। আজ তুমি তাহারই অভিনয় কর।" সে দিবস তাহাই হইল। পরে তিনি কহিলেন "একদা মহাদেবকে নাট্য প্রদর্শন আবশ্যক।" পরে সকলে হিমালয়ে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্ আমি যে সমবকার রচনা করিয়াছি আপনি তাহা শ্রবণ ও দর্শন করুন।" তিনি মহাদেবকে এই কথা বলিয়া আমায় কহিলেন, "ভরত, তুমি এই সমবকার প্রয়োগে প্রস্তুত হও।" পরে আমি আম্রাদি নানাবৃক্ষ-শোভিত গুহানির্ঝরপূর্ণ হিমাচলপৃষ্ঠে "ত্রিপুরদাহ" প্রয়োগ করিলাম। ভূতগণ উহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও অদ্ভুত ভাবদর্শনে অতিমাত্র হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। মহাদেবও প্রীত হইয়া, আমায় কহিলেন, "বৎস! আমি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নৃত্য করিয়া থাকি। তুমি এই নাট্যের পূর্ব্বরঙ্গ ব্যাপারে সেই নানারূপ অঙ্গহার-সংযুক্ত নৃত্য প্রদর্শন কর।" সেই সময় শিবের নিদেশে মহাত্মা তণ্ডু আমায় সরেচক সকরণ অঙ্গহার শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে তোমাদিগকে তাহাই কহিতেছি শুন।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

নৃত্য-কলা।

একই প্রকার অবস্থায় নৃত্য ও গীতের উৎপত্তি—একই প্রকার মনের আবেগ প্রকাশের এই দুইটি প্রকার-ভেদ মাত্র। নৃত্যের মূল ধরিতে গেলে, নৃত্যমাত্রই গোড়ায় ভাব-ভঙ্গী হইতে উৎপন্ন। আমাদের শারীরিক গঠন-বিধানে এমন একটি স্বাভাবিক গতি-সামঞ্জস্যের নিয়ম আছে যে, কোন ক্রিয়া বারম্বার করিলেই তাহা একটি বিশেষ নিয়মিত গতি-অনুসারে সম্পাদিত হয়। ইহাই ছান্দিক গতি; এবং এই ছান্দিক গতি অবলম্বন করিয়া মনের উচ্ছ্বাসে, তালে তালে ও শোভন-ভাবে অঙ্গাদি সঞ্চালন করার নামই নৃত্য।

সূক্ষ্মদর্শী পর্য্যটকগণ, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশের অসভ্য-গণের নৃত্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, যে জাতি যত অধিক অসভ্য তাহাদের নৃত্যে ভাব-ভঙ্গী ততই সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায়। কি প্রেম, কি যুদ্ধ—উভয় ব্যাপারেই উত্তেজিত হইয়া অসভ্যেরা স্বভাবতঃ যে সকল ভাবভঙ্গী করে, নৃত্যকালেও তাহারা তাহাই অনুকরণ করিয়া থাকে। "রমুনা" বেহারাগণের নৃত্য, ও অতি নিকৃষ্ট ধরণের "খ্যামটা" নাচ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন বাস্তবিক অবস্থার অনুকরণ করিয়া তাহারা কিরূপ অশ্লীল ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া থাকে। কাল-সহকারে যতই সঙ্গীত ও নৃত্যকলার উন্নতি হয় ততই, বাস্তবিক কার্য্যের অনুকরণ-গুলি লোপ পাইতে থাকে ও নৃত্যও কতকটা সংযত ভাব ধারণ করে। আমাদের প্রাচীন নৃত্যকলায় কিরূপ একটি শোভন সংযত ভাব ছিল তাহা কালিদাসের মালবিকাগ্নি-মিত্রে, মালবিকার নৃত্য-ভঙ্গিমার বর্ণনা পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে।

"ওই চারু বাম হস্ত—সুলগ্ন-কঙ্কণ—
করিয়াছে আহা কিবা নিতম্বে স্থাপন।
দক্ষিণ হস্তটি দেখ কিবা অবস্থিত
—মুক্তভাবে "শ্যামা"-শাখা যেন বিলম্বিত।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া পুষ্প আকর্ষণ করে,
দৃষ্টি নিপতিত সদা কুট্টিম-উপরে।
ঋজুভাবে অবস্থিত নৃত্য-ভঙ্গিমায়
দীর্ঘীকৃত অর্দ্ধ বপু কিবা শোভা পায়।"

নৃত্য-কলা যত মার্জ্জিত হয়, ততই ভাবভঙ্গীর মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, যাহাতে কেবল বিচিত্র গতি ও অঙ্গভঙ্গীর সৌন্দর্য্য মাত্র অনুভূত হইতে পারে, সেই দিকেই বেশি লক্ষ্য হয়। গতি-সৌন্দর্য্যের বিকাশই নৃত্যকলার চরম পরিণতি। অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ লইয়া এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড কেমন সুশৃঙ্খল শোভন ভাবে নৃত্য করিতেছে! "ছন্দে উঠিছে তারকা ছন্দে কনক-রবি উদিছে ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে।" সুখের বিষয়, আজকাল আমাদের থিয়েটারে এইরূপ মার্জ্জিত নৃত্যের আবির্ভাব হইয়াছে; এবং নৃত্য-কলার ক্রমশই উন্নতি হইতেছে। শুনিতে পাই, ক্লাসিক থিয়েটারের অধিকারী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্তই নাকি এইরূপ নৃত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক; অতএব এই বিষয়ে তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

রাগ চেনা।

ভৈরবী ও টোড়ি।

ভৈরবীর ঠাট।

॥ স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ র্স ॥

ভৈরবীর রূপ।

॥ মা -া জ্ঞা -া ঋা সা ণ্া সা। মা দা -া ণা র্সা।
। ণা দা পা -া। মা জ্ঞা -া ঋা সা ॥

টোড়ির ঠাট।

॥ স ঋ জ্ঞ হ্ম প দ ণ র্স ॥

টোড়ির রূপ।

॥ সা জ্ঞা -া ঋা সা। পহ্মা দা ণা র্সা।
। ণা দা হ্মা জ্ঞা -া ঋা সা ॥

ভৈরবীতে আরোহণে ম-এ স্থায়ী হইয়া অবরোহণে জ্ঞ এ স্থায়ী হয়। সুতরাং ম-ই ভৈরবীর মুখ্য বাদী স্বর এবং জ্ঞ গৌণ বাদী স্বর। ভৈরবীর আস্থায়ীতে প্রথমেই ম-কেই স্থায়ীরূপে দেখাইয়া তাহার পর জ্ঞ ও ঋ হইয়া খরজে নাবিতে হয়। ভৈরবীতে ম এর পরেই জ্ঞ-এর প্রাধান্য। এবং ইহাই ইহার অবরোহণ-ক্রম। একবার ম-য়ে স্থায়ী হইয়া যখনই জ্ঞ-এ অবরোহণ করে, তখনই ভৈরবীর বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। খাস টোড়িতে ম-র পরিবর্ত্তে হ্ম প্রয়োগ হয়—কিন্তু এই হ্ম-তে সুর স্থায়ী হয় না। এক জাতীয় টোড়ি আছে যাহাতে মধ্যম লাগে; এমন কি, আরোহণে স্থায়ীও হয়; কিন্তু ম-তে স্থায়ী হইয়া একেবারেই জ্ঞ-তে কখন অবরোহণ করে না;—প্রথমে প-য়ে স্থায়ী হইয়া তাহার পর ম ছুঁইয়া জ্ঞ এ নাবে। টোড়ি ও ভৈরবীর মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

টোড়িতে -কি আরোহণে, কি অবরোহণে -জ্ঞ অবধি স্থায়ী। ইহার আস্থায়ীতে, প্রথমে জ্ঞ-কেই স্থায়ীরূপে দেখাইয়া পরে ঋ হইয়া খরজে নাবিতে হয়। অনেক গানে দেখা যায়, প্রথমেই কোমল ধৈবতে (দ) পঞ্চমাদি ছুঁইয়া তাহার পর জ্ঞ এ নাবিয়া আইসে। ভৈরবে যেরূপ ম-এর পরেই জ্ঞ-য়ে, সেইরূপ টোড়িতে দ-আদির পর জ্ঞ-এ সুর নাবিয়া আইসে।

টোড়ি ১২ প্রকার। তন্মধ্যে কোন কোন টোড়িতে কড়ি মধ্যম লাগেনা। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার টোড়িতেই কোমল গান্ধারের প্রাধান্য থাকা চাই। কোমল গান্ধারের প্রাধান্য না থাকিলে টোড়ির টোড়িত্বই থাকে না।

ভৈরবীর ধ্যান ও ধারা।

ভৈরবী চম্পকবরণী-বালা
রূপে দশদিক করে উজ্জালা।
হৃদয়ে শোভিত কুসুম-মালা।
কুসুম-রচিত তরলে আলা।
বিভূষিত মণিময় ভূষণ।
লোহিত কাঁচুলি পীত বসন।
পর্ব্বত-স্থিত সরোবর-মাঝে
কমল-কানন সুন্দর সাজে।
চারিদিকে উপবনের শোভা
মধুপানে মধুকরের লোভা।
ঝঙ্কার করিছে কোকিলগণ
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে পবন।
তার তীরে বসি' এরূপ বেশে
পূজন ভৈরবী দেব-মহেশে।
টোড়ি-বরারীর যোগে জনন,
সম্পূর্ণ ভাবেতে জাতি রক্ষণ।
ধৈবতে মধ্যম করিয়া যোগ
উত্থানে হইল গৃহ প্রয়োগ।
ধৈবত, নিখাদ আর গান্ধার
এই তিন সুর কোমল তার।
খরজ সম্বাদী ধৈবত বাদী,
গান্ধার তাহাতে হবে অম্বাদী।
তীব্র মধ্যম বিবাদী তায়
শরৎ ঋতুর ঊষাতে গায়॥

* "সঙ্গীত-তরঙ্গিনী।"

* শ্রীযুক্ত রাধামোহন সেন-প্রণীত। ইনি সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহাঁর রচনা অতি সুন্দর। ইহাঁর প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত অটলকুমার সেন সঙ্গীত সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য।

স্বরলিপির চিহ্ন।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন—এই সাতটি শুদ্ধ স্বর।

২। ঋ=কোমল র; জ্ঞ=কোমল গ; হ্ম=কড়ি ম; দ=কোমল ধ; ণ=কোমল ন।

৩। যে অংশ দুইবার গাহিতে কিম্বা বাজাইতে হইবে তাহা এই বন্ধনীর { } মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ ইহা পুনরুক্তির চিহ্ন।

৪। যে সকল সুর গড়াইয়া যায় তাহাদের নীচে কিম্বা মধ্যে এইরূপ ⌣ চিহ্ন থাকে। অর্থাৎ ইহা মীড়ের চিহ্ন।

— * —

স্বরলিপি।

(সম্পাদক-কৃত "বসন্ত-লীলা"-গীতি-নাট্য হইতে)

বাহার—তেওরা।

(আজি) আইল বসন্ত, হিম-ঋতু অন্ত,
প্রকৃতি আনন্দে হাসিছে।
তরুলতাগুলি, অলসে হেলি-দুলি
হরষে কোলাকুলি করিছে।
যতেক ফুল-বালা, লয়ে পরাগ-ডালা
মরি কি ফাগ-খেলা খেলিছে।
ভ্রমরা গুন্ গুন্, গাহে ফাগুন-গুণ
অশোক কুঙ্কুম হানিছে।

পবন সুমন্দ ফুল-রেণু-অন্ধ
মরি কি সুগন্ধ ঢালিছে।
লুটায়ে গিরি-পরি নির্ঝর পড়ে ঝরি
উৎস-পিচকারি ছুটিছে।
কিশোরী সাথে করি' হোরি খেলে হরি
রঙ্গে ব্রজপুরী মাতিছে॥

বাহার—তেওরা।

১´ ২ ৩ ১ ২ ০ ১´
॥ পধা -নর্সা না। র্রা সা। ণা ধা। ধা -া ধা। ধা ধণা। পা পা I মা -া মা।
॥ আ০ ০ জি। আ০ ০ই। ল, ব০। স০ ০ ন্ত। হি ম০। ঋ তু I অ ০ ন্ত।

২ ৩ ১ ২
। মা পা। মা গা। মা -ধা পা। ধা -া। ধা না॥
। প্র কৃ। তি, আ। ন ০ ন্দে। হা ০। সি ছে॥

১´ ২ ৩ ১ ২ ০ ১´ ২
॥ ধা না না। না -র্সা। র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা। না র্সা I না র্রা র্সা। র্রা র্রা।
॥ ত রু, ল। তা০ ০। গু লি। অ ল সে। হে লি। দু লি I হ র ষে। কো লা।

৩ ১ ২ ০ ১´ ২ ৩ ১
। র্সা না। নর্সা -র্রা র্সা। ণা -ধা। -া -ণা I র্সা র্গা র্গা। র্গা র্গা। র্গা র্গা। র্গা র্গর্মা র্রা।
। কু লি। ক০ ০ রি। ছে ০। ০ ০ I য তে ক। ফু ল। বা লা। ল য়ে প।

২ ০ ১´ ২ ৩ ১ ২ ০
। র্রা র্রা। র্সা র্সা I না র্সর্রা র্সা। ণা ধা। ধা ণধা। পা -র্সা না। র্সর্রা -র্সা। -ণধা -পধা॥
। রা গ। ডা লা I ম রি০ কি। ফা গ। খে লা০। খে ০ লি। ছে০ ০। ০ ০॥

১´ ২ ৩ ১ ১ ৩ ´ ২
॥ সা মা মা। মা মা। মা মা। মা মা মা। মা মা। মা মা I মা পা মা। পা -া।
॥ ভ্র ম রা। গু ণ। গু ণ। গা হে, ফা। গু ন। গু ণ I অ শো ক। কু ০।

৩ ১ ২ ০ ১´ ২ ৩ ১
। মা গা। মা -ধা পা। ধা -া। -া -না I না র্সা না। র্সা নর্সা। -র্রা র্সা। ণা ধা ধা।
। সু ম। হা ০ নি৭ ছে০। ০ ০ I প ব ন। সু ম০। ০ ন্দ। ফু ল, রে।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১ ২ ০
। ধা ধা। -ণা পা I মা জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা। -া মা। রা -া রা। সা -া। -ধা -না I
। গু অ। ০ ন্ধ I ম রি কি। সু গ। ০ ন্ধ। ঢা ০ লি। ছে ০৭ ০ ০ I

১´ ২ ৩ ১ ২ ০ ১´ ২
I না র্সা র্সা। র্সা র্সা। ধা না। না র্সা র্সা। র্সা র্সা। না র্সা I নর্সা -র্রা র্রা। র্রা -া।
I লু টা য়ে। গি রি। প রি। নি ঝ র। প ড়ে। ঝ রি I উ ৎ স। পী চ্।

৩ ১ ২ ০ ১´ ২ ৩ ১
। র্সা র্সা। নর্সা -র্রা র্সা। না -ধা। -া -ণা I র্সা র্গা র্গা। র্গা র্গা। র্গা র্গা। র্গা -র্মা র্রা।
। কা রী। ছু০ ০ টি। ছে ০। ০ ০ I কি শো রী। সা থে। ক রি'। হো ০ রি।

২ ০ ১´ ২ ৩ ১ ২ ০
। র্রা র্রা। র্সা র্সা I মা -া মা। পা পা। পা পা। পধা -ণর্সা না। র্সর্রা -র্সা। -ণধা -পধা॥
। খে লে। হ রি I র ০ ঙ্গে। ব্র জ। পু রী। মা ০ তি। ছে ০। ০ ০॥

---*---

ভৈরবী—ঢিমা-তেতালা।

তোম্ তোম্ তাদারে দানি। না দের্ দের্ দানি, তোম্ দের্ দের্,
তাদেরে তাদেরে দানি।
সরস বেদ পর রঙ্গ উপজায়ে, ইয়াবিধ পিয়াকো মন রিঝায়ে,
তাক্ ধ্লাং ধুম্ কিটিতাক্ দেদে ঘিনি, ধুম কিটি তাক্ ধুম
কিটি তাক দেদে ঘিনি।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

০ ২ ২´ ৩ ॥ ০
॥ র্সা -া -া ণা। ণা -া -া র্সা। ণা -দা -া মা। পা -া -া দা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা।
॥ তো ০ ম্ তা। দু ০ ম্ তা। দা ০ ০ রে। দা ০ ০ নি I না দের দের দা।

১ ২´ ৩
। র্ঋা র্জ্ঞা র্ঋা র্জ্ঞর্সা। র্সা র্ঋা র্ঋা র্ঋা। র্সা ণা দপমা পা॥
। নি তোম্ দের দের্। তা দে রে তা। দে রে দা০ নি॥

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
॥ পা পা পা পা। -া পা পা দা। ণা ণা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা -া I ণা -া ণা ণা। ণা ণা -দা পা।
॥ স র স, বে। ০ দ প র। র ঙ্গ উ প। জা ০ য়ে ০ I ইয়া ০ বি ধ। পি য়া ০ কো।

২´ ৩ ০ ১ ২´
। পা ণদা -া মা। পা -া পা -া I পা র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা। র্জর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জর্জ্ঞা র্জর্জ্ঞা। র্সা র্ঋর্ঋা র্ঋা র্সা।
। ম নো০ ০ রি। ঝা ০ য়ে ০ I তাক্ ধ্লাং ০ ধুম্। কিটি তাক্ দেদে ঘিনি। ধুম্ কিটি তাক্ ধুম।

৩
। ণণা ণদা পমা পপা॥ ॥
। কিটি তাক দেদে ঘিনি॥ ।

বেহালার গৎ।

বেহাগ খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১ ২´
॥{সা সা গা মা। পা পা না না। না র্সা না র্সা। সা ণা ধা -া I পা ধা পা র্সা।

৩ ০ ১
। র্সা ধা ধা -া। মা -া পা ধা। পা মা গা -া}॥

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১ ২´
॥{মা মা ধা না। র্সা না র্সা র্সা। না র্সা না র্রা। র্সা ণা ধা -া}I মা মা গা মা।

৩ ০ ১ ২´ ৩
।পা পা না না। না র্সা না র্রা। র্সা ণা ধা -া I ধা ণা র্রা র্সা। ণা ধা পা ধা।

০ ১
।মা পা মা ধা। পা মা গা -া॥ ॥

১ম অলঙ্কার—আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১ ২´
॥{সা সসা গা মমা। পা পপা না ননা। সা র্সর্সা না র্রর্রা। র্সা ণণা ধা ধধা} I পা ধধা পা র্সর্সা।

৩ ০ ১
।র্সা ণণা ধা ধধা। মা মমা পা ধধা। পা মমা গা গগা}॥

১ম অলঙ্কার—অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১ ২´
॥{মা মমা ধা ননা। র্সা ননা র্সা র্সর্সা। না র্সর্সা না র্রর্রা। র্সা ণণা ধা ধধা} I সা মমা গা মমা।

৩ ০ ১ ২´ ৩
।পা পপা না ননা। না র্সর্সা না র্রর্রা। র্সা ণণা ধা ধধা I ধা ণণা র্রা র্সর্সা। ণা ধধা পা ধধা।

০ ১
।মা পপা মা ধধা। পা মমা গা গগা॥

২য় অলঙ্কার—আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১ ২´
॥{সসা সা গগা মা। পপা পা ননা না। ননা র্সা ননা র্রা। র্সর্সা ণা ধধা ধা I পপা ধা পপা র্সা।

৩ ০ ১
।র্সর্সা ণা ধধা ধা। মমা মা পপা ধা। পপা মা গগা গা}॥

২য় অলঙ্কার—অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১ ২´
॥{মমা মা ধধা না। র্সর্সা না র্সর্সা র্সা। ননা র্সা ননা র্রা। র্সর্সা ণা ধধা ধা} I সসা মা গগা মা।

৩ ০ ১ ২´ ৩
।পপা পা ননা না। ননা র্সা ননা র্রা। র্সর্সা ণা ধধা ধা I ধধা ণা র্রর্রা র্সা। ণণা ধা পপা ধা।

০ ১
।মমা পা মমা ধা। পপা মা গগা গা॥ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ শেঠ।
সঙ্গীত-সমাজের বেহালা-শিক্ষক।

পুরাতন গীত সংগ্রহ।

(* কালী মের্জা-রচিত)

ভৈরব মধ্যমান।

দেখ সখি, যদি তারে না দেখি,
তবে হইল জনমের মত দেখাদেখি।
প্রবোধ কর বচনে, আমি বুঝাব কেমনে,
কারেও মানে কি ?—যে করে সেই তো মরে,
—আমা-বোলে-কি ॥

ঐ ——— ঐ।

নারে নারে, আর তারে নারে।
তুমি জান সই, আমি কত সই,
এত কে পারে।
তোমার এমত, আমার মত যদি সারে,
ভাঙ্গিলে কি মন, আর কি কখন
গড়িতে পারে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

পরে যে পরের তরে বৃথায় যতন করে
আপনা ভাবিয়ে পরে আঘাত প্রাণের পরে।
পরস জানিয়ে পরে, সুখী হয়ে পরস্পরে,
বুঝিতে নাহিক পারে, কি হবে তাহার পরে ॥

ঐ ——— ঐ।

এমন দারুণ বাণ কে তোমায় করেছে দান
হের না দর্পণে মুখ, আপনি হবে সন্ধান।
নয়ান অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
যদি বিধি দিত গুণ, বধিতে অনেক-প্রাণ ॥

ঐ ——— ঐ।

অনেকেরে মনে করে—মনে না ধরে।
যাহারে নিয়েছে মনে, কদাচ তারে না পাসরে।
যেই জন প্রিয়জন কহে অপ্রিয় বচন,
তবু তারে কখন ভুলিতে না পারে ॥

ঐ ——মধ্যমান।

যায় যাক্ প্রাণ যদি যাবে রে।
আর কি হবে বলে', সুধাব না কায় রে।
সুখ-আশেতে পিরীত, হিতে হল বিপরীত,
সুহৃৎ দেখি কুরীত, কালি হল কায় রে ॥

সরফর্দা—মধ্যমান।

কি হবে মা কি হবে, এ ভব-ভয়ে
তরিব কেমনে।
ছরিতে ছুরিতে ধায়, এ বড় বিষম দায়
কেমনে বুঝাব মনে।
পাপচয় হুতাশনে যেমন পতঙ্গ,
তেমতি এ মতি ধায়, না করে আতঙ্ক।
তুমি মতি, তুমি গতি, কর সর্ব্বজীবেতে বসতি
কালিকে রাখ চরণে ॥

রামকেলী—আড়া।

নলিনী মলিনী হয় নিরখিয়ে দিনমণি।
প্রকাশে প্রকাশ-ভয়ে আকুল কুল-রমণী।
মিন করে দিনকরে, করে ধরে ছুটি করে,
মিনতি করে অধীনী।
আশার আশয়ে প্রাণ, ধারণ সেই প্রমাণ
আসিও হলে রজনী ॥

সরফর্দা—তেওট।

এ কি কথায় কথা—প্রেম হয় যায়।
যেনেকে যারে দেখা যায়, তাহা কি যেনেকে যায়
লোকের কথায়।
যে জন থাকে প্রমাণ, কত করে অপ্রমাণ
দোঁহারি বাড়ায় মান,
থাকে না কথা।
দুজন হয়ে উত্তম, উভয়ের প্রিয়তম
দূরে যায় মন-তম, হইলে কথা ॥

---

* কালী মের্জা (মির্জা) অনুমানিক ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে গান করিতেন। পরিচ্ছদ কিছু ফাট্ ছিল বলিয়া লোকের নিকট হইতে "মের্জা" উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রেরিত পত্র।

কলসকাটি জিলা বরিশাল
১২ মাঘ ১৩০৮।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়,

মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে সঙ্গীত-প্রকাশিকায় যে আলোচনা হইতেছে তাহার সম্বন্ধে আমিও যাহা জানিয়াছিলাম তাহা এই সময় জানাইতে বাসনা করি।

ইংরাজী ১৮৬০ অব্দে এবং তৎপূর্ব্বে রিঁবার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ, বেতিয়ার মহারাজা আনন্দকিশোর সিংহ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা নবলকিশোর সিংহ ও তাঁহার পুত্র মহারাজা রাজেন্দ্রকিশোর সিংহ এবং মধুবনীর বাবু কীরত সিংহ, সকলেই স্বয়ং গায়ক ও বাদক ছিলেন, এইজন্য তখনকার যত বিখ্যাত গায়ক ও বাদক প্রায় সকলেই ঐ সকল দরবারে আসিয়া গান বাদ্য করিত এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। রিঁবাতে মহম্মদ খাঁ খেয়ালিয়া মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহের ওস্তাদ ছিলেন। আমি স্বয়ং ইহাঁদিগকে দেখি নাই, কিন্তু আমার মৃদঙ্গের গুরু ৺ গঙ্গাপ্রসাদ মিশ্র মহারাজার শিষ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার মুখে ঐখানকার কথা শুনিয়াছি। বেতিয়া দরবারে বিখ্যাত সুরশৃঙ্গার বাদক সাদতআলী খাঁ চাকরই ছিলেন। এতদ্ভিন্ন রামনগরের দরবারে আমি স্বয়ং বহু ওস্তাদের সহিত আলাপ করিয়াছি, ইহাঁরা সকলেই মূর্চ্ছনাকে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

* একবিশ মূর্চ্ছনা এই :—

স র গ ম প ধ নি স
• • • • • • • • এই এক মূর্চ্ছনা।
র গ ম প ধ নি স র
• • • • • • • ইহা আর এক মূর্চ্ছনা।
গ ম প ধ নি স র গ
• • • • • • ইহা তৃতীয় মূর্চ্ছনা।

এইরূপ তিন সাতে একবিশ মূর্চ্ছনা সকলেই বলিয়াছিলেন। কেহ বীণে, কেহ সেতারে, কেহ বা গলায় ঐরূপ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, সেই সময় কেহ কখনও কোন আপত্তি করিয়াছিলেন এরূপ স্মরণ হয় না। আমরাও তখন হইতে তাহাই জানিয়া আসিতেছি এবং নানা প্রকার ঠাটকে ঐ নাম দিয়া আসিতেছি, অর্থাৎ ঋ মূর্চ্ছনার, গ মূর্চ্ছনার, ম মূর্চ্ছনার, প মূর্চ্ছনার ঠাট বলিয়া থাকি।

প্রাচীনকালে মূর্চ্ছনা কি প্রকার ছিল তাহা কার্য্যে কোন ওস্তাদ করিয়া দেখান নাই। এক্ষণে যে রীতি তানসেন প্রভৃতি প্রচলন করিয়াছিলেন, ওস্তাদগণ বলেন, তাহাই কার্য্যে করিয়া দেখাইয়াছেন। মীড়কে যে মূর্চ্ছনা বলা হয় এ কথা কোন ওস্তাদকে বলিতে শুনি নাই।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় মীড় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহাই জানি। উত্তর পশ্চিমের কালাওঁত, কল্মক, বীণকার এবং রবাব ও সেতারবাজ সকলকেই এই কথা বলিতে শুনিয়াছি। স্মরণ হয় কাশীর বাজপেয়ী সেতারী এবং মহেশচন্দ্র সরকার বীণকার, আর একজন ব্রাহ্মণ, নাম দেবীপ্রসাদ, সারঙ্গীওয়ালা ছিলেন, তিনিও একজন আলাপী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, ইহাঁরাও মীড় মূর্চ্ছনার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। দেবীপ্রসাদ আমার ওস্তাদের আত্মীয় ছিলেন, আমাকে এসরাজ শিক্ষা দিবেন কথা হইয়াছিল। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয়, মীড় এবং মূর্চ্ছনা সেতার দ্বারা আমাকে এইরূপেই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আপনারা যদি এই কথা বলেন যে এক স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পরস্থিত যে কোন স্বর পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদ গতিতে যাওয়াকেও মূর্চ্ছনা বলে। স হইতে পুনঃ স পর্য্যন্তত বটেই কিন্তু দ্বিতায় স না হইয়া যদি প, বা ধ অথবা নি পর্য্যন্তও মূর্চ্ছনা গ্রাহ্য। ইহাও ওস্তাদগণ-সম্মত মূর্চ্ছনা-কার্য্য বটে। তাহাকে অর্দ্ধ বা সিকি মূর্চ্ছনা বলিয়া গ্রহণ করার রীতিও আছে। রাগিণী বিশেষে খেয়ালীয়ারাও ঐরূপ "করতব" করিয়া থাকেন। এই কার্য্য সর্ব্বদা করা হয়, তাহাতে কেহ কখন আপত্তিও করেন নাই।

বশম্বদ
শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

* মূর্চ্ছনায় এইরূপ ব্যাখ্যাই শাস্ত্র-সঙ্গত।—সম্পাদক।

প্রথম ভাগ। সপ্তম সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

চৈত্র. ১৩০৮।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—৭ সংখ্যা। "নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥ চৈত্র ১৩০৮

রাগ বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

মূলক্রমক্রমেণ স্থাপ্যাঃ পৃষ্ঠেঽস্য যে ততঃ শেষাঃ।

অথ নষ্টস্পষ্টনমিহ লেখ্যা ইত্থং ক্রমস্থাঙ্কাঃ॥ ৪৯

স্থাপিত হইতে অবশিষ্টগুলিকে পূর্ব্বলিখিতের পৃষ্ঠে রাখিবে। এক্ষণে নষ্টকে স্পষ্টীকৃত করিতেছি। এই বিষয়ে ক্রমস্থ যে সমস্ত অঙ্ক তৎ সমুদায় এইরূপে লিখিত হইবে। ৪৯

অবশিষ্টের লিখন পূর্ব্বের ন্যায়, তাহার পশ্চাদ্ভাগ, ইহা বলা হইতেছে। স্থাপিতের যে গুলি অবশেষ সেই গুলিকে পূর্ব্ব লিখিতের পৃষ্ঠে রাখিবে। কিরূপে? মূলক্রম-ক্রমে। মূলক্রম অর্থাৎ ষড়্জাদিতে যে ক্রম অর্থাৎ ব্যবহিত বা অব্যবহিত রূপে যে ক্রম অর্থাৎ পরিপাটী তদ্দ্বারা। প্রস্তার নিম্নোক্ত। তন্মধ্যে নিদর্শনের নিমিত্ত চতুঃস্বর প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে। স, রি, গ, ম এইটী পূর্ব্বক্রম রাখিবে। তন্মধ্যে ষড়্জের অধ পূর্ব্ব স্বরের অভাব হেতু স্বর স্থাপিত হইবে না। কিন্তু ঋষভের অধ ষড়্জ স্থাপিত হইবে। আর উপরিগত গান্ধার ও মধ্যম অগ্রে রাখিবে। অবশিষ্ট ঋষভ ষড়্জের পশ্চাৎ হইবে। এইরূপ রি, স, গ, ম ইহা ক্রম সহিত হইয়া দ্বিতীয় ভেদ হয়। তন্মধ্যে ঋষভের পূর্ব্বে যদি ষড়্জ দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা উপরে হইবে। ষড়্জের পূর্ব্ব নাই এই জন্য ঐ দুইটী ত্যাগ করিয়া গান্ধারের অধ রি, অগ্রে ম, পশ্চাৎ স ও গ ব্যবহিত ক্রমে দিবে। এইরূপে স, রি, গ, ম ইহা তৃতীয় ভেদ। তাহার পর গান্ধারের অধ প্রথম ঋষভ দেওয়ার কথা। কিন্তু উহা অগ্রে আছে এই জন্য তাহারও পূর্ব্ব ষড়্জ লিখিত হইতেছে। অগ্রে রি, ম, পশ্চাৎ গ,। এইরূপ গ, স, রি, ম ইহা চতুর্থ ভেদ। পরে গান্ধারের যে পূর্ব্ব তাহার পূর্ব্বও অগ্রে রহিয়াছে এই জন্য গান্ধার ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের অসম্ভব হেতু স'কেও ত্যাগ করিয়া রি'র অধ পূর্ব্ব স, অগ্রে ম, পশ্চাৎ রি, গ, মূলক্রমে অব্যবহিত ক্রমে দিতে হইবে। এইরূপ রি, গ, স, ম ইহা পঞ্চম ভেদ। পরে পূর্ব্বরীতি ক্রমে গান্ধারের অধ রি, অগ্রে স, ম, পশ্চাৎ গ, এইরূপে গ, রি, স, ম ইহা ষষ্ঠ ভেদ। এই হইল ম' অন্ত ছয় ভেদ। পরে পূর্ব্বরীতি ক্রমে ম'রই অধ গ, ইহার উপরিগত স্বরের অভাব হেতু পশ্চাৎই স, রি, ম। এইরূপ স, রি, ম, গ ইহা সপ্তম ভেদ। পরে রি'র অধ স, অগ্রে ম, গ, পশ্চাৎ রি। এইরূপে রি, স, ম, গ ইহা অষ্টম ভেদ। পরে ম' এরই অধ রি, অগ্রে গ, পশ্চাৎ স, ম। এইরূপে স, ম, রি, গ ইহা

নবম ভেদ। পরে ম'এর অধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব ষড়্জই হয় অগ্রে রি, গ, পশ্চাৎ ম, এইরূপে ম, স, রি, গ ইহা দশম ভেদ। পরে পূর্ব্বরীতি ক্রমে ম, স, পরিত্যাগ করিয়া রি' এরই অধ পূর্ব্ব স, অগ্রে গ, পশ্চাৎ রি, ম। এইরূপে রি, ম, স, গ ইহা একাদশ ভেদ। পরে পূর্ব্বরীতি ক্রমে রি ত্যাগ করিয়া ম'এরই অধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রি, অগ্রে স, গ পশ্চাৎ ম, এইরূপে ম, রি, স, গ ইহা দ্বাদশ ভেদ। এই গ অন্ত ষড়্ ভেদ। পরে পূর্ব্বরীতি ক্রমে ম, রি, স, ত্যাগ করিয়া গ'এরই অধ রি, পশ্চাৎ স, গ, ম। এইরূপে স, গ, ম, রি এই ত্রয়োদশ ভেদ। এই গুলি নি' অন্ত ষড়্ ভেদ। তাহার পরে স' অন্ত ষড়্ ভেদ। সর্ব্ব সমেত ম, গ, রি, স, অন্ত চতুর্বিংশতি ভেদ হয়। ইহার পর প্রস্তার আর সম্ভব হয় না। সকলের পূর্ব্বে ও উপরি থাকে, এই জন্য এইরূপই পঞ্চস্বরাদিতে প্রস্তার হইবে। তন্মধ্যে স, রি, গ, ম, প, ইহা পঞ্চস্বর প্রস্তারে প' অন্ত চতুর্বিংশতি ভেদ। পরে ম' অন্ত চব্বিশ। পরে গ' অন্ত চব্বিশ। পরে নি' অন্ত চব্বিশ। পরে স' অন্ত চব্বিশ। সর্ব্ব সমেত প, ম, গ, রি, স, অন্ত এক শত কুড়ি হইয়া থাকে। স, রি, গ, ম, প, ধ, এই ষট্ স্বর প্রস্তারে ধ' অন্ত একশ কুড়ি ভেদ হয়। পরে প অন্ত, তাবৎ সংখ্যাই ভেদ। ম' অন্ত তাবৎ সংখ্যাই ভেদ। গ' অন্ত ঐরূপ। নি' অন্ত ঐরূপ। স' অন্ত ঐরূপ। সর্ব্বসমেত ধ, প, ম, গ, রি, স' অন্ত ভেদ সাত শত কুড়ি হইয়া থাকে। স, রি, গ, ম, প, ধ, নি এই সপ্তস্বর প্রস্তারে নি' অন্ত সাত শত কুড়ি ভেদ হয়। পরে ধ' অন্ত তাবৎ সংখ্যা। প' অন্ত তাবৎ সংখ্যা। ম' অন্ত তাবৎসংখ্যা। গ' অন্ত ঐরূপ। নি' অন্ত ঐরূপ। স' অন্তও ঐরূপ। সর্ব্বসমেত নি, ধ, প, ম, গ, রি, স অন্ত পাঁচ হাজার চল্লিশ ভেদ হইয়া থাকে। এইরূপ রঞ্জনী প্রভৃতি পূর্ণ ও অপূর্ণ ছয় মূর্চ্ছনা ক্রমের প্রস্তার জানিবে। এক্ষণে প্রস্তার করিয়া প্রস্তার করিতেও যাহারা অশক্ত তাহাদের পক্ষে সহজ উপায়ে ঐ সকল ভেদ জানিবার জন্য নষ্ট উদ্দিষ্ট স্পষ্ট করিবার জন্য কহিতেছেন। সংখ্যা এই পর্য্যন্ত, এইরূপে সংখ্যা কহিয়া কীদৃক্ স্বরূপ এই প্রশ্নে স্বরূপ কহিয়া যে ভেদ স্পৃষ্ট হয় তাহার সম্যক বোধ হয় না এইজন্য ইহা নষ্ট কথিত হইয়া থাকে। আমি তাহা স্পষ্ট বা স্বরূপে প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে সপ্ত স্বরাদি ক্রমে উক্ত সংখ্যা উপযোগী বলিয়া একাদিক্রমে কহা হইতেছে। এই নষ্ট স্পষ্টীকরণে ক্রমস্থ যে যে সমস্ত অঙ্ক তৎসমুদায় এইরূপে লিখিতে হইবে। ৪৯

ভূর্দ্বাবৃতবঃ শ্রুতিদৃক্ খেনা নখগিরি খবেদ-
খশরাশ্চ।
পাত্যঃ ক্রমান্তিমাঙ্কাৎ প্রশ্নাঙ্কঃ শেষমাদ্যা-
দ্যৈঃ। ৫০

ভূ ১। ২। ঋতু ৬। শ্রুতিদৃক্ ২৪। খেন ১২০। নখগিরি ৭২০। খবেদখশর ৫০৪০। এইরূপে এক স্বরাদি ক্রমাঙ্ক সকল স্থাপিত হইলে ক্রমের অন্তিম অঙ্ক হইতে প্রশ্নাঙ্ক ন্যূন করিবে। অবশিষ্ট অবশিষ্ট আদ্য আদ্য দ্বারা হরণ করিবে। ৫০

স্থাপন কথিত হইতেছে। ভূ অর্থাৎ এক, দুই, ঋতু, অর্থাৎ ছয়, শ্রুতিদৃক্ অর্থে চব্বিশ, খেন অর্থাৎ একশত কুড়ি, নখগিরি অর্থাৎ সাত শত কুড়ি, খবেদখশর অর্থাৎ পাঁচ হাজার চল্লিশ। এইরূপে এক স্বরাদি ক্রমাঙ্ক সমূহ স্থাপিত হইলে পর যাহা করিতে হইবে তাহা বলা হইতেছে। ক্রমের যেটী শেষ অঙ্ক তাহা হইতে প্রশ্নাঙ্ক অর্থাৎ প্রশ্ন সংখ্যার যে অঙ্ক তাহা ন্যূন করিবে। অবশিষ্ট অবশিষ্ট অঙ্ক গুলিকে আদ্য আদ্য অর্থাৎ অন্ত্য অঙ্ক হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্ক দ্বারা হরণ করিবে। ৫০

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত

অঙ্গহার সর্ব্বসমেত বত্রিশ প্রকার। যথা—স্থিরহস্ত, পর্য্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, আক্ষিপ্তক, উদ্ঘাদিত, বিষ্কম্ভ, অপসৃত, মত্তাক্রীড়, স্বস্তিক, রচিত, পার্শ্বস্বস্তিক, বৃশ্চিক, চমর, মত্তস্খলিত, মদবিলসিত, গতিমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন, পরিবৃত্তরেচিত, বৈশাখ, পরাবৃত্ত, অলাটক, পার্শ্বচ্ছেদ, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, উদ্বৃত্তক, আলীঢ়, রেচিত, আচ্ছুরিত, আক্ষিপ্তরেচিত, সম্ভ্রান্ত, অপসর্প, অর্দ্ধনিকুট্টক এই গুলি অঙ্গহার। অতঃপর ইহাদের করণাশ্রিত প্রয়োগ কহিতেছি। করণ দ্বারা অঙ্গহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং নাম ও কর্ম্ম অনুসারে তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছি। হস্ত ও পদের যোজনাই নৃত্যের করণ। ইহার প্রকার ভেদ এইরূপ। তলপুষ্পপুট, বর্ত্তিত, চলিতোরু, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, স্বস্তিকরেচিত, মণ্ডল, স্বস্তিক, নিকুট্ট, অর্দ্ধনিকুট্ট, কটিচ্ছিন্ন, অর্দ্ধরেচিত, বক্ষঃস্বস্তিক, উন্মত্ত, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিক্‌স্বস্তিক, উদ্দিষ্ট, অঞ্চিত, অলাত, কটীসম, আক্ষিপ্তরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্ত, অর্দ্ধস্বস্তিক, ভুজঙ্গত্রাসিত, উর্দ্ধজানু, নিকুঞ্চিতমতল্লি, অর্দ্ধমতল্লি, রেচকনিকুট্ট, পাদাপবিদ্ধ, বলিত, ঘূর্ণিত, ললিত, দণ্ডপক্ষ, ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত, নূপুর, বৈশাখরেচিত, ভ্রমর, চতুর, ভুজঙ্গপ্রয়াত, দণ্ডরেচিত, বৃশ্চিককুট্টন, কটিভ্রান্ত, লতাবৃশ্চিক, বৃশ্চিকরেচিত, ছিন্ন, বাংসিত, পার্শ্বনিকুট্ট, ললাটতিলক, ক্রান্ত, কুঞ্চিত, বক্রমণ্ডল, উরোমণ্ডল, আক্ষিপ্ত, তলবিলসিত, অর্গল, বিক্ষিপ্ত, আর্ত্তব, দোলপাদ, বিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, পার্শ্বক্রান্ত, নিশুম্ভিত, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, অতিক্রান্ত, বিবর্ত্তিত, গজক্রীড়িত, তলসংস্ফোটিত, গরুড়প্লুত, গণ্ডসূচী, পরিবৃত্ত, সমুদ্দিষ্ট, পার্শ্বজানু, গৃধ্রাবলীন, সন্নত, সূচী, অর্দ্ধসূচী, সূচীবিদ্ধ, অপক্রান্ত, ময়ূরললিত, সর্পিত, দণ্ডপাদ, হরিণপ্লুত, প্রেঙ্খোলিত, নিতম্ব, স্খলিত, করিহস্ত, প্রসর্পিত, সিংহবিক্রীড়িত, সিংহকম্পিত, উদ্বৃত্ত, অপসৃত, তলঘট্টিত, জনিত, বহিস্ত্রিক, নিবেশ, মৌলিকাক্রীড়, উরুদ্বৃত্ত, মদস্খলিত, বিষ্ণুক্রান্ত, সংক্রান্ত, বিষ্কম্ভ, উদ্ঘাটিত, বৃষভক্রীড়িত, লোলিত, নাগাপসর্পিত, শকটাখ্য ও রঙ্গাবতরণ, করণ এই একশত আট। করণে প্রায়ই বাম হস্ত বক্ষে রাখিতে হইবে আর দক্ষিণ হস্ত লম্বিত থাকিবে। হস্ত, পদ, কটী, পার্শ্ব, উরু, বক্ষ, পৃষ্ঠাদির কিরূপ সঞ্চালন হইবে তাহাও কহিতেছি। বামপার্শ্বে অগ্রতলচারী পদ হইলে "পুষ্পপুট" হয়। পার্শ্বে সন্নত হইলে "তলপুষ্পপুট" হইবে। মণিবন্ধ ব্যাবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইলে "কুঞ্চিত" হইয়া থাকে। উরুতে দুই হস্ত নিপাতিত করিলে তাহা বর্ত্তিত বলা যায়। যখন করদ্বয় শুকতুণ্ডাকার করিয়া ব্যাবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত করা হয় এবং ঊর্দ্ধ চালিত হইতে থাকে তাহা "চলিতোরু" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যখন ঐ শুকতুণ্ডাকার কর ঘুরাইয়া উরুপৃষ্ঠে নিপাতিত হয় আর বাম কর বক্ষে থাকে তাহাকে "অপবিদ্ধ" বলিয়া থাকে। সমনখ পদদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া দুই হস্ত লম্বিত করিলে এবং দেহকে স্বাভাবিক রাখিলে "সমনখ" হইয়া থাকে। গ্রীবা প্রসারিত করিয়া পতাকা সদৃশ অঞ্জলি বক্ষে রাখিয়া স্কন্ধদেশ অল্প কুঞ্চিত করিলে "লীন" নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। করদ্বয় স্বস্তিকাকার করিয়া কখন কটিসংস্থিত কখন বিশ্লিষ্ট করিলে "স্বস্তিকরেচিত" হইয়া থাকে। করদ্বয় স্বস্তিকাকার করিয়া প্রাঙ্মুখ ঊর্দ্ধতল ও সম রাখিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরাইলে "মণ্ডল স্বস্তিক" হইয়া থাকে। করদ্বয় কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া মস্তকে রাখিলে এবং পাদদ্বয় তদাকার করিলে "কুট্টক" হইয়া থাকে। বাহু ও শির চালিত হইতে থাকিবে, কর অভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ, শরীরের অর্দ্ধভাগ কুঞ্চিত ইহা "অর্দ্ধকুঞ্চিত" হইয়া থাকে। মস্তকে করপল্লব রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে কটীস্থান পুনঃ পুনঃ চালনা করিলে "কটিচ্ছিন্ন" হয়। হস্ত প্রসারিত করিয়া পদ কুঞ্চিত করিলে এবং পার্শ্বদেশ সন্নত করিলে "অর্দ্ধরেচিত" হইয়া থাকে। চরণদ্বয় স্বস্তিকাকার করিয়া দুই হস্ত বক্ষে রাখিলে এবং বক্ষ কুঞ্চিত করিলে "বক্ষঃস্বস্তিক" হইয়া থাকে। যখন হস্ত ও পদ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকিবে তাহা "উন্মত্ত করণ" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যেন পদ নাই, ঊর্দ্ধ জানুতে ভর দিয়া চলিবে এবং দক্ষিণ কর বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিবে ইহা "অলাতক"। দুই কর নাভি ও কটিতে রাখিবে, এক পদ স্বস্তিকাকার করিবে ইহা "কটীসম" করণ। বাম হস্ত হৃদয়ে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে থাকিবে ইহা "আক্ষিপ্তরেচিত"। হস্ত পদ বিক্ষিপ্ত করিবে এবং উহাই পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ ও বিক্ষেপ করিবে

ইহা "বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্ত" করণ। চরণদ্বয় স্বস্তিকাকার করিবে, দক্ষিণ হস্ত কটিদেশে এবং বাম হস্ত বক্ষে রাখিবে ইহা অর্দ্ধ-"স্বস্তিক"। যখন হস্ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নাসিকাগ্র স্পর্শ করিবে ইহা "অঞ্চিত"। কুঞ্চিত পদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উরু কম্পিত ও কটী জানু বিবর্ত্তিত করিবে ইহা "ভুজঙ্গত্রাসিত" করণ। কুঞ্চিত পদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং জানু উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া করদ্বয় প্রয়োগের বশবর্ত্তী রাখিবে ইহা "উর্দ্ধজানু"। [illegible] বৃশ্চিকবৎ করিয়া বাম হস্ত পার্শ্বে কুঞ্চিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত নাসাগ্রে দিবে ইহা "নিকুঞ্চিত"। দক্ষিণ ও বাম পদে ঘুরিতে ঘুরিতে চলিবে এবং হস্তদ্বয় উদ্বেষ্টিত ও প্রসারিত করিবে ইহা "মতল্লি"। পদে স্খলিত ভাবে চলিবে, বাম হস্ত প্রসারিত থাকিবে ইহা "অর্দ্ধমতল্লি"। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত রাখিয়া দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত ও বাম পদ দোলায়িত করিবে ইহা "রেচক নিকুট্টক"। নাভিমুখে হস্ত রাখিবে এবং পাদদ্বয় প্রাঙ্মুখ করিয়া সূচীবিদ্ধবৎ সরাইয়া লইবে ইহা "পাদাপবিদ্ধ"। হস্ত প্রসারিত করিয়া কটিদেশ ঘুরাইবে ইহা "বলিত"। বাম হস্ত ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকিবে, দক্ষিণ হস্ত দোলাইবে এবং পদ স্বস্তিকাকার করিয়া চলিবে ইহা "ঘূর্ণিত"। বাম পদ করিহস্তাকার অর্থাৎ সম্মুখে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া দক্ষিণ পদ প্রসারিত করিবে ইহা "ললিত"। বাম পদ দোলায়মান করিয়া দুই হস্ত ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকিবে এবং কটিদেশ চালনা করিবে ইহা "ভ্রমর"। পদ ভুজঙ্গবৎ ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বাম হস্ত লতার ন্যায় রাখিবে ইহা "ভুজঙ্গ-প্রসৃত"। চতুর্দ্দিকে হস্ত পদ দণ্ডবৎ নিক্ষিপ্ত করিবে ইহা "দণ্ডরেচিত"। দক্ষিণ পদ সূচীবিদ্ধবৎ ফেলিবে এবং কটিদেশ ঘুরাইতে থাকিবে ইহা "কটিভ্রান্ত"। একপদ পাছু হটিবে আর অপরের তলাঙ্গুলি অর্দ্ধ কুঞ্চিত করিবে এবং হস্ত লতাকার করিবে ইহা "লতাবৃশ্চিক"। দুই কর বাহুমূল ও মস্তকে রাখিবে, পদ পৃষ্ঠে দিবে এবং পৃষ্ঠ খুব নমত করিবে ইহা "বৃশ্চিক"। বীরাসনে বসিয়া দুই হস্ত বক্ষে রাখিবে ইহা "ব্যংসিত"। দুই হস্ত স্বস্তিকাকার করিবে এবং পদদ্বয় পার্শ্বে কুঞ্চিত করিবে ইহা "পার্শ্বনিকুট্টত"। পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সহিত চরণ বৃশ্চিকাকার করিয়া ললাটে তিলক করিবে ইহা "ললাট-তিলক"। আদ্য পদ ও দক্ষিণ হস্ত কুঞ্চিত এবং বাম উর্দ্ধে রাখিবে ইহা "কুঞ্চিত"।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন অভিনয়ের একটা অর্থ আছে কিন্তু নিরর্থক নৃত্য কেন; ইহা অর্থ সম্বন্ধ বা অর্থের উদ্ভাবকও নয়। ইহা কোন্ স্বভাব অপেক্ষা করে। ভরত কহিলেন, নৃত্যের কোন অর্থ নাই সত্য, কিন্তু ইহা খানিকটা শোভাসম্পাদক। এই জন্যই ইহার প্রবর্ত্তনা। জন্ম বিবাহ প্রমোদ ও আভ্যুদয়িক কোন কার্য্যে নৃত্যই বিনোদ-কারণ হইয়া থাকে। স্বয়ং মহাদেব তণ্ডুকে গীত প্রয়োগের সহিত নৃত্যের প্রবর্ত্তনা করিতে বলিয়াছেন। দেব-স্তুতি প্রভৃতিতে তাণ্ডববিধি বিশেষ আবশ্যক। ইহার প্রয়োগ অতি সুকুমার সুতরাং শৃঙ্গাররসোদ্দীপক হইয়া থাকে। এক্ষণে যে যে কালে এই নৃত্যের প্রয়োগ হইবে তাহা কহিতেছি শুন। যেখানে অভিনয়ের কোন অঙ্গ-বস্তু সম্পন্ন হইয়া যাইবে বা কোন অভ্যুদয় কাল ঘটিবে সেই সময়ে নৃত্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। যেখানে দম্পতীর কামাশ্রিত কোন ব্যাপার দৃষ্ট হইবে সেই স্থানে নৃত্য অভিপ্রেত। কান্ত নিকটস্থ কিন্তু কান্তার ঋতুকাল, সেই স্থানে গীতাঙ্গের সহিত এই নৃত্য প্রয়োগ করিবে। অভিনয়ের যে অঙ্গে যুবতী খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা বা কলহান্তরিতা হয় সে স্থলে কখন নৃত্য প্রয়োগ করিবে না। যুবতী সখীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত এবং প্রিয় সন্নিহিত অথবা যাহার প্রিয় প্রবাসস্থ এরূপ স্থল হইলে নৃত্য প্রয়োগ হইবে না। যে অঙ্গ দেবস্তুতিসংক্রান্ত হইবে সেস্থলে মাহেশ্বর অঙ্গহারের সহিত তাণ্ডব প্রয়োগ আবশ্যক। যে গান স্ত্রীপুরুষাশ্রিত শৃঙ্গারসংক্রান্ত তাহাতে দেবীকৃত সুললিত অঙ্গহারের সহিত নৃত্য করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

স্বরলিপির চিহ্ন

১। শুদ্ধ স্বর=স, র, গ, ম, প, ধ, ন।

২। কোমল কড়ি স্বর=ঋ, জ্ঞ, হ্ম, দ, ণ।

৩। উচ্চ সপ্তকস্থ স্বরের মাথায় রেফ্ চিহ্ন, যথা র্স; নিম্ন সপ্তকস্থ স্বরের নীচে হসন্ত চিহ্ন, যথা ন্।

৪। এক মাত্রার চিহ্ন=। ; চারটি স্বর একমাত্রার মধ্যে যথা, সরগমা ; তিনটি স্বর একমাত্রার মধ্যে যথা, সরগা ; দুইটি স্বর এক মাত্রার মধ্যে যথা, সরা ইত্যাদি।

৫। ঈষৎ ছোঁয়া মাত্র স্বর ছোট অক্ষরে যথ সরা ;

৬। আস্থায়ীর যেখানে থামিয়া অন্য কলি ধরিতে হইবে, তাহার চিহ্ন শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, যথা, সা রা গা মা।

৭। যে অংশ পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে তাহা এইরূপ { } বন্ধনীর মধ্যে স্থাপিত হয়।

৮। পুনরাবৃত্তি কালে কোন অংশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইলে তাহা এইরূপ ( ) বন্ধনীর মধ্যে স্থাপিত হয়। যথা—{সা রা গা মা (পা ধা না সা) না ধা পা মা} অর্থাৎ প্রথমবারে, এইরূপ { } বন্ধনীর মধ্যে যে অংশ আছে সমস্ত গাহিতে কিম্বা বাজাইতে হইবে, কিন্তু পুনরাবৃত্তির সময় দ্বিতীয় বারে এই (পা ধা না সা) অংশটুকু লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইবে।

৯। মীড়ের চিহ্ন= ‿

১০। প্রত্যেক কলির আরম্ভে ও শেষে যুগল দাঁড়ি বসে। তালের এক আওর্দ্দা পূর্ণ হইলে I এই চিহ্ন বসে।

(সম্পাদক-কৃত "বসন্ত-লীলা" হইতে)

সিন্দুড়া—কাওয়ালী।

ও নয়ন-বাণে-বাণে
চিত-মন মম হ'ল জরজর,
তবু তুমি তো দয়া না কর।
এখন আসিতে কাছে কেন কর মানা,
কোন্ প্রাণে সখি বল সরসর।
দেখগো সখি এ মম বুক চিরে,
কি দশা করেছে তব আঁখি-তীরে ;
লাল দেখিছ যাহা নহে সে আবীরে,
—সখি, রক্ত ধারা পড়ে ঝরঝর॥

১ ২´ ৩ ০ ১
॥ মা পা না র্সর্রা। ০ র্রর্মজ্ঞা -া -জ্ঞর্রা র্সা। -র্রা র্সা ণা ধা। পধা মা মধা পা I মা জ্ঞা রমা জ্ঞা।
॥ ও ন য় ন০। ০ বা ০ ০ ০ণে, বা। ০ ণে, চি ত। ম০ ন, ম০ ম I হ ল জ০ র।

২´ ৩
। ঋা সা ঋা মা। পা ধা ধা ণা। ধা ণধা পা ধপা॥
। জ র, ত বু। তু মি তো, দ। য়া না০ ক র০॥

১ ২´ ৩ ০ ০
‖{না না না র্না। র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সর্রা ণা ধা পমা। (পা -না না -া) }। পা -না না -র্সা I
‖{এ খ ন, আ। সি তে কা ছে। কে০ ন ক র০। (ম্ন ০ না ০) }। মা ০ না ০ I

১ ২´ ৩ ০
I -া -র্রা র্সার্রা। র্রর্মর্জ্ঞা -া র্রা র্সা। -র্সর্না -া র্সা র্রা। র্সর্রা ণা ধা পধা ‖
I ০ ০ স০ খি। কো০ ন্ প্রা ণে। ০ ০ ব ল। স০ র, স র০ ‖

১ ২´ ৩ ০ ১
‖ণা ণা ণা ণা। ণা ণা পধা ণা। র্সা র্রা র্সা -ণর্সণা। ধপা -া -া -া I পা ধা পা মা।
‖দে খ লো, স। খি, এ ম০ ম। বু ক, চি ০। রে০ ০ ০ ০ I কি, দ শা, ক।

২´ ৩ ০ ১ ২
। মা মা জ্ঞমা রা। রমা মা মা -পা। পা -া -া -া I {না -া না না। র্সা র্সা র্সা র্সা
। রে ছে, ত০ ব। আঁ০ খি তী ০। রে ০ ০ ০ I {আ ০ ন, দে। খি ছ, যা হা।

৩ ০ ০ ১ ২´
। র্সর্রা ণা ধা পমা। (পা -না না -া) }। পা -না না -র্সা I -া -র্রা র্রা র্রা। র্রর্মর্জ্ঞা -া র্রা র্সা।
। ন০ হে সে আ০। (বী ০ রে ০) }। বী ০ রে ০ I ০ ০ স খি। র০ ০ ক্ত, যা।

৩ ০
। র্সর্না -া র্সা র্রা। র্সর্রা ণা ধা পধা ‖ ‖
। রা০ ০ প ড়ে। ঝ০ র ঝ র০ ‖ ‖

কাফি—কাওয়ালি।

জানি জানি তোমার কালাচাঁদ,
না জানি কি তুমি পেতেছ গো ফাঁদ;
রাখ রঙ্গ, ও ত্রিভঙ্গ, ছুঁয়ো না হাত,
হবে তাহে অপবাদ।
কেন গো রাখাল-রাজ, লালে লাল হেরি' আজ,
লাল তব পীত সাজ,
একি হেরি বংশীধারী, একি অকস্মাৎ!
—এ যে তব নব সাধ।
কাছে মোর এস না, বসনে কাগ দিও না,
বার বার করি মানা;
ছিছি ছিছি ছিছি ছিছি, দিয়ে নিশানা
কেন ঘটাবে প্রমাদ ‖

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ॥ ১
॥ সা সা। রা রা। রা মজ্ঞা। -া -া I মা -া। -পা মা। পা -া। -া -া I {পা র্সনা।
। জা নি। জা নি। তো মা। ০ য় I কা ০। ০ না। চাঁ ০। ০ দ্ I {জা নি০।

২´ ০ ৩ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা নর্সর্রা। র্সা র্সণা। -া -ধা I পা -া। -ধা মা। পা -া। -া -া } I -া -া।
। জা নি০ । তো মা। ০ য় I কা ০। ০ না। চাঁ ০। ০ দ্ } I ।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। ধা পা। মা গা। মা ধা I ধা ধর্সা। ণা ধা। পা -া। -া -া I পা ধা। ণা র্সা।
। না জা। নি কি। তু মি I পে তে০। ছ গো। কাঁ ০। ০ দ্ I রা খো। র ক্ত০।

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। ণা ধা। পা পা I মা গা। মা -পা। মা -া। -া -া I সা সা। রা রা। রমা জ্ঞা।
। ও ত্রি। ভ ঙ্গ I ছুঁ য়ো। না ০। হা ০। ০ ত I হ বে। তা হে। অ০ প।

০
। রা -সা ॥
। বা দ ॥

১ ২´ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০
॥ পা পা। পা ধা। না না। র্সা -া I নর্সা না। র্সা -র্রা। র্সা ণা। ধা -ণা I
॥ কে ন। গো, রা। খা ল। রা জ্ I লা০ লে। লা ল্। হে রি। আ০ জ্ I

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I ধা -পা। মা মা। রমা জ্ঞা। রা -া I জ্ঞা পা। ধা ধর্সা। ণা ধা। পা পধপা I
I লা ল্। ভ ব। পী০ ত। সা জ্ I এ কি। হে রি০। বং শী। ধা রী০ I

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I পা ধা। মা পা। মা -া। -া -া I সা সা। রা জ্ঞা। রমা জ্ঞা। রা -সা ॥
I এ কি। অ ক। স্মা ০। ০ ৎ I এ যে। ভ ব। ন০ ব। সা ধ্ ॥

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
॥ পা পা। পা -ধা। না না। র্সা র্সা I র্সা র্রা। র্সা -র্রা। র্সা ণা। ণর্সা -ণা I
॥ কা ছে। মো র্০। এ সো। না, ব I স নে। কা গ্। দি ও। না০ ০ I

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I ধা -পা। মা -া রমা জ্ঞা। রা রা I রা পা। ধা ধর্সা ণা ধা। পা পধপা I
I বা র। বা র। ক০ রি। মা না I ছি ছি। ছি ছি০ ছি ছি ছি ছি০ I

১	২´	৩	০	১	২´	৩	০
I মা গা।	মা মা।	-গা -পা।	মা -া I	সা সা।	রা রা।	রমা জ্ঞা।	রা -সা ॥ ॥
I দি য়ে।	নি শা।	০ ০।	না ০ I	কে ন।	ঘ টা।	বে০, প্র।	মা দ্ ॥ ॥

কাফি-সিন্ধুড়া—ঝাঁপতাল।

শ্যাম, তব পায়ে ধরি,
খেলো না আমা-সনে হোরি।
দিও না দিও না গো অঙ্গে আমারি
আবীর পীচকারী;
রাঙ্গায়ো না মোর সাধের নীলাম্বরী,
রাখো এ মিনতি মুরারী;
খেলো না আমা-সনে হোরি।
ছলি' ননদিনী এনু গো শ্রীহরি
জল আনা ছল করি';
কত কথা শুনাবে ঘরে গেলে ফিরি;
যাব যে গো লাজে মরি,
খেলো না আমা-সনে হোরি ॥

২´	৩	০	১	২´	৩	০	১
॥ সা -া।	রা -া রা।	রমা -জ্ঞা।	মা -পা মা I	পা -া।	-া -া -া।	ধপা -মগা।	-মা -া -া I
॥ শ্যা ম্।	ত ০ ব।	পা ০।	য়ে ০ ধ I	রি ০।	০ ০ ০।	০ ০।	০ ০ ০ I

২´	৩	০	১	২´	৩	০
I র্সা -া।	না র্সা -ধ।	ণা -ধা।	ধণা -ধপা -া I	মা পা।	মা -জ্ঞা -া।	-জ্ঞা -মা।
I খে ০।	লো না ০।	আ ০।	মা ০ ০ I	স নে।	হো ০ ০।	০ ০।

১	২´	৩	০	১	২´	৩
। রা -া -া I	র্সা র্রা।	র্মজ্ঞা -া -র্সা।	র্রা -া।	র্সা -া -া I	মা পা।	মা -জ্ঞা -া।
। রি ০ ০ I	খে লো।	না ০ ০।	আ ০।	মা ০ ০ I	স নে।	হো ০ ০।

০	১
। -জ্ঞা -মা।	রা -া -া ॥
। ০ ০।	রি ০ ০ ॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
॥ সা জ্ঝা। জ্ঝা -া জ্ঝা। জ্ঝা জ্ঝা। জ্ঝা -া -র্রা I র্রা -র্সা। র্সর্রা -না না। র্সা -া।
॥ দ্বি ও। না ০ দি। ও না। গো ০ ০ I অ অং। গে০ ০ আ। মা ০।

১ ২ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। নর্সা -রজ্ঝা -া I র্রা র্সা। র্সণধা -পমা পা। না -া। -র্সা র্সা -া I ধণা -া। ণা -া -া।
। রি০ ০ ০ I আ বী। র০ ০ পিচ্। কা ০। ০ রি ০ I রা ০। ঙ্গা ০ ০।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। র্সা র্রা। র্সণা ধপা -া I পা -র্সনা। র্সা -া র্সা। ধা -পা। মজ্ঝা -রা সা I সা সা।
। মো না। মো ০ র্ I সা ০। ধে র্, নী। লা ম্। ব০ ০ রী I রা থ।

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
রা -া রা। রমা -জ্ঝা। -মা পা -া I পা -ধা। মা -পা -া। মা -জ্ঝা। -রা -সা -া I
। এ ০ মি। ন০ ০। ০ তি ০ I মু ০। ০ রা ০ ০। রী ০। ০ ০ ০ I

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I র্সা -া। না র্সা -ধা। ণা -ধা। ধণা -ধপা -া I মা পা। মা -জ্ঝা -া -জ্ঝা -মা।
I খে ০। লো না ০। আ ০। মা ০ ০ I স নে। হো ০ ০। ০ ০।

১
। রা -া -া॥
। রি ০ ০॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
॥ সা জ্ঝা। জ্ঝা -া জ্ঝা। জ্ঝা -া। জ্ঝা -া -র্রা I র্রা র্সা। র্সর্রা -না না। র্সা -া।
॥ ছ লি। ন ০ ন। দি ০। নী ০ ০ I এ ছু। গো ০ শ্রী। হ ০।

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। নর্সা -র্রজ্ঝা -া I র্রা র্সা। র্সণধা -পমা পা। না -া। -র্সা র্সা -া I ণা ণা। ণা -া ণা।
। রি ০ ০ I জল্ আ। না ০ ছল্। ক ০। ০ রি ০ I ক ত। ক ০ থা।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। র্সা র্রা। র্সণা -ধা -পা I পা -র্সনা। র্সা -ণা ধপা। মা -জ্ঝা। -রা -সা -া I সা -া।
। শু না। বে০ ০ ০ I য ০। রে ০ ফি০। রি ০। ০ ০ ০ I যা ০।

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। রা রা রা। রমা -জ্ঝা। মা -পা মা I পা -া। -া -া -া। -ধপা -মগা। -মা -া -া I
। ব, বে গো। লী ০। ছে ০ ম I রি ০। ০ ০ ০। ০ ০ ০। ০ ০ ০ I

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া। না -র্সা -া ধ। পা -ধা। ধপা -ধপা -া I মা পা। মা -জ্ঞা -া। -জ্ঞা -মা। রা -া -া ॥ ॥
I থে ০। সো না ০। আ ০। মা ০ ০ I স নে। হো ০ ০। ০ ০। রি ০ ০ ॥ ॥

সিন্ধু—একতালা।

আমি যাই যাই, আর ফিরে ফিরে চাই,
যাই যাই করে' আসি ;
(ঐ) বাঁশি যে সর্ব্বনাশী।
বাজায়ো না শ্যাম বাজায়ো না,
প্রাণ হয় উদাসী ;
মনে হয় যেন, ত্যজি' গৃহ-জন
হয়ে থাকি' তব দাসী ॥

১´ ২ ৩ ০
মা -না সা ॥ রা রা রা। জ্ঞা রা -জ্ঞা। রা মা জ্ঞা। রা সা -া I
আ ০ মি ॥ যা ই, যা। ই, আ র্। ফি রে, ফি। রে, চা ই I

১´ ২ ৩ ০ ১´
I সা সা সা। পা পা ধপা। মা -পা মা। -জ্ঞজ্ঞা -রা -সা I রা র্সা না।
I যা ই, যা। ই, ক রে০। আ ০ সি। ০ ০ ০ I বাঁ শি যে।

২ ৩ ০ ১´ ১´ ৩
। র্সা -া র্রা। ণা -র্সা -ণধা। পমা -জ্ঞরা সন্সা I রা র্সা না। র্সা -া র্রা। ণা -র্সা ণধা।
। স ০ র্ব্ব। না ০ ০। শী০ ০ ঐ I বাঁ শি যে। স ০ র্ব্ব। না ০ ০।

। পমা জ্ঞরা সা ॥
। শী০ "আ মি" ॥

১´ ২ ৩ ০ ১´ ২
॥ পা পা পা। পা পমা -পা। পা পা -া। ধা পা -া I পা -র্সা র্সা। ণা ধা -পা।
॥ বা জা য়ো। না, শ্যা ম্। বা জা ০। য়ো না ০ I প্রা ণ্, হ। য়, উ ০।

৩ ০ ১ ২ ৩ ০
। মা -গা -পা। মা -া -া I পা র্সা র্সা। না র্সা র্রা। র্সা ণা ধা। পা মা মা I
। দা ০ ০। সী ০ ০ I ম নে, হ। য়, যে ন। ত্য জি, গৃ। হ, জ ন I

১´ ২ ৩ ০
I পা -র্সা ণা। ধা পা মা। মা -গপা -মা। -জ্ঞরা সন্ সা ॥ ॥
I হ য়ে, থা। কি, ত ব। দা ০ সী। ০ "আ০ মি" ॥ ॥

স্বর-রহস্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে স্বরগ্রামে পাঁচটি পূর্ণাস্বর ও দুইটি অর্দ্ধান্তর থাকে তাহাকে শুদ্ধ বা স্বাভাবিক-স্বরগ্রাম বলে; এবং যে স্বভাবিক গ্রামে, তৃতীয় চতুর্থ স্বরের মধ্যে ও সপ্তম অষ্টম স্বরের মধ্যে অর্দ্ধান্তর উপস্থিত হয় তাহাকে জ্যেষ্ঠগ্রাম বলে। এই জ্যেষ্ঠগ্রামই আদর্শ-গ্রাম। অন্য স্বাভাবিক-স্বরগ্রামগুলিকে যদি আদর্শ-গ্রামে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-গ্রামে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে কতকগুলি কোমল কড়িরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হয়। অন্য স্বাভাবিক-স্বরগ্রামকে জ্যেষ্ঠ-গ্রামে পরিণত করিলে তাহার স্বর-বিন্যাস কিরূপ হয় তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

র—সুরকে খরজ করিলে এইরূপ হয় :—

র, গ, হ্ম, ३ প, ধ, ন, র্ধ, ३ র্।

গ—সুরকে … … … :—

গ, হ্ম, দ, ३ ধ, ন, র্ধ, জ্র, ३ র্গ।

ম—সুরকে … … … :—

ম, প, ধ, ३ ণ, র্স, র্র, র্গ, ३ র্ম।

অতএব দেখা যাইতেছে, স র গ ३ ম প ধ ন ३ র্স এই জ্যেষ্ঠ-গ্রামের ন্যায় উপরোক্ত গ্রামগুলিতেও তৃতীয় চতুর্থের ও সপ্তম অষ্টমের মধ্যে কড়ি কোমলের দ্বারা অর্দ্ধান্তর ঘটান হইয়াছে।

কোন স্বর-গ্রামের সমস্ত স্বরগুলিকে সমগ্র বা সমষ্টিভাবে দেখিলে তাহাকে স্বর-গ্রামের একটি বিশেষ পদ্ধতি বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই স্বর-বিন্যাস-পদ্ধতি সূচিত করিতে হইলে ঐ গ্রামের সূচী-স্বর বা খরজের নাম অনুসারে উহার নামকরণ হয়। যথা, যদি কোন গৎ বা গান স্বাভাবিক স্বরগ্রাম অবলম্বন করিয়া রচিত হয়, তবে ঐ গৎ বা গানকে স-সুরের খরজে রচিত এইরূপ বলা যায়।

এমন হইতে পারে, কোন সাঙ্গীতিক রচনা মূলে কোন খরজ-বিশেষ অবলম্বন করিয়া রচিত, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রমে কোন একটি স্ব-গ্রাম-বিরোধী সুর আকস্মিক ভাবে তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে খরজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আমাদের সঙ্গীতে কখন কখন অজ্ঞাতসারে এইরূপ খরজ পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন রাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

—*—

ছায়ানট—একতালা।

হে সখা মম হৃদয়ে রহ!
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ।
নাথ তুমি এস ধীরে, সুখ দুখ হাসি নয়ন-নীরে,
লহ আমার জীবন ঘিরে।
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ॥ —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ॥ ২´ ৩
॥ গা রা গা। -গা মা ধপা। মা গা রা। ন্া -রা সা I পা -া পা। র্সা -না -র্সা।
॥ হে স খা। ০ ম ম০। হৃ দ য়ে। র ০ হ I সং ০ সা। রে ০ ০।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ধা -পা ধা। পা -ধা পা I রা -গরা গা। মা -ধা পা। মা গা রা। ন্া -রা সা ॥
। স ০ ব। কা০ ০ জে I ধ্যা ০ নে। জ্ঞা ০ নে। হৃ দ য়ে। র ০ হ ॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ পা -া পা। পা র্সধা -না। না -র্সা র্সা। র্সা -া র্সা I র্সা ধা র্সা। র্সা র্সা র্রা।
॥ না ০ থ। তু মি০ ০। এ ০ স। ধী ০ রে I সু খ, দু। খ, হা সি।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্সনা র্সনা। র্সধা -ণা পা I ঋা ঋা গা। মা -ধা পা। মা গা ঋা। ন্‌া -রা সা I
। ন য়ং নং। নীং ০ রে I ল হ, আ। মা ০ র। জী ব ন। খি ০ রে I

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -া পা। র্সা -না -র্সা। ধা ণা ধা। পা -ধা পা I রা -গরা গা। মা -ধা পা।
I সং ০ সা। রে ০ ০। স ০ ব। কা ০ জে I ধ্যা ০ নে। জ্ঞা ০ নে।

০ ১
। মা গা রা। ন্‌া -রা সা ॥ ॥
। হৃ দ য়ে। র ০ হ ॥ ॥

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।
আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক।

পুরাতন গীত সংগ্রহ।

(কালীমের্জা-রচিত)

সর্ফর্দা—ঝাঁপতাল।

চঞ্চল চরণে চলে অচল-নন্দিনী
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি।
জননীর হাত-ধরা, হাঁসিছে সুধা-অধরা
আনন্দে নাচিছে ধরা ধন্য ধন্য গণি' ॥

ঐ———আড়া।

তুমি বল ভালবাসি, এ কেমন ভালবাসা,
আশ্রয় আশ্রিত জন, না পুরালে তার আশা।
দেখ কত দূরে ঘন, চাতক হয় অধীন
কোরে বারি বরিষণ ঘুচায় তারো পিপাসা ॥

সর্ফর্দা—তেওট।

বাসনারি কি বাসনা, কেন তারে ভালবাসে ;
ভানু লক্ষান্তরে থাকে, কমল সলিলে ভাসে।
চক্রবাক্ চক্রবাকী কি সুখে তাহারা সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি, কেহ নহে কারও পাশে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

পাশরিতে চাই তারে না যায় পাশরা।
আমারে মজালে আমার নয়নেরি তারা।
বাসনা করি যে মনে, চাব না তাহার পানে
আঁখি নিমেষ না মানে, বহে বারি-ধারা ॥

প্রথম ভাগ। অষ্টম সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

বৈশাখ, ১৩০৯।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—৮ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥

বৈশাখ ১৩০৯

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

গানক্রিয়া স্বরাণাং যা বর্ণঃ স কথিতশ্চতুর্ভেদঃ।
স্থায্যারোহ্যবরোহী সংচারী চেত্যথ স্থায়ী।৫১

স্বর সমূহের যে গানক্রিয়া তাহা বর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। উহার চার ভেদ। স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সংচারী। এক্ষণে স্থায়ী বর্ণ কথিত হইতেছে। ৫১

এক্ষণে গ্রামের আধেয়াস্তর বর্ণ প্রভেদের সহিত প্রদর্শিত হইতেছে। স্বর সমূহের যে গানক্রিয়া অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ রূপে উচ্চারণ তাহা বর্ণ। বর্ণন কি না স্বর বিস্তারণ এই জন্য বর্ণ নাম হইয়াছে। ইহা চার প্রকার; যথা—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। নিম্নে স্থায়ী বর্ণ প্রদর্শিত হইতেছে।৫১

স্থিত্বা স্থিত্বৈকস্য প্রয়োগ আরোহণাত্তথারোহী।
অবরোহাদবরোহী সংচারী তদ্বিমিশ্রণতঃ।৫২

থাকিয়া থাকিয়া একেরই যে প্রয়োগ তাহা স্থায়ী। আরোহণ হইতে আরোহী, অবরোহণ হইতে অবরোহী এবং তিনের মিশ্রণ হইতে সংচারী। ৫২

থাকিয়া থাকিয়া অর্থাৎ বিলম্ব করিয়া বিলম্ব করিয়া এক বর্ণেরই যে প্রয়োগ কি না উচ্চারণ তাহা স্থায়ী। যেমন সা, সা, সা, রি, রি, রি, ইত্যাদি। আরোহী বর্ণ প্রদর্শিত হইতেছে। আরোহণ হইতে যে প্রয়োগ তাহা আরোহী বর্ণ। যেমন—স, রি, গ, ম, প, ধ, নী। অবরোহী প্রদর্শিত হইতেছে। অবরোহ হইতে যে প্রয়োগ তাহা অবরোহী বর্ণ। যেমন—নি, ধ, প, ম, গ, রি, স। সংচারী প্রদর্শিত হইতেছে। ঐ সমস্তেরই—ঐ তিনেরই মিশ্রণ হইতে যে প্রয়োগ তাহা সংচারী বর্ণ। যেমন—স, স, রি, গ। স, নি, ধ। স, রি, গ ইত্যাদি। যে গানক্রিয়াতে যে বর্ণের বাহুল্য হয় তথায় সেই বর্ণ দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করিবে। ৫২

সবিশেষবর্ণগুম্ফো২লঙ্কারোহত্র কথয়ামি তদ্ভেদান্।
দ্বাত্রিংশতং তথা দ্বৌ প্রকরণ ইহ হি পরিভাষেয়ং॥ ৫৩

সবিশেষ রূপে যে বর্ণগুম্ফ তাহা অলঙ্কার। এই গ্রন্থে বত্রিশ আর দুই অলঙ্কার ভেদ কহিতেছি। এই অলঙ্কার প্রকরণেই এই পরিভাষা। ৫৩

বর্ণ-গ্রথন-বিশেষরূপ অলঙ্কার প্রদর্শন করিবার জন্য

বক্ষ্যমাণ রূপে তাহার সংখ্যা-বিশেষ কথিত হইতেছে। বিশেষের সহিত অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ নিয়ত কলাদিরূপের সহিত যে বর্ণগুম্ফ কি না পূর্ব্বোক্ত বর্ণগ্রথন তাহা অলঙ্কার। গান অলঙ্কৃত করে এই জন্ত অলঙ্কার নাম হইয়াছে। ভরত মুনি কহিয়াছেন—যেমন চন্দ্র-বিরহিত রাত্রি, নির্জলা নদী, পুষ্পহীন লতা, অবিভূষিতা স্ত্রী, সেইরূপ অলঙ্কারশূন্য গীতি হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে অলঙ্কার ভেদ সর্ব্বসমেত বত্রিশ ও দুই এই চৌত্রিশ। যদিও নিঃশঙ্ক প্রভৃতি ইহার ত্রিষষ্টি ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু আমি সংক্ষেপ করিবার জন্য চৌত্রিশ ভেদই কহিতেছি। বক্ষ্যমাণ প্রকারে বত্রিশ অপেক্ষা দুএর বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া দুই পৃথক গৃহীত হইল। এই অলঙ্কারের উপযোগী পরিভাষা কথিত হইতেছে। এই প্রকরণে—কি না এই অলঙ্কার প্রকরণেই, এই বক্ষ্যমাণ সসংকেত পরিভাষা। ৫৩

মন্দ্রঃ স যস্তু পূর্ব্বঃ স্বর উক্তোঽসৌ মৃদুঃ প্রসন্নশ্চ।
বিন্দুশিরাঃ স তু লিপ্যাং তারো দ্বিগুণঃ স দীপ্তশ্চ ॥ ৫৪

যাহা পূর্ব্বস্বর তাহা মন্দ্র বলিয়া কথিত, ইহা মৃদু ও প্রসন্ন। কিন্তু লিপিতে ইহা বিন্দুশিরা হয়। তার স্বর দ্বিগুণ ও ইহা দীপ্ত। ৫৪

যেটী পূর্ব্বস্বর তাহা মন্দ্র, ইহা মধ্যরূপ পর স্বরের তুলনায় মন্দ্র। অর্থাৎ তাররূপ পরস্বরের তুলনায় মধ্যও মন্দ্র। মন্দ্রেরই ব্যবহারের জন্য অন্য পর্য্যায় বলা হইতেছে;—ইহা মৃদু ও প্রসন্ন। কিন্তু এই মন্দ্র লিপিতে লিখন কালে বিন্দুশিরা হয় অর্থাৎ ইহার উপরিভাগ বিন্দুযুক্ত করিতে হয়। আবার মন্দ্ররূপ পূর্ব্বস্বরের তুলনায় মধ্যস্বর দ্বিগুণ হইয়া তার হইয়া থাকে। এবং মধ্যরূপ পূর্ব্বস্বরের তুলনায় অনুতারস্বরও দ্বিগুণ হইয়া তার-শব্দ-বাচ্য হয়। এই তারেরও অন্য পর্য্যায় এবং লিখনসঙ্কেত কথিত হইতেছে,—ইহা দীপ্ত। ৫৪

রেখামূর্দ্ধা লেখে প্লুতস্ত্রিরুক্তেরথ প্রসন্নাদিঃ।
মন্দ্রদ্বয়স্তস্তারে তদ্বিপরীতঃ প্রসন্নান্তঃ। ৫৫

তার লিখনে রেখামূর্দ্ধা হয়। তিন বার উক্তি হেতু প্লুত হয়, মন্দ্র স্বর হইতে তার স্বর পরবর্ত্তী হইলে প্রসন্নাদি হয়, তদ্বিপরীত প্রসন্নান্ত হইয়া থাকে। ৫৫

সেই তার দীপ্ত, অর্থাৎ লিখনে ইহা রেখামূর্দ্ধা অর্থাৎ রেখাযুক্ত উপরিভাগ হইলে দীপ্ত-শব্দ-বাচ্য হইয়া থাকে। এক্ষণে প্লুত স্বর বলিতেছি। যে স্বর প্লুত নামে নির্দ্দিষ্ট তাহা তিন বার উচ্চারণীয়। এইরূপে পরিভাষা নিরূপণ করিয়া স্থায়িবর্ণাশ্রিত প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, প্রসন্নমধ্য, ক্রমরেচিত নামক পাঁচ অলঙ্কার বলিবার জন্য প্রসন্নাদি কহিতেছেন। দুই বার মন্দ্র স্বর উচ্চারণ করিয়া যদি একবারমাত্র তার স্বর উচ্চারিত হয় তাহা হইলে প্রসন্নাদি হইয়া থাকে। যেমন স স স। প্রসন্নান্ত কহিতেছেন;—ঐ প্রসন্নাদি হইতে যাহা বিপরীতপূর্ব্ব অর্থাৎ একবার তার, পশ্চাৎ দুই বার মন্দ্র—ইহা প্রসন্নান্ত হইয়া থাকে, যেমন স স স। ৫৫

অন্বর্থকঃ প্রসন্নাদ্যন্তস্তাদৃক্ প্রসন্নমধ্যোঽপি।
মৃদুমধ্যগো দ্বিতীয়স্তৃতীয়তুর্য্যৌ চ তাদৃক্ষৌ। ৫৬

প্রসন্নাদ্যন্ত অন্বর্থক, প্রসন্নমধ্যও তাদৃক্। দ্বিতীয় মৃদুমধ্যগ, তৃতীয় ও চতুর্থ মৃদুমধ্যগ। ৫৬

প্রসন্নাদ্যন্ত কথিত হইতেছে। প্রসন্নাদ্যন্ত অন্বর্থক অর্থাৎ সার্থক। প্রসন্ন কি না মন্দ্র যাহার আদি ও অন্ত অর্থাৎ আদিতে মন্দ্র, মধ্যে তার, ও অন্তে যদি মন্দ্র হয় তাহা হইলে প্রসন্নাদ্যন্ত হইয়া থাকে। যেমন—স স স। প্রসন্নমধ্য কথিত হইতেছে। প্রসন্নমধ্যও তাদৃক্, কি না অন্বর্থক। প্রসন্ন যাহার মধ্যে, অর্থাৎ যদি আদিতে তার, মধ্যে মন্দ্র, অন্তে আবার তার হয় তাহা হইলে প্রসন্নমধ্য হইয়া থাকে। যেমন স স স। ক্রমরেচিত কথিত হইতেছে। তিন কলা কি না ভাগ যাহার তাহা ক্রমরেচিত। ইহা কিরূপ

তাহা বলা হইতেছে। মূদ্র কিনা মন্দ্র স্বরের মধ্যগামী দ্বিতীয় অর্থাৎ ঋষভ ইহা আদ্য কলা। আর তৃতীয় ও চতুর্থ— গান্ধার ও মধ্যম মন্দ্রমধ্যগামী ইহা দ্বিতীয় কলা। ৫৬

তদ্বচ্চ পঞ্চমাদ্যং ত্রিতয়ং ক্রমরেচিতস্ত্রিকল
এবম্।
স্থায়িগতা ইতি পঞ্চারোহিগতাস্তে পুনঃ সপ্ত ॥
৫৭

পঞ্চমাদ্য তৃতীয় সেই রূপই। এইরূপ ত্রিকল ক্রমরেচিত। এই পাঁচটী স্থায়িগত। ইহারা আরোহিগত হইলে সাত হয়। ৫৭

পঞ্চমাদি তিনটী সেইরূপই। পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম প, ধ, নি, মন্দ্রমধ্যগ ইহা তৃতীয় কলা, যেমন—সঁ রি সঁ। সঁ গ ম সঁ। সঁ প ধ নি সঁ। এই পাঁচই স্থায়িগত অর্থাৎ এই পাঁচেরই আদ্যন্তের একস্বরত্ব হেতু স্থায়ী বর্ণকে আশ্রয় করিয়া আছে। নিঃশঙ্ক কহিয়াছেন যাহাদের আদ্যন্তের এক স্বর তাহারা স্থায়িবর্ণগ হইয়া থাকে। এক্ষণে আরোহিবর্ণাশ্রিত বিস্তীর্ণ, নিষ্কর্ষ, প্রেঙ্খিত, বিন্দু, হসিত, সন্ধি, প্রচ্ছাদন ও আক্ষিপ্তাখ্য সাত অলঙ্কার নিরূপিত হইতেছে। এই সাতটী আরোহিগত। ৫৭

যচ্চারোহেৎ ক্রমতঃ সবিশ্রমং সপ্তভিঃ স্বরৈর্দীর্ঘৈঃ।
বিস্তীর্ণোঽয়ং শীঘ্রং দ্বির্গদিতৈস্তু নিষ্কর্ষঃ ॥ ৫৮

যেখানে দীর্ঘ সাত স্বর দ্বারা বিশ্রাম পুরঃস্বর আরোহণ করিবে তাহা বিস্তীর্ণ। দুইবার শীঘ্র কথিত সাত স্বরের দ্বারা আরোহণ হইলে নিষ্কর্ষ হয়। ৫৮

বিস্তীর্ণ কথিত হইতেছে। যেখানে দীর্ঘ কি না লম্বীকৃত সাত স্বর দ্বারা সবিশ্রম অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে আরোহণ করিবে তাহা বিস্তীর্ণ। যেমন- সা রি গা মা পা ধা নী। নিষ্কর্ষ কথিত হইতেছে। দুইবার শীঘ্র কি না ক্রুত কথিত সাত স্বরের দ্বারা আরোহণ নিষ্কর্ষ। যেমন—সস রিরি গগ মম পপ ধধ নিনি। ৫৮

যত্রারোহেৎ দ্বৌ দ্বৌ দোলিতচরমং বিহায় তু ক্রমতঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রেঙ্খিত ইতি সবিন্দুর্যদারোহে ॥
৫৯

যেখানে ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগ করিয়া চরম স্বর কম্পন পূর্ব্বক দুই দুই স্বরে আরোহণ করিবে তাহা প্রেঙ্খিত। বিন্দু কথিত হইতেছে। ৫৯

প্রেঙ্খিত কথিত হইতেছে ;—যেখানে চরম স্বর কম্পন পূর্ব্বক দুই দুই স্বরে আরোহণ করিবে তাহা প্রেঙ্খিত। কিরূপে ? না, ক্রম অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগ করিয়া, প্রথম স্বর গান করিয়া, দ্বিতীয়টী কম্পন পূর্ব্বক গাইবে। পরে প্রথম ত্যাগ হইলে দ্বিতীয়টী গান করিয়া, তৃতীয়কে কম্পন পূর্ব্বক গাইবে। যেমন—সরী, রিগা, গমা, মপা, পধা, ধনী। বিন্দু কথিত হইতেছে। ৫৯

ক্রমতঃ প্লুতঃ সকৃচ্চ প্লুতঃ সকৃৎ স্যাদপ্লুতঃ
সকৃৎ প্লুতকঃ।
হসিতোযত্রৈকোত্তরবৃদ্ধ্যা বৃত্তিঃ স্বরারোহঃ ॥৬০

যাহার আরোহে ক্রমে প্লুত ও সকৃৎ ইত্যাদি হইবে তাহা বিন্দু। যাহাতে একোত্তর বৃদ্ধি সহকারে আবর্ত্তন হয় এরূপ স্বরারোহ হসিত। ৬০

যাহার আরোহে স্বর প্লুত ও সকৃৎ হইবে তাহা বিন্দু। প্রথম তিন বার উচ্চারিত হইবে। দ্বিতীয় একবার। তৃতীয় তিনবার। চতুর্থ একবার। পঞ্চম তিনবার। ষষ্ঠ একবার। এবং সপ্তম তিনবার। যেমন—সসসারী, গগগামা, পপপাধা, নিনিনী। হসিত কথিত হইতেছে ;—যাহাতে একোত্তর বৃদ্ধি সহকারে আবর্ত্তন সকল হয় এরূপ স্বরারোহ কি না সপ্ত স্বরারোহণ হসিত। অর্থাৎ প্রথম স্বর একবার, দ্বিতীয় দুইবার, তৃতীয় তিনবার, চতুর্থ চারবার, পঞ্চম পাঁচবার উচ্চারিত হয় তাহা হসিত। যেমন—সা, রিরী, গগগা, মমমমা, পপপপপা। ৬০

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।

মুনিগণ কহিলেন, ভগবন, নাট্যজ্ঞেরা নাট্যে যে সমস্ত রস পাঠ করিয়া থাকেন কি কারণে তাহাদের রসত্ব হইল? ভাব সকল কিরূপ?

ভরত কহিলেন, তোমরা আমার যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি সমস্তই কহিতেছি শুন। ভাবের বহুত্ব ও শিল্পের অসংখ্যতা হেতু নাট্যশাস্ত্রের পারদর্শন সহজ নহে। সাত সমুদ্রের মধ্যে একটীরও যখন অন্ত পাওয়া যায় না তখন জ্ঞানের অন্ত তো দূরের কথা। সূত্র ও ভাষ্যে বিস্তার পূর্ব্বক উপদিষ্ট অর্থের সংক্ষেপোক্তির নাম সংগ্রহ। এই বিস্তীর্ণ নাট্যশাস্ত্রের যে সমস্ত সংগ্রহ আছে তদবলম্বনে ইহা কহিতেছি শুন। রস, ভাব, অভিনয়, ধর্ম্মী, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, আতোদ্য ও গান রঙ্গ সম্বন্ধে এই সমস্তই জানিবার বিষয়। নাট্যশাস্ত্রে এই রস আট প্রকার হইয়া থাকে। যথা—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। অতঃপর স্থায়ী সংচারী প্রভৃতি ভাবের উল্লেখ করিতেছি শুন। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এই গুলি নাট্যে স্থায়ী ভাব। আর নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, জাগরণ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক এই গুলি ব্যভিচারি ভাব। এই গুলি সর্ব্বসমেত তেত্রিশ। সাত্বিক ভাব আটটী; যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। আঙ্গিক বাচিক আহার্য্য ও সাত্বিক এই চার প্রকার অভিনয়। ইহাতে নাট্য প্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্ম্মী দ্বিবিধ—লোকধর্ম্মী ও নাট্যধর্ম্মী। বৃত্তি চার প্রকার—ভারতী, সাত্বতী কৈশিকী ও আরভটী। ইহাতে নাট্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আর প্রবৃত্তি এই কয়েকটী—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, অর্দ্ধমাগধী ও পঞ্চালমধ্যমা। সিদ্ধি দ্বিবিধা—দৈবী ও মানুষী। ষড়্‌জাদি স্বর—শারীর ও বৈণ সাতটী। আতোদ্য চার প্রকার—তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির। যাহা তন্ত্রীগত তাহা তত, পুষ্করজাতকে অবনদ্ধ বলে। তাল ঘন এবং বংশ সুষির নামে নির্দ্দিষ্ট। গান পাঁচ প্রকার—প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্ক্রাম, প্রাপ্ত ও অন্তর। সংক্ষেপে এই নাট্য সংগ্রহ জানিবে। অতঃপর অগ্রে রস ব্যাখ্যা করিতেছি। কারণ, রস ব্যতীত কোন বিষয়ই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগে এই রসের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যেমন নানা ব্যঞ্জন ও ওষধিদ্রব্য সংযোগে রসের সমাবেশ হয়, সেইরূপ স্থায়ী ভাব সকল নানা ভাব দ্বারা অনুগত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রস কি পদার্থ? আস্বাদ্য। কিরূপ? যেমন লোকে নানা ব্যঞ্জনযুক্ত সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া রস-আস্বাদন করে সেইরূপ। মনস্বী নাট্যদর্শকেরা নানা ভাবাভিনয়-প্রকাশিত স্থায়ীভাব সকল আস্বাদন করিয়া থাকে। রস সমূহ হইতে ভাবের নিষ্পত্তি, কি দুয়েরই নিষ্পত্তি বিষয়ে পরস্পর-সম্বন্ধই কারণ? দেখা যায় ভাব হইতেই রসের নিষ্পত্তি কিন্তু রস হইতে ভাবের নয়। যেহেতু অভিনয়সম্বন্ধ রস উদ্ভাবিত করে নাট্যকারেরা, এই জন্যই ইহাকে ভাব বলে। ভাবহীন রস নাই এবং ভাবও রসহীন নহে, অভিনয়ে উভয়ের সিদ্ধি পরস্পরকৃত বুঝিবে। যেমন ব্যঞ্জন ও ওষধি সংযোগে অন্ন স্বাদু হয়, রস ও ভাব সেইরূপই। ফলত এই দুইটী অন্যোন্যাপেক্ষা।

এক্ষণে কোন্ কোন্ রস কোন্ কোন্ রস হইতে উৎপন্ন এবং তাহার বর্ণ ও দেবতাই বা কি কহিতেছি শুন। শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস এই চারিটি অন্যান্য রসের মূল। শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত এবং বীভৎস হইতে ভয়ানক হয়। যাহা শৃঙ্গারের অনুকার তাহা হাস্য। রৌদ্রের যাহা কার্য্য তাহা করুণ। বীরের যাহা কার্য্য সে অদ্ভুত। আর যাহা বীভৎসদর্শন তাহা ভয়ানক। শৃঙ্গার শ্যামবর্ণ, হাস্য শুক্লবর্ণ, করুণ কপোতবর্ণ, রৌদ্র রক্তবর্ণ, বীর গৌরবর্ণ, ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ, বীভৎস নীলবর্ণ এবং অদ্ভুত পীতবর্ণ হইয়া থাকে। শৃঙ্গারের বিষ্ণু, হাস্যের প্রমথ, রৌদ্রের রুদ্র, করুণের যম, বীভৎসের মহাকাল, ভয়ানকের কাম, বীরের ইন্দ্র এবং অদ্ভুতের ব্রহ্মই অধিদেবতা।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ইমনকল্যাণ—তাল তেওরা।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে।
অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে
তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে।
স্তব্ধ সর্ব্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর,
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥ —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ২ ৩ ॥ ১´ ২ ৩ ১´
॥ নধা না -নধা। ধা -া। পা -া I ধপা ধহ্মা -পগা। গা -া। গা -া I পা পা -রা।
॥ ম০ হা ০ । বি ০। শ্বে ০ I ম০ হা০ ০ । কা ০। শে ০ I ম হা ০ ।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। গা -া। গা -া I রা -ন্‌া -রা। সা -া। -া -া I সা -ন্‌া রা। রা -া। রা রা I
। কা ০। ল ০ I মা ০ ০ । ঝে ০। ০ ০ I আ ০ মি। মা ০। ন ব I

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
I রা রন্‌া -রা। গা -া। গা গা I গা -া হ্মা। পা -া। না ধা I পা -া রা। গা -রা।
I এ কা০ ০ । কী ০। ভ্র মি I বি ০ স্ম। য়ে, ০। ভ্র মি I বি ০ স্ম। য়ে ০।

৩
। -সা -া ॥
। ০ ০ ॥

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
॥ পা ধা -পা। র্সা -া। র্সা -া I র্রা -া র্সা। র্সা -া। র্সা -া I র্সা র্সা -ধা। র্সা -া।
॥ তু মি ০ । আ ০। ছ ০ I বি ০ শ্ব। না ০। থ ০ I অ সী ০। ম ০।

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
। র্রা -া I না -া -ধা। হ্মা -ধা। পা -া I পা -া রা। গা -া। মা -া I গা -া -রা।
। র ০ I হ ০ স্য। মা ০। ঝে ০ I নী ০ র। বে, ০। এ ০ I কা ০ ০।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। সা -া। -া -া I সা -া রা। গা -া। গা হ্মা I পা -না ধা। পা -হ্মা। গা -হ্মা ॥
। কী, ০। ০ ০ I আ ০ প। ন, ০। ম হি I মা ০ নি। ল ০। য়ে ০ ॥

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
॥ গা গা -া। পা -া। পা -া I পা -া পা। পা -া। হ্মা -া I গা গা -রা। গা -া।
॥ অ ন ন্‌। ত ০। এ ০ I দে ০ শ। কা ০। লে ০ I অ গ ০। ণ্য ০।

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
। মা -া I গা -গা রা। ন্‌া -রা। সা -া I ন্‌া ন্‌া -ধ্‌া। ন্‌া -া। ধ্‌া -া I প্‌া সা -া।
। এ ॰ I দী ॰ প্ত। লো ॰। কে ॰ I তু মি ॰। আ ॰। ছ ॰ I মোরে ॰।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। রা া। গা -া I গা ক্ষা -া। পা -ক্ষা। ধপা -রা I গা গা -া। ন্‌া -ঋ। সা -া I
। চা ॰। হি ॰ I আ মি ॰। চা ॰। হি ॰ I তো মা ॰। পা ॰। নে ॰ I

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
I পা -ধা পা। র্সা -া। র্সা -া I র্রর্সা র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া I র্সা -া ধা। র্সা -া।
I শু ॰ ক্ল। স ॰। র্ব ॰ I কো লা ॰। হ ॰। ল ॰ I শা ন্‌ তি। ম গ্‌।

৩´ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
। র্রা -া I না ধা -া। ক্ষা -ধা। পা -া I পা -া রা। গা -া। মা -া I গা রা -া।
। ন, ॰ I চ রা ॰। চ ॰। র ॰ I এ ॰ ক্‌। তু ॰। মি ॰ I তো মা ॰।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। ন্‌া -রা। সা -া I সা -া রা। গা -া। ক্ষা -া I [illegible] -না ধা। পা -ক্ষা। -গা -ক্ষা II
। মা ॰। ঝে ॰ I আ ॰ মি। এ ॰। কা ॰ I কি ॰ ঙ্কা। রে ॰। ॰ ॰ II

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

তিলক কামোদ—তাল তেওরা।

মহানন্দে হের গো সবে গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশি তারা।
তাঁহা হতে নামে জড়জীবনমন-প্রবাহ
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম সৃজনধারা!

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ ৩ II ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II মা রা। মা -পা I না -র্সা র্রর্সা। র্রর্সা ণা। ধা পা I পা -ধা মা। গা রা। পা পা I
II ম হা। ন ন্‌ I দে ॰ হে॰। র॰ গো। স বে I গী ॰ ত। র বে। চ লে I

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
I পা -ধা মা। গাঃ -রঃ। সা -া I প্‌া প্‌া প্‌া। ন্‌া ন্‌া। সা সা I রা -পা মা।
I শ্রা ন্‌ তি। হা ॰। রা ॰ I জ গ ত। প থে। প শু I প্রা ॰ ণী।

২ ৩ ১´
। গা [illegible] পা মা I [illegible] মা II
। র বি। শ শি I তা [illegible] রা II

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
॥{মা পা পা। না -া। না -া I না -র্সা র্সা। র্সা র্সা। র্সা র্সা}I র্রা র্পা র্মা।
॥{তাঁ হা, হ। তে, ০। না ০ I মে ০ ঘ। ভূ, জী। ব ন}I ম ন, প্র।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। র্গাঃ -রঃ। র্সা -া I পা ধা মা। গা রা। পা -া I পা ধা মা। গা গরা। সা -া I
। বা ০। হ ০ I তাঁ হা রে। খুঁ জি। যা ০ I চ লে ছে। ছু টি০। য়া ০ I

১´ ২ ৩ ১´
I প্া সা সা। রগা -রা। পা মা I গা -গরা সা॥ ॥
I অ সী ম। স্ং ০। জ ন I ধা ০ রা॥ ॥

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

———•———

উপরের স্বরলিপির দ্বিতীয় পংক্তি দেখ। অৰ্দ্ধমাত্রার চিহ্ন = বিসর্গ; দ্বিতীয় পংক্তিতে যে গাঃ ও রঃ আছে, উহার মধ্যে গাঃ = দেড় মাত্রা, ও রঃ = অৰ্দ্ধমাত্রা;—উভয়ে মিলিয়া দুই মাত্রা।

মিশ্র জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।
তুমিইত আনন্দ-লোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ অসীম-শরণ দীন জনার॥ —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥সা সা -া। রা -পা পা। মা মরা -মজ্ঞা। রা -সা রা I সা ন্া -া। সা -রা রা।
॥তু মি ০। ব ন্ ধু। তু মি০ ০। না ০ থ I নি শি ০। দি ০ ন।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। রা মা জ্ঞা। রা -া সা I মা মা -া। মা -া মা। মা মগা -মা। পা -া পা I
। তু মি, আ। মা ০ র I তু মি ০। সু ০ খ। তু মি০ ০। শা ন্ তি I

২´ ৩ ০ ১
I মা মগা -মজ্ঞা। রা -সা রা। রা মা জ্ঞা। রা -া সা
I তু মি০ ০। হে ০ অ। মৃ ত, পা। থা ০ র

২ ৩ ০ ১ ২´ ৩

॥{মা পা -া। না -া র্সা। র্রা -া র্সা। র্সনা -র্সা র্সা I না র্সা র্সা। র্রা -া র্সা।

॥{তু মি ০। তো ০ মা। ন ন্ দ। লো০ ০ ক I জু ড়া ও। প্রা ০ ণ।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১

।র্রা -র্সা ণা। ধা -ণা ধা}I পা -া পা। পা পা পা। পা ধা ণা। র্সা ণা ধা I

।না ০ শ। শো ০ ক}I তা ০ প। হ র ণ। তো মা র। চ র ণে I

২´ ৩ ০ ১,

I পা ধা পা। মা পা মা। রা মা জ্ঞা। রা -া সা॥ ॥

I অ সী ম। শ র ণ। দী ন জ। না ০ র॥ ॥

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক।

(রবীন্দ্রনাথ-কৃত "মায়ার খেলা" হইতে)

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি।

জীবনে আজি কি প্রথম এল বসন্ত ?
নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবন হল জীবন্ত।
সুখ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে ?
—তাহারে খুঁজিব দিগদিগন্ত।
যেমন দখিনে বায়ু ছুটেচে
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেচে,
তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব ;
কার সুধাস্বর মাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে,
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত ?
—তাহারে খুঁজিব দিগদিগন্ত॥

১ ২´ ৩ ০ ১
॥ সা সা সা ন্রা। রা রা রা গা। মা পক্ষা -পা মগা। রা পক্ষা পা -া I ধা -া ধা ধর্সা।
॥ আ জ কি, প্র০। থ ম, এ ল। ব স০ ০ ন্ত০। জী ব০ নে ০ I আ ০ জ কি, প্র।

২´ ৩ ০
। র্সণা ণা ধা পা। পা সা -ন্া সা। রা পক্ষা পা -া॥
। থ০ ম, এ ল। ব স ০ ন্ত। জী ব০ নে ০॥

১ ২´ ৩ ০ ১
॥ সা মা গা গক্ষা। ক্ষা পক্ষা পা -া। ক্ষা পা ধা ধা। ধপা ধা র্সণা -া I ধা পা ক্ষধা পা।
॥ স্থ থ, ভ রা০। এ ধ০ রা য়। ম ন, বা হি। রি০ তে চা য় I কা হা রে০ ব।

২´ ৩ ০ ১ ২´
। মগা রসা রা -গা। ক্ষা পক্ষা পা -া। -া -া -া -ক্ষধা I পা মা গা রা। রগা সা রা -গা।
। সা০ তে০ চা য়। হৃ দ০ য়ে ০। ০ ০ ০ ০ I কা হা রে, ব। সা০ তে চা য়।

৩ ০ ১ ২´ ৩
। ক্ষা পক্ষা পা -া। -া -া -া -া I সন্া সা সা ন্া। সা রা গা মা। পা ধপা -ধা ণধা।
। হৃ দ০ য়ে ০। ০ ০ ০ ০ I তা০ হা রে, খুঁ। জি ব, দি গ। দি গ০ ০ ন্ত০।

। পা ধক্ষা পা -া॥
। জী ব০ নে ০॥

১ ২´ ৩ ০ ১
॥ সা সা সা সা। সা সা সা সা। সা ন্রা রা -া। -া -া -া -া I রা রা রা রা।
॥ কে ম ন, দ। খি নে বা য়ু। ছু টে০ ছে ০। ০ ০ ০ ০ I কে জা নে, কো।

২´ ৩ ০ ১ ২´
। রা -া ন্া -সা। রা সগা গা -া। -া -া -া -া I গা গা গা গা। গা গা গা ক্ষা।
। থা য় ফু ল্। ফু টে০ ছে ০। ০ ০ ০ ০ I তে ম নি, আ। মি ও, স খি।

৩ ০ ১ ২´ ৩
। ক্ষা -পা পা -া। -া -া -া -া I ক্ষা পা ধপা ধা। র্সণা -া ধা পা। ক্ষপা ক্ষপা মা -গা।
। যা ০ ব ০। ০ ০ ০ ০ I না জা নি০ কো। থা০ য়, দে খা। পা০ ০ ব ০।

০ ১ ২´ ৩ ০
। -া -া -া -া I সা মা গা গমা। ক্ষা পক্ষা পা পা।
। ০ ০ ০ ০ I কা র স্থ ধা০। স্ব র০ মা ঝে। জ০ গ তে র। গী ০ ত ০ I

১ ২´ ৩ ০ ১
I গা -সা মা -গা। গা মা পা ধা। ণধা পধা -পা -ধপা। -মা -পা মা গা I রগা রমা মা -া।
I বা ০ জে ০। প্র ভা ত, জা। গি০ ছে০ ০ ০। ০ ০ কা র I ন০ য়০ নে ০।

২´ ৩ ০ ১ ২´
। মা মা মা গা। গা গা রা সা। সন্া সা -রা রা I ন্া সা রা গা। মা পা গা মা।
। কা হা র, প্রা। ণে র, প্রে ম। অ০ ন ০ ন্ত I তা হা রে, খুঁ। জি ব, দি গ।

৩ ০ ০
। পা ধপা -ধা ণধা। পা ধক্ষা পা -া॥ ॥
। দি গ০ ০ ন্ত০। জী ব০ নে ০॥ ॥

হিন্দী গান।

খট্—সুরফাঁকতাল।

তিমির-মণি দীপক, দীপক-মণি সুপুত,
সুপুতন-মণি ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-মণি দয়া।
রণ-মণি সুরণ, সুরণ-মণি সুভট
সুভটন-মণি গাজি, গাজি-মণি হয়া॥

১´ ০ ২ ৩ ০ ১´ ০ ২ ৩ ০
॥ সা মা -মা মা। মা মা। পা -া পা পা I মা -া দা দা। না র্সা। না র্সা না -দা I
॥ তি মি ০ র। ম ণি। দী ০ প ক I দী ০ প ক। ম ণি। সু পু ত ০ I

১´ ০ ২ ৩ ০ ১´ ০ ২ ৩ ০
I পা না দা দা। দা দা। দা -া পা -া I মা -জ্ঞা মা -া। পা পা। ননা -দপা -মজ্ঞা -ঋসা ॥
I সু পু ত ন। ম ণি। ধ ০ র্ম্ম ০ I ধ ০ র্ম্ম ০। ম ণি। দয়া ০ ০ ০ ॥

১´ ০ ২ ৩ ০ ১´ ০ ২ ৩ ০
॥ দা দা দা দা। র্সা -া। র্সা র্সা র্সা -া I র্সা না র্সা র্ঋা। র্ঋা র্সা। না -দা -া -া I
॥ র ণ ম ণি। সু ০। র ণ, সু ০ I র ণ ম ণি। সু ভ। ট ০ ০ ০ I

১´ ০ ২ ৩ ০ ১´ ০ ২ ৩ ০
I পা না দা দা। দা দা। দা -া পা -া I মা -জ্ঞা মা -া। পা পা। ননা -দপা -মজ্ঞা -ঋসা ॥ ॥
I সু ভ ট ন। ম ণি। গা ০ জি ০ I গা ০ জি ০। ম ণি। হয়া ০ ০ ০ ॥ ॥

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর-কৃত জয়দেবের অনুবাদ।*

রাগ বসন্ত—তাল কাওয়ালি।

শ্যাম কলেবর, শোভিত সুন্দর,
চন্দন বনফুল-হারে।
পীতবসন ধর সুন্দগণ্ড পর,
কুণ্ডল দোলে বিহারে;
রতি-লীলাবতী যুবতি জনে
মোহিত করি' হরি বিহরে বনে।
পীন পয়োধর চাপি হৃদয় পর
আলিঙ্গিয়ে রহে অঙ্গে।
মাতি সোহাগে, পঞ্চম রাগে
গায় গোপী কত রঙ্গে॥

বিলাস চঞ্চল, লোচন চল চল
হেরি বিকল ফুলবাণে।
মোহিত চিত মন, কেহ বা নিমগন
শ্যাম-কমলমুখ ধ্যানে।
নিবিড় নিতম্বিনী, দেখ এক কামিনী,
মিলি প্রিয়-কপোল সকাশে।
বচন ছলা করি', বিকচ বদনপরি
চুম্বিছে তুষি অভিলাষে॥

পুরাতন গীত সংগ্রহ।

(স্বামী মুক্তা-রচিত)

আশোয়ারী—তেওট্।

কি শোভা কালিন্দীর কূলে
নটবর তরুবর-মূলে।
হেরিয়ে মন চঞ্চল, নয়ানে ভরিল জল
কত বা মুছিব অঞ্চলে।
হায় হায় কব কাকে, কলসি লইয়া কাঁকে
ঘরে না যাইতে পদ চলে।
যদি হয় মনমথ, নাহি হয় মনমত
ইহার এরূপ হেরিলে॥

ঐ—ঐ।

জলধরে হেরে আমার নয়নে না জল ধরে।
নবীন নীরদ শ্যাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম
মুরলি ধরে অধরে।
দিতে সে তুলনা, সে কথা তুল না,
অতুলনা রূপ তার;
যদি বা করিবা তুল, নাহি হবে সমতুল
বাতুল হবে অন্তরে॥

---

* দণ্ড-চিহ্নিত অক্ষরগুলি ঝোঁক্-সহকারে ঈষৎ দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়,

সঙ্গীত প্রকাশিকায় বিভিন্ন রাগ রাগিনীর বাদী, সম্বাদী প্রভৃতি সুর সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বাদী সুর সম্বন্ধে কোন প্রকার মত ভেদ দেখা যায় না, প্রায় সকলেই এক বাক্যে বলিয়া থাকেন যে রাগের আলাপ বা সেই রাগের গীতে যে সুর অনেক বার ব্যবহৃত হয়, সুতরাং রাগ প্রতিপাদক (তাহাকে রাজার স্বরূপও বলা হইয়াছে) উহাকে বাদী বলে। কেহ কেহ বা ইহাকে অংশও বলেন। এবং হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ এই সুরকে "জান" বলেন, জান অর্থে প্রাণ। ইহাতে মতভেদ এই পর্য্যন্ত পাইয়াছি যে কোন কোন রাগে কোন ওস্তাদ বলিয়াছেন ইহার বাদী প, আর জন বলেন, না ইহার বাদী র। যিনি প বাদী বলেন তিনি রকে সম্বাদী বলিয়াছেন, এই মতান্তরকে বিশেষ মারাত্মক জ্ঞান করি না। অথবা কোন্ সুর কোন রাগে বহুল প্রযুক্ত হয় তাহাও পাঁচ জনে ঐ রাগকে আলাপ করিয়া বা উহার গান গাহিয়া স্থির করা যাইতে পারে, যেহেতু যে নিয়মে ইহাকে ধার্য্য করিতে হয় সেই নিয়ম সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

পরন্তু সম্বাদী সুর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার আবশ্যকতা হইয়াছে। শাস্ত্রে বলেন যে ১২ শ্রুতি বা ৮ শ্রুতি ব্যবধানের সুর উভয়কে সম্বাদীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যন্ত্রাদি সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, যে সুর ১২ শ্রুতির অন্তর তাহাই আবার অবরোহণে ৮ শ্রুতি অন্তর হয়। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। ইহাতে ক্ষুদ্রান্তর সুর গুলিকে মোটামোটী ২ শ্রুতিক ধরা হইয়াছে, অপরপক্ষে বৃহদান্তরিত সুরগুলিকে ৪ শ্রুতিক গণ্য করা হইয়াছে। নতুবা বিশুদ্ধ রূপে শ্রুতিগণনা করিলে ১২ অথবা ৮ শ্রুতির অন্তর বিকৃত সুর পাওয়া যায়।

আরোহণ

স ৪ র ২ গ ২ ম ৪ প এই ১২ শ্রুতি
র ২ গ ২ ম ৪ প ৪ ধ = ১২ „
গ ২ ম ৪ প ৪ ধ ২ ন = ১২ „
ম ৪ প ৪ ধ ২ ন ২ র্স = ১২ „
প ৪ ধ ২ ন্ ২ র্স ৪ র্র = ১২ „
ধ ২ ন ২ র্স ৪ র্র ২ র্গ ২ র্ম = ১২ „
ন ২ র্স ৪ র্র ২ র্গ ২ র্ম ২ র্ধ = ১২ „

অবরোহণ

স ২ ন্ ২ ধ্ ৪ প্ = ৮ শ্রুতি
র ৪ স ২ ন্ ২ ধ্ = ৮ „
গ ২ র ৪ স ২ ন্ = ৮ „
ম ২ গ ২ র ৪ স = ৮ „
প ৪ ম ২ গ ২ র = ৮ „
ধ ৪ প ৪ ম = ৮ „
ন ২ ধ ৪ প ২ ম = ৮ „

শাস্ত্রের ১২ শ্রুতি বা ৮ শ্রুতির তাৎপর্য্য এইরূপে মিলান যায়; কারণ এই মাত্র বলিয়াছি যে ১২ শ্রুতি ব্যবধানে ও ৮ শ্রুতি ব্যবধানে উভয় সুরকেই এক রাগে সম্বাদী রূপে গ্রহণের রীতি ওস্তাদদিগের মধ্যে নাই। তবে যদি বলেন যে কোন কোন রাগে—যাহাতে ১২ শ্রুতির ব্যবহিত সুরকে প্রাপ্তির কোন প্রতিবন্ধক যদি থাকে—তাহাতে ৮ শ্রুতির অন্তর সুরকেও সম্বাদী স্থির করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহা যুক্তিসঙ্গত বটে। তাহা হইলে স-এর হয় ম; র-এর হয় প; গ-এর হয় দ; ম-এর হয় ধ; প-এর হয় র্স; ধ-এর হয় র্র; নি-র হয় র্জ। ইহারা বাদী সুরের পঞ্চম না হইয়া ৪র্থ সুর হয়। পরন্তু কোন কোন রাগিণীতে আবার ৩য় সুরকেও সম্বাদী বলা হইয়াছে। তাহাও অনুমান করি বিশেষ কারণ বশতঃ ওস্তাদগণ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যথা, স সমস্ত রাগ রাগিণীতে অনিবার্য্য রূপে আবশ্যক, এই জন্য তাহাকে বাদী বা সম্বাদী রূপে গ্রহণ করেন নাই। মনে করুন ম যাহাতে বাদী তাহার ১২শ শ্রুতি ব্যবধানে পর সপ্তকের র্স হয় সম্বাদী, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া ৮ম শ্রুতি ব্যবহিত ধ কে গ্রহণ করা হইয়াছে, ধ কিন্তু শ্রুতির গণনায় ৪র্থ না হইয়া ম এর ৩য় সুর হয়। আবার দেখা যায়, কড়ি ও কোমল সুরকে বাদী অথবা সম্বাদী মধ্যে গণ্য করেন নাই। অতএব রাগ বিশেষে বাদীর পঞ্চম সুর কোমল বা তীব্র হইলে ঐ ৮ম শ্রুতি ব্যবহিত সুরকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেও যদি কোন প্রতিবন্ধক দেখিয়া থাকেন তবে ৩য় সুরকেও অপার্য্যমানে গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন রাগ রাগিণীর বাদী ও সম্বাদী বলিয়া ওস্তাদগণ যে সুর বলিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে যখন শাস্ত্র নিয়মের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছি তখন এই জাতীয় কারণই পাইয়াছি। এক্ষণে সঙ্গীত-প্রকাশিকার লেখক মহাশয়েরা এবং পাঠকবৃন্দ আলোচনা করিয়া যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করিবেন তাহাই অবশ্য গ্রহণ করিব। পূর্ব্বকার গায়ক ও বাদকগণের ন্যায় এই সকল গুরুতর ব্যাপারে গোঁড়ামী করিব না।

কলসকাটী, জিলা বরিশাল।

বশম্বদ

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

—•—

প্রথম ভাগ। নবম সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—৯ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥

বৈশাখ ১৩০৯

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

সন্ধিপ্রচ্ছাদনকে ত্রিস্বরকাদ্যা কলা তথান্যে দ্বে।
স্বস্বপ্রাচ্যান্ত্যস্বরপূর্ব্বে তদ্বৎ স আক্ষিপ্তঃ॥ ৬১

সন্ধিপ্রচ্ছাদনে আদ্য অংশ ত্রিস্বর আরও দুইটী অংশ ত্রিস্বর থাকিবে। ইহাতে নিজের নিজের পূর্ব্ব অংশের অন্ত্য স্বর পরাংশের পূর্ব্ব হইবে। আক্ষিপ্ত নিরূপিত হইতেছে। ৬১

সন্ধিপ্রচ্ছাদন নিরূপিত হইতেছে। এই সন্ধিপ্রচ্ছাদনে প্রথম অংশ ত্রিস্বর আর দুই অংশও ত্রিস্বর হইবে। এই দুইটীতে পূর্ব্বাংশের অন্ত্য স্বর পরাংশের আদিম হইয়া থাকে। যেমন স রি গা, গ ম পা, প ধ নী। আক্ষিপ্ত নিরূপিত হইতেছে। ৬১

মধ্যমহীনদ্বিস্বিস্বরমাদ্যকলান্তিমাদিমং ভবতি।
যত্র কলাত্রয়মেতে পুনরবরোহিশ্রিতাঃ সপ্ত॥ ৬২

যাহাতে তিন অংশ মধ্য-রহিত দুই দুই স্বর হয় তাহা আক্ষিপ্ত। ইহাতে আদ্য অংশের অন্তিম পরের আদিম হয়। এই বিস্তীর্ণাদি অবরোহিগত হইয়া আবার সাত হইয়া থাকে। ৬২

যাহাতে তিনটী অংশ মধ্য-স্বর-রহিত দুই দুই স্বর হইবে তাহা আক্ষিপ্ত। ইহাতেও আদ্যাংশের শেষ পরাংশের আদিম হইবে। যেমন—স গা। গ পা। প নী। এই বিস্তীর্ণাদি সাতটী অবরোহিবর্ণগত হইয়াও সাত হয়। যেমন—নী ধা পা মা গা রি সা। এই বিস্তীর্ণ। ৬২

সঞ্চারিগাস্ত্রয়োদশ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ পরস্য যদি ভবতি।
আদ্যন্তয়োঃ প্রসাদঃ স্যাৎ স প্রেঙ্খঃ কলা যস্য॥ ৬৩

কুরুতে গমনাগমনে দ্বিস্বরকাদ্যা কলান্তথৈ-
বান্যাঃ।
একৈকস্বরহান্যা রঞ্জিত আদিমকলাদ্যান্ত্যা॥ ৬৪
দ্বিঃ প্রথমতৃতীয়কমধ্যমা পরান্তবদ্বুজ্ঝিতৈ-
কৈকাঃ।
আক্ষেপে ত্রিস্বরকাদ্যকলা চান্যাঃ পরপরগ্রহ-
ণাৎ॥ ৬৫
হিত্বা পূর্ব্বং পূর্ব্বং সমাস্তয়াহথ পরিবর্ত্ত আদ্যকলা।
উক্তা দ্বিতীয়মুক্তা ত্রিস্বরকা মুক্তমুক্তাদ্যাঃ॥ ৬৬

অন্যকলাঃ পূর্ব্বসমা ভবন্তি নিঃকূজিতে প্রসাদস্য।
সকলাঃ কলাঃ স্যুরাদ্যাৎ তৃতীয়মেত্যাদ্যগানেন ॥ ৬৭

সঞ্চারিগত অলঙ্কার ত্রয়োদশটী। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বর পর পরের আদ্যন্তের হয় তাহা হইলে প্রসাদ হইয়া থাকে। যাহার দ্বিস্বর আদ্য অংশ গমনাগমন করে আর অন্যান্য অংশ এক এক স্বর ছাড়িয়া দিয়া গমনাগমন করে তাহা প্রেঙ্খ। যাহার আদিম অংশে প্রথম তৃতীয় মধ্যম দুইবার উক্ত হয় আর আদ্য স্বর অন্ত্য হয় এবং অন্যান্য অংশে এক এক স্বর পরিত্যক্ত হয় তাহা রঞ্জিত। যাহার আদ্য অংশ ত্রিস্বর হয় আর অন্যান্য অংশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগে পরপরের গ্রহণ থাকে আর ঐ গুলি আদ্য অংশের তুল্য হয় তাহা আক্ষেপ। যাহার আদ্য অংশ দ্বিতীয় পরিত্যাগ করিয়া ত্রিস্বর হয়, অন্যান্য অংশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ত্তৃক ত্যক্ত স্বর আদ্য হয় এবং ঐগুলি আদ্য অংশের তুল্য হয় তাহা পরিবর্ত্ত। যাহাতে প্রসাদের সকল অংশ আদ্য হইতে তৃতীয়কে পাইয়া আদ্য আদ্য গানের সহিত থাকে তাহা নিঃকূজিত। ৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭

এক্ষণে সঞ্চারিবর্ণাশ্রিত প্রসাদ, প্রেঙ্খ, রঞ্জিত, আক্ষেপ, পরিবর্ত্ত, নিঃকূজিত, উদ্বাহিত, উদ্ঘট্টিত, হুঙ্কার, স্খলিত, ক্রম, শ্যেন, হ্লাদমান নামক ত্রয়োদশ অলঙ্কার নিরূপিত হইতেছে। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বর পরপরের আদি ও অন্তের হয় তাহা হইলে প্রসাদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আদিতে পূর্ব্বস্বর মধ্যে তাহার পরস্বর অন্তে পূর্ব্বস্বর। এইরূপ দ্বিতীয় স্বর আদি ও অন্তে এবং তৃতীয় মধ্যে ইত্যাদি। যেমন—স রি সা, রি গ রী, গ ম গা, ম প মা, প ধ পা, ধ নি ধা। প্রেঙ্খ নিরূপিত হইতেছে। যাহার দুই স্বরযুক্ত আদ্য অংশ গমনাগমন অর্থাৎ আরোহণ ও অবরোহণ করে, এবং অন্য অন্য অংশ এক এক স্বর ত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ দুই স্বরই এক একটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমনাগমন করে তাহা প্রেঙ্খ। যেমন—স রী রী সা; রি গা গ রী; গ মা ম গা; ম পা প মা; প ধা ধ পা; ধ নী নি ধা। রঞ্জিত নিরূপিত হইতেছে। ইহাতে আদিম অংশ প্রথম তৃতীয় ও মধ্যম দুইবার উক্ত হইবে আর আদ্য অর্থাৎ প্রথম স্বর অন্তে হইবে। অর্থাৎ প্রথম তৃতীয় ও দ্বিতীয় দুইবার উচ্চারণ করিয়া অন্তে প্রথম উচ্চারণ করিতে হইবে। আর অন্যান্য অংশে এক একটী ত্যাগ হইবে। এই সকলেও প্রথম তৃতীয় ও দ্বিতীয় দুইবার উচ্চারণ করিয়া অন্তে প্রথম উচ্চরিত হইবে। যেমন—স গ রি স গ রি সা; রি ম গ রি ম গ রা; গ প ম গ প ম গা; ম ধ প ম ধ প মা; প নি ধ প নি ধ পা। আক্ষেপ নিরূপিত হইতেছে। ইহাতে আদ্য অংশ ত্রিস্বর হইবে এবং অন্যান্য অংশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগে পরপরের গ্রহণ হইবে। ইহারাও আদ্য অংশের তুল্য অর্থাৎ ত্রিস্বর হইবে। যেমন—স রি গা, রি গ মা, গ ম পা, ম প ধা, প ধ নী। পরিবর্ত্ত নিরূপিত হইতেছে। ইহাতে আদ্য অংশ দ্বিতীয় ত্যাগে ত্রিস্বর হইবে। আর অন্যান্য অংশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ত্তৃক ত্যক্ত যে স্বর তাহা আদ্য অর্থাৎ প্রথম হইবে এবং ইহারাও আদ্য অংশের ন্যায় হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় ত্যাগে ত্রিস্বর হয়। যেমন—স গ মা, রি ম পা, গ প ধা, ম ধ নী। নিঃকূজিত নিরূপিত হইতেছে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রসাদের সকল অংশ অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় ও প্রথম হইতে দ্বিতীয় তৃতীয় স্বর ইত্যাদি রূপ সকল অংশ আদ্য অর্থাৎ প্রথম হইতে তৃতীয় উচ্চারণ করিয়া আদ্য আদ্য গানের সহিত থাকিবে। এস্থলে আদ্য আদ্য হইতে তৃতীয় তৃতীয়কে উচ্চারণ এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিয়া লইবে। যেমন—স রি সা গ সা; রি গ রী ম রী; গ ম গা প গা; ম প মা ধ মা; প ধ পা নি পা। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭।

উদ্বাহিতে ত্রয়ং প্রাক্ মধ্যগতশ্চাপরাঃ কলা-
স্ত্যক্ত্বা।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং তাদৃগ্বিধাঃ স্যুরুদ্ঘট্টিতে ত্বাদ্যাৎ। ৬৮
গীত্বা স্বরদ্বয়ং পঞ্চমতশ্চতুরস্ততোঽবরোহেচ্চেৎ।
আদ্যা কলৈবমন্যে ত্যাগাৎ পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য। ৬৯

যাহার পূর্ব্ব অংশে ত্রিস্বর এবং মধ্যগত দ্বিতীয় হয় আর অন্যান্য অংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিত্যাগে তাদৃগ্বিধ হয় তাহা উদ্বাহিত। যদি আদ্য হইতে স্বর দ্বয় গান করিয়া পঞ্চমকে আরম্ভ করিয়া চার স্বর অবরোহণ

করে তাহা হইলে আদ্য অংশ হয়। অন্য দুই অংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিত্যাগে ঐরূপই হয়। ৬৮। ৬৯।

উদ্বাহিত নিরূপিত হইতেছে। ইহাতে পূর্ব্ব অংশে ত্রিস্বর এবং মধ্যগত দ্বিতীয় হইয়া থাকে, আর অন্যান্য অংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিত্যাগে তাদৃগ্বিধ অর্থাৎ পূর্ব্বাংশের সদৃশ হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয়াদি আরম্ভ করিয়া ত্রিস্বর ও স্ব স্ব দ্বিতীয় সহিত হইয়া থাকে। যেমন—স রী গ রী; রি গ ম গা; গ ম প মা; ম প ধ পা; প ধ নি ধা। উদ্ঘট্টিত নিরূপিত হইতেছে। যদি আদ্য অর্থাৎ প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর দ্বয় গান করিয়া পরে পঞ্চমকে অর্থাৎ আদ্য হইতে যে পঞ্চম তাহাকে আরম্ভ করিয়া চার স্বর অবরোহণ করে তাহা হইলে আদ্য অংশ হয়। অন্য দুই অংশ পূর্ব্বত্যাগে ঐরূপই হয়। উহাদের ও দুই দুই স্বর গান করিয়া আদ্য আদ্য হইতে যেটী পঞ্চম পঞ্চম তাহা তাহা আরম্ভ করিয়া চার স্বর অবরোহণ হয়। যেমন—স রি প ম গ রী; রি গ ধ প ম গা; গ ম নি ধ প মা। ৬৮। ৬৯

হুঙ্কারে দ্বিস্বরস্কা কলাদিমান্ত্যং বিনাবরোহন্তী।
একৈকোত্তরবৃদ্ধস্বরাঃ স্যুরপরাঃ কলাস্তদ্বৎ। ৭০

হুঙ্কারে আদিম অংশ দ্বিস্বরযুক্ত হইয়া অন্ত্য ব্যতীত অবরোহণ করে। অপরাপর অংশে স্বর সকল উত্তরোত্তর এক এক করিয়া বাড়িয়া আদিম অংশের অনুরূপ হয়। ৭০

ইহাতে আদিম অংশ দ্বিস্বর হইয়া অন্ত্য ব্যতীত অবরোহণ করে অর্থাৎ ইহা প্রথম, দ্বিতীয়, প্রথম স্বরূপ। অপর অংশ সকল উত্তরোত্তর এক এক স্বর বৃদ্ধি সহকারে তদ্বৎ হয়। দ্বিতীয় কলা ত্রিস্বর হইয়া অন্ত্য ব্যতীত আরোহণ করে এবং তৃতীয়াদিও চতুরাদি স্বর হইয়া অন্ত্য ব্যতীত অবরোহণ করে, যেমন—স রি সা; স রি গ রি সা; স রি গ ম গ রি সা; স রি গ ম প গ রি সা; স রি গ ম প ধ প ম গ রি সা; স রা গ ম প ধ নি ধ প ম গ রি সা। ৭০

স্খলিতে চতুঃস্বরাদ্যা বিপরীতান্তর্দ্বয়া গতাগতভৃৎ।
প্রাচ্যপ্রাচ্যত্যাগাৎ জ্ঞেয়া ইতরাঃ কলাস্তদ্বৎ। ৭১

স্খলিতে আদ্য অংশ চতুঃস্বর, মধ্য বিপরীত স্বরদ্বয়যুক্ত এবং আরোহ ও অবরোহবৎ। অন্যান্য অংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগে ঐরূপই হয়। ৭১

স্খলিত নিরূপিত হইতেছে। ইহাতে আদ্য অংশ চতুঃস্বর, ইহার মধ্যে বিপরীত স্বরদ্বয় অর্থাৎ ইহা প্রথম, তৃতীয়, দ্বিতীয়, চতুর্থ স্বরস্বরূপ। আর ইহা গতাগতভৃৎ অর্থাৎ আরোহ ও অবরোহশোভী। অন্যান্য অংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগে ঐরূপই হয়। অর্থাৎ সেই গুলি চতুঃস্বর এবং মধ্যে বিপরীত স্বরদ্বয়যুক্ত এবং অবরোহবৎ। যেমন—স গ রি মা ম রি গ সা; রি ম গ পা প গ ম রী; গ প ম ধা ধ ম প গা; ম ধ প নী নি প ধ মা। ৭১

দ্বিত্রিচতুঃস্বরককলাঃ প্রথমাদিপুরঃস্বরাঃ ক্রমে ক্রমতঃ।
তিস্রস্তিস্রঃ শ্যেনঃ সংবাদিদ্বন্দ্বতঃ ক্রমতঃ। ৭২

ক্রমে ক্রম অনুসারে প্রথমাদি পুরঃস্বর দ্বি ত্রি চতুঃস্বরাত্মক অংশ তিন তিনটী হয়। আর শ্যেন সংবাদী যুগ্ম হইতে ক্রমে হইয়া থাকে। ৭২

ক্রম নিরূপিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমানুসারে প্রথমাদি পুরঃস্বর দ্বি ত্রি চতুঃস্বরাত্মক অংশ তিন তিন জানিবে। তন্মধ্যে প্রথম পুরঃস্বর দ্বিস্বর, প্রথম-পুরঃস্বর ত্রিস্বর, প্রথম পুরঃস্বর চতুঃস্বর এই তিন অংশ। আর দ্বিতীয়-পুরঃস্বর দ্বিস্বর, দ্বিতীয়-পুরঃস্বর ত্রিস্বর, দ্বিতীয়-পুরঃস্বর চতুঃস্বর এই তিন অংশ। এইরূপ তৃতীয়-পুরঃস্বর দ্বিস্বরাদি তিন এবং চতুর্থ-পুরঃস্বরও দ্বিস্বরাদি তিন অংশ। যেমন—স রি স রি গ স রি গ মা; রি গ রি গ ম রি গ ম পা; গ ম গ ম প গ ম প ধা; ম প ম প ধ ম প ধ নী। শ্যেন নিরূপিত হইতেছে। সংবাদীর অন্তর্গত-দ্বাদশশ্রুতিক স্বর সমূহের যে সকল দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যোড়া যোড়া তৎসমূহ দ্বারা ক্রমে শ্যেন হয়। যদ্যপি অন্তর্গত আট শ্রুতি দ্বারাও যুগ্ম সম্ভবে তথাপি ক্রম অনুসারে বলাতে সরিগমাদি চারিটি যুগ্ম বুঝিতে হইবে। যেমন—সপা, রিধা, গনী, মসা। নিঃশঙ্ক কহিয়াছেন সংবাদি যুগ্ম ক্রমে স রি গ মাদি দ্বারা হয়। ৭২

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত

শৃঙ্গার রস স্থায়িভাব রতি হইতে উৎপন্ন ও উজ্জ্বলবেশাত্মক। লোকমধ্যে যা কিছু পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল ও দর্শনীয় শৃঙ্গারের সহিত তাহা উপমিত হইয়া থাকে। যেমন পুরুষদিগের গোত্রকুলাচারোৎপন্ন আপ্তোপদেশসিদ্ধ নাম সকল হয় সেইরূপ এই সমস্ত রস, ভাব ও নাট্যসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের আচারোৎপন্ন আপ্তোপদেশসিদ্ধ নাম হইয়া থাকে। সুতরাং হৃদ্য ও উজ্জ্বল-বেশাত্মক বলিয়া শৃঙ্গার এই আচারসিদ্ধ নাম হইয়াছে। এই রস স্ত্রী-পুরুষ-হেতুক ও যুব-প্রকৃতি। ইহার দুইটী অধিষ্ঠান—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। তন্মধ্যে সম্ভোগ বসন্তাদি ঋতু মাল্য, অনুলেপন, অলঙ্কার, উৎকৃষ্টগৃহবাস, উপবনে গমন, প্রীতি পাত্রের কথা কীর্ত্তন, ক্রীড়া লীলা ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন হয়। নয়নচাতুর্য্য, ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষ, ললিত মধুর অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। ত্রাস, আলস্য, উগ্রতা, জুগুপ্সা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি ভাব। দ্বিতীয় বিপ্রলম্ভ। নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, চিন্তা, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, সুপ্তি, স্বপ্ন, বিব্বোক, ব্যাধি, উন্মাদ, অপস্মার, জাড্য ও মরণাদি অনুভাবের দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। কেহ কেহ বলেন, শৃঙ্গার যদি রতিপ্রভব হয় তবে ইহার করুণাশ্রয়ী ভাব সকল কিরূপে সঙ্গত হইবে। ইহার উত্তর এই—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শৃঙ্গার রস সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভকৃত হইয়া থাকে। কৈশিক শাস্ত্রকারেরা ইহার দশ অবস্থার কথা বলিয়া থাকেন। আমরা সামান্য অভিনয়স্থলে তাহার উল্লেখ করিব। করুণটী শাপ ক্লেশ বিনিপাত বিভবনাশ ও বধ বন্ধনাদি-সমুত্থিত নিরপেক্ষ ভাব। আর বিপ্রলম্ভ কষ্টকর চিন্তা-সমুত্থিত সাপেক্ষভাব। সুতরাং করুণ স্বতন্ত্র, বিপ্রলম্ভ স্বতন্ত্র। ফলত শৃঙ্গার সর্ব্বভাবসম্পন্নই হইয়া থাকে। স্ত্রীসমেত পুরুষই শৃঙ্গার বলিয়া অভিহিত। নৃত্য গীত কাব্যসেবাদি দ্বারা ইহার উৎপত্তি। সুতরাং মুখ-চক্ষুরাদির প্রসাদ, হাস্য, মধুরালাপ, প্রমোদ ও ললিত অঙ্গবিকারাদি দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।

যাহার স্থায়ী ভাব হাস তাহা হাস্য রস। ইহা বিকৃত পরবেশ, চপলতা, কুহক, অসৎ প্রলাপ, ব্যঙ্গ দর্শন, দোষোদাহরণ প্রভৃতি বিভাব দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ওষ্ঠ নাসা কপোলস্পন্দন, দৃষ্টি আকুঞ্চন ও প্রসারণ, স্বেদ ও মুখরাগাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। অবহিত্থা অর্থাৎ আকারগুপ্তি, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা ও স্বপ্নাদি ইহার ব্যভিচারি ভাব। এই হাস্য রস দ্বিবিধ—আত্মস্থ ও পরস্থ। লোকে যখন স্বয়ং হাসে তখন আত্মস্থ, আবার যখন পরকে হাসায় তখন তাহা পরস্থ। বিপরীত অলঙ্কার, বিকৃত আচার, বিকৃত কথা, বিকৃত বেশ, বিকৃত অঙ্গবিকার দ্বারা হাসে এবং হাসায় এই জন্য ইহা হাস্য রস। ইহা স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতিতে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ছয়টী ভেদ—স্মিত, হসিত, বিহসিত, উপহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত। অপহসিত ও অতিহসিত, অধম লোকদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। উত্তম লোক যখন হাসে তখন গণ্ড ঈষৎ বিকাশ পায়, কটাক্ষ সুন্দর হয়, এবং দন্ত দৃষ্ট হয় না। এই মৃদু হাস্যকে স্মিত বলে। যে হাস্যে মুখ চক্ষু খুব উৎফুল্ল হয়, গণ্ডদ্বয় বিকাসিত হইয়া থাকে আর দন্ত ঈষৎ দেখা যায় তাহা হসিত। যাহাতে চক্ষু ও গণ্ড আকুঞ্চিত হয়, একটা মধুর স্বর বিকাশ হইয়া পড়ে এবং মুখরাগ দৃষ্ট হয় সেই সময়োপস্থিত হাস্যকে বিহসিত বলে। যাহাতে নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়, কুটিল কটাক্ষে চায় এবং স্কন্ধ ও মস্তক আকুঞ্চিত হইয়া থাকে তাহা উপহসিত। যাহার প্রয়োগ অস্থানে, প্রয়োগ সময়ে নেত্রদ্বয় সজল হয় এবং স্কন্ধ ও মস্তক কম্পিত হইতে থাকে তাহা অপহসিত। আর যাহাতে নেত্র জলপূর্ণ হয়, একটা বিকট উদ্ধত স্বর বাহির হইয়া পড়ে এবং দুই হস্তে অস্থিপঞ্জর চাপিতে হয় তাহা অতিহসিত। নাটকে উত্তম মধ্যম ও অধম পুরুষের কার্য্যত উৎপন্ন যে সমস্ত হাস্যস্থান তাহাতে এই সকল প্রয়োগ করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

শুভ্র বাস পীঁধে জগত-নয়ন-তোষণ
সোম-জ্যোতি মহিমা তুম্‌হারি প্রভু
বিশ্ব বীচ গাওঁে হৈঁ।
গগন চাঁদনী নীল ঝুলাই যস তামে
দিন্‌হ লাখন সেতারে যৈসন
মোতিন লটকন হৈঁ।
শীতল সুগন্ধ খাসা চন্দন ঔর ফুলন
অনগণ সভকে মহক মলয় পবন
লিয়ে সাথ বহে হৈঁ।
তাকো যোই ছোড়ে বিলাস ঔর বিলাসীকে
পাস ভিন মন লালসাবিল গবিল
গহর যদে হৈঁ॥

☞ রাগিণী ইমন-কল্যাণ সম্পূর্ণ জাতি, মধ্যম তীব্র। সুর স্বাভাবিক। বাদী পঞ্চম এবং সম্বাদী গান্ধার। আলাপ অথবা গাইবার সময় রাত্রি ১ম প্রহর। উভয় ম-ই ব্যবহার হয়।

৪´ ০ ১ ০ ২
॥ না -ন -ধা -া। পা -া পা -হ্মা। -পা -া গা -া। গা -া -পা -গা। গা -রা রা -গা।
॥ শু ০ ০ ০। ভ্র ০ বা ০। ০ ০ স ০। পীঁ ০ ০ ০। ধে ০ জ ০।

৩ ৪´ ০ ১ ০
। রা -া সা -া I সা -া গা -া। গা -া গা -া। হ্মা -া গা -া। গা -া -পা -গা।
। গ ০ ত ০ I ন ০ য় ০। ন ০ তো ০। ষ ০ ণ ০। সো ০ ০ ০।

২ ৩ ৪´ ০ ১
। গা -রা রা -গা। -রা -া সা -া I না -া -া -া। ধা -া না -া। -ধা -া পা -া।
। ম ০ জ্যো ০। ০ ০ তি ০ I ম ০ ০ ০। হি ০ মা ০। ০ ০ তু ম্।

০ ২ ৩ ৪´ ০
। পা -হ্মা ধা -া। -ধা -া র্সা -া। -র্সা -া না -ধা I না -া -ধা -া। পা -া পা -হ্মা।
। হা ০ রি ০। ০ ০ প্র ০। ০ ০ ভু ০ I বি ০ ০ ০। শ্ব ০ বী ০।

১ ০ ২ ৩
। -পা -া -া গা। রা -া -ন্‌া -সা। -সা -া রা -া। -রা -া গা -া॥
। ০ ০ ০ চ। গা ০ ০ ০। ০ ০ ওঁে ০। ০ ০ হৈঁ ০॥

৪ ॰ ১ ॰ ২
॥পা -া ক্ষা ধা। -ধা -া -পা সা। -র্সা -া র্সা -না। র্রা -া -র্সা র্সা। -র্সা -া র্সা -না।
॥গ ॰ ॰ গ। ॰ ॰ ॰ ন। ॰ ॰ চাঁ ॰। দ ॰ ॰ নী। ॰ ॰ নী ॰।

৩ ৪ ॰ ১ ॰
।-র্সা -া র্সা -া I র্সা -া র্রা -া। -র্সা -া র্গা -া। -র্গা -া র্রা -া। র্সা -া না -া।
। ॰ ॰ ল ॰ I ঝু ॰ লা ॰। ॰ ॰ ই ॰। ॰ ॰ ষ ॰। স ॰ তা ॰।

২ ৩ ৪ ॰ ১
।-ধা -া -ক্ষা -া। -ধা -া পা -া I পা -া ধা -া। -পা -া ধা -া। -ধা -া -পা -া।
। ॰ ॰ ॰ ॰। ॰ ॰ মে ॰ I দি ন্ হ ॰। ॰ ॰ লা ॰। ॰ ॰ ॰ ॰।

॰ ২ ৩ ৪ ॰
। পা -া ধা -া। -র্সা -া র্সা -া। র্সা -া র্সা -া I র্রা -া না -া। ধা -া না -া।
। থ ॰ ন ॰। ॰ ॰ সে ॰। তা ॰ রে ॰ I বৈ ॰ স ॰। ন ॰ মো ॰।

১ ॰ ২ ৩
।ধা -া পা -া। ধা -া ক্ষা -া। গা -া রা -া। -রা -া সা -া॥
।তি ॰ ন ॰। ল ॰ ট ॰। ক ॰ ন ॰। ॰ ॰ হৈঁ ॰॥

৪ ॰ ১ ॰ ২
॥গা -া গা -া। গা -া ক্ষা -া। পা -া পা -া। পা -া পা -া। পা -া -ক্ষা -ধা।
॥শী ॰ ত ॰। ল ॰ সু ॰। গ ॰ ন্ধ ॰। খা ॰ সা ॰। চ ॰ ॰ ॰।

৩ ৪ ॰ ১ ॰
।পা -া পা -া I পা -া -ধা -া। পা -া ক্ষা -া। গা -া রা -া। গা -া -া -া।
।ন্দ ॰ ন ॰ I ঔ ॰ ॰ ॰। র ॰ ফু ॰। ল ॰ ন ॰। অ ॰ ॰ ॰।

২ ৩ ৪ ॰ ১
।রা -া সা -া। -সা -া সা -া I সা -া -ন্া -া। ধ্া -া ন্া -া। ধ্া -া প্া -া।
।ন ॰ গ ॰। ॰ ॰ ন ॰ I স ॰ ভ ॰। কে ॰ ম ॰। হ ॰ ক ॰।

॰ ২ ৩ ৪ ॰
।সা -া -ন্া রা। রা -া গা -া। গা -া গা -া I গা -া -া -া। রা -া গা -া।
। ম ॰ ॰ ল। র ॰ প ॰। ব ॰ ন ॰ I লি ॰ ॰ ॰। যে ॰ সা ॰।

১ ॰ ২ ৩ ৪
। -মা -া গা -া। রা -া -ন্া -া। -রা -া সা -া। -সা -া সা -া I পা -া -া -া।
। ॰ ॰ থ ॰। ব ॰ ॰ ॰। ॰ ॰ হে ॰। ॰ ॰ হৈঁ ॰ I তা ॰ ॰ ॰।

```
•                1                •               2               3
। ধা -া -পা র্সা ।   -র্সা -া র্সা -া ।   রা -া র্সা র্সা ।   -র্সা -া র্সা -না ।   -র্সা -া র্সা -া I
। কো • • যো ।     • • ই • ।        ছো • ড়ে, বি ।    • • লা • ।       • • স • I

4´                •                1                •               2
I র্সা -া -া -া ।   না -া র্গা -া ।   -র্গা -া র্রা -া ।   র্সা -া -া -া ।   না -া ধা -ঋা ।
I ঔ • • • ।       র • বি • ।       • • লা • ।       সা • • • ।      কে • পা • ।

3                4´               •                1               •
। -ধা -া পা -া I   পা -া ধা -া ।   -পা -া ধা -া ।   -পা -া ধা -া ।   র্সা -া -া -া ।
। • • স • I       ভি • ন • ।       • • ম • ।       • • ন • ।       লা • • • ।

2                3                4´               •               1
। -র্সা -া র্সা -া ।   -র্সা -া র্সা -া I   র্রা -া না -া ।   ধা -া না -া ।   ধা -া পা -া ।
। • • ল • ।       • • সা • I       বি • ল • ।       গ • বি • ।      ল • গ • ।

•                2                3
। ধা -া ঋা -া ।   গা -া ঋা -া ।   -ঋা -া সা -া ॥ ॥
। হ • র • ।       য • দে • ।       • • ইঁ • ॥ ॥
```

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

ব্রজ রাজ মগ রোকতে হ্যায় পাণি ঘট দইরী।
ক্যায়সে যমুনাকো ময় যাউঁ জল আজ।
বড় জোরি কর ওতো নাহি মানে বড় জোরি
অ্যায়সে নিঠুর কান, দেখো, গই মেরা লাজ অব আজ॥

```
              2´   •   3              •           1            2´           3
পা ধা ॥ ॥   না -র্সা ।   র্সা র্সা র্সা ।   নর্সা -র্রা ।   পা পা ধা I   মা মা ।   পা পা পা ।
ব্র জ ॥ ॥   রা • ।     জ, ম গ ।        রো• • ।      ক তে হ্যায় I   পা নি ।   ঘ ট, দ ।

•          1            2´          3            •          1              2´
। ধা -মা ।   গা -া -া I   মা মা ।   গা -া মা ।   পা ধা ।   না র্সা র্সা I   র্রা -র্জ্ঞা ।
। ই • ।     রী • • I     ক্যা য় ।   সে • য ।    মু না ।   কো • ময় I     যা • ।

3              •            1
। র্রা র্সা র্রা ।   র্সনা -র্সা ।   পা পা ধা ॥
। উঁ, জ ল ।      আ• • ।      জ, "ব্র জ" ॥
```

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
॥{র্মা মা। ধা -া না। র্সা র্সা। না -র্সা র্সা I না র্সা। র্রা -া র্সা। না র্সা।
॥{ব ড়। জো ০ রি। ক র। ও ০ তো I না হি। মা ০ নে। ব ড়।

১ ২ ৩ ০ ১ ২´ ৩
।ণা -া ধা} I মা -া। গা -া মা। গা রা। সা -া -ণ্I সা -মা। গা -া মা।
।জো ০ রি} I আ্যা র। সে, ০ নি। ঠু র। কা ০ ন্ I দে ০। খো ০ গ।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
।পা -ধা। না -র্সা র্সা I র্রা -র্জ্ঞা। র্রা র্সা র্সা। র্সনা -র্সা। ণা পা ধা ॥ ॥
।ই ০। মে ০ রা I লা ০। জ, অ ব। আ ০। জ, "ব্র জ" ॥ ॥

—শ্রীমতী লিল্ পালিত।

—*—

খাম্বাজ—একতালা।

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে
জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয় ডোরে
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন
করেছ আমার নয়ন-লোভন,
নদী গিরিবন সরস শোভন
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে
জনমে মরণে শোকে আনন্দে
তুমিই ধন্য ধন্য হে॥

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ॥ ২´ ৩
॥ সা সা সা। গা -া -গা। মা মা মা। পা -া ধা I র্সা -া ণা। ধা -া মা।
॥ তো মা রি। গে ০ হে। গা হি ছ। যে ০ হে I তু ০ মি। ধ ০ ন্য।

০ ১ ২ ৩ ০ ১
। পা -ধা মা। গা -া -ার I না না না। না -া না। র্সা র্সা র্সা। পা -া ধা I
। ধ ০ ন্য। হে ০ ০ I আ মা র। প্রা ০ ণ। তো মা রি। দা ০ ন I

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া ণা। ধা -া মা। পা -ধা মা। গা -া -ার ॥
I তু ০ মি। ধ ০ ন্য। ধ ০ ন্য। হে ০ ০ ॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ {মা পা পা। না -া না। না র্সা র্সনা। র্রর্সা -া র্সা I না না না। র্সা র্সা র্সা।
॥ {পি তা র। ব ০ ক্ষে। রে খে ছ০। মো ০ রে I জ ন ম। দি য়ে ছ।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্সর্রা ণা। ধা -া পা}I ধা ধা ধপা। মা গরা গা। মা মা মা। পা -া ধা I
। জ ন০ নী। ক্রো ০ ড়ে }I বেঁ ধে ছ০। স খা০ র। প্র ণ য়। ডো ০ রে I

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া ণা। ধা -া মা। পা -ধা মা। গা -া -ার ॥
I তু ০ মি। ধ ০ ন্য। ধ ০ ন্য। হে ০ ০ ॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ {মা পা পা। না না না। না র্সা র্সনা। র্রর্সা র্সা র্সা I না না না। র্সা র্সা র্সা।
॥ {তো মা র। বি শা ল। বি পু ল০। ভু ব ন I ক রে ছ। আ মা র।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্সর্রা ণা। ধা ধা পা} I ধা ধা ধপা। মা গরা গা। মা মা মা। পা পা ধা I
। ন য়০ ন। শোভ ন} I ন দী, গি০। রি, ব০ ন। স র স। শো ভ ন I

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া ণা। ধা -া মা। পা -ধা মা। গা -া -ার ॥
I তু ০ মি। ধ ০ ন্য। ধ ০ ন্য। হে ০ ০ ॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ {মা পা পা। না না না। না র্সা র্সনা। র্রর্সা র্সা র্সা I না না না। র্সা -া র্সা।
॥ {হৃ দ য়ে। বা হি রে। স্ব দে শে০। বি দে শে I যু গে, যু। গা ন্ তে।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। সা র্সর্রা র্গা। ধা ধা পা} I ধা ধা ধপা। মা গরা গা। মা মা মা। পা -া ধা I
। নি মে০ ষে। নি মে ষে} I জ ন মে০। ম র০ ণে। শো কে, আ। ন ন্ দে I

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া র্গা। ধা -া মা। পা -ধা মা। গা -া -া॥ ॥
I তু ০ মি। ধ ০ ন্য। ধ ০ ন্য। হে ০ ০॥ ॥

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

নিসাসাগ—ঝাঁপতাল।

দেহি হৃদয়ে সদা শান্তি-রস প্রভু হে,
তব অমৃত-কর-পরশে দুঃখ-যাতনা কর দূর,
সুখ বিমলতর বিতর প্রভু হে।
দেহি প্রভু প্রেম-ধন, দারিদ্র্য কর হরণ,
তব চরণে দেহি শরণ, এই ভিক্ষা করি হে। —শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ॥ ২´ ৩ ০ ১
॥ গা -া। গা রা সা। গা -া। রা সা -া I সা -া। গা গা গা। মা পা। মপা :মা -গা I
॥ দে ০। হি, হৃ দ। য়ে ০। স দা ০ I শা ন্। তি, র স। প্র ভু। হে ০ ০ I

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I মা গা। সা গা মা। পা পক্ষা। ধপা পা পা I পা পা। নধা নধা না। র্সা র্সনা।
I ত ব। অ মৃ ত। ক র০। প র শে I দু খ। যা০ ত০ না। ক র০।

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। ধা -পাঃ গঃ I মা -া। গা -রা রা। গা পা। ধা না -া I র্সা না। ধা -পা পা।
। দূ ০ র I সু ০। খ ০ বি। ম ল। ত র ০ I বি ত। র ০ প্র।

০ ১
। ধা -পা। ধা -মা -া॥
। ভু ০। হে ০ ০॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
॥ {পা -া। পা নধা না। র্সা -া। র্সা র্সা র্সনা I ধা নধা। না -র্সা র্রা। র্সা না।
॥ { দে ০। হি, প্র০ ভু। প্রে ০। ম, ধ ন০ I দা রি০। দ্র্য ০ ক। র, হ।

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
।ধা পক্ষা -ধপা} I মা গা। মা গা রা। গা পা। ধা নধা না I র্সা না। ধা -পা গা।
।র ণ০ ০০} I ত ব। চ র ণে। দে হি। শ র০ ণ I এ ই। ভি ০ ক্ষা।

০ ১
।ধা পা। ধা -মা -া ॥০॥
।ক রি। হে ০ ০। ॥

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

গজল্—আদ্ধা।

হসে রুবা সিতমগরা প্যারী
হসে রুবা সিতমগরা, মাহে লকা তু কৌন হৈ।
সব্ রোকরার লেগয়া প্যারি,
সব্ রোকরার লেগয়া ; সচ্ তো বতা তু কৌন হৈ।
পহলেতো দিল্‌কো দে দিয়া, জো কুচ্‌কে দিল্‌মে রহ গয়া,
নাজ্ ও অদাসে মুস্‌কুরা ; কহনে লগা তু কৌন হৈ।
দেখ্‌তে হি ফরক্ গয়া, পহেলু মে মুর্গে দিল্ মেরা,
হুর হৈ, য়া পরি হৈ তু প্যারি, হুর হৈ, য়া পরি হৈ তু ;
বহরে খোদা তু কৌন হৈ।
ছুই নেগাহে চার হু, দেখা তুঝিকো রুবরু,
কোই নজর পড়া নহি তেরে সেওয়া ; তু কৌন হৈ॥

১ ২ ১´ ২ ১´ ২
॥ধা ণা ধা। পা -া গা I মা -ধা পা। পধা র্সা না I ধা ণা ধা। পা -া পা I
॥হ সে, রু। বা ০ সি I ত ম্ গ। রা০ প্যা রি I হ সে, রু। বা ০ সি I

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I মা -ধা পা। পধা -র্সা -ণা I ধা পা মা। গা -রগা সা I সরগা -মাঃ -গঃ। রা -া -া I
I ত ম্ গ। রা০ ০ ০ I মা হে, ল। কা ০০ তু I কৌ০ ০ ন্। হৈ ০ ০ I

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I ধা ণা ধা। পা -া গা I মা -ধা পা। পধা র্সা না I ধা ণা ধা। পা -া -গা I
I স ব্রো ক। রা ০ র I লে ০ গ। য়া০ প্যা রি I স ব্রো ক। রা ০ র I

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I মা -ধা পা। পধা -র্সা -ণা I ধা পা মা। গা -রগা সা I সরগা -মাঃ -গঃ। রা -া -া I
I লে ০ গ। য়া০ ০ ০ I সচ্ তো ব। তা ০ তু I কৌ০ ০ ন। হৈ ০ ০ I

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I { পপা পা পা। ধা -া না I র্সা -র্রা না। সা -া -া I র্সা র্সা র্সা। না -ধা না I
I { পহ লে তো। দি ল্ কো I দে ০ দি। য়া ০ ০ I জো কুচ্ কে। দি ল্ মে I

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I র্সা র্সা না। পা -া -া } I ধা ণা ধা। পা -া গা I মা -ধা পা। পধা -র্সা -ণা I
I র হ, গ। য়া ০ ০ } I নাজ্ ও অ। দা ০ সে I মু স্ কু। রা০ ০ ০ I

১´ ২ ১´ ২
I ধধা পা মা। গা -রগা সা I সরগা -মাঃ -গঃ। রা -া -া ॥
I কহ নে, ল। গা ০ তু I কৌ০ ০ ন। হৈ ০ ০ ॥

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
॥ { পা -া পা। ধা -া না I র্সা -র্রা না। র্সা -া -া I সর্সা র্সা র্সা। না -ধা না I
॥ { দে খ্ তে। হি ০ ফ I র ক্, গ। য়া ০ ০ I পহে লু মে। মু ০ গে I

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I র্সা -া না। পা -া -া } I ধা -ণা ধা। পা -া গা I মা -ধা পা। পধা র্সা না I
I দিল্ মে। রা ০ ০ } I হু র্ হৈ। য়া ০ প I রি ০ হৈ। তু০ প্যা রি I

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I ধা ণা ধা। পা -া গা I মা -ধা পা। পধা -র্সা -ণা I ধধা পা মা। গা -রগা সা I
I হু র্ হৈ। য়া ০ প I রি ০ হৈ। তু০ ০ ০ I বহে রে, খো। দা ০ তু I

১´ ২
I সরগা -মাঃ -গঃ। রা -া -া ॥
I কৌ০ ০ ন। হৈ ০ ০ ॥

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
॥ { পা -া পা। ধা -া না I র্সা -র্রা না। র্সা -া -া I র্সা র্সা র্সা। না -ধা না I
॥ { হু ই নে। গা ০ হে I চা ০ র। সু ০ ০ I দে খা, তু। ঝি ০ কো I

১´ ২ ১´ ২ ১´ ২
I র্সা -া না। পা -া -া } I ধা ণা ধা। পা -া গা I মা -ধা -পা। পধা -র্সা -ণা I
I রূ ০ ব। রূ ০ ০ } I কো ই, ন। জ র্, প I ড়া ০ ০। নহি ০ ০ I

১´ ২ ১´ ২
I ধা পা মা। গা -রগা সা I সরগা -মাঃ -গঃ। রা -া -া ॥ ॥
I তে রে, সে। ওয়া ০ তু I কৌ০ ০ ন। হৈ ০ ০ ॥ ॥

—শ্রীমতী লিলু পালিত।

প্রথম ভাগ। দশম সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

আষাঢ়, ১৩০৯।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—১০ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥

আষাঢ় ১৩০৯

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

হ্লাদমান আদ্যস্তৃতীয়কোঽথ দ্বিতীয় আদ্যশ্চ।
মুক্তৈকৈকং পুনরিতি পরমত এতেঽবরোহেঽপি। ৭৩

হ্লাদমানে আদ্য তৎপরে তৃতীয় দ্বিতীয় ও আদ্য এক অংশ। আবার ইহাতে আর এক একটী ত্যাগ হইয়া দ্বিতীয়াদি অংশ হইয়া থাকে। পর-মতে এই সমস্ত অবরোহক্রমেও হয়। ৭৩

হ্লাদমান নিরূপিত হইতেছে। ইহাতে আদ্য পরে তৃতীয়, দ্বিতীয় ও আদ্য এই এক অংশ। অংশান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে এক একটী ত্যাগ হইয়া প্রথম তৃতীয় দ্বিতীয় ও প্রথম-স্বরূপ দ্বিতীয়াদি অংশ হইয়া থাকে। যেমন—স গ রি সা; রি ম গ রী; গ প ম গা; ম ধ প মা; প নি ধ পা। সর্ব্বসমেত এই বত্রিশ অলঙ্কার। নিঃশঙ্কের মতে সঞ্চারি অলঙ্কার অবরোহক্রমেও হইয়া থাকে অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে। এই সমস্ত সঞ্চারি বর্ণগত অলঙ্কার অপরমতে অবরোহেও হইয়া থাকে। শার্ঙ্গদেব কহিয়াছেন এই সকল সঞ্চারি অলঙ্কার আরোহক্রমে প্রদর্শিত হইল কিন্তু শ্রীকরণাগ্রণী কহিয়াছেন এই সমস্ত অবরোহক্রমে হয়। যেমন—ধ নি ধা; প ধ পা; ম প মা; গ ম গা; রি গ রী; স রি সা। এই প্রসাদ। প্রেঙ্খাদি দ্বাদশটীও এইরূপ। ৭৩

দ্বৌ যাবপরৌ তত্রারুহ্যাদ্যাদষ্টমস্বরাবধিকং।
আদ্যাদ্যস্মিন্ গায়েৎ স তারমন্দ্রপ্রসন্নাখ্যঃ। ৭৪

অপর যে দুইটী অলঙ্কার তন্মধ্যে তাহাই তার-মন্দ্র-প্রসন্নাখ্য অলঙ্কার যাহাতে আদ্য হইতে অষ্টম স্বর অবধি আরোহণ করিয়া আদ্যকে গাহিতে হয়। ৭৪

এইরূপ চার বর্ণাশ্রিত বত্রিশ অলঙ্কার নিরূপণ করিয়া অবশিষ্ট সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক লোকপ্রসিদ্ধ সাত অলঙ্কারের মধ্যস্থ তার-মন্দ্র-প্রসন্ন ও মন্দ্র-তার-প্রসন্ন নামক দুই অলঙ্কার লক্ষ্য করিয়া প্রথমটী কহিতেছেন। ঐ দুই অলঙ্কারের মধ্যে সেই-ই তার-মন্দ্র-প্রসন্নাখ্য অলঙ্কার যাহাতে আদ্য হইতে অর্থাৎ প্রথম স্বর হইতে অষ্টম স্বর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া অর্থাৎ প্রথম স্বর হইতে আট স্বর গান করিয়া পুনরায় আদ্য গীত হয়। যেমন—স রি গ ম প ধ নি স। এই প্রথম অংশ। দ্বিতীয়াদি অংশ পরে বিবৃত হইতেছে। ৭৪

আদ্যাত উৎকৃত্যাষ্টমমবরোহঃ প্রাক্তনস্য যত্র ভবেৎ।
স্বরসপ্তকস্য গদিতঃ স মন্দ্রতারপ্রসন্নশ্চ। ৭৫

যেখানে আদ্য হইতে অষ্টমকে গান করিয়া পূর্ব্বতন

স্বরসপ্তকের অবরোহ হয় তাহা মন্দ্র-তার-প্রসন্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৭৫

দ্বিতীয় নিরূপিত হইতেছে। যাহাতে আদ্য হইতে অষ্টমকে গান করিয়া অর্থাৎ আদ্যকে গান করিয়া মধ্যস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অষ্টমকে গান করিয়া প্রাক্তনের অর্থাৎ অষ্টম হইতে পূর্ব্ব স্বর সপ্তকের অবরোহ অর্থাৎ বৈপরীত্যে গান হয় তাহা মন্দ্রতারে প্রসন্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যেমন— স নি ধ প ম গ রি স। ইহার এই প্রথম অংশ। অপর পরে কথিত হইতেছে। ৭৫

পূর্ব্বৈকৈকত্যাগাত্তয়োর্দ্বিতীয়াদিকাঃ কলা জ্ঞেয়াঃ।
ত ইতি চতুস্ত্রিংশদিহ হি পরন্তু তেষামনন্তত্বং। ৭৬

ঐ দুয়ের পূর্ব্বের একৈক ত্যাগে দ্বিতীয়াদি অংশ হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে ঐ সমস্ত অলঙ্কার সর্ব্বসমেত চতুস্ত্রিংশৎ কিন্তু তৎসমুদায় অনন্ত। ৭৬

ঐ দুয়েরই দ্বিতীয়াদি অংশ কথিত হইতেছে। ঐ তার-মন্দ্র-প্রসন্ন ও মন্দ্র-তার-প্রসন্নের দ্বিতীয়াদি অংশ সকল পূর্ব্বের একৈক ত্যাগে হইয়া থাকে। যেমন—রি গ ম প ধ নি স রি রি ইত্যাদি ছয়টী তার-মন্দ্র-প্রসন্নের অংশ। আর রি রী স নি ধ প ম গ রি ইত্যাদি ছয়টী মন্দ্র-তার-প্রসন্নের অংশ। উক্ত অলঙ্কার সমুদয়ে নিরূপিত হইতেছে। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত অলঙ্কার চৌত্রিশ। অলঙ্কারের সমগ্রটী বলা প্রাচীনদিগেরও সাধ্যাতীত ইহা কথিত হইতেছে। কিন্তু তাহারা অনন্ত। এই বিষয়ে নিঃশঙ্ক কহিয়াছেন আমি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার ত্রিষষ্টি কহিয়াছি, কিন্তু অনন্ত বলিয়া শাস্ত্রে সমগ্ররূপে বলা হয় নাই। ৭৬

অলমেতেঽলঙ্কারা রঞ্জনলব্ধ্যৈ স্বরাববোধায়।
বর্ণাঙ্গব্যাসায় চ তদবশ্যং পূর্ব্বমভ্যস্যাঃ। ৭৭

রঞ্জকতা বৃদ্ধি স্বরাববোধ ও বর্ণাঙ্গ বিস্তারের জন্য এই সমস্ত অলঙ্কার সম্যক সমর্থ। তজ্জন্য ইহা অবশ্য পূর্ব্বে অভ্যসনীয়। ৭৭

অলঙ্কার নিরূপণে প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়া গানসিদ্ধির জন্য তাহার অভ্যাসের কথা বলা হইতেছে। এই সমস্ত অলঙ্কার স্বর সমূহের রঞ্জকতা বৃদ্ধির জন্য সম্যক সমর্থ। আর স্বরসমূহের যে অববোধ অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান তদ্বিষয়ে সক্ষম। আর স্থায়ী প্রভৃতি যে সমস্ত বর্ণাঙ্গ তৎসমুদায়ের যে ব্যাস অর্থাৎ বিস্তার তজ্জন্যও বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহা অবশ্য অভ্যসনীয়। নিঃশঙ্ক অলঙ্কার নিরূপণে এই কএকটী প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন রঞ্জকতা বৃদ্ধি স্বরজ্ঞান ও বর্ণাঙ্গের বিচিত্রতা। ৭৭

স্বরআদিস্থো গীতে গ্রহঃ প্রয়োগবহুলোঽংশ আদিষ্টঃ।
গীতিসমাপ্তিবিধায়ী ন্যাসঃপ্রতিরাগমেতে স্যুঃ॥৭৮

গীতে আদিস্থ স্বর গ্রহ, প্রয়োগবহুল স্বর অংশ, গীতি-সমাপ্তি-বিধায়ী স্বর ন্যাস, এই তিনটী প্রতি-রাগেই থাকে। ৭৮

এইরূপে মূর্চ্ছনাদি অলঙ্কার নিরূপণ করিয়া গ্রহাদি কহিতেছেন। গীতে অর্থাৎ মনোরঞ্জক স্বরসন্দর্ভরূপ রাগাদিতে আদিস্থ অর্থাৎ উপক্রমে গৃহ্যমাণ ষড়্জাদি অন্যতম স্বর গ্রহ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রয়োগ-বহুল অর্থাৎ রুচি অনুসারে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান স্বর অংশ নামে কথিত হয়। গীতি-সমাপ্তি-বিধায়ী অর্থাৎ রাগাদির উপসংহারকারী স্বর ন্যাস বলিয়া কথিত হয়। গীত সমাপ্ত করে বলিয়া উহা ন্যাস-পদ বাচ্য। ন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস ও অন্যান্যেরও গ্রহাদির ন্যায় গীতে আবশ্যকতা আছে কিন্তু এস্থলে কেবল গ্রহাদি এই তিনই লক্ষিত হইতেছে, ইহার কারণ গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য রাগমাত্রের কেবল এই তিনটাই নিয়তই থাকে। তদ্ব্যতীত অপন্যাসাদি গীতখণ্ডরূপ বিদারীতে কদাচিৎ থাকে এই জন্য তৎসমুদায় এস্থলে গৃহীত হইল না। ৭৮

সকলকলেত্যুপনামক সোমকবিহিতেঽল্পবুদ্ধীনাং।
প্রথমঃ শ্রুতিস্বরাদে রাগবিবোধে বিবেকোঽয়ং॥ ৭৯

অল্পবুদ্ধিদিগের জন্য সকল কলা এই উপনামক সোম

স্বরচিত রাগবিবোধে এই শ্রুতি-স্বরাদি-পদার্থ-নিষ্ঠ প্রথম বিবেক সমাপ্ত হইল। ৬৯

দ্বিতীয় বিবেক।

রাগবিবোধনহেতোরিহ মেলা যে ময়াঽভিধাস্যন্তে।
তদভিব্যক্তিনিদানং বীণাদৌ বর্ণ্যতে রৌদ্রী॥ ১

আমি রাগ-বিবোধনের জন্য এই গ্রন্থে যে সকল মেল কহিব অগ্রে তৎসমূহের অভিব্যক্তির নিদান রৌদ্রী বীণা বর্ণনা করিতেছি। ১

এইরূপে শ্রুতি স্বরাদি নিরূপণের পর রাগ নিরূপণের অবসর আসিতেছে। রাগ-সমূহ মেল দ্বারা প্রকাশিত হয়, আবার মেল সকল বীণা দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে এই জন্য রুদ্রবীণা সর্ব্বাগ্রে নিরূপিত হইতেছে। রাগ-সমূহ মিলিত বা বর্গীভূত হয় যাহাতে তাহা মেল অর্থাৎ রাগের আশ্রয় স্বর-সংস্থান-বিশেষ। ইহাকে দেশভাষায় থাট বলিয়া থাকে। এই গ্রন্থে রাগবিবোধনের জন্য তৎসমুদায় তৃতীয় বিবেকে বলিব। সেই সমূহের অভিব্যক্তির নিদান অর্থাৎ সেই সকল মেলের প্রকাশের মূল কারণ রৌদ্রী অর্থাৎ রুদ্রসম্বন্ধিনী কিনা রুদ্রপ্রিয়া বীণা আগে বর্ণনা করিতেছি। ১

শম্ভুর্দণ্ডো গৌরী তন্তুর্যস্যা রমাপতিঃ ককুভঃ॥
মা পত্রিকা বিরিঞ্চি স্তুম্বং বাগীশ্বরী নাভিঃ।
অহিপোদোরক ইন্দুর্জীবোঽর্কঃ সারিকাশ্চ বীণাসা।
অপি হরতি দৃষ্টমাত্রা দেবময়ত্বাৎ মহাপাপং॥ ২

যাহার দণ্ড শম্ভু, ককুভ রমাপতি, পাত্রিকা লক্ষ্মী, তুম্ব বিরিঞ্চি, নাভি বাগীশ্বরী, দোরক অহিপ, জীব ইন্দু এবং সারিকা অর্ক সেই বীণা দেবময়তা হেতু দৃষ্টমাত্রেই মহাপাপ নাশ করিয়া থাকে। ২

স্বরমণ্ডল হইতেও মেল অভিব্যক্ত হয়, তবে বীণা নিরূপণে এত প্রয়াস কেন, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দেবতার অধিষ্ঠান আছে বলিয়া এই বীণা মহাপাতকনাশক এবং এই কারণেই ইহার উৎকর্ষতা। স্পর্শের কথা দূরে থাক, বীণা দেবময় অর্থাৎ দেবস্বরূপ বলিয়া দৃষ্টমাত্রেই ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে ইহার দেবময়তা নিরূপিত হইতেছে। ইহার দণ্ড শম্ভু। শম্ভুর অধিষ্ঠান বশত দণ্ডকে শম্ভু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। এস্থলে উপচার বশত আধার ও আধেয়ের অভেদ বুঝিতে হইবে। গৌরী প্রভৃতিতেও এইরূপ। ইহার তন্তু বা তন্ত্রী গৌরী পার্ব্বতী। ককুভ অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ প্রসেচক, চলিত ভাষায় যাহাকে কহো বলে সেই ককুভ রমাপতি। পত্রিকা অর্থাৎ ককুভের উর্দ্ধভাগের লোহপট্টিকা লক্ষ্মী। তুম্ব অলাবু ফল বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা। বক্ষ্যমাণ স্বরূপ নাভি, চলিত ভাষায় যাহাকে চুম্বকা বলে সেই নাভি বাগীশ্বরী—সরস্বতী। দোরক অর্থাৎ নাগপাশাকৃতি তন্ত্রী অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু সকল অহিপ—বাসুকি। বক্ষ্যমাণ-স্বরূপ জীবা, চলিত ভাষায় যাহাকে জিহ্বালী বা ঝারা বলে তাহা ইন্দু—চন্দ্র। বক্ষ্যমাণ-স্বরূপ সারিকা অর্ক সূর্য্য। শার্ঙ্গদেব কহিয়াছেন বীণা সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্বমঙ্গলা। ইহার দর্শন ও স্পর্শ স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদ। ইহা মহাপাতকীকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। ২

ধর্ম্মস্তয়াশ্বমেধে গানবিধের্ব্রাহ্মণাবিতি শ্রুতিতঃ।
বীণাপ্রিয়েণ রাজ্ঞাঽর্প্যতে দ্রুতং বৈনিকায়ার্থঃ।
তস্মাদ্গায়ন্তমিতিশ্রুতেস্তথা গায়তঃ স্ফুটঃকামঃ।
বীণাবাদনতত্ত্বেতি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতেঃ স্মৃতো মোক্ষঃ।
৪।৫

'ব্রাহ্মণৌ' এই শ্রুতি অনুসারে অশ্বমেধে গানবিধি হেতু ধর্ম্ম হয়। বীণাপ্রিয় রাজা বৈণিককে শীঘ্রই অর্থ দিয়া থাকেন আর 'তস্মাৎ গায়ন্তং' এই শ্রুতি অনুসারে বীণাগায়কের কামটী সুস্পষ্ট এবং 'বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞঃ' যাজ্ঞবল্ক্যের এই স্মৃতি প্রমাণে মোক্ষও ব্যবস্থিত।

কেবল যে পাপাপহারক বলিয়া বীণার শ্রেষ্ঠত্ব তাহা নহে, ইহা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের সাধক বলিয়াও শ্রেষ্ঠ। এই বীণা দ্বারা ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যফল জন্মে, কারণ এই অশ্বমেধে

অর্থাৎ অশ্বমেধ যাগপ্রকরণে 'ব্রাহ্মণী বীণাগাথিনৌ' এই শ্রুতি দ্বারা বীণযোগে গান করিবার বিধি আছে। পূর্ণাঙ্গ কর্ম্ম হইতেই ফল অবশ্যম্ভাবী ইহাই নিয়ম, সুতরাং বাণাগানরূপ অঙ্গ-বৈকল্য ঘটিলে ফলেরও ব্যভিচার হয়। ইহার অর্থ-সাধনতা এই যে, বীণাপ্রিয় রাজা বৈণিককে তৎক্ষণাৎ অর্থ দিয়া থাকেন ইহা প্রসিদ্ধই আছে। ইহার কাম-সাধনতা 'তস্মাৎ গায়ন্ত' এই শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। বাণাবাদকদিগের স্ত্রীসম্ভোগ লোকপ্রসিদ্ধ। ইহার মোক্ষ-সাধনতাও আছে। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে কহিতেছেন যিনি বাণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ শ্রুতি ও জাতি-বিশারদ এবং তালজ্ঞ তিনি অনায়াসে মুক্তিপথে প্রবেশ করেন। সুতরাং বাণা দ্বারা মোক্ষও হয়।

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।

করুণ রসের স্থায়ীভাব শোক। ইহা পাপ, ক্লেশ, ইষ্টজন-বিয়োগ বিভবনাশ, ও বধ-বন্ধনাদি বিভাব হইতে জন্মে। অশ্রুপাত, বিলাপ, মুখশোষণ, বিবর্ণতা, শিথিলগাত্রতা, নিঃশ্বাস, স্মৃতিলোপাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। নির্বেদ, গ্লানি, চিন্তা, ঔৎসুক্য, মোহ শ্রম, ভয়, বিষাদ, দৈন্য, ব্যাধি, জড়তা, উন্মাদ, অপস্মার, আলস্য, মরণ, স্তম্ভ, কম্প, বিবর্ণতা, অশ্রু ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি ভাব।

রৌদ্র রসের স্থায়িভাব ক্রোধ। রাক্ষস, দানব, উদ্ধত-মনুষ্য ও যুদ্ধ হইতে ইহা জন্মে। ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, তিরস্কার, মিথ্যা, বাক্‌পারুষ্য, পরকৃত অনিষ্ট ও মাৎসর্য্যাদি ইহার বিভাব। তাড়ন, পাড়ন, পাটন, প্রহরণ, শস্ত্রসম্পাত, ও আকর্ষণাদি ইহার কর্ম্ম। আরক্তনেত্র, ভ্রূকুটী, দন্তোষ্ঠপীড়ন, গণ্ডস্ফুরণ, করাগ্রনিষ্পেষণ, মস্তকচ্ছেদন ও কবন্ধনর্ত্তন প্রভৃতি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। মোহ, উৎসাহ, আবেগ, ক্রোধ, চপলতা, উগ্রতা, ঘর্ম্ম, গাত্রকম্প ও রোমাঞ্চাদি ইহার ভাব। তুমি যে বলিলে রাক্ষস দানবাদিরই এই রৌদ্র রস তবে কি আর কাহারও নাই? ইহার উত্তর এই, রৌদ্র রস অন্যেরও আছে কিন্তু এস্থলে অধিকারমাত্র গৃহীত হইয়াছে। রাক্ষসাদি স্বভাবতই রৌদ্র, কারণ ইহারা বহুবাহু বহুমুখ পিঙ্গলকেশ ও ভীষণ কৃষ্ণরূপ। ইহাদের নেত্র রক্ত ও উদ্বৃত্ত। ইহাদিগের অঙ্গচেষ্টা ও কথা সমস্তই রৌদ্র। ইহাদিগের শৃঙ্গার প্রায়ই বলকৃত। ইহাদিগের অনুকারিগণেরও যুদ্ধ ও প্রহারকৃত রৌদ্ররস বর্ণনীয়।

বীর রস উত্তমপ্রকৃতি ও উৎসাহাত্মক। ইহা অসংমোহ, অধ্যবসায়, নয় বিনয়, বল পরাক্রম, প্রতাপ প্রভাব ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন হয়। স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, ত্যাগ ও নিপুণতাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। ধৃতি, মান, গর্ব্ব, আবেগ, উগ্রতা, ক্রোধ, স্মৃতি ও রোমাঞ্চাদি ইহার ভাব।

ভয়ানক রসের ভয় স্থায়িভাব। উহা বিকৃত রব, বিকৃত প্রাণী দর্শন, শিবা উলূক, ত্রাস, উদ্বেগ, শূন্যারণ্য গমন, স্বজনের বধ বন্ধন দর্শন ও শ্রবণাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন হয়। হস্তপদের কম্প, নেত্রচাপল্য, মুখবৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ, মুখশোষ, হৃৎপিণ্ডস্পন্দন, দৃষ্টিভেদ, উরুস্তম্ভন ও উদ্বেগ ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্‌গদ-বাক্য, কম্প, স্বরভেদ, বিবর্ণতা, শঙ্কা, মোহ, দৈন্য, আবেগ চপলতা, ত্রাস, অপস্মার ও মরণাদি ইহার ভাব।

বীভৎসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা। ইহা অনভিমত, অপ্রশস্ত, ও অপ্রিয় দর্শন শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং গন্ধ রস ও স্পর্শ-দোষ ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন হয়। মুখচক্ষুবিকার, নিষ্ঠীবন, নাসাপ্রচ্ছাদন, অবনতবদন ও উদ্বেজনাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।" অপস্মার, আবেগ, মোহ, ব্যাধি ও মরণাদি ইহার ভাব।

অদ্ভুতের স্থায়িভাব বিস্ময়। দিব্যদর্শন, অভীষ্টমনোরথ-প্রাপ্তি, উত্তম বন ও দেবকুলগমন, মায়া ও ইন্দ্রজালদর্শন ইত্যাদি বিভাব হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নেত্র-বিস্ফারণ, অনিমেষ দর্শন, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বেদ, হর্ষ, সাধুবাদ, বস্ত্র ও অঙ্গুলি ভ্রমণাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্‌গদবাক্য, রোমাঞ্চ, আবেগ, সম্ভ্রম জড়তা ও মূকতা ইহার ভাব।

বাদী সম্বাদী প্রভৃতির লক্ষণ।

"সঙ্গীত-প্রকাশিকা"'র অষ্টম সংখ্যার শেষ (৯২) পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "প্রেরিত পত্র" পাঠে বাদী সম্বাদী ইত্যাদি স্বরের সম্বন্ধে শাস্ত্রসঙ্গত প্রসিদ্ধ মত, তাঁহার ও অন্য সঙ্গীতরহস্যান্বেষীগণের গোচরার্থে আমি নিম্নে কিছু লিখিতেছি। আমার ধারণা, ইহাতে তাঁহাদিগের কুতূহল চরিতার্থ হইবে এবং সংশয়ও দূর হইবে।

বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিস্থ স্বর-সপ্তক রাগরাগিণীর উপাদান। ইহাকে মেল বা থাট (ঠাট) কহে। দ্বাবিংশতি শ্রুতিস্থানীয় স্বরনিকরের মধ্যে যে কোন সাতটি লইয়া মেল হয় না। মেলে সাতটি স্বর এমন এমন শ্রুতি-স্থানীয় হওয়া চাই, অর্থাৎ তাহার প্রত্যেকটি অন্যতম প্রত্যেক স্বর হইতে উর্দ্ধে নিম্নে বা এরূপ অন্তর হওয়া চাই, যাহাতে প্রত্যেকটির অনুরণন-বেগ, অপর একটি বা অপরটির অনুরণন-বেগের ৩/২, ৪/৩, ৫/৪ বা ৬/৫ গুণ হয়, এবং প্রত্যেকের নিম্নে বা উর্দ্ধে তৃতীয় স্বরের অনুরণন-বেগ প্রত্যেকের তুলনায় ৮১/৬৪, ৬৪/৮১, ২৭/৩২, ৫/৬, ৫/৪, ৪/৫, ৫/৪, ৬৪/৮১ বা ৮১/৬৪ গুণ হয়। অন্য কথায়, মেলের প্রত্যেক স্বর তৎতৎ নিম্নস্থ বা উর্দ্ধস্থ চতুর্থ বা পঞ্চম স্বর হইতে নব বা ত্রয়োদশ শ্রুতি অন্তর হওয়া চাই অর্থাৎ, মেলে কোন না কোন স্বর হইতে প্রত্যেক স্বরের ব্যবধান অষ্ট বা দ্বাদশ হইবে—এবং প্রত্যেক স্বর হইতে তাহার নিম্নে বা উর্দ্ধে তৃতীয় স্বর, পঞ্চ ষষ্ঠ, সপ্ত বা অষ্ট শ্রুতি অন্তর হওয়া চাই। যে কোন প্রচলিত মেলকে পরীক্ষা করিলে সহজে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে যে, স্বাভাবিক মধ্যম বা পঞ্চম, ষড়্জ হইতে যত অন্তরে, মেলের প্রত্যেক স্বর তাহার কোন না কোন স্বরান্তর হইতে তত অন্তরে ব্যবস্থাপিত। মেলে প্রত্যেক স্বর হইতে তাহার তৃতীয় এবং চতুর্থ বা পঞ্চম স্বর পূর্ব্বোক্ত যথাবিহিত অন্তরে ব্যবস্থাপিত বলিয়াই স্বর সপ্তকের সুসমন্বয়। এই সুসমন্বয় বা সম্মিলনের পারিভাষিক নাম মেল। মেল অভাবে গীত হয় না। গীতে এই মেল থাকায় গীতের "মেলডি" (melody) নাম সম্পূর্ণরূপে সার্থক। শ্রুতি ভেদে কোমল তীব্রাদি নামে স্বর অনেকবিধ, সুতরাং স্বরসপ্তকাত্মক মেলের সংখ্যা বহুল। তন্মধ্যে দুইটি মেলের সম্বন্ধে এখানে কহিব। এবং সেই দুই মেলের মধ্যে যে মেলকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাবু উক্ত প্রেরিত পত্রে বাদী ও সম্বাদী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন আমি তাহারই বিষয় প্রথমে কহিতেছি।

সেই মেলে ষড়্জ স্বর প্রথম শ্রুতিতে, রি পঞ্চম শ্রুতিতে, গ অষ্টম, ম দশম, প চতুর্দ্দশ, ধ অষ্টাদশ এবং নি একবিংশতিতম শ্রুতিতে ব্যবস্থিত। ষড়্জ স্বরের অনুরণন-বেগ হইতে অবশিষ্ট ছয় স্বরের অনুরণন-বেগ যত গুণ তাহা সেই সেই স্বরের নিম্নে লিখিতেছি।

দ্বাবিংশতি শ্রুতিস্থান							
স্বরসপ্তক	স	রি	গ	ম	প	ধ	নি
অনুরণন-বেগ	১	৯/৮	৫/৪	৪/৩	৩/২	২৭/১৬	১৫/৮

এই সপ্তস্বরের যে কোনটিকে বাদী করিয়া রাগ গঠিত হইয়া থাকে। পরন্তু, বাদী স্বরের লক্ষণ শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাবুর পত্রে সমগ্ররূপে লিখিত হয় নাই। গানে বহুল প্রয়োগ দেখিয়াই তিনি বাদী বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কি বাদী কি সম্বাদী উভয়েরই সামান্য লক্ষণ, বহুলপ্রয়োগ। বাদীর স্বতন্ত্র লক্ষণ না কহিলে, বাদী হইতে সম্বাদীর বিভেদ জ্ঞাত হওয়া যায় না। কেবল বহুলপ্রয়োগ হইলেই বাদী স্বর হয়, এমত নহে। যে স্বর গানের স্থায়ী (বা আস্থায়ী) খণ্ডে বহুল ও দীর্ঘকালস্থায়ী, যাহার সম্বাদী ও অনুবাদী গীতের অন্যান্য খণ্ডে বহুল, এবং যে স্বর স্বয়ং বা যাহার সম্বাদী বা অনুবাদী গীতের আদিতে গ্রহস্বররূপে গৃহীত, তথা গানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাগের শেষ দেশে ন্যাস, অপন্যাস সন্যাস ও বিন্যাস স্বররূপে ব্যবহৃত হয়; যে স্বর আরোহণে বা অবরোহণে লঙ্ঘিত হয় না, অথবা কদাচিৎ লঙ্ঘিত হইলেও বাদীস্বর-মর্য্যাদার ত্রুটি মোচনার্থে, তদনন্তরেই যাহার স্পষ্টতর প্রয়োগ হইয়া থাকে, যাহার সহিত অন্বয় বুঝিয়া গীতের উচ্চতম ও নিম্নতম স্বর নির্ব্বাচিত হয়, এবং যে স্বর গীতের অবশিষ্ট সকল স্বরে গতাগতি করিতে পারে, সংগীত-শাস্ত্রমতে ও লোক-ব্যবহার-অনুসারে তাহাকে সেই গীতের বা রাগের বাদীস্বর কহে।

কোন স্বরের ত্রয়োদশ বা নব শ্রুতি অন্তরে যে স্বর

থাকে উহারা পরস্পরের সম্বাদী, ইহা বিজ্ঞান-প্রসিদ্ধ; কেননা উহাদিগের অনুরণন-বেগের অনুপাত ১।৩ বা ৩।৪ হওয়ায় উহাদিগের যুগপৎ প্রয়োগ অতীব আরমণীয় (Harmonious) শুনায়। এবং গীতে অগ্র পশ্চাৎ প্রয়োগ, স্মৃতি-সহায়ে যুগপৎ প্রয়োগ-রূপে পরিণত হয় বলিয়া সম্বাদী স্বর মেলবিতে অপরিহার্য্য প্রধান উপাদান।

উল্লিখিত মেলে ষড়জ স্বরকে বাদীরূপে গ্রহণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন রাগে মধ্যম বা পঞ্চম বা উভয়ই সম্বাদী রূপে ব্যবহৃত হয়। এই মেলে রি স্বরকে বাদী করিয়া যে রাগ সৃষ্টি তাহাতে প বা ধ বা উভয়ই সম্বাদী রূপে গৃহীত হয়। এইরূপে এই মেলের রাগে গ বাদী হইলে, নি সম্বাদী; ম বাদী হইলে স; প বাদী হইলে স বা রি অথবা উভয়ই; ধ বাদী হইলে কেবল রি; এবং নি বাদী হইলে গ সম্বাদী হইয়া থাকে। কখন কখন সম্বাদী স্বরের এত অধিক বার পুনরুক্তি হয়, যে হটাৎ উহাকেই বাদীস্বর বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে।

কোন স্বর হইতে দ্বিশ্রুতি অন্তরে অন্য স্বর থাকিলে উহাদিগকে শাস্ত্র মতে পরস্পরের বিবাদী স্বর বলে। উপরোক্ত মেলের যে কোন রাগে স স্বর বাদী, তাহাতে নি বিবাদী, বা গ স্বর বাদী তাহাতে ম বিবাদী, অথবা নি স্বর বাদী তাহাতে ষড়জ বিবাদী, বা মধ্যম বাদী তাহাতে গান্ধার বিবাদী বলিয়া খ্যাত। কোন কোন অনভিজ্ঞ লোক মেল-বর্জ্জিত স্বরকে বিবাদী স্বর বলেন। সেটি ভ্রম। চিত্রে বিবাদী বর্ণের ন্যায় গীতে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ বিশেষ আবশ্যক। কারণ, বিবাদী স্বরের প্রয়োগে শ্রোতার হৃদয়ে বাদীর জন্য আকাঙ্খা ও উৎকণ্ঠা জন্মায় এবং বিবাদীর পরে বাদীর প্রয়োগ বড়ই তৃপ্তিকর হয়। পরস্পর বিবাদীস্বরদ্বয়ের একটির উচ্চারণের পর অপরটি উচ্চারণও শ্রুতিমধুর। কোন কোন প্রাচীন মতে দুইটির স্বরের মধ্যে ৪।৭।৯।১০।১১।১৩ বা ১৬ শ্রুতি ব্যবধান থাকিলে উহাকে অনুবাদী না বলিয়া বিবাদী স্বর বলিয়া গন্য হয়। পরন্তু অনেকের মতে উহারা অনুবাদী স্বর। পূর্ব্বোক্ত মেলে অনুবাদীস্বর-নিকরের তালিকা পরে দেওয়া যাইবে।

উল্লিখিত মেল ব্যতীত অনেক প্রসিদ্ধ মেল প্রচলিত দেখা যায়। স্বরের অবস্থিতি-ভেদে, মেলের অনেক ভেদ; সুতরাং তাহাতে বাদী সম্বাদী প্রভৃতিরও অগত্যা বহুল ভেদ হইয়া থাকে। এখানে সেই ভেদের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস দিবার জন্য কেবল স্বাভাবিক-স্বরসপ্তকাত্মক মেলের পরিচয় দিয়া পূর্ব্বোক্ত মেলের সহিত তাহার কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় বৈসাদৃশ্য দেখান যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত মেলে যে যে স্বর যে যে শ্রুতিস্থ, এই স্বাভাবিক মেলে সেই সেই স্বর ঠিক সেই সেই শ্রুতিস্থ; কেবল ধৈবত নহে। পূর্ব্বোক্ত মেলে পঞ্চম হইতে ধৈবত চতুঃশ্রুতি অন্তরে; ইহাতে ত্রিশ্রুতি অন্তরে অর্থাৎ পূর্ব্বকার ধৈবত হইতে ইহার ধৈবত একশ্রুতি নিম্নে অবস্থিত। সুতরাং সম্বাদী অনুবাদী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মেল হইতে এই মেলে কোন কোন স্থানে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই সম্বন্ধে দুইটি তালিকা আগামী সংখ্যায় দেওয়া যাইবে, সেই তালিকাদ্বয় দেখিলে, এই বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ।

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন-গন্ধ-নন্দিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো!
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে!
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে' যেন সদা লাজে' গো!

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
॥ ধনা না ধা। ধনা -ক্ষা। পা পা I ক্ষা পা ক্ষা। ক্ষগা -ম। গা -া I গক্ষা -পা পা।
॥ তো মা রি। রা ০। গি ণী I জী ব ন। কু ০। ঞ্জে ০ I বা ০ জে।

২ ৩ ১´ ২ ৩
। ক্ষা ক্ষা। গা গা I গক্ষা -পা পা। ক্ষা -পা। -ধা -না॥
। যে ন। স দা I বা ০ জে। গো ০। ০ ০॥

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
॥ পা ধা পা। র্সা -া। র্সা র্সা I র্রর্সা র্সা র্সা। র্সা -া। র্সা -া I পা -া পা।
॥ তো মা রি। আ ০। স ন I হৃ দ য়। প ০। দ্মে ০ I রা ০ জে।

২ ৩ ১´ ২ ৩
। পা পা। ক্ষা পা I ক্ষা -পা পা। ক্ষা -পা। -ধা -না॥
। যে ন। স দা I রা ০ জে। গো ০। ০ ০॥

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১
॥ পা ধা -পা। র্সা -া। র্সা র্সা I র্সর্স -শা র্সা। র্সা -া। র্সা র্সা I র্সা র্রা -া।
॥ ত ব ০। ন ০। ন্দ ন I গ ০ ন্ধ। ন ০। ন্দি ত I ফি রি ০।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। র্সর্রা -র্গা। র্গা র্গর্রা I র্রা -র্সা র্রা। র্সা -া। -া -া I পা ধা -পা। র্সা র্সা।
। সু০ ০। ন্দ র০ I ভু ০ ব। নে ০। ০ ০ I ত ব ০। প দ।

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। র্সা র্সা I পধা -না না। ধা ধা। পা পা I সা -া রা। গা গা। গা রা I
। রে ণু I মা০ ০ থি। ল য়ে। ত মু I সা ০ জে। যে ন। স দা I

১´ ২ ৩
I গক্ষা -পা পা। ক্ষা -পা। -ধা -না ॥
I সা০ ০ জে। গো ০। ০ ০ ॥

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
॥ গা গমা -গা। পা -া। পা পা I পা -া পা। পা -া। পা ক্ষা I গা গা -রা।
॥ স ব০ ০। বি ০। দ্বে ষ I দূ ০ রে। যা ক। যে ন I ত ০ ব ০।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। গা -ধা। পা ক্ষপা I গা -া -রা। সা -া। -া -া I রা গা রা। সা -া। সা ন্া I
। ম ০। ঙ্গ ল I ম ০ ০। ন্ত্রে ০। ০ ০ I বি কা শে। মা ০। ধু রী I

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
I ধ্া ন্া ধ্া। সা -া। সা সা I সা গা -রা। গা -া। পা ক্ষপা I গা -া -রা।
I হৃ দ য়ে। বা ০। হি রে I ত ব ০। সং ০। গী ত I ছ ০ ০।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। সা -া। -া -া I পা ধা -পা। র্সা -া। র্সা র্সা I র্রর্সা র্সা র্সা। র্সা -া। র্সা -া I
। ন্দে ০। ০ ০ I ত ব ০। নি ০। র্ম ল I নী ০ র ব। হা ০। সা ০ I

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
I র্সা র্রা -া। র্সর্রা -র্গা। র্গা র্গর্রা I র্রা -র্সা র্রা। র্সা -া। -া -া I পা ধা -পা।
I হে রি ০। অ০ ০। স্ব র০ I ব্যা ০ পি। য়া ০। ০ ০ I ত ব ০

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। র্সা -া। র্সা র্সা I পা ধা পা। পা -া। পা -া I সা -া রা। গা গা। গা রা I
। গো ০। র বে I স ক ল। গ ০। র্ব্ব ০ I লা ০ জে। যে ন। স দা I

১´ ২ ৩
I গন্ধা -পা পা। জ্ঞা -পা। -ধা -না ॥ ॥
I লা০ ০ জে। গো ০। ০ ০ ॥ ॥

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল।

মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ,
শোভন সভা নিরখি মন প্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচি রুচির চন্দ্রকলা চরণ মূলে॥

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
॥ সা রা রা I পা -ম। ধপা -া ধমা। মাঃ -গঃ। রগা -রপা -মা I গা -া।
॥ ম ধু র I রূ ০। পে ০ বি। রা ০। জো০ ০০ ০ I হে ০।

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। রসা -া না। সা -রসা। রা -া -া I পা পা। পা না না। সা সা। রা রা গা I
। বি ০ শ্ব। রা ০০। জ ০ ০ I শো ভ। ন, স ভা। নি র। খি, ম ন I

২´ ৩ ০
I রা -পা। পা মা -গ। রগা -র ॥
I প্রা ০। ণ, ভু ০। লে০ ০ ॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ {মা পা। পা না না। র্সা -ন। রর্সা র্সা -া I র্সা র্সা। র্সা র্সা -ন।
॥ {নী র। ব, নি শি। সু ০। ন্দ০ র ০ I বি ম। ল, নী ০।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। ধা -র্রা। র্রা র্রা -া } I না না। না না র্সা। র্সা -র্রা। ণা ধা পা I ধা পধা।
। লা ম্। ব র ০ } I শু চি। রু চি র্। চ ন্। দ্র ক লা I চ র।

৩ ০
। পা মা -াগ। রগা -ার॥ ॥
। ণ, ম্ ০। লে০ ০॥ ॥

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

কাফি – তেওড়া।

দেখো ময় অদ্ভুত গতি কলা
তুঁহি সর্ব্বময়ী সকল ঘট ব্যাপি রহো
তেরো প্রকাশ হিন্দ রাজ।
তুহি নাদ পরব্রহ্ম, তুহি আদ জ্যোত
জগৎমে ফয়লো জ্বাল-মালা,
জপত যোগী নারদাদি, অসুর সমাজ।
তুহি এক অনন্ত, তুহি জীব সবকো করত কাজ
নও খণ্ড প্রচণ্ড ভক্তি আনন্দ রাখো লাজ॥

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
॥ সা -া রা। মা -া। মা -া I পা পা ধা। মা -া। পা পা I র্সা র্সা -া। র্সা -া।
॥ দে ০ খো। ম য়্। অ দ্ I ভু ত, 'গ।' তি ০। ক লা I তু হি ০। স ০।

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
। র্সা -া I র্সা র্রা -র্সা। ণা -া। ণা র্সা I ধা পা -া। পা -া। ধা মা I পা -া -া।
। র্ব্ব ০ I ম য়ী ০। স ০। ক ল I ঘ ট ০। ব্যা ০। পি, র I হো ০ ০।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। মা জ্ঞা। মা -জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা -সা। -রা -া। রা -া I মা -জ্ঞা জ্ঞা। রা সা। রা -ণ্।॥
। তে ০। রো ০ I প্র কা ০। ০ ০। শ ০ I হি ০ ন্দ। রা ০। জ ০॥

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
॥ পা পা -মা। না -র্সা। র্সা র্সা I র্সা -া র্সা। র্সা -না। র্সা -া I র্সা -র্জ্ঞা র্রা।
॥ তু হি ০। না ০। দ, পর্ I ব্র ০ হ্ম। তু ০। হি ০ I আ ০ দ।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। র্সা -র্রা। র্সা র্সা I র্রা -র্সা র্সা। র্সা -ণা। র্সা -ণা I ধা -ণা পা। পা ধা। মা -পা I
। জ্যো ০। ত, জ I গ ং, মে। ফ য়। লো ০ I জ্বা ০ ল। মা ০। লা ০ I

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
I মা মা পধা। না -র্সা। র্সা -া I পা -ধা মা। পা -া। ধমা পা I মা জ্ঞা -মজ্ঞা।
I জ গ জ্ঞং। যো ০। গী ০ I না ০ র। দা ০। দিং অ I সু র ০।

২ ৩
। ররা -সা। -রা ণ্া ll
। সমা ০। ০ জ ll

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
ll পা পা -া। পা -া। ধা মা I পা -া পা। না -র্সা। র্সা -া I পা -ধা মা। পা পা।
ll তু হি ০। এ০ ০। ক, অ I ন ০ ন্ত। তু ০। হি ০ I জী ০ ব। স ব।

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
। ধা -পা I ধা জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা -মা। রা -া I পা পা -ধা। না -া। র্সা র্সা I র্সা -া র্সা।
। কো ০ I ক র ত। কা ০। জ ০ I ন ও ০। খ ০। গু, প্র I চ ০ গু।

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। র্সা -া। র্সা র্সা I র্জ্ঞা -া র্রা। র্সা -ণা। র্সণা পা I মজ্ঞা মা -জ্ঞা। রা -সা। -রা ণ্া ll ll
ব ০। ন্দি ত I ভ ০ ক্তি। আ ০। নং ন্দ I রাং গো ০। লা ০। ০ জ ll ll

শ্রীযাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূলতান—আড়াঠেকা।

কর যোগেরি সাধন, তবে পাবে তাঁরে মন!
যোগ বিনে ত্রিভুবনে নাহি অন্য ধন ll
যোগাযোগে চরাচর, চলিতেছে অনিবার,
কিবা চন্দ্র দিবাকর, তারা অগণন।
যোগী যোগিনী ধর, যোগেতে করি' নির্ভর,
গোচর হবে অগোচর, জানিবে কারণ ll
জ্ঞান-চক্ষে ধ্যান কর, পাবে দরশন তার,
ঘুচিবে তিমির-রাশি, পাবে নিরঞ্জন।
ধরিয়াছ তুমি যাঁরে, ছেড়না ছেড়না তাঁরে,
নিশ্চয় পাইবে তুমি যোগেরি লিখন ll
মনে কর নিরন্তর, সেই শিব শঙ্কর,
শিব জীব জীব শিব, জানিবে তখন।
নাভি মন যোগ কর, তদুপরি জ্ঞান ধর,
জ্ঞানচক্ষু পাবামাত্র হবেরে মিলন ll

—শ্রীকালীকৃষ্ণ ঠাকুর।

রাগ ভৈরব—তাল করালমঞ্চ।

সেবত পঙ্গু-পঙ্কজ ব্রহ্মা আদি দেবন,
ব্যাস বশিষ্ঠ পরত পারায়ণ।
তুয়া গুণ অনগণ, শকে নাকোই বাখানি,
বীণাপাণি, অনন্ত পঞ্চ বদন।
তুহি বেদ, তুহি বিধি, নিগুণ গুণনিধি
সপ্ত দ্বীপ নও খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে আদি,
তুহি কিয়ো জগ সৃজন, তু করত সব পালন,
কাল যব পুগি হেঁ করব নিধন॥

১´	২	০	৩	০	১´	২	০	৩	০
॥ গঋা।	সসা।	সঋা।	মা।	মগা I	দা।	পা।	দপা।	মা।	গগা I
॥ সে০।	বত।	পঙ্গু।	প।	ঙ্কজ I	ব্র।	হ্মা।	আদি।	দে।	বন I

১´	২	০	৩	০	১´	২	০	৩	০
I গা।	ঋঋা।	গা।	ঋসা।	সসা I	ঋা।	মা।	পা।	দা।	-পা॥
I ব্যা।	স,ব।	শি।	ষ্ঠ,প।	রত I	পা।	রা।	য়।	ণ।	০ ॥

১´	২	০	৩	০	১´	২	০	৩
॥ দদা।	নর্সা।	র্সর্সা।	র্সা।	র্সা I	ঋ´ঋ´া।	ঋ´ঋ´া।	গ´ঋ´া।	ঋ´া।
॥ তুয়া।	গুণ।	অন।	গ।	ন I	শকে।	নাকো।	ইবা।	খা।

০	১´	২	০	৩	০	১´	২	০	৩	০
। র্সা I	র্সা।	ণা।	দপা।	মগা।	ঋসা I	ঋা।	মা।	-পপা।	দা।	পা॥
। নি I	বী।	ণা।	পানি।	অ০।	নন্ত I	প।	ঞ্চ।	০ব।	দ।	ন॥

১´	২	০	৩	০	১´	২	০	৩	০	১
॥ সঋা।	গমমা।	মমা।	মা।	মা I	পদা।	দপা।	মমা।	গা।	গা I	গমা।
॥ তুহি।	বে০দ।	তুহি।	বি।	ধি I	নি০।	গু´ণ।	গুণ।	নি।	ধি I	সপ্ত।

২´	০	৩	০	১´	২	০	৩	০	১´	২
। পদপা।	মগা।	ঋা।	সা I	সা।	ঋগা।	মা।	গঋা।	সা I	দদা।	নর্সা।
। দ্বী০প।	নও।	খ।	ণ্ড I	ব্র।	হ্মাণ্ড।	কে।	আ০।	দি I	তুহি।	কিয়ো।

০	৩	০	১´	২	০	৩	০	১´	২
। র্সর্সা।	র্সা।	র্সর্সা I	র্সঋ´া।	ঋ´ঋ´া।	ঋ´গ´া।	গ´ঋ´া।	র্সর্সা I	র্সা।	পা॥
। জগ।	সৃ।	জন I	তু,ক।	রত।	সভ।	পা০।	লন I	কা।	ল।

০	৩	০	১´	২	০	৩	০
। দদা।	পপা।	মা I	মমা I	পা।	-পপা।	দা।	পা॥ ॥
। যব।	পুগি।	হেঁ I	করI	ব।	০নি।	ধ।	ন॥ ॥

☞ এই * করাল-মঞ্চ এবং সুরফাঁকতা প্রায় একই তাল, কেবল সমের আঘাতে ইহাদের পার্থক্য। পৃথক্‌ যে এক আঘাত তাহাই সুরফাঁকের সম, পরন্তু ইহাতে একত্রে যে দুই আঘাত পড়ে তাহাদের প্রথমটি ইহাতে সম। পূর্ব্বে সংস্কৃত ছন্দের অনুরোধে বোধ হয় দুইটি পৃথক্‌ তালের সৃজন হইয়াছিল; এক্ষণকার হিন্দি গানে সেরূপ ছন্দের আঁটা আঁটি নাই, সুতরাং সমস্ত সুরফাঁকের গান, সম ফিরাইয়া এই তালে গাওয়া যায়। এই জন্য ইহার চাল্‌ই উঠিয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া সুরফাঁকের ঠেকাই ইহাতে বাজান যায়, কিন্তু ইহার পৃথক্‌ ঠেকাও আছে। যথা:—

১´ ২ ০ ০ ৩ ০

॥ ধা কেটে। থুন্না। কেটেতাক্‌। গদি ঘিনি। নাগ দেৎ॥

আবার সুরফাঁকের ঠেকাও বেশ মিলে:—

১´ ২ ০ ৩ ০

॥ ধা ঘেনে। নাক দী। ঘেনে নাক। গান্দ। ঘেনে নাক॥

বাদকের না জানা থাকিলে নূতন বোধ হয়, নতুবা উভয় তালই এক। ঢিমাতেতালা ও বীরপঞ্চও এইরূপ কাজে এক, কেবল মধ্যের একটি আঘাতে পার্থক্য মাত্র।

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

রাগিণী লুম্‌-সারং—একতালা।

রঙ্গা দে হো না পিয়া লালি চদরিয়া;
শ্যাম ঘটা ঘন ঘের মেহরওয়া,
চমকত দামিনী ছাই বদরিয়া;
বার বরষ পরপিয়া মোর আওয়ে,
ব্যাকুল হো গয়ি সারি রয়নিয়া॥

২´ ৩ ০ ১ ॥ ২´ ৩
মা ॥ পা -া -া। র্সা -া ণর্সর্সা। ণা -া -পা। মা -া মা I সরসা -ণ্‌া -সা মা -া মা।
র ॥ ঙা ০ ০। দে ০ হো০০। না ০ ০। পি ০ য়া I লা০ ০ ০। লি ০ চ।

০ ১
। মপণা -া পা। মপমা -গা মা ॥
। দ০০ ০ রি। য়া০০ ০ "র" ॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ০ ৩ ০
॥ পা -া -া। ণা -া ণা। র্সা -া -া। র্সা -া র্সা I ণা -া -া। র্সা -া র্সা। ণর্সা -র্সা সা।
॥ শ্যা ০ ০। ম ০ ঘ। টা ০ ০। ঘ ০ ন I ঘে ০ ০। র ০ মে। হ০ ০ র।

১ ২´ ০ ৩ ০ ১ ২´
। ণপা -গা -মা I {পা পা -া। র্সা ণা -া। ণা -পা -া। মা মা -া} I সরসা -ণ্‌া -সা।
। ওয়া০ ০ ০ I {চ ম ০। ক ত ০। দা ০ ০। মি নী ০} I ছা০ ০ ০।

৩ ০ ১
। মা -া মা। মপণা -া পা। মপমা -গা মা॥
। ই ০ ব। দ০ ০ রি। য়া০ ০ "র"॥

---

* এই "করালমঞ্চ", সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত "করালমঞ্চে"র অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। —সম্পাদক।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I পা -া -া। পা -া পা। র্সা -া র্সা। র্সা -া -া I পা -া পা। র্সা -া -া। পর্সা -র্রা -র্সা।
I যা ০ ০। র ০ ব। র ০ ব। প ০ র্ I পি ০ য়া। মো ০ র্। আ০ ০ ০।

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। পপা -পা -মা I {পা -া -া। র্সা পা -া। পা -পা -া। র্মা মা -া} I র্পরসা -ণ্ -সা।
। ওরে ০ ০ I {ব্যা ০ ০। কু ল ০। হো ০ ০। গ রি ০} I সা০ ০ ০।

৩ ০ ১
। মা -া মা। মপণা -া পা। মপমা -পা মা II II
। রি ০ র। র০০ ০ নি। রা০ ০ "র" II II

শ্রীমতী লিজ্ পালিত।

ছায়ানট—চৌতাল।

তোমারি সেবক করহে আজি হতে আমারে॥
চিত্তমাঝে দিবারাত, আদেশ তব দেহ নাথ,
তোমার কর্ম্মে রাখ বিশ্ব-দুয়ারে!
কর ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুব্ধ আশা
লোকভয় দূর করি দাও দাও!
রত রাখ কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে,
মগ্ন কর আনন্দ রসধারে।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
II রা -া। -পরা পা। -পমা পা। ধা ধণা। পমা পমা। মগা গা I ঋা -গরা। -গা -মা।
II তো ০। ০০ মা। ০০ রি। সে ব০। ক , ক০। র০ হে I আ ০০। ০ ০।

২ ০ ৩ ৪ II
। -পা মগা। গমা রাগ। সন্া রা। সা -া II
। ০ জি০। হ০ তে। আ০ মা। রে ০ II

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
II {পা -া। পাধ র্সা। -াধ র্সা। র্র্সা র্সা। -া র্সা। -া র্সা I র্সা -ধা। র্সা র্সা।
II {চি ০। ত্ত মা। ০ ঝে। দি০ বা। ০ রা। ০ ত I আ ০। দে শ।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। র্সনা র্র্সা। র্সাঃ -নঃ। র্সনা র্সধা। -পা প} I মগা মগা। মগা পা। -া পা।
। ত০ ব০। দে ০। হ০ না০। ০ থ} I তো০ মা০। র০ ক। ০ র্ম্মে।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। র্রার্স র্সনা। র্সা -ধা। পা পা I রা -গরা। -গা -মা। -পাম -মগা। গমা রগা।
। রা থ০। বি ০। থ, হু I রা ০০। ০ ০। ০ রে০। আ০ জি০।

। সন্া রা। সা -া॥
। আ০ মা। রে ০॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
॥ মা মা। -মগা পা। -া পা। পা -া। পা পমা। -ধাপ পমা I মগা গরা। রা গা।
॥ ক র। ০০ ছি। ০ র্। মো ০। হ পা০। ০ শ০ I স০ ক০। ল, সু।

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
। -মা পমা। পা -গা। -মা -রা। সা -া I সা -া। প্া সা। -া সা। রা -া। রা গা।
। ০ রু০। আ ০। ০ ০। শা ০ I লো ০। ক, ভ। ০ র। দু ০। র ক।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। -মা পমা I পা -গা। -মা -রা। -সা সা। মা -গা। -মা -রা। -া সা I পা পা।
। ০ রি০ I দা ০। ০ ০। ০ ও। দা ০। ০ ০। ০ ও I র ভ।

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -ন র্সা। -ধ র্সা। -া র্রা। -া র্সা। -া র্সা I র্সা -া। -ধা র্সা। -ন র্রার্স।
। ০ রা। ০ থ। ০ ক। ০ ন্যা। ০ পে I নী ০। ০ র। ০ বে।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
। র্সনা র্সনা। র্সনা র্সধা। -পা পা I রা -া। -গরা গা। -মা পাম। মপা -গা। -মা -রা।
। নি০ র০। জি০ মা০। ০ নে I ম ০। ০০ য। ০ ক। র ০। ০ ০।

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০
। -সা -া I -া মা। -প পা। -া -া। র্সা -না। -র্সা র্সা। -ধা পা I রা -গরা।
। ০ ০ I ০ আ। ০ ন। ০ ন্। দ ০। ০ র। ০ স I ধা ০০।

০ ২ ০ ৩ ৪
। -গা -মা। -পার্ম মগা। গমা রাগ। সন্া রা। সা -া॥ ॥
। ০ ০। ০ রে০। আ০ জি। আ০ মা। রে ০॥ ॥

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

———•———

গৌড় সারং—ঝাঁপতাল।

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
॥ সা সা। সা গা রা। মা -া। গা গা গা I পমা ধা। -া ক্ষা পা। গা রা। মা গা গা I
॥ ও দা। না দে রে। তো ম্। তা না না I ওদা রে। ০ তা না। দে রে। তা দা নি I

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
I র্সা -না। র্রা র্সা র্সা। না ধা। না না র্সা I না ক্ষা। পা ধা পা। পা গা। মা রা সা ॥
I তু ম্। তা না না। দে রে। না, তা দে I রে, তা। দে রে না। তা দা। রে দা নি ॥

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
॥ পা ধা। পা র্সা র্সা। র্সা র্সা। র্রা -না -পা I না -ধা। না র্সা র্রা। না -ধা। না ধা পা I
॥ শ্রে তৈ। লে না, তা। দে রে। না ০ ০ I তো ম্। তা না না। দে র্। দের দা নি I

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০
I র্সা -া। র্গা -র্মা -র্রা। র্সা নধা। না না র্সা I র্সা র্সা। ধা ধা পা। মা গা।
I দি ম্ ॥ দি ০ ম্। তা না না। দে রে না I দের দের। দের দের দের। তা দা।

৩
। মা রা সা ॥ ॥
। রে দা নি ॥ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

পুরাতন গীত সংগ্রহ।

(কালী মৃর্জা-কৃত)

খাম্বাজ—আড়া।

শুনি' ধনি শ্যামের বাঁশরি,
যত গৃহ কাজ লাজ সকলি পাশরি।
যমুনায় ভরি' কলস তুলিতে হয় অলস,
শরীর হয় অবশ, যাই কি করি';
ওরূপ হেরিয়ে, এমনি করয়ে হিয়ে
মন তার চরণে দিয়ে কোথা না সরি ॥

পরজ—একতালা।

গিরি-শিখরে গিরিবালা, ত্রিভুবন করে আলা।
রজত-পর্ব্বত পরে যেন নবীন মেঘের মালা।
রূপ ত্রিলোক-তারিণী, সংহার-স্থিতি-কারিণী
মহেশ-মনোহারিণী, বারিণী শমনের জ্বালা।
কালী এ মনে লয়, ও চরণে হয় লয়,
কালে সা ল'য় প্রলয়-সময়ের বেলা ॥

প্রথম ভাগ। একাদশ সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

শ্রাবণ, ১৩০৯।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—১১ সংখ্যা

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥

শ্রাবণ ১৩০৯

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

ইতিপুরুষার্থচতুষ্টয়সাধনমপি সাধিকা চ সর্ব্বাভ্যঃ।
দ্রুতকারিণী স্বরগতেঃ সারীভির্মঞ্জুলতমরবা। ৬

এই রুদ্রবীণা পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সাধক ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আর ইহা সারি দ্বারা শীঘ্র স্বরাবগতি করিয়া দেয় এবং ইহা মঞ্জুলতম-রবা। ৬

এই রুদ্রবীণা পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সম্পাদক। প্রকারান্তরেও ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার হেতুগর্ভ দুইটী বিশেষণ প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত সারিকা দ্বারা শীঘ্র স্বরগতি অর্থাৎ স্বরজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। সারী সহিত বীণা দ্বারা বালকদিগের শ্রুতি-স্বর-জ্ঞান শীঘ্র হইয়া থাকে। আর সারী-রহিত হইলে তাহা বহু বিলম্বে ঘটে। আরও সারীসংযোগে ইহার রবও অতিমনোহর হয়। সারী-বীণার শব্দে যেরূপ মাধুর্য্য অন্য বীণার সেরূপ নহে ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। ৬

শ্রুত্যা স্মৃত্যা দৃষ্টাং রুদ্রেষ্টাং নারদাদিভির্জুষ্টাং।
কলয়ন্ত্বলয়ং বীণাং স্বস্তঃ সন্তোষপোষার্থং। ৭

সাধুরা সন্তোষ-বৃদ্ধির জন্য শ্রুতিস্মৃতিদৃষ্ট রুদ্রেষ্ট নারদাদি কর্ত্তৃক সেবিত বীণাকে অনবরত সেবা করুন. ৭

এই বীণাবাদন শিষ্টলোকেরও অঙ্গীকৃত ইহা কথিত হইতেছে। সাধুরা সন্তোষের অর্থাৎ ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখের পোষ কিনা বৃদ্ধির জন্য বীণাকে অনবরত সেবা করুন। বীণা কিরূপ ? না শ্রুতি-স্মৃতি-প্রদর্শিত আর রুদ্রেষ্ট অর্থাৎ শঙ্কর-প্রীতি-কারিণী। আর নারদাদি-সেবিত। আদি পদে সরস্বতী তুম্বুরু প্রভৃতি গৃহীত হইতেছে। ৭

সার্দ্ধৈকাদশমুষ্টির্দণ্ডঃ ক্রিয়তেঽত্র তদুপরি চ হিত্বা।
অঙ্গুলপঞ্চকমেকং রন্ধ্রং তির্য্যক্ চলচ্ছঙ্কোঃ। ৮

এই বীণাতে সার্দ্ধ একাদশ মুষ্টি দণ্ড করিবে। এই দণ্ডের উপর পাঁচ অঙ্গুল ত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমাণ শঙ্কুর একটী তির্য্যক্ রন্ধ্র করিবে। ৮

এইরূপে বীণাপ্রশংসা করিয়া প্রকৃতোপযোগী ইহার লক্ষণ কথিত হইতেছে। এই বীণাতে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ মুষ্টি দণ্ড করিবে। অর্থাৎ ছচল্লিশ অঙ্গুলি দণ্ড করিবে। শার্ঙ্গ-দেবের মতে তুষশূন্য ছয় যবোদরে এক অঙ্গুল হয়। এস্থলে সেই পরিমাণ অঙ্গুল ধরিতে হইবে। সঙ্গীতরাজ কুম্ভকর্ণের মতে বীণাতে বৈণব, খাদির, রক্তচন্দনজ ও কাংসময় দণ্ড করিবে এবং উহা সরল, মসৃণ ও ব্রণ অর্থাৎ গাইট শূন্য হওয়া আবশ্যক। কাণকছিদ্র নিরূপিত হইতেছে। ঐ দণ্ডের

উপরে অর্থাৎ উর্দ্ধ অগ্রভাগে পাঁচ অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাবৎ পরিমাণ স্থান ছাড়িয়া চলৎ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ ভ্রাম্যমাণ শঙ্কুর অর্থাৎ খামিয়াসি দণ্ডের উর্দ্ধে তন্ত্রীবন্ধন কীলকের তীর্য্যক্‌রূপ দুই ছিদ্র করিবে। শার্ঙ্গদেবের মতে এই রন্ধ্রের মুখ দুই দিকে হইবে।৮

উর্দ্ধং তন্ত্রীসুষিরবদপরং ষষ্ঠেঽঙ্গুলে স্বচলশঙ্কোঃ।
তির্য্যঙ্‌মাত্রং তস্মাৎ মেরুক উর্দ্ধোঽঙ্গুলাৎ পরতঃ
।৯

একটী উর্দ্ধ তন্ত্রী-ছিদ্র-সহিত অপরটী কিন্তু স্থির শঙ্কুর ষষ্ঠ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে হইবে। উহা তির্য্যক্‌-মাত্র। তাহা হইতে এক অঙ্গুল পরে উর্দ্ধ মেরুক করিবে।৯

ঐ রন্ধ্র কিরূপ? উর্দ্ধে তন্ত্রী-ছিদ্র-যুক্ত। তির্য্যক্‌ রন্ধ্রেরও উপরে অর্থাৎ একদেশে উর্দ্ধে তন্ত্রীপ্রবেশের জন্য অল্প সূক্ষ্ম রন্ধ্র করিবে। কিন্তু অপর অর্থাৎ দ্বিতীয় রন্ধ্রটী অচল অর্থাৎ স্থির যে শঙ্কু—ঐ ভ্রাম্যমাণ শঙ্কুর দৃঢ়তার জন্য আকর্ষক লৌহ কীলকের বন্ধনাধার—উহারই ষষ্ঠ অঙ্গুলি প্রমাণ স্থানে করিবে। মধ্যে পাঁচ অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া ষষ্ঠেই করিবে। উহা কিরূপ? না তির্য্যক্‌মাত্র অর্থাৎ তির্য্যকই কিন্তু প্রথম রন্ধ্রের ন্যায় উর্দ্ধে তন্ত্রী-ছিদ্র-যুক্ত নহে। ইহারও মুখ দুই দিকে থাকিবে। এই দুইটী রন্ধ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল হইবে। দুই কীলক ছয় অঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ এবং ইহাদের মস্তক স্থূলাকার করা আবশ্যক। কিন্তু যেটী ভ্রাম্যমাণ কীলক তাহার গাত্রে বহু ছিদ্র হইবে। এক্ষণে মেরু নিরূপিত হইতেছে। ঐ স্থির শঙ্কুর ছিদ্রের পরে অর্থাৎ এক অঙ্গুল অন্তর উর্দ্ধ মেরুক কিম্বা উর্দ্ধ তন্ত্রিকাধার মেরু করিবে।৮ অর্থাৎ শঙ্কুছিদ্র অনুমান অঙ্গুলমাত্র অতিক্রম করিয়া দণ্ডপৃষ্ঠ মধ্যে উচ্চ মেরু স্থাপন করিবে। এই মেরু বক্ষ্যমাণ ককুভের লক্ষণানুসারে দণ্ড হইতে যৎ-পরিমাণ ন্যূন দুই অঙ্গুলি উচ্চ ও চার অঙ্গুল স্থূল করিবে।৯

তুম্বং তদধোঽঙ্গুলতোঽষ্টাবিংশত্যঙ্গুলান্তরেণা-
মুৎ।
নাভিদ্বয়ং সুবৃত্তং সচ্ছিদ্রং ত্র্যঙ্গুলোচ্চততম্।১০

ঐ মেরুর অধোভাগে এক অঙ্গুল পরে একটী তুম্ব দিবে। দ্বিতীয়টী আটাইশ অঙ্গুল পরে বসাইবে। নাভিদ্বয় সুবৃত্ত সচ্ছিদ্র এবং তিন অঙ্গুল উচ্চ ও বিস্তীর্ণ করিবে।১০

এই মেরুর অধোভাগে অর্থাৎ এক অঙ্গুল পরে, প্রথম অলাবু ফল বসাইবে। মেরুর অধোভাগ হইতে এক অঙ্গুল অতিক্রম করিয়া একটী তুম্ব দিবে। ইহার বন্ধন-ক্রিয়া পরে বলা যাইবে।৯ দ্বিতীয় তুম্ব আটাইশ অঙ্গুল অন্তর রাখিবে। অর্থাৎ আটাইশ অঙ্গুল অতিক্রম করিয়া উনত্রিশ অঙ্গুলে বসাইবে। নাভিদ্বয় নিরূপিত হইতেছে। তুম্বের বৃন্ত অর্থাৎ বোঁটাতে দণ্ড-সংলগ্ন নাভিদ্বয় কিনা কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত দুইখানি চক্র করিবে। উহা সুবৃত্ত কিনা বর্ত্তুলাকার, সচ্ছিদ্র কিনা মধ্যে উর্দ্ধাধোমুখ ছিদ্রসহিত এবং তিন অঙ্গুল উচ্চ ও বিস্তীর্ণ করিবে। উহার অধো-ভাগে গর্ত্ত, মধ্য কূপ ও উর্দ্ধ ভাগে গর্ত্ত থাকিবে এবং গর্ত্তের মুখ পূর্ব্বপশ্চিমে হইবে।১০

ককুভোদ্ব্যঙ্গুলকোচ্চশ্চতুরঙ্গুলদীর্ঘবিপুলমসৃণ-
শিরাঃ।
বীণাদণ্ডান্তর্গতদণ্ডোঽধঃপক্ষ উৎকীলঃ।১১

ককুভ দুই অঙ্গুলি উচ্চ, চার অঙ্গুলি দীর্ঘ, বিপুল ও মসৃণশিরা হইবে। উহার দণ্ড বীণাদণ্ডের অন্তর্গত। উহা অধঃপক্ষ ও উৎকীল করিতে হইবে।১১

ককুভ নিরূপিত হইতেছে। দণ্ডের অধোভাগের অন্তর্গত তন্ত্রীবন্ধনের আধার কাষ্ঠখণ্ডকে ককুভ বলে। উহা এইরূপ করিতে হইবে। দুই অঙ্গুলি উচ্চ অর্থাৎ বীণাদণ্ড হইতে দুই অঙ্গুলি উচ্চ, চার অঙ্গুল দীর্ঘ অর্থাৎ লম্বে চার অঙ্গুল, উহা বিস্তৃত ও মসৃণশিরা কি না উহার উপরি ভাগ বেশ্‌ শ্লক্ষ্ণ (পালিস করা) আর উহা বীণাদণ্ডের অন্তর্গত অর্থাৎ উহার দণ্ড বীণাদণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। ইহা পাঁচ বা চার অঙ্গুলি করিবে। আর উহার অধঃস্থলে অর্থাৎ দণ্ডানুসারি পার্শ্বভাগের দুই পক্ষ অর্থাৎ পক্ষিপক্ষাকার দুইটী উন্নত স্থান থাকিবে। আর উহাতে কীল অর্থাৎ তন্ত্রী সমূহের বন্ধনাধারভূত ক্ষুদ্র লৌহ শঙ্কু সকল দেওয়া থাকিবে।১১

মেরোরুচ্চঃ কিঞ্চিৎ স্বদক্ষিণতুরীয়তন্ত্রিকাস্থানে।
উচ্চোচ্চান্যৎত্রিপদঃ সচতুরয়ঃপত্রমূর্দ্ধাংশঃ। ১২

আপনার দক্ষিণ, চতুর্থ তন্ত্রীস্থানে মেরু হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ। আর অন্যান্য ত্রিপদ উচ্চ হইতে উচ্চ এবং মূর্দ্ধাংশ চার লৌহপত্র সহিত হইবে। ১২

পত্রিকা নিরূপিত হইতেছে। আর মেরু অর্থাৎ মেরুক হইতে কিঞ্চিৎ অর্থাৎ যবমাত্র উচ্চ। কোন্ স্থানে উচ্চ? আপনার অর্থাৎ বাদকের দক্ষিণ কি না দক্ষিণ-হস্ত-গত চতুর্থ তন্ত্রীর অর্থাৎ উর্দ্ধস্থ চতুর্থ তন্ত্রীর যে স্থান তথায় উচ্চ। আর যাহার অন্যান্য তিন পদ উচ্চ হইতে উচ্চ। চতুর্থ-তন্ত্রীপদ অপেক্ষা তৃতীয়-তন্ত্রীপদ কিঞ্চিৎ উচ্চ, তদপেক্ষা দ্বিতীয়তন্ত্রীপদ কিঞ্চিৎ উচ্চ, তাহা অপেক্ষাও প্রথমতন্ত্রীপদ কিঞ্চিৎ উচ্চ। আর মূর্দ্ধাংশ অর্থাৎ উপরিভাগ চার অয়ঃপত্র অর্থাৎ লৌহপত্রিকা সহিত। এই সকল লৌহপত্র লাক্ষা-সংশ্লিষ্ট, মধ্য কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত এবং ককুভের উপরের অন্তর্গত জানিবে। ১২

দৃঢ়বেণুজাণুজীবোঽথ সারিকা মেরুককুভবৎ বিপুলা।
একাদশাঙ্গুলা লঘুসারীদশকক্ষমা পট্টী। ১৩

জীব সকল দৃঢ় বেণুজাত ও ক্ষুদ্র। সারিকা সকল মেরু ও ককুভের ন্যায় বিস্তীর্ণ করিবে। আর পট্টী একাদশাঙ্গুল ও লঘু-সারী দশক ধারণে যোগ্য করিবে। ১৩।

আর দৃঢ়-বেণুজ অর্থাৎ পক্ক বংশের ত্বক হইতে জাত, অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীব সকল—তন্ত্রী ও পত্রিকার অন্তর্গত উভয়ের সংশ্লেষে সন্দেহকারী নাদাতিশয়হেতু কলা নামক জীব সকল থাকিবে। জীব নিরূপিত হইল। সারিকা নিরূপিত হইতেছে। সারিকা অর্থাৎ লৌহাদি-নলিকা। নিঃশঙ্কের মতে গৃধ্রের বক্ষোস্থিনির্ম্মিত নলিকা অথবা তাহার চরণাস্থিনির্ম্মিত কিংবা আয়স অর্থাৎ কাংস্য নলিকা সকল সারিকা নামে অভিহিত হয়। ইহা দণ্ডপৃষ্ঠস্থ কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত পট্টিকা, ভাষা কথায় সারী বলিয়া থাকে। এই সকল সারিকা মেরু ও ককুভের ন্যায় বিস্তীর্ণ করিবে। অর্থাৎ বিস্তারে মেরু ও ককুভের সমান করিবে। এইগুলি যাহাতে তন্ত্রী স্পর্শ না করে এই জন্য দগ্ধবস্ত্রমিশ্রিত আঠা দ্বারা দণ্ডে সংলগ্ন করিয়া দিবে। পট্টিকা নিরূপিত হইতেছে। এই পট্টী শাকাদি-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও ইহা দণ্ডপৃষ্ঠস্থ থাকে। ইহার পরিমাণ এগার অঙ্গুল। কিরূপ? না লঘু অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব যে সমস্ত সারী তৎসমূহের যে দশক অর্থাৎ দশ পরিমাণ তাহার যোগ্য অর্থাৎ যাহাতে দশ লঘু সারিকা স্থাপিত হইতে পারে। ১৩

তুম্বাগ্রমনুগতাগ্রা বন্ধার্থং দোরকাস্ত্রিদৃঢ়াস্ত্রিগুণাঃ।
তুম্বাদিবন্ধনাদি তু লোকাৎ স্যাদ্রুদ্রবীণেতি। ১৪

পট্টীর অগ্রভাগ তুম্বাগ্রে অনুগত হইবে। দোরক সকল বন্ধনের জন্য ত্রিগুণ দৃঢ় ও সার্দ্ধ হস্ত পরিমিত করিবে। তুম্বাদির বন্ধনাদি লোকদৃষ্টান্তে হইবে। ১৪

পট্টী আরও কিরূপ হইবে তাহা বলা হইতেছে। তুম্বাগ্র অর্থাৎ দ্বিতীয় তুম্বের বৃন্তভাগ লক্ষ্য করিয়া গতাগ্রা অর্থাৎ দণ্ডপৃষ্ঠে স্থাপিত দ্বিতীয়-প্রান্ত-ভাগ হইবে। তুম্বকেও লঙ্ঘন করিবে না এইরূপে দীর্ঘ ও সারীসন্নিধানে স্থাপিত করিবে। দোরক নিরূপিত হইতেছে। দোরক অর্থাৎ কার্পাসসূত্র বা পট্টসূত্রনির্ম্মিত রজ্জু সকল ত্রিগুণ অর্থাৎ ত্রিবৃত্ত করিবে এবং ইহা দৃঢ় ও দেড় হাত পরিমিত করিবে। অবশিষ্টের বিষয় কথিত হইতেছে। কিন্তু তুম্বাদি বন্ধন অর্থাৎ তুম্ব নাতী তন্ত্রী প্রভৃতির বন্ধন লোকদৃষ্টান্তে করিবে। এই রুদ্রবীণা। ১৪

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।

ভাব কি? যাহা বিভাব দ্বারা উদ্ভূত ও অনুভাব দ্বারা গম্য তাহাই ভাব। কবির অন্তর্গত ভাবকে অভিনয়কালে বাক্ অঙ্গ ও মুখরাগাদি দ্বারা ভাবিত বা প্রকাশিত করে বলিয়া তাহা ভাব। নাট্যকারেরা কহিয়া থাকেন নানারূপ অভিনয়-সম্বন্ধ রস সকল ভাবিত করে সেই জন্য ইহা ভাব শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে।

বিভাব কি? বাক্য ও অঙ্গাদির অভিনয়াশ্রিত বহু ভাবকে বিভাবিত করে সেই জন্য ইহা বিভাব।

অনুভাব কি? বাক্অঙ্গাদিকৃত অভিনয়কে অনুভাবিত করে সেই জন্য ইহা অনুভাব।

এই কয়েকটীর মধ্যে বিভাব ও অনুভাব লোকপ্রসিদ্ধ। লোকস্বভাবসিদ্ধ ও লোকযাত্রানুগামী বলিয়া ইহার লক্ষণ নিরূপণ নিরর্থক। অভিনয় দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে।

স্থায়ি ভাব আটটী। ব্যভিচারি তেত্রিশটী। সাত্বিক আটটী। এই একোনপঞ্চাশ ভাব কাব্যরসের অভিব্যক্তির হেতু। এই সমস্ত হইতে সামান্য-গুণ-যোগে রস নিষ্পন্ন হয়। যে বিষয়টী হৃদয়সংবাদী তাহার ভাব রসের হেতু। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন অগ্নি দ্বারা ব্যাপ্ত হয় তদ্রূপ ইহা দ্বারা শরীর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এস্থলে এইরূপ আপত্তি হইয়া থাকে যখন স্ব স্ব বিষয়-সম্ভূত বিভাব ও অনুভাব দ্বারা অভিব্যঞ্জিত একোনপঞ্চাশ ভাব দ্বারা সামান্য-গুণ-যোগে রস নিষ্পন্ন হয় তখন কেবল স্থায়ী ভাব গুলিই কিরূপে রস হইতে পারে? ইহার উত্তর এইরূপ। লোকমধ্যে দেখা যায় হস্ত-পদ-উদরাদি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই রূপ তথাচ কুল-বিদ্যা-কর্ম্ম-শিল্প ও বিচক্ষণত্বাদি গুণতঃ তন্মধ্যে কেহ হয় রাজা আর কতকগুলি অল্পবুদ্ধি লোক তাহার আশ্রিত হইয়া থাকে; সেইরূপ এস্থলেও বুঝিয়া লও। স্থায়ী ভাব বহুর আশ্রয় বলিয়া তাহা স্বামী-স্বরূপ আর উহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া ব্যভিচারি সকল উহার অনুজীবি। অতএব যেমন রাজা বহুজন-পরিবার হইলেও রাজা এই নাম পাইয়া থাকে, অন্য কোন পুরুষ তাহা পায় না সেইরূপ বিভাব ও ব্যভিচারি-পরিবৃত স্থায়ি-ভাবই রসত্ব লাভ করিয়া থাকে। যেমন মনুষ্যের মধ্যে রাজা, শিষ্যের মধ্যে গুরু এইরূপ সমস্ত ভাবের মধ্যে স্থায়ি-ভাবকেই মহান্ বলিয়া বুঝিও।

অন্যের কার্য্যের অনুকরণ, অসংবদ্ধ প্রলাপ, দোষৈক-দর্শিতা ইত্যাদি বিভাব হইতে হাস উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত হসিত উপহসিত ইত্যাদি দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।

বসন্তাদি ঋতু, মাল্য, অনুলেপন, অলঙ্কার, ভোজন, উৎকৃষ্ট ভাবের অনুভব ইত্যাদি বিভাব হইতে রতি জন্মে। হাস্য, মধুর বচন, ভ্রূক্ষেপ ও কটাক্ষাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।

প্রিয়বিয়োগ, বিভবনাশ, বধ বন্ধন, ইত্যাদি বিভাব হইতে শোক জন্মে। অশ্রুপাত, বিলাপ, পরিদেবন, বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, দেহশৈথিল্য, ভূমিপাত, ক্রন্দন, দীর্ঘনিশ্বাস ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। রোদন তিন প্রকার আনন্দজ, কাতরতা-জনিত ও ঈর্ষা-কৃত। তন্মধ্যে যাহা আনন্দোত্থ তাহাতে গণ্ড হর্ষে উৎফুল্ল এবং অনুস্মরণ-হেতু অপাঙ্গ হইতে অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চাদি হয়। যাহা কাতরতা-জনিত তাহাতে পর্য্যাপ্তরূপে অশ্রুপাত, মুক্তকণ্ঠতা, অসুস্থ দেহের নানারূপ চেষ্টা, ভূমিপাত, বিলুণ্ঠন ও বিলাপাদি হয়। যাহা স্ত্রীলোকের ঈর্ষাকৃত তাহাতে গণ্ড ও ওষ্ঠ স্ফুরণ, শিরঃ-কম্প, ভ্রূকুটি ও কটাক্ষের কুটিলতা ইত্যাদি হইয়া থাকে। স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতি মনুষ্যে দুঃখজ শোক হয়। উত্তম ও মধ্যমের ধৈর্য্যের সহিত এবং নীচে রোদনের সহিত ইহার অভিব্যক্তি হইবে।

বিবাদ, কলহ ও প্রতিকূলাচরণাদি দ্বারা ক্রোধ জন্মে। শত্রুনির্য্যাতন করিবার সময়ে ক্রোধে মুখ কুটিল ও উৎকট হইবে, করপরামর্দ্দণ, ঘন ঘন ভুজদণ্ডে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও দন্ত প্রকাশ করিবে। কোন গুরুলোকের উপর ক্রোধ হইলে দৃষ্টিটা কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইবে, দেহের অল্প অল্প ঘর্ম্ম মুছিতে থাকিবে, এবং কঠোর চেষ্টা অব্যক্ত রাখিবে। কোন প্রণয়ীর উপর ক্রোধ হইলে বিচরণ স্বল্পতর হইবে, অপাঙ্গ বিক্ষেপের সহিত অশ্রুপাত, ভ্রূকুটি ও ওষ্ঠস্ফুরণ করিবে। পরিজনের উপর ক্রোধ হইলে ক্রূরতারহিত হইয়া তর্জ্জন, ভর্ৎসনা, নেত্রবিস্ফারণ ও বিবিধ প্রকারে দৃষ্টিপাত করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বাদী সম্বাদী প্রভৃতির লক্ষণ।

(পূর্ব্ব-প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বোক্ত মেলে।

সপ্ত স্বরের ব্যবস্থা :—	স	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
অনুরণন-বেগ :—	১	$\frac{৯}{৮}$	$\frac{৫}{৪}$	$\frac{৪}{৩}$	$\frac{৩}{২}$	$\frac{২৭}{১৬}$	$\frac{১৫}{৮}$
পূর্ব্ব হইতে পর স্বর কত শ্রুতি অন্তরে :—		৪	৩	২	৪	৪	৩

বাদী	সম্বাদী	অনুবাদী	বিবাদী
স	ম, প	ঋ, গ, ধ	নি
ঋ	প, ধ	স, গ, ম, নি	•
গ	নি	স, ঋ, প, ধ	ম
ম	স	ঋ, প, ধ, নি	গ
প	স, ঋ	গ, ম, ধ, নি	•
ধ	ঋ	স, গ, ম, প, নি	•
নি	গ	ঋ, ম, প, ধ	স

স্বাভাবিক স্বর-মেলে।

সপ্ত স্বরের ব্যবস্থা :—	স	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
অনুরণন বেগ :—	১	$\frac{৯}{৮}$	$\frac{৫}{৪}$	$\frac{৪}{৩}$	$\frac{৩}{২}$	$\frac{৫}{৩}$	$\frac{১৫}{৮}$
পূর্ব্ব হইতে পর স্বর কত শ্রুতি অন্তরে :—		৪	৩	২	৪	৩	৪

বাদী	সম্বাদী	অনুবাদী	বিবাদী
স	ম, প	ঋ, গ, ধ	নি
ঋ	প	স, গ, ম, ধ, নি	•
গ	ধ, নি	স, ঋ, গ	ম
ম	স	ঋ, প, ধ, নি	গ
প	স, ঋ	গ, ম, ধ, নি	•
ধ	গ	স, ঋ, ম, প, নি	•
নি	গ	ঋ, ম, প, ধ	স

উপসংহারে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাবু উক্ত "প্রেরিত পত্রে" শ্রুতিগণনায় বড়ই ভুল করিয়াছেন। দুইটি স্বরের মধ্যে ১২ বা ৮ শ্রুতি ব্যবধান নির্ণয় করিতে গিয়া, তিনি কখন পূর্ব্বস্বরের, কখন পর-স্বরের, আবার কখন উভয় স্বরের আধার-শ্রুতি গণনায় লইয়াছেন। তিনি ধ হইতে ম আরোহণে ১২ শ্রুতি ব্যবধান এবং অবরোহণে ৮ শ্রুতি ব্যবধান কহিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার মতে ধ হইতে ম আরোহণে ১৩ শ্রুতি, এবং অবরোহণে ৯ শ্রুতি অন্তরে। ইহা ঠিক নহে। দুইটি স্বরের মধ্যগত ব্যবধানে শ্রুতি-সংখ্যা গণিতে হইলে, ঐ দুইটি স্বর যে যে শ্রুতিতে অধিষ্ঠিত সেই দুই শ্রুতিকে সংখ্যা-মধ্যে না আনিয়া ত্যাগ করিতে হয়; ইহা তিনি করেন নাই। সুতরাং ধৈবত হইতে মধ্যমে অবরোহণে ৬ শ্রুতি স্থানে তিনি ৮ শ্রুতি ব্যবধান ধরিয়াছেন। ধৈবত হইতে মধ্যমে আরোহণে ১৩ শ্রুতি ব্যবধান, তিনি ১২ শ্রুতি কিরূপে গণনা করিলেন? স্বরগুলির মধ্যে মধ্যে কোথাও ৪ কোথাও ২ ইত্যাদি যে যে অঙ্কপাত তিনি করিয়াছেন, তাহাও শ্রুতি-সংখ্যায় সর্ব্ব ঠিক নহে। শ্রুতিগণনার প্রণালী না জানায় তিনি সম্বাদী-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বিষম ফেরে পড়িয়া, শাস্ত্রের সঙ্গে লক্ষ্যের সামঞ্জস্য দেখিতে পান নাই। সেই হেতু কখন ধৈবতকে মধ্যমের সম্বাদী হইতে দেখিয়াছেন, কহেন। আবার কখন বলেন যে "কড়ি ও কোমল সুরকে বাদী অথবা সম্বাদী করেন নাই।" কে "করেন নাই" তাহা তিনি বলেন নাই। পরন্তু, কি শুদ্ধ, কি কোমল; কি কড়ি, সকল স্বরই মেল ভেদে বাদী সম্বাদী ইত্যাদি সকলই হইতে পারে, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত এবং লক্ষ্যপ্রসিদ্ধ!

অপরের যুক্তি-সঙ্গত উক্তিতে ভক্তি রাখেন, এবং সংস্কারান্ধ না হইয়া সঙ্গীততত্ত্ব জানিতে বিশেষ ইচ্ছা করেন বলিয়া রাজকুমার বাবু প্রশংসা-যোগ্য। তাঁহার প্রেরিত পত্রে ভুল থাকিলেও অন্য কর্ত্তৃক তৎপরিশুদ্ধির জন্য যখন তাঁহার লালসা প্রকাশ পাইতেছে, তখন তিনি সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ, ইহা ভাবিয়াই তাঁহার প্রেরিত-পত্রগত বিষয়-সম্বন্ধে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাগ্রহে সমালোচনা করিলাম। আশা, এই সমালোচনার আলোক-লেখা তাঁহার ও অন্যের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের সহিত মিলিত হউক। সূর্য্যকেও লোকে দীপ দিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ।

কানড়া—চৌতাল।

মহিমা তুম্হারি ঈশ্বর জগ-বীচ প্রকট;
ভূতল আকাশ পাহাড় নদ নদী হ্রদ ব্যক্ত করত।
কৈসি কোশল জগমে ভরপূর;
ফুলসে গিরে রস, মধুর ফলমে
তাহিকে জামে মাহুর; এক জীয়াবত, দুজে মারত
সমতল দেশ-জাত জন্তু হীনকেশ গাত
হিমাধিক দেশ জীবকে শরীর ঘন লোমসে শোহত॥
অঙ্গ গঠন অতি চিকন বিবিধ প্রকার ভিন্ন
ভূতন পক্ষিণ বাট মিলে পাখন
অরু গজনকে উঁও দাঁত॥

৪´ ০ ১ ০ ২ ৩ ৪´
॥ সণ্ সা। রা রা। রা জ্ঞা। রা -সা। -সা সা। সা রা I মা -া।
ম০ ছি মা, তুম্ হা রি ই ০ ০ শ্ব র, জ গ ০

০ ০ ১ ০ ০ ২ ৩ ৪´
। পণা -র্সর্া। -র্জ্ঞা -র্রর্সা। ণা -দা। -পা মজ্ঞা। -রা সা I সা সা।
বীচ ০ ০ ০০ প্র ০ ০ গ০ ০ ট ভূ ত

০ ১ ০ ০ ২ ৩ ৪´
। জ্ঞা -মরা। সা সা। জ্ঞা -মপা। -পা পণা। -র্সা র্সা I র্সা র্রা।
ল ০আ কা শ পা ০ ০ হা০ ০ ভূ ন দ

০ ১ ২ ৩
। র্মা র্জ্ঞর্রা। র্সা র্সা। র্সা -ণদা। পমা -জ্ঞরা। সা সা॥
ন দী০ হ্র দ ব্য ০ ক্রু ক ০ র ত

২´ ০ ১ ০ ১ ৩
॥ মা পা। পা ণা। -র্সা র্সা। র্রা র্সা। র্সণা র্সর্সা। র্সা র্সা I
কৈ সি কো শ ০ ল জ গ মে০ ভর পূ র

৪´ ০ ১ ০ ২ ৩ ৪´
I ণা র্সা। -র্সা র্রা। -র্মা র্রা। র্সা ণা। দা পা। পা পা I মা পা।
ফু ল ০ দে ০ গি রে, র স, ম ধু র ক ল

০ ১ ০ ২ ৩ ৪´
। পণা ণদা। র্সা র্সা। র্সা -র্সণা। র্সা র্সা। র্সা র্সা I র্সা ণা।
মে০ ত্তা০ ছি কে কা ০ মে মা হ র এ ক

১ ০ ২ ৩
। দা পা। মা জ্ঞা। জ্ঞা -া। রা সা। সা সা॥
জী বা ব ত, ছু ০ জে, মা র ত

৪´ ০ ১ ০ ২ ৩
॥ সা জ্ঞা। -সা জ্ঞা। -মা মা। পা -া। মা মা। -মা মা I
র হু ০ ভূ ০ ল দে ০ শ, যা ০ ত

৫´		০		১		০		২		৩	
I মা	-জ্ঞা।	মা	মা।	-পা	মজ্ঞা।	রা	-সণ্।।	সা	সা।	-সা	সা I
জ	০	ন্ত,	হী	০	ন০	কে	০	শ,	গা	০	ত

৪´		০		১		০		২		৩		৪	
I সা	-া।	ণ্া	সা।	ণ্া	-া।	দ্া	-প্া।	প্া	ম্া।	ম্া	ম্া I	প্া	ণ্া।
হি	০	মা	ধি	ক	০	দে	০	শ,	জী	ব	কে	শ	রী

০		১		০		২		৩		৪´	
। সা	সা।	-সা	সা।	ণ্া	দ্া।	প্া	প্া।	ম্া	ম্া I	মা	-া।
র,	ঘ	০	ন	লো	ম	সে,	শো	হ	ত	অ	০

০		১		০		২		৩		৪´	
। পা	ণর্সা।	র্সা	র্সা।	র্রা	র্সা।	ণা	র্সা।	-র্সা	র্সা I	র্সা	ণর্সা।
জ,	গ০	ঠ	ন	অ	তি	চি	ক	০	ন	বি	বি০

০		১		০		২		৩		৪´		০	
। র্সা	র্রা।	র্সা	র্সা।	র্সা	-া।	ণা	দা।	দা	পা I	পা	-র্সা।	র্সা	র্রা।
ধ,	প্র	কা	র	ভি	০	ন্ন,	ভূ	ত	ন	প	০	ক্ষী	ণ

১		০		২		৩		৪´		০	
। র্সণা	-র্সসা।	র্সা	ণা।	র্সা	র্সর্সা।	র্সা	র্সা I	র্সা	-া।	ণা	দা।
বাঁ০	০ট	মি	লে	পা	থন	অ	রু	গ	০	জ	ন

১		০		২		৩	
। -পা	মা।	জ্ঞা	-া।	-জ্ঞা	রসা।	-সা	সা॥ ॥
০	কে	ও	০	০	ও,দাঁ	০	ত

———*———

মল্লার—কাওয়ালি।

নিশি দিন বরষন লাগে
উমড়ি ঘুমড়ি ঘন আএ।
দাদুর মোর ঘন গরজ, গরজ দামিনী চমকত ডর লাএ।

০ ১ ২´ ৩

॥ {সো মা রা রা। সা সা ধ্ণা পা। র্সা -া -া -া। -ন্া -া সা -া} I

নি শ দি ন ব র ষ ন লা ০ ০ ০ ০ ০ গে ০

০ ১ ২´ ৩

I সা সা সা রা। রা রা রা পা। মা -মপণা -মা -পা। -মা -জ্ঞা -মা রা I

উ ম ড়ি, ঘু ম ড়ি, ঘ ন আ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ এ

০ ১ ২´ ৩

I মা পা পা ণা। -া -ধণধা র্সা র্সা। র্সা র্রা র্সা র্সা। না র্সা র্সা -র্সা I

দা ছু র, মো ০ ০০র্ ঘ ন গ র জ, গ র জ দা ০

০ ১ ২´ ৩

I র্রা র্মা র্রা র্রা। র্সা র্সা ধণা পা। মা -মপণা -মা -পা। -মা -জ্ঞা -মা রা ॥

মি নী, চ ম ক ত, ডং র লা ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ এ

শ্রীমতী লিলু পালিত।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ঝুঠি ঝুঠি বাতিয়া না করো সঁইয়া
কদর করত রঁহি অপনি ঘটিয়া
কর জোড়ত রঁহি পঁইয়া পড়ত রঁহি
বরসন গরওয়া লাগাওএ মোর সঁইয়া
চল হটো ছুওঁনা মেরি বঁহিয়া।

২´ ৩ ০ ১

॥ মা পা পা পা। -ধা পা মা -পা। গা মা গা পা। মা গা -রা গা I

সঁ ই য়া, ঝু ০ ঠি ঝু ০ ঠি, বা তি য়া না ক ০ রো

২´ ৩ ০ ১

I মা পা পা পা। -ধা পা মা পা। পা র্সা না র্সা। র্সা ণা ধা ধা I

সঁ ই য়া, ঝু ০ ঠি ঝু ঠি ক দ র, ক র ত রঁ হি

২´ ৩ ০ ১

I ণা র্রা র্সা ণা। ধা পা পা -ধা। পা মা -পা গা। মা গা -রা গা I

অ প নি, ঘ টি য়া, ঝু ০ ঠি ঝু ০ ঠি না ক ০ রো

২´ ৩ ০ ১
I মা পা পা পা। -ধা পা মা পা। মা মা ণা-ধা। র্সা না র্সা র্সা I
স ই য়া, খু • ঠি খু ঠি ক র জো • ড় ত রঁ হি

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা র্সা র্রা। র্সা ণা ধা পা। পা র্সা না র্রা। র্সা ণা ধা ধা I
পঁ ই য়া, প ড় ত রঁ হি ব র স ন গ র ওয়া লা

২´ ৩ ০ ১´
I ণা র্রা র্সা ণা। ধা পা গা মা। পা র্সা -না র্রা। র্সা র্সা ণা ধা I
গা ওএ মো র সঁই য়া, চ ল হ টো • ছুঁ ও না মে রি

২´ ৩ ০ ১
I ণা ধা পা পা। -ধা পা মা -পা। গা মা গা পা। মা গা -রা গা ॥
ব হি য়া, খু • ঠি, খু • ঠি বা তি য়া না ক • রো

শ্রীমতী লিল্ পালিত।

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

প্রথম নাদ মূল তে উচরে
তাল বন্ধনে সো গাবৈ।
সপ্ত সুর তিন গ্রাম, একইশ মূরছান
বাইশ সুরত উনঞ্চাশ কোট তান লাবৈ॥

২´ ৩ ০ ১ ॥ ২´ ৩
॥ না -া। ধা পা -হ্মা। গা -া। মা গা গা I গা -রা। গা -া মা।
প্র • থ ম • না • দ, মূ ল তে • উ • চ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। গা -রা। -ন্া -রা -সা I গা -া। রা সা -া। ন্া -ধ্া। রা সা -া I
রে • • • • তা • ল, ব • ন্ধ • নে সো •

২´ ৩ ০ ১
I ধা -ধা। -পা -পা -হ্মা। -গা -মা। -গা -রা সা ॥
গা • • • • • • • • বৈ

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ পা পা। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা। র্সা -া র্সা I র্সা র্গর্রা। র্সা -া র্সা।
স প্ত সু • র তি ন গ্রা • ম এ ক ই • শ

• ১ ২´ ৩ •
। র্গা র্রা। র্সা -নর্সা র্সা I র্রা র্সা। ধা না ধপজ্ঞা। গা মা।
মৃ র ছা • ন বা ইশ্ সু র ত• • উ নন্

১ ২´ ৩ • ১
। গা -রা•সা I র্সা -না। র্সা ধা পজ্ঞা। গা -মা। -গা -রা সা॥ ॥
চা • শ কো • ট, তা ন• লা • • • বৈ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

——*——

আনন্দ-ভৈরবী—কাওয়ালি।

(দক্ষিণী সুর)

* এ যে অবোধ অফুট কলি!
ভব-অরণ্য-দাহে নির্ভয়ে হাসে গাহে
তোমা পানে চাহে নাথ করিয়ে কাকলি,
শুধু দুটি আঁখি মেলি!
এ যে তব শিশু সুকুমার।
দুর্দ্দিন বিপদ-ঘোরে শীতল অমৃত-ক্রোড়ে
নিও তুলে, বরষিও স্নেহ-সুধাধার!
বিশ্বাস রেখো তার!
এ যে সরল তরুণ মতি!
সব সুখ সম্পদে বসিয়া তোমার পদে
লভে যেন সুন্দর শুভ পরিণতি
—তোমাতেই চির-রতি॥

—শ্রীমতী সরলা দেবী।

• • ১ ২´
সরা সণ্া॥ {সা মজ্ঞা -া রা। জ্ঞা পা মা দা। পা -া -া -া।
এ• যে• অ বো • ধ অ ফু ট, ক লি • • •

৩ ৩ • ১
{-া -া সরা সণ্া)}' -া মা পা পা I পা -না -া না। র্সা -না র্সা -া।
• • এ• যে• • ভ ব, অ র • • ণ্য দা • হে •

* কোন একটি শিশুর অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে রচিত ও গীত।

২´ ৩ ০ ১
। র্সা -া র্মা র্জ্জা। র্রা র্সর্রা র্সনা না I না র্সা র্সা র্সর্রা। র্সা ণা ধা পধা।
নি ০ র্ভ য়ে হা সে০ গা০ ছে তো মা পা নে০ চা হে না থ০

২´ ৩ ০ ১
। মা পা মপধা পা। মা জ্ঞা রা রসা I রা পা মা জ্ঞা। রা সা -া -রসা।
ক রি য়ে০০ কা ক লী, শু ধু০ দু টি আঁ০ খি মে লি ০ ০

২´ ৩ ০
। -ণ্সা -রজ্ঞা -মপা -দপমা। -পা -া -মজ্ঞা -রসণ্ I সা মজ্ঞা -া রা।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ বো ০ ধ

১ ২´ ৩ ০
। জ্ঞা পা মা দা। পা -া -া -া। -া -া পা রা I {জ্ঞা মা পা পা।
অ ফু ট, ক লি ০ ০ ০ ০ ০ এ যে ত ব শি শু

১ ২´ ৩ ৩
। -া -া দা মগা। মা -া -া -া। (-মপা -মজ্ঞরা জ্ঞা -া)} -া -া -া রা I
০ ০ সু কু০ মা ০ ০ ০ ০ ০ র ০ ০ ০ ০ র

০ ১ ২´ ৩
I জ্ঞা -া মা পা। জ্ঞা মা পা -মা। মরা -মা রা -সরা। -ন্া -সা -া -া I
দু ০ র্দ্দি ন বি প দ ০ ঘো০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I ণ্া -া সা সা। জ্ঞা জ্ঞা মা মা। পা -া -া -া। -া -না না না I
শী ০ ত ল অ মৃ ত, ক্রো ড়ে ০ ০ ০ ০ ০ নি য়ো

১ ২´ ৩
I না র্সা -া র্সনা। র্সা -র্সর্মা র্জ্জা র্জ্জর্রা। র্সা র্রা র্সনা না। র্সা -া -া র্রা I
তু লে ০ ব০ র ০ ঋ ও০ যে হ সু০ ধা ধা ০ ০ র

০ ১ ২´
I র্সা -া ণা ধা। পা মা জ্ঞরা সা। -ণ্সা -রজ্ঞা -মপা -দপমা।
বি ০ শ্বা স রে খো তা০ র ০ ০ ০ ০

৩ ০ ১ ২´
। পা -া মজ্ঞা রসণ্ I সা মজ্ঞা -া রা। জ্ঞা পা মা দা। পা -া -া -া।
অ বো ০ ধ অ ফু ট, ক লি ০ ০ ০

৩ ০ ১ ২
। -া -া পা রা I {জ্ঞা মা পা পা। -া -া দা পা। মগা মা -া -া।
০ ০ এ যে স র ল, ত ০ ০ রু ণ ম০ তি ০ ০

৩ ০ ০ ১
। (মপা -মজ্ঞরা -জ্ঞা -া)} -া -া -া -রা I জ্ঞা জ্ঞা মা পা। জ্ঞা -মা পা -মা।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স ব সু খ স ০ ম্প ০

২´ ৩ ০ ১
। মরা -মা -রা -সরা। -ন্া -সা -া -া I সণ্া -া সা সা। জ্ঞা জ্ঞা মা মা।
দে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ সি য়া তো মা রি, প

২´ ৩ ০ ১
। পা -া -া -া। -া -র্না না না I না র্সা -া -না। র্সা -র্সর্মা জ্ঞা জ্ঞর্রা।
দে ০ ০ ০ ০ ০ ন্ ভে যে ন ০ ০ সু ০ ন্দ র০

২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্রা র্সনা না। না র্সা -া -র্রা I র্সা ণা ধা পা। মা জ্ঞা রা সা।
শু ভ প০ রি ণ তি ০ ০ তো মা তে ই চি র র তি

২´ ৩
। -ণসা -রজ্ঞা -মপা -দপমা। -পা -া মজ্ঞা রসণ্া ॥ ॥ শ্রীমতী সরলা দেবী।
০ ০ ০ ০ ০ ০ এ০ যে০০

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর কিনারে। (হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি তব অমৃত দুয়ারে। (হে প্রভু)
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে।
জনম মোরে দিয়েছ তুমি, আলোক হতে আলোকে
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে॥ (হে প্রভু)

জানি হে নাথ পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন সমুখে। (হে প্রভু)
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে॥ (হে প্রভু)
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশভয়-পাথারে।
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে॥ (হে প্রভু)

২´ ৩ ০ ১ ২´
॥{সা জ্ঞা। ঋা সা সা। সা সা। সা সা সা I সা ঋা। সা সা ণ্া।
জা নি হে, য বে প্র ভা ত, হ বে তো মা র, কৃ পা

০ ১ ২´ ৩ ০
। জ্ঞা জ্ঞাঋ। জ্ঞা -া -সা I সা ঋা। ঋা ঋা জ্ঞঋা। সা জ্ঞা।
ত র নী ০ ০ ল ই যে, মো রে০ ভ ব

১ ২´ ৩ ০ ১
। ঋা সা ণ্দ্া I ণ্া সা। সঋা -জ্ঞমা -া জ্ঞ। সজ্ঞা -ঋা। সা ণ্দ্া ণ্া}]
সা গ র কি না রে০ ০ ০ ০ হে০ ০ প্র ভু ০

২´ ৩ ০ ১ ২´
I {সা দা। দা পা পা। র্দা র্দপা। মা মা মা I ক্ষা ক্ষমা।
ক রি না, ভ য় তো মা০ রি, জ য় গা হি০

৩ ০ ১ ২ ৩
। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞঋা। জ্ঞা জ্ঞঋা। মজ্ঞা -া -সা I সা ঋা। ঋা ঋা জ্ঞঋা।
য়া, যা ব০ চ লি০ য়া ০ ০ ০ দাঁ ড়া ব, আ সি০

০ ১ ২´ ৩ ০
। র্সা জ্ঞা। ঋা সা ণ্দ্া I ণ্া সা। সঋা -জ্ঞমা -া জ্ঞ। সজ্ঞা -ঋা
ত ব অ মৃ ত দ্ব য়া রে০ ০ ০ ০ হে০ ০

১
। সা ণ্দ্া -ণ্া} ॥
প্র ভু ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ {মা দা। দা দা ণা। ণা র্সা। র্সা র্সা -া I ণা র্সা। ঋা ঋা র্সা।
জা নি হে, তু মি যু গে যু গে ০ তো মা র, বা হু

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ণা র্সা। ণা -দা ০ -া I মা দা। দা দা ণা। ণা র্সা। র্সা র্সা ঋর্সা I
ঘে রি য়া ০ ০ রে খে ছ, মো রে ত ব অ সী ম০

২´ ৩ ০ ১ ২´
ণা র্সা। র্সঋা -জ্ঞা -া। -ঋা -া। র্সা -া -া} I ঋা ঋা।
ভু ব নে০ ০ ০ ০ ০ হে ০ ০ জ ন

৩ ০ ১ ২´ ৩
। র্সণা ণা ণা। র্সণা ণদা। দপা পা পা I পা ণদা। দপা মা মা।
ম০ মো রে দি০ য়ে০ ছ০ তু মি আ লো০ ক০ হ তে

০ ১ ২´ ৩ ০
। জ্ঞা জ্ঞঋা। জ্ঞা -া -সা I সা ঋা। ঋা ঋা জ্ঞঋা। সা জ্ঞা।
আ লো০ কে ০ ০ জী ব ন, হ তে০ নি য়ে

১ ২´ ৩ ০ ১
। ঋা সা ণ্দা I ণ্ সা। সঋা০ -জ্ঞমা -াজ্ঞ। সজ্ঞা -ঋা। সা ণ্দা -ণ্া ॥
ছ, ন ব জী ব নে০ ০০ ০ হে০ ০ প্র ভু ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ {সা জ্ঞা। ঋা সা সা। সা -া। সা সা সা I সা ঋা। সা সা ণ্া।
জা নি হে, ত্রা থ পু ০ ণ্য, পা পে হৃ দ য়, মো র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা -া -সা I সা ঋা। ঋা ঋা জ্ঞঋা। সা জ্ঞা। ঋা সা ণ্দা I
স ত ত ০ ০ শ য়া ন, আ ছে০ ত ব ন য় ন

২´ ৩ ০ ১ ২´
I ণ্া সা। সঋা -জ্ঞমা -াজ্ঞ। স -জ্ঞা -ঋা। সা ণ্দা -ণ্া I সা দা।
স মু খে০ ০০ ০ হে ০ ০ প্র ভু ০ আ মা

৩ ০ ১ ২´ ৩
। দা পা পা। দা দপা। মা মা মা I জ্ঞা জ্ঞমা। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞঋা।
র, হা তে তো মা০ র, হা ত র য়ে০ ছে, দি ন০

০ ১ ২´ ৩ ০
। জ্ঞা জ্ঞঋা। মজ্ঞা -া -সা I সা ঋা। ঋা ঋা জ্ঞঋা। সা জ্ঞা।
র জ০ নী ০ ০ স ক ল, প থে০ বি প

১ ২´ ৩ ০ ০ ১
। ঋা সা ণ্দা I ণা সা। সঋা -জ্ঞঋা -াজ্ঞ। সজ্ঞা -ঋা। সা ণ্দা -ণা } I
থে, সু খে অ সু খে০ ০০ ০ হে০ ০ প্র ভু ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I {মা দা। দা দা ণা। ণা র্সা। র্সা র্সা র্সা I ণা র্সা। ঋ৺া ঋ৺া র্সা।
জা নি হে, জা নি জী ব ন, ম ম বি ফ ল, ক ভু

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ণা র্সা। ণা -দা -া I মা দা। দা দা ণা। ণা র্সা। র্সা র্সা ঋ৺র্সা I
হ বে না ০ ০ দি বে না, ফে লি বি না শ, ভ য়ু ০

২´ ৩ ০ ১ ২´
I ণা র্সা। র্সঋ৺া -জ্ঞ৺া -া। ঋ৺া -াজ্ঞ। র্সা -া -া } I ঋ৺া ঋ৺র্স।
পা থা রে০ ০ ০ ০ ০ হে ০ ০ এ ম

৩ ০ ১ ২´ ৩
। র্সণা ণা ণা। র্সণা ণদা। দপা পা পা I পা ণদা। দপা মা মা।
ন০ দি ন আ০ সি০ বে০ য বে ক রু০ ণা ০ ভ রে

০ ১ ২´ ৩ ০
। জ্ঞা জ্ঞঋা। জ্ঞা -া -সা I সা ঋা। ঋা ঋা জ্ঞঋা। সা জ্ঞা।
আ প০ নি ০ ০ ফু লে র, ম ত০ তু লি

১ ২´ ৩ ০ ১
। ঋা সা ণ্দা I ণ্া সা। সঋা -জ্ঞমা -াজ্ঞ। সজ্ঞা -ঋা। সা ণ্দা -ণ্া ॥ ॥
য়া, ল বে তা হা রে০ ০০ ০ হে০ ০ প্র ভু ০

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

———*———

প্রথম ভাগ। সঙ্গীত প্রকাশিকা। দ্বাদশ সংখ্যা।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

ভাদ্র, ১৩০৯।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আবরণ কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।

(মাসিক-পত্রিকা)

১ ভাগ—১২ সংখ্যা } "নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"॥ { ভাদ্র ১৩০৯

রাগ-বিবোধ।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

উক্তাত্র শুদ্ধমেলাথ মধ্যমেলেতি সা দ্বিধা সাপি।
পুনরেকৈকং দ্বিবিধা তত্রাখিলরাগমেলৈকা। ১৫
অপরৈকরাগমেলা তত্রাদ্যা ভেদয়োরবান্তরয়োঃ।
স্থানত্রয়েঽপি যত্রাখিলরাগার্হস্বরাঃ সার্য্যঃ। ১৬

এই প্রকরণে রুদ্রবীণা শুদ্ধমেলা ও মধ্যমেলা এই দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহাও আবার এক একটী দুই প্রকার হয়। একটী অখিল-রাগমেলা, অপরটী একরাগ-মেলা। এই অবান্তর ভেদদ্বয়ের মধ্যে তাহাই আদ্যা যাহাতে সারি সকল স্থানত্রয়েও অখিলরাগযোগ্য হয় হয়। ১৫। ১৬

এইরূপ সামান্যত রুদ্রবীণা নিরূপণ করিয়া তাহার বিশেষ কহিতেছেন। এই প্রকরণেই রুদ্রবীণা দুই প্রকার কথিত হইয়াছে—শুদ্ধমেলা ও মধ্যমেলা। ইহারাও আবার প্রত্যেকে দুই প্রকার। এই অবান্তর ভেদের মধ্যে একটী অখিলরাগমেলা, অপরটি এক রাগমেলা অর্থাৎ যাহাতে এক রাগ বিশিষ্ট রাগের মেল হয়। শুদ্ধমেলা অখিলরাগমেলা এই একটী। শুদ্ধমেলা একরাগমেলা এই দ্বিতীয়। মধ্যমেলা অখিল-রাগমেলাএই তৃতীয়। মধ্যমেলা একরাগমেলা এই চতুর্থ ভেদ। যথাস্থানে সকল করা কর্ত্তব্য এই যুক্তি-অনুসারে যদি শুদ্ধমেলা ও মধ্যমেলা এস্থলে প্রথম লক্ষ্য হয়, তথাপি অল্প-বক্তব্যতা হেতু অবান্তর দুইটী ভেদ সূচী-কটাহ ন্যায়ে * প্রথমে কথিত হইতেছে। এই অবান্তর ভেদ সমূহের ও উপভেদ-মধ্যে আদ্যা অখিলরাগমেলা সেইটীকে বলা যায় যে বীণাতে এমন সারী সন্নিবেশ থাকে যাহাতে তিন স্থানেই—অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থানের স্বর সমূহ—অর্থাৎ শুদ্ধ ও বিকৃত ষড়্‌জাদি অখিলরাগার্হ—অর্থাৎ সকল রাগ-প্রকাশন-যোগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহাতে অধিক সারী পূর্ব্বেই স্থাপিত থাকায় পরিচালন ব্যতীত রাগোৎপত্তি হয় তাহা অখিল-রাগমেলা। চলিত কথায় ইহাকে বন্ধ-ঘাট বলে। ১৫। ১৬

সান্যা যত্র যথার্হং রাগব্যক্তৈ মুহুশ্চলন্তীমাঃ।
অথ শুদ্ধমেলবীণেহ লক্ষ্যমনুলক্ষ্যতে প্রথমা। ১৭

সেইটী অন্য, যাহাতে যথাযোগ্য স্থানে রাগ অভি-ব্যক্তির নিমিত্ত এই সকল সারী মুহুর্মুহু চালিত হয়। এক্ষণে এইস্থলে লক্ষ্য অনুসরণ পূর্ব্বক প্রথম শুদ্ধমেলবীণা নিরূপিত হইতেছে। ১৭

---

* কর্ম্মকারের নিকট সূচ ও কটাহ গড়িতে দিয়াছে কিন্তু কটাহ রাখিয়া অল্প কার্য্য বলিয়া অগ্রে সূচ গড়ে ইহাকে সূচীকটাহ ন্যায় বলে।

সেইটী দ্বিতীয় এক রাগমেলা যাহাতে এই সমস্ত সারী রাগ অভিব্যক্তির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রতিনিয়ত রাগ প্রকাশনের নিমিত্ত মুহুর্মুহু চালিত হয় অর্থাৎ সেই সেই স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্থানান্তরে স্থাপিত হইয়া থাকে। তবে কি মন্দ্রাদি স্থানত্রয়েই ? না তাহা নহে, যথাযোগ্যস্থানে স্থাপন হইবে। শুদ্ধমেলাতে কিন্তু মধ্য ও তারস্থানেই সারী চালন করিবে। মন্দ্রস্থানে অধিক সারী স্থাপন হেতু সারী চালন হইবে না। মধ্যমেলাতে মধ্যস্থানে ধৈবত ও নিষাদের সারী চালন করিবে। কিন্তু তারস্থানে সর্ব্বত্রই। সমস্ত মন্দ্রস্থানে পঞ্চম রাখিবে না এবং মধ্যস্থানে অধিক সারী স্থাপন হেতু উহার চালন অনাবশ্যক। অতঃপর শুদ্ধমেলা নিরূপিত হইতেছে। প্রথমা অর্থাৎ পূর্ব্বোদ্দিষ্টা বা মুখ্যা শুদ্ধ-মেলবীণা এস্থলে বীণার লক্ষ্য কি না লোকস্থিতি অনুসরণ পূর্ব্বক নিরূপিত হইতেছে। ১৭

স্থাপ্যা মেরোরূর্দ্ধং চতস্র ইহ তন্ত্রিকা মিথো বি-
ষমাঃ।
দক্ষিণপার্শ্বে দাণ্ডে তিস্রশ্চতস্যু চ বামাদ্যা।১৮

এই শুদ্ধমেলাতে মেরুর ঊর্দ্ধে পরস্পর বিসদৃশ চারটী তন্ত্রী রাখিবে। দণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে আরও তিনটী রাখিবে। চারিটীর মধ্যে যাহা বামা তাহা আদ্যা। ১৮

উহার লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে। এই শুদ্ধমেলাতে মেরুর ঊর্দ্ধে চারটী তন্ত্রী স্থাপন করিবে এবং তিন দোরক ও দুই কীলক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে বন্ধন করিবে। এস্থলে মেরুর দৈর্ঘ্য বা দৃঢ়তা লাক্ষা অথবা দণ্ডপৃষ্ঠান্তর্গত অধঃস্থ কীল দ্বারা করিতে হইবে। ঐ তন্ত্রী সকল পরস্পর বিষম অর্থাৎ বিসদৃশ হওয়া আবশ্যক। এস্থলে প্রথম লোহময় তন্ত্রী হস্তীর লোম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল। দ্বিতীয়টী তদপেক্ষা সরু। তৃতীয় আরও সরু আর চতুর্থটী সর্ব্বাপেক্ষা সরু করিবে। আর দণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে আর তিনটী তন্ত্রী রাখিবে। ঐ তিনটী তন্ত্রী তিন দোরকের সহিত দণ্ডের মধ্য দিয়া সারী স্থানে পূর্ব্ববৎ বন্ধন করিয়া দিবে। এই তিন তন্ত্রীও পর-পর ক্রমে পরস্পর বিসদৃশ হইবে। এইরূপে তন্ত্রী-সমূহের স্থান নিরূপণ করিয়া মেরুর উপরিস্থ ঐ সমস্ত তন্ত্রীতে স্বরস্থাপন কথিত হইতেছে। চারিটি তন্ত্রীর মধ্যে যাহা বামা তাহা আদ্যা। স্কন্ধস্থ বীণাতে বাদকের বামহস্তগতা হইয়া উহা আদ্যা হইয়া থকে। ১৮

অনুমন্দ্রষড়্জমর্হেদনুমন্দ্রে পং দ্বিতীয়কা তন্ত্রী।
মন্দ্রং সং চ তৃতীয়া চতুর্থিকা মধ্যমং মন্দ্রং। ১৯

প্রথম তন্ত্রী অনুমন্দ্র ষড়্জকে পাইবে, দ্বিতীয় তন্ত্রী অনুমন্দ্রে পঞ্চমকে পাইবে, তৃতীয় তন্ত্রী মন্দ্র ষড়্জকে পাইবে, চতুর্থ তন্ত্রী মধ্যম মন্দ্রকে পাইবে। ১৯

অনুমন্দ্র ষড়্জ অর্থাৎ মন্দ্রাপেক্ষা নিম্ন ষড়্জ অথবা মন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে যে ষড়্জ, মন্দ্র ষড়্জ যাহা হইতে দ্বিগুণ, সেই অনুমন্দ্র ষড়্জ যাহাতে পাইতে পারে এইরূপ করিয়া প্রথম তন্ত্রী বাঁধিবে। অর্থাৎ মনোরঞ্জক অনুরণনাত্মক ধ্বনিবিশেষ যাহা পূর্ব্বে হয় তাই তাদৃশস্বরূপ অনুমন্দ্র ষড়্জ যাহাতে উদিত হয় সেইরূপে প্রথম তন্ত্রী শিথিল করিয়া বাঁধিবে। দ্বিতীয় তন্ত্রী অনুমন্দ্রে বর্ত্তমান পঞ্চমকে যাহাতে পায় এইরূপ করিয়া বাঁধিবে। অর্থাৎ অনুমন্দ্র ষড়্জাপেক্ষায় প্রথম-বিবেকোক্ত অনুমন্দ্র শ্রুতি বাদশের অন্তর ত্রয়োদশ অনুমন্দ্র পঞ্চম নামক ধ্বনিভেদ যাহাতে উত্থিত হয় এইরূপ করিয়া দ্বিতীয় তন্ত্রী বাঁধিবে অর্থাৎ প্রথম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দৃঢ়রূপে বাঁধিবে। তৃতীয় তন্ত্রী মন্দ্র ষড়্জ ইহা অনুমন্দ্র ষড়্জাপেক্ষায় দ্বিগুণ—সেই মন্দ্র ষড়্জ যাহাতে পায় অর্থাৎ যেরূপ হইলে মন্দ্র ষড়্জ বাহির হয় এইরূপ করিয়া বাঁধিবে অর্থাৎ তৃতীয় তন্ত্রী দ্বিতীয় অপেক্ষায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিবে। চতুর্থ তন্ত্রী মধ্যম মন্দ্রকে পাইবে। অর্থাৎ মন্দ্র ষড়্জাপেক্ষায় আট শ্রুতি অন্তর নবম মন্দ্র মধ্যম নামক ধ্বনিভেদ যেরূপে বাহির হইতে পারে সেইরূপ করিয়া অর্থাৎ তৃতীয় হইতেও কিঞ্চিৎ দৃঢ়রূপে চতুর্থ তন্ত্রী কীলক ঘুরাইয়া বাঁধিবে। ১৯

পার্শ্বে তুপরিগাস্তা মন্দ্রং সং মধ্যমা চ মন্দ্রং পং।
অন্ত্যা মধ্যং ষড়্জং প্রত্যাখ্যাতিত্র এতাঃ স্যুঃ।২০

সতি বা ষড়্জে শ্রুতয়োমন্দ্রে মধ্যে ক্রমাৎ সকৃৎ দ্বিশ্চ।

যদ্বা ষড়্জে মন্দ্রে মধ্যে তারে তথা তাঃ স্যুঃ। ২১

পার্শ্বে উপরিস্থিত হইয়া প্রথম তন্ত্রী মন্দ্র ষড়্জকে এবং মধ্যম তন্ত্রী মন্দ্র পঞ্চমকে এবং অন্ত্যতন্ত্রী মধ্য ষড়্জকে পাইবে। এই তিনটী শ্রুতি নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অথবা মন্দ্র ষড়্জে থাকিতে শ্রুতি সকল একবার, মধ্য ষড়্জে থাকিতে দুইবার হয়। অথবা মন্দ্র মধ্য ও তার ষড়্জে ক্রমে ঐ সমস্ত শ্রুতি হয়। ২০। ২১

দণ্ডপার্শ্বস্থ তন্ত্রী সমূহেও স্বরস্থাপন কহিতেছেন। পার্শ্বে অর্থাৎ দণ্ডপার্শ্বে কিন্তু উপরিগা উপরিস্থিত হইয়া আদ্যা কি না প্রথম তন্ত্রী মন্দ্র ষড়্জকে পাইবে, অর্থাৎ উহাকে মেরুস্থ তৃতীয় তন্ত্রীর সমধ্বনি করিবে। মধ্যম তন্ত্রী মন্দ্র পঞ্চমকে পাইবে অর্থাৎ মেরুস্থ দ্বিতীয় তন্ত্রীধ্বনির সহিত দ্বিগুণ সমান ধ্বনি করিবে। অন্ত্য তন্ত্রী মধ্য ষড়্জকে পাইবে অর্থাৎ উহাকে দণ্ডস্থ প্রথম তন্ত্রীধ্বনির সহিত দ্বিগুণ সমানধ্বনি করিবে। এই তিন তন্ত্রীর প্রত্যেকের লৌকিক নাম কথিত হইতেছে। এই দণ্ডপার্শ্বস্থ তিন তন্ত্রী শ্রুতি নামে কথিত হইয়া থাকে। লোকে ইহাদিগকে শ্রুতি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রকারান্তরেও ঐ তিন তন্ত্রীতে স্বরস্থাপন কথিত হইতেছে। অথবা মন্দ্র ষড়্জে থাকিতে একবার, মধ্য ষড়্জে থাকিতে দুইবার শ্রুতি সকল ক্রমে হইবে। অর্থাৎ উপরিতন শ্রুতিতে মন্দ্র ষড়্জ, মধ্যম ও অধস্তনে মধ্য ষড়্জ। অথবা মন্দ্র মধ্য ও তার ষড়্জে ক্রমে অর্থাৎ উপরিতনাদি ক্রমে ঐ সমস্ত শ্রুতি হয়, এস্থলে তারমধ্য হইতে দ্বিগুণতা হেতু তন্ত্রী হ্রস্বতম রহিবে। ২০। ২১

অনুমন্দ্রষড়্জতন্ত্র্যা ষট্সারীঃ স্থাপয়েৎ যথা স্যুরিমে।

শুদ্ধরিশুদ্ধগসাধারণমৃদুমশুচিমমৃদুপসংজ্ঞাঃ। ২২

অনুমন্দ্র ষড়জের তন্ত্রীতে এইরূপ ষট্সারী স্থাপন করিবে যাহাতে এই স্বর সমূহ হইতে পারে, শুদ্ধ রি, শুদ্ধ গ, সাধারণ, মৃদু ম, শুদ্ধ ম, ও মৃদু প। ২২

পূর্ব্বে মেরুস্থ তন্ত্রী চতুষ্টয়ে ষড়্জ পঞ্চম ও ষড়্জ মধ্যম এই ক্রমে স্বরস্থাপন বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই তন্ত্রী-চতুষ্টয়ে অধঃসারিকায় ষড়্জ-স্থাপন-জাত অবশিষ্ট স্বর-স্থাপন বলিবার জন্য প্রথম তন্ত্রীতে ছয়সারী স্থাপন দ্বারা অনুমন্দ্রে ষট্স্বর কহিতেছেন। অনুমন্দ্র ষড়্জের যে তন্ত্রী তাহাতে এই ষট্স্বর যেরূপে হয় অর্থাৎ স্ব স্ব শ্রুতিতে অব-স্থিতি হেতু প্রকাশিত হয় সেইরূপ ষট্সারী স্থাপন করিবে। এই ষট্স্বর কোন্ গুলি তাহা বলা হইতেছে। তন্মধ্যে অনু-মন্দ্র ষড়জের পর অনুমিত তৃতীয় শ্রুতিতে যেরূপে শুদ্ধ রি হইবে সেইরূপে প্রথম সারী স্থাপন করিবে। ঐ শুদ্ধ ঋষভ হইতে দ্বিতীয় শ্রুতিতে শুদ্ধ গ যেরূপে হয় সেইরূপে দ্বিতীয় সারী স্থাপন করিবে। ঐ শুদ্ধ গান্ধার হইতে মধ্যমের প্রথম শ্রুতিতে যেরূপে সাধারণ হয় সেইরূপে তৃতীয় সারী স্থাপন করিবে। ঐ মধ্যমের প্রথম শ্রুতিস্থ গান্ধার হইতে দ্বিতীয় শ্রুতিতে যেরূপে মৃদু ম হয় সেইরূপে চতুর্থ সারী স্থাপন করিবে। ঐ মধ্যমের উপান্ত্য শ্রুতিস্থ গান্ধার হইতে প্রথম শ্রুতিতে যেরূপে শুদ্ধ ম হয় সেইরূপে পঞ্চম সারী স্থাপন করিবে। আর ঐ শুদ্ধ মধ্যম হইতে তৃতীয় শ্রুতিতে যেরূপে মৃদু প নামক মধ্যম হয় সেইরূপে ষষ্ঠ সারী স্থাপন করিবে। এই ছয়টী অনুমন্দ্রই জানিবে।

ভরত মুনি-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।

উৎসাহ, উত্তম-প্রকৃতিক। ইহা অবিষাদ, শক্তি, ধৈর্য্য, শৌর্য্যাদি বিভাব দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধীরতাদি দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।

ভয়, স্ত্রী ও নীচপ্রকৃতিক। ইহা গুরু ও রাজাপরাধ, শূন্য গৃহ, বন, পর্ব্বতদর্শন, নির্ভৎসন, দুর্দ্দিন, নিশান্ধকার, কাক উলূক ও রাত্রিচর পশু পক্ষীদিগের রব শ্রবণ ইত্যাদি বিভাব হইতে উৎপন্ন হয়। কম্পিত হস্ত পদ, হৃদয়কম্প, স্তম্ভ, মুখশোষ, জিহ্বাপরিলেহন, ঘর্ম্ম, কম্প, পরিত্রাণান্বেষণাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।

জুগুপ্সা, স্ত্রী ও নীচপ্রকৃতিক। ইহা অমনোজ্ঞ দর্শন ও শ্রবণাদি বিভাব দ্বারা উৎপন্ন হয়। সর্ব্বাঙ্গসঙ্কোচন, নিষ্ঠীবন, মুখবিকার, নাসাপ্রচ্ছাদন ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। এই গুলি স্থায়ীভাব।

কিরূপ ব্যভিচারি নাম হইল? অর্থাৎ এই সমস্ত ভাব বিবিধ রূপে রসে সঞ্চরণ করে এইজন্য। এই স্থলে সঞ্চরণ অর্থে নয়ন বা প্রাপণ। কিরূপ প্রাপণ? যেমন সূর্য্য অমুক নক্ষত্রকে অমুক দিনে পাওয়াইতেছে সেইরূপ। কিন্তু এস্থলে সূর্য্য হস্ত বা স্কন্ধ দ্বারা কিছু লইয়া যায় না, কিন্তু সূর্য্য অমুক নক্ষত্রকে অমুক দিনে লইয়া গিয়াছেন ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। এই নয়ন বা প্রাপণ সেইরূপই জানিবে।

ব্যভিচারি ভাবের মধ্যে নির্ব্বেদ একটী ভাব। ইহা দারিদ্র্য, তিরস্কার, ক্রোধ, তাড়ন, ইষ্টজনবিয়োগ, ব্যাধি, দুঃখ ও পরবৃদ্ধি দর্শন ইত্যাদি বিভাব দ্বারা উৎপন্ন হয়। রোদন, দীর্ঘনিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, দীন মুখ চক্ষু ও যোগীপুরুষের ন্যায় ধ্যানরতি ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।

গ্লানি।—বমনবিরেচনাদি ব্যাধিতপ, নিয়ম, উপবাস, তাপ, অতিপান, মদনসেবা, কৃশতা, অতিব্যায়াম ইত্যাদি বিভাব দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়। পথশ্রম, ক্ষুৎপিপাসা, নিদ্রাচ্ছেদ ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। মন্দগমন, ক্ষীণ বাক্য, নেত্রবিকার, দীন সঞ্চার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিথিল ভাব ইত্যাদি দ্বারা ইহা প্রকাশ করিবে।

শঙ্কা। চোর বলিয়া গ্রহণ, নৃপাপরাধ, পাপকর্ম্ম ইত্যাদি বিভাব হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহা স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতিক ও সন্দেহাত্মক। মুহুর্মুহু অবলোকন, অবগুণ্ঠন, মুখশোষ, জিহ্বাপরিলেহন, মুখবিবর্ণতা, কম্প, কণ্ঠোষ্ঠশোষ ও কাকসাধর্ম্য ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। এই শঙ্কাতে অনেকে আকার সংবরণও ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বিবিধ। আত্মসমুত্থিত ও পরসমুত্থিত। যাহা পরসমুত্থিত তাহাতে অঙ্গকম্প, দৃষ্টিচেষ্টা, উন্মুখ ভাবে পার্শ্বদর্শন, জিহ্বার অসাড়তা, মুখবৈবর্ণ্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

অসূয়া। ইহা নানা অপরাধ, পরের ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য, মেধা, বিদ্যা ও কার্য্যাদি বিভাব দ্বারা উৎপন্ন হয়। পরিষদে দোষপ্রখ্যাপন, গুণের অপহ্নুতি, চক্ষুঃপ্রচ্ছাদন, অধোমুখ, ভ্রূকুটী, অবজ্ঞা, কুৎসা, উৎকট মুখ, ক্রোধ, বিবর্ত্তিতনেত্র, ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে।

মদ। মদ্যপানে ইহা জন্মে। ইহা ত্রিবিধ। তরুণ, মধ্য ও অপকৃষ্ট। মত্ত হইয়া কেহ গায়, হাসে ও রোদন করে, কেহ পরুষবাক্য প্রয়োগ করে, কেহ শয়ন করিয়া থাকে। যে উত্তমপ্রকৃতি সে শয়ন করে। যে মধ্যপ্রকৃতি সে হাসে ও গায়। আর যে অধম-প্রকৃতি সে পরুষ বাক্যে বকে ও রোদন করে। যে উত্তম-প্রকৃতি মদ্যসেবায় তাহার মুখে সদা হাস্য আইসে, সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়, বাক্য কিঞ্চিৎ এড়াইয়া আইসে এবং পদ অল্প টলে। ইহাকে তরুণ-মদ বলে। যে মধ্য-প্রকৃতি তাহার নেত্র স্খলিত ও ঘূর্ণিত হয়, খুব হাস্য ছোড়ে ও কুটিলগতিতে পা টলে। ইহাকে মধ্যমদ বলে। যে অধম-প্রকৃতি তাহার স্মৃতিভ্রংশ হয়। বীভৎস রূপে ছর্দ্দি কফ ও হিক্কা তুলে ও ক্রমাগত থুথু ফেলে। যে রঙ্গ মধ্যে পান করে নাট্যযোগে তাহার মদবৃদ্ধি করিবে। যে পানে করিয়া বমন করে তাহার মদক্ষয় করিয়া দিবে।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

রাগিণী শুক্ল বেলাবল—তাল ষষ্ঠতাল।

হো দীননাথ! পরাৎপর,
নিত্যানন্দ, বিঘ্ন নাশন,
ভব-কর্ণধার, করুণা-
দৃষ্টি কিজিয়ে মো-পর।
ভব সমুদ্র পার হোনে
যন্ত্রণা জেতে, রঘুনন্দন!
সমগ্র জনকপুর আয়েয়ে,
হো রাঘব! আপনে জানো,
কৃপা-নিধান! পার উতারো॥

II মা -পধা। -পা মগা। -রা গা I মা -া। মা -া। রা রা।
হো •• • • দী • • ন না • থ • প রা

। -পা পধা। মা -া। -গা -ররা। রা -পপা। মা মা I -পা পা।
ৎ প • র • • •নি ত্যা •ন ন্দ, বি • ঘ্ন

। না -র্সা। র্রা র্সা। না পা। মা গা। রা -গা। মা পা।
না •• শ ন ভ ব ক র্ণ ধা • র, ক

। পা -ধমা I গা -রা। সা -া। রা গা। মা পা। মা গরা II
রু •ণা দৃ • ষ্টি • কি জি য়ে, মো প র•

II মা পা। পা না। -র্সা র্সা। র্রা র্সা। র্সা র্সা। -র্সা র্রা। র্গা র্মা।
ভ ব স মু • দ্র পা র হো নে • য ন্ত্র ণা

। র্রগা র্রসা I র্সা র্সনা। -না পা। পা -া। পা -ধা। মা গরা।
জে• তে• র ঘু,ন • ন্দ ন • স • ম গ্র •

। গা মা। পা পা। -ধা মগা I গা সা। রা -গা। মা রা।
জ ন ক পু • রআ য়ে য়ে হো • রা ঘ

৩	৪	৫	৬	•	১´	২
। গা মা ।	পা না ।	না র্সা ।	-র্সা র্রা ।	র্গা র্মা I	র্সা -া ।	র্সা পা ।
ব, অ	প নে	আ নো	• রু	পা, নি	ধা •	ন, পা

•	৩	৪
। পা পা ।	-ধা মগা ।	-রা গা II II
র, উ	• তা॰	• রো

বিলম্বিত করিবার জন্য প্রত্যেক আঘাতে ও শূন্যে দুই দুই মাত্রা রাখা হইয়াছে, নতুবা ইহা প্রকৃত পক্ষে ৮ মাত্রার তাল। ঢিমা তেতাল, বীরপঞ্চ, খামসা এবং ষট-তাল এই ৪ তালই ৮ মাত্রার, সুতরাং এক জাতীয়। এক ঠেকাই এই চারি তালে বাজান যায়, কিন্তু প্রত্যেকের আঘাৎ শূন্য ও প্রস্বন-ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঠেকাও আছে। ষট-তালের ঠেকা এই :—

১´ ২ • ৩ ৪ ৫
ধা ধেৎ ধানক দিন্তা ধেত্তা তেরেকেটে তাকাধুমা
৬ • ১´
কেটেতাকা গদিঘিনি ধা।

প্রথম ২ মাত্রায় ২ আঘাৎ, ৩য় মাত্রা শূন্য, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মাত্রা ৪টী আঘাৎ, শেষ ৮ম মাত্রা শূন্য। অতএব দেখিবেন ঢিমা তেতাল, বীরপঞ্চ খামসা এবং ষটতাল একই প্রকার, পরন্ত আঘাতে ও শূন্যে এবং সমের প্রস্বনে ভেদ এই মাত্র। এই অবস্থায় যে বাদক সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন তিনি এক পরণেই এই চারি তাল বাজাইতে সক্ষম হয়েন, তবে তেহাই প্রভৃতি পূর্ব্ব হইতে গঠন করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা তত্তৎকালে বেতাল হওয়া সম্ভব। ইহাদের সন্ধানাদি মৃদঙ্গের প্রকরণে বিস্তার পূর্ব্বক লেখা যাইবে।

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

☞ কোন কলির আরম্ভ ও অবসানের চিহ্ন স্বরূপ যে যুগল দাঁড়ি ব্যবহার হইত, এখন হইতে তাহার পরিবর্ত্তে যুগল II স্তম্ভ-চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে। কেবল, আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিয়া অন্য কলি ধরিতে হইবে, সেইখানেই পূর্ব্ব মত শিরোদেশে যুগল ॥ দাঁড়ি ব্যবহার করা যাইবে।—সম্পাদক।

তিলক-কামোদ—চৌতাল।

ভরণয়ো গয়ি জল যমুনা তট পানি ঘট,
নট-নাগর কো প্রঘট দরশ ভয়ো।
মোর মকুট শীষ ঝুলি কুণ্ডল কি ছব
দেখোই আলি লয়ো মেরো মন হর ॥

০	৩	৪	১´	•	২
II সা গা ।	সা গা ।	-রা গা I	মা -া ।	পা পা ।	পা পধা ।
ভ র	ণ য়ো	• গ	য়ি •	জ ল	য মু॰

•	৩	৪	১´	•	২
। মপা -মা ।	গা গা ।	গা সা I	সা রা ।	রা রা ।	রগা মা ।
না॰ •	ত ট	পা নি	ঘ ট	ন ট	না॰ গ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -া পা। ধা মা। গা গা I রা পা। মা মগা। মা -া II
০ র কো, প্র ঘ ট দ র শ, ভ০ মো ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
II মা -পা। পা না। র্সা র্সা। র্সা -া। র্সা র্সা। -া র্সা I র্রা র্গা।
মো ০ র, ম কু ট শী ০ ষ, মু ০ লি কু ণ্ড

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। র্মা র্গা। র্রা র্রা। র্সা -া। -া মা। -পা পা I পা -র্রা। র্রা -র্গা।
ল কি ছ ব দে ০ ০ খো ০ ই আ ০ লি ০

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। র্রা -া। র্সা র্সণা। -া পধা। -ণা -া I ধা পা। -া মা। -গা গা II II
ন ০ রো, মে০ ০ রো০ ০ ০ ম ন ০ হ ০ র

—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

আড়ানা বাহার—চৌতাল।

জ্ঞান যো পাওয়ে যো ধ্যায়ে
চরণ তেরে মাতা স্বরস্বতী
মহাবাগ্বাদিনী।
সকল গুণ বিদ্যাদানি, অধরণ কো আনন্দ করণি
যাহা নামে গাওয়ে গুণী।
তেরি কৃপাতে যো গাও সাচি
সুধা মুদ্রা, দিজে মুকো রস-রঙ্গ
আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চায়ী ;
দয়া রাখিয়ে মো পর সারদা ভবানী॥

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II র্সা -া। র্সা -া। -া দণা। ণদা -ণদা। ণা পা। -া মপা I
জ্ঞা ০ ন ০ ০ যো০ পা০ ০ ও য়ে ০ যো০

৪´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মপা -মজ্ঞা। মা -পা। -মপা -জ্ঞা। মা রা। রা রা। -া সসা I
ধ্যা০ ০ এ ০ ০ ০ চ র ণ, তে ০ ০য়ে

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। দা -ণা। -র্সা -া। -ণা -া। -দা -া। -পা -া I -মা -া। -পা -া।
রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -দা -া। -ণা -া। -র্সা -া। -ণা -া I -দা -া। -পা -া। -মা -া।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -জ্ঞা -মা। -রা -সা। -া -া I -সা -রা। -সা -া। -জ্ঞা -জ্ঞা।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -পা -পা। -মা -জ্ঞা। -া -মা I -া -পা। দা -া। -ণা -পা।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -দা -া। -ণা -া। -র্সা -া I র্রা র্মজ্ঞা। -র্মা র্রা। -া র্সা।
০ ০ ০ ০ ০ ০ দ য়া০ ০ য়া ০ থি

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। র্সা র্সণা। -র্সা -ণা। র্রা র্সা I র্সণা র্সপা। -ণা র্রা। -া র্সা।
রে, মো০ ০ ০ প র সা০ র০ ০ দা ০ ভ

০ ৩ ৪
। ণা -র্সা। -র্রণা র্সণদা। -ণদা -ণর্সা I I শ্রীরামলাল দত্ত।
বা ০ ০ নী০০ ০ ০

রাগিণী ধুন—তাল ঠুংরি।

অন্ধ জনে দেহ আলো মৃত জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত-সিন্ধু কর করুণা-কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম, প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান
যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক।
তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখ' রাখ'।
তৃষিত যে জন ফিরে তব সুধাসাগর-তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান!
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়,সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায় হেরিনি প্রেম-বয়ান,—
দরশন দাও হে দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ। —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II সা -মা। মা মা। মা -া। মা পমা I গা -মা। পা -দপা।
অ ন্ ধ, জ নে ০ দে হ০ আ ০ লো ০০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। -মপা -া। -া -া I মা মমা। জ্ঞা -া। সা -ঋমা। মা জ্ঞঋা I
০০ ০ ০ ০ মৃ ত০ জ ০ নে ০০ দে হ

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I সা -া। -া -া। -া -া। -া -া I সা ঋা। সা ণ্া। সা -জ্ঞা।
প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্ তু মি ক রু ণা ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। জ্ঞা রা I জ্ঞা -রা। রজ্ঞা -সজ্ঞা। -া -া। -া -সা I ঋা ঋা। সা দ্া।
মৃ ত সি ন্ ধু০ ০ ০ ০ ০ ০ ক র ক রু

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ণ্া -জ্ঞা। ঋা জ্ঞঋা I সা -া। -া -া। -া -া। -া -া II
ণা ০ ক ণা০ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
II{ ণ্া -সা। জ্ঞা মা। পা পা। পা -ধা I ধণা -র্সণা। -া -া। -া -া।
ত • ক হ হ য় ম • মং • • • • •

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। -া -া I পা ধা। পা মা। গা -মগা। মা পধা I পমা -া।
• • ক ঠি ন পা ষা • ণ, সং ম •

৩ ০ ১ [মপা]* ২´ ৩ ০
। -া -া। -া -া। -া -া} I মজ্ঞা -া। রা সণ্া। সা জ্ঞা।
• • • • • • প্রে • ম, সং লি ল

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। জ্ঞা -ার I রজ্ঞা -মজ্ঞা। -া -া। -া -া। -া -সা I সা -ঋা।
ধা • রে° • • • • • • • সি •

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
। ঋা জ্ঞঋা। সা -ঋা। জ্ঞা ঋজ্ঞঋা I সা -া। -া -া। -া -া।
ঞ্চ হ• ত • ক ন য়া • • • • ন্

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। সা সা I সা -ঋা। সা ণ্া। সা জ্ঞা। জ্ঞা -ার I রজ্ঞা -মজ্ঞা।
প্র ভু প্রে • ম স লি ল ধা • রে° •

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
। -া -া। -া -া। -া -সা I সা -ঋা। ঋা জ্ঞঋা। সা -ঋা।
• • • • • • সি • ঞ্চ হ• ত •

১ ২´ ৩ ০ ১
। জ্ঞা ঋজ্ঞঋা I সা -া। -া -া। -া -া। -া -া II
ক, ন য়া • • • • • • ন্

* পুনরাবৃত্তি কালে যে স্থলে সুরের পরিবর্ত্তন হয় সেই স্থলে পরিবর্ত্তিত-সুর [ ] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হইয়া থাকে। —সম্পাদক।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {সা ঋা। সা ণ্‌া। সা -জ্ঞা। জ্ঞা রা I জ্ঞা -া। -া -সা।
যে তো মা রে ডা ০ কে না হে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ঋা ঋা। সা দ্‌া I ণ্‌া -জ্ঞা। ঋা জ্ঞঋা। সা -া। (সা সা)} I
তা রে তু মি ডা ০ ক, ডা০ ক ০ প্র ভু

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
I -া -া I {ণ্‌া সা। জ্ঞা মা। পা -দা। পা মপা I মা -া।
০ ০ ০ তো মা হ তে দূ ০ রে যে০ যা ০

৩ ০ ১ ২´ ০ ০
। -া -পা। মা জ্ঞা। ঋা০ সণ্‌া I সা -ঋা। জ্ঞা ঋাজ্ঞঋা। সা -া।
০ র তা রে তু মি রা ০ খ রা খ ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। -া -া} I {ণ্‌া সা। জ্ঞা মা। পা -া। পা পধা I ণা -া।
০ ০ তু মি ত, যে জ ০ ন, কি০ রে ০

৩ ০ ১ ২´ ৩
। -ধণা -র্সণা। -া -া। -া -ধা I পা ধা। পা মা। গা -ঋগা।
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ত ব সু ধা পা ০

১ ২´ ৩ ০ ১ [পা] ২´
। মা পধা I পা -দা। মা -া। -া -া। -া -া} I মা জ্ঞা।
প র০ তা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ তৃ ষা

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
। -জ্ঞা ঋা। সা সা। সা ণ্‌া I সা -রা। রজ্ঞা -মজ্ঞা। -া -া।
ও, তা হা রে যে হ নী ০ রে০ ০০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। -া -সা I সা ঋা। -া জ্ঞঋা। সা -জ্ঞা। -ঋা জ্ঞঋা I সা -া।
০ ০ সু ধা ০ ক০ রা ০ ও, হে০ পা ০

৩ ০ ১
। -া -া। -া -া। -া -া II
০ ০ ০ ০ ০ হ

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {সা ঋা। সা ণ্। সা -জ্ঞা। জ্ঞা রা I জ্ঞা -া। -া -া।
তো মা রে, পে য়ে ০ ছি নু যে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। -া -া। -া -া I জ্ঞা জ্ঞা। -া রা। জ্ঞা রা। জ্ঞা মা I জ্ঞঋা -া।
০ ০ ০ ০ ক খ ন্, হা রা নু অ ব হে ০

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
। -সঋা -জ্ঞঋা। সা -া। -া -া I ণ্ সা। -পা পা। পা -া।
০ ০ ০ ০ লে ০ ০ ০ ক খ ন্, ঘু মা ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। দা ণা I ধণা -দা। -া -াপ। -মপা -মা। -া -জ্ঞমা I জ্ঞমা জ্ঞা।
ই নু হে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আঁ০ খা

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
। -া ঋা। সা -ঋা। জ্ঞা মা I জ্ঞঋা -া। -সঋা -জ্ঞঋা। সা -া।
র, হে রি ০ আঁ খি মে ০ ০ ০ ০ ০ লে ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। -া -া} I {ণ্ সা। জ্ঞা মা। পা -া। পা পধা I ণা -া।
০ ০ বি র হ, জা না ০ ই ব০ কা ০

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
। ধণা -র্সণা। -া -া। -া -াধ I পা -ধা। পা মা। গা -গা।
০ ০ ০ ০ ০ ০ য় সা ০ ধ না কে ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। মা পদা I পমা -া। -া -া। -া -া। -া -া} I ণ্ সা। জ্ঞা মা।
দি বে০ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় ব র য ব

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা পা। পা পধা I ণা -া। -ধণা -র্সণা। -া -া। -া -াধ I
র য চ লে০ যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -ধা। পা মা। গা -গা। মা পদা I পমা -া। -া -পা।
হে ০ রি নি প্রে ০ ম, ব০ যা ০ ০ ন্

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। মা জ্ঞা। ঋা সণ্া I সা -জ্ঞা। জ্ঞা ঋা। জ্ঞা -া। জ্ঞা ঋা I
দ র শ ন দা • ও হে দা • ও হে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I রজ্ঞা -মজ্ঞা। -া -া। -া -া। -া -সা I ঋা -া। সা দ্া। ণ্া জ্ঞা।
দা• •• • • • • • • কাঁ • দে হৃ দ য়

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। ঋা জ্ঞঋা I সা -া। সা সা। সা ঋা। সা ণ্া I সা -জ্ঞা। জ্ঞা ঋা।
প্রি য় • মা ণ্ প্র ভু দ র শ ন দা • ও হে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। জ্ঞা -া। জ্ঞা ঋা I রজ্ঞ -মজ্ঞা। -া -া। -া -া। -া -সা I
দা • ও হে দা• •• • • • • • ও

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I ঋা -া। সা দ্া। ণ্া জ্ঞা। ঋা জ্ঞঋা I সা -া। -া -া। -া -া।
কাঁ • দে, হৃ দ য় প্রি য় • মা • • • • •

১
। -া -া II II —শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।
• •

কাফি—কাওয়ালি।

যোরি কর পকরত গই বগুরি,
মুরুকি আরেসো চিঠ আরেসো চিঠ ঠারো মগ মগ
মৈ রোকত বর যোরি একহুঁ ন মানে অব-
হু তো নিরতরণ নিকসি পওরন সো পানি ঘট চলি জাত
আরেসো চিঠ হএলাওয়া হসে কবিকে ছুটি গয় লাখন বহানা।

৩ ০ ১ ২
II জ্ঞা মা পা পা। র্সা ণা পা মা। জ্ঞা ঋা সা সা। জ্ঞা -া -সা জ্ঞা I
যো রি, ক র প ক র ত গ ই, ব গু রি • • মু

৩	০	১	২
I জ্ঞা রা জ্ঞা রা।	জ্ঞা সা জ্ঞা রা।	ণা পা র্সা ণা।	র্রা র্সা র্রা ণা I
ক কি আরে গো	ডি ঠ আরে গো	টি ঠ ঠা রো	ম গ ম গ

৩	০	১	২
I র্সা ণা, পা মা।	জ্ঞা জ্ঞা সা সা।	ণা ণা পা মা।	জ্ঞা সা ণ্া সা II
রে, রো ক ভ	ব র যো রি	এ ক হ, ন	মা নে অ ব

২	৩	০	১
II জ্ঞা -জ্ঞা জ্ঞা -মা I	পা -না না না।	র্সা র্সা র্সা র্সা।	র্সা -া র্রা ণা।
হ • তো •	নি • রূ ভ	র ন, নি কা	সি • পও র

২	৩	০	১
। র্সা ণা র্রা র্সা I	ণা পা মা জ্ঞা।	-রা সা -সা সা।	ণা ণা পা মা।
ন গো, পা নি	ঘ ট চ লি	• জী • ত	আ এ গো, টি

২	৩	০	১
। -জ্ঞা মা পা না I	র্সা র্রা র্সা র্রা।	ণা র্সা ণা পা।	ণা পা র্সা ণা।
• ঠ, ছ এ	লা ওয়া, হ সে	ক বি কে, দু	টি, মর, লা থ

২	
। পা মা জ্ঞা সা II II—	শ্রীমতী লিল্ পালিত।
ন, ব হা নী	

গান।

ললিত (ললিতা)—একতালা।

নাহি কোন উপায়, বিনা যোগ সহায়,
নির্ভর করিয়ে কর শোক জয়।
স্মরণ, মনন, ধ্যান, কর সদা সর্ব্বক্ষণ,
আপনি আসিয়ে তিনি দিবেন আশ্রয়।
শোক দুঃখ যত তব, জানিবে অনিত্য সব,
কিছু নহে অভিনব, ঘটেছে তোমায়॥—শ্রীকালীকৃষ্ণ ঠাকুর।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়!

শ্রাবণ মাসের সঙ্গীত-প্রকাশিকা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। আমি সারদাপ্রসাদ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। সুরের উত্থান শ্রুতিকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি গণনা করিতে হয় তাহা আমি স্বয়ং অনুভব করিতে পারি নাই, এবং কোন ব্যক্তি ইহার ইঙ্গিতও করেন নাই, সুতরাং সন্দেহ যায় নাই। পূর্ব্বতন ওস্তাদগণ যে সুরকে সম্বাদী বলিয়াছেন সেই সুরকেই আপনারাও, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ও, সম্বাদী বলেন। অর্থাৎ যে সুর বাদী, তাহার পঞ্চম যে সুর সেই খানি তাহার সম্বাদী। কিন্তু আমি উত্থানের শ্রুতিকে পরিত্যাগ করিয়া গণনা করি নাই, এবং ওস্তাদগণও করেন নাই বলিয়া তাহাকে ১৩ শ্রুতির অন্তর ধরিয়াছিলাম। এবং অনেক ওস্তাদ, যাঁহারা বেতিয়া, রামনগর,—কাশী রামনগর নহে—চম্পারণ জেলার রামনগর, হাথুয়া, মঝৌলী, দারবঙ্গ, টিকারী প্রভৃতির রাজা মহারাজাদিগের দরবারে সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ মার্দ্দঙ্গ—মধুবনীর বাবু কীরত সিং যে সকল ওস্তাদকে ১৭ থান পুরস্কার দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই একখানি মাত্র সম্বাদী সুর স্বীকার করিতেন, দুই সুরের কথা কেহ বলেন নাই। আরও কড়ী কোমল সুরকে কেহই বাদী সম্বাদী বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; এই জন্যই এক সুরকে আরোহণে ১২ শ্রুতি ও অবরোহণে ৮ শ্রুতি হিসাব করিতে সচেষ্ট ছিলাম, কিন্তু শ্রুতির ঠিক গণনায় তাহা মিল হয় নাই; এই জন্য বলিয়াছিলাম যে ক্ষুদ্রান্তর সুর-গুলিকে "মোটামোটী" ২ শ্রুতিক ধরিয়া লইলে অবরোহণে ৮ শ্রুতি পাই, নতুবা ঠিক হিসাবে তাহা হয় না। আমার পত্রে এই কথাগুলি স্পষ্টই লিখিয়াছিলাম, নতুবা "মোটামোটী" শব্দটী ব্যবহার কেন করিব? আর এক কথা, ওস্তাদগণ বলিতেন যে, যেহেতু বড়্জ সাধারণ সুর, সকল রাগ রাগিণীতে আবশ্যক, এই জন্য ষড়্জকে বাদী বা সম্বাদী বলিয়া ধরা উচিত নহে। সেই সমস্ত ওস্তাদই কড়ী কোমল সুরকেও বাদী সম্বাদীর মধ্যে ধরিতেন না। সেই সকল ওস্তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত লোক ছিলেন না বটে, তবে গুরু-পরম্পরায় এই রীতির বশবর্ত্তী ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু এ সকল কথার আর কোন প্রয়োজন নাই। যখন উত্থানের শ্রুতিকে ছাড়িয়া শ্রুতির গণনা করিলে আমার কার্য্য চলিবে তখন মতভেদের কথা লইয়া আন্দোলনের আর প্রয়োজন কি? পুনশ্চ ঘোষজা মহাশয়কে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া পত্র সমাপ্ত করিলাম।

ভবদীয় বশম্বদ।

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

সংবাদ।

গত মাসে, কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দের বিনোদনার্থে ভারত-সঙ্গীত-সমাজে "রিজিয়া"র অভিনয় হইয়াছিল। ঐ দিনে অনেকগুলি ছাত্র ও অধ্যাপক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত রবিবারে ভবানীপুর-সঙ্গীত-সম্মিলনীতে একটি সঙ্গীতের মজলিস্ হয়—সেই সময়ে, সম্মিলনীর অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত উমাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-মহাশয়-কর্ত্তৃক, ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাহা বণিককে, তবলা বাদনের পুরস্কার-স্বরূপ, একটি রৌপ্য পদক প্রদত্ত হয়।

পুণা-গায়ন-সমাজের গৃহ-নির্ম্মাণার্থ একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলা, ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ভারতেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক-দিবসে বোম্বাই নগরে "মৌলাবক্স গায়ন শালা" নামক একটি সঙ্গীত-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা হয়, সেই সভায় সর্ ভালচন্দ্র কৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।